লীলা-উপন্যাস

সূচীপত্র।

বিজ্ঞপ্তি।

লীলা বশিষ্ঠদেব রচিত উপন্যাস। তখন কিন্তু উপন্যাস নাম ছিল না— নাম ছিল উপাখ্যান। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এই উপন্যাসের নাম দিয়াছেন মণ্ডপোপাখ্যান। আমরা এই উপন্যাসের নামকরণ করিলাম লীলা।

আজকাল উপন্যাসপ্লাবিত জগতে কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক উপন্যাস লিখিতেছেন, কিন্তু ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের এই পুস্তকে ও সেই সকলে কত প্রভেদ? পদ্মও ফুল আর শিমুলও ফুল, কিন্তু প্রভেদ কত?

প্রিয়জনের মৃত্যুতে যখন আর থাকা যায় না, তখন বিয়োগবিধুরা কত স্ত্রীলোক, শোকদগ্ধ কত মূঢ় পুরুষ দুঃখ করে; বলে মৃত ব্যক্তি কোথায় আছে তাহা কি কেহ দেখাইয়া দিতে পারে?

বশিষ্ঠদেব এই উপন্যাসে দেখাইতেছেন—পারে—যদি কেহ লীলার মত কার্য্য করিতে পারে। লীলা, মৃত স্বামীকে মৃত্যুর পরে দেখিয়াছিলেন। যেখানে মৃত প্রিয়জন থাকেন সেইখানে যাইবার আগ্রহ যথার্থ ভাবে যদি জাগে এবং সেই জন্য প্রাণপণ চেষ্টা যদি হয়, তবে মৃত্যুর পরেও প্রিয়জনকে দেখা যায়।

এই গ্রন্থ সেই তত্ত্ব দেখাইবার জন্য।

শুধু চিত্ত বিনোদনের জন্য ঋষিগণ গল্প বানাইতেন না। ইঁহারা ভাব-রাজ্যের রাজা। উপাখ্যান রচনা করিতেন জীবনের নিতান্ত আবশ্যকীয় ভাব বিস্তার জন্য। এখনকার লোকের ভাব—জীবনের দুরূহ প্রশ্ন মীমাংসা করিতে পারে না—দুই একটি কোকিলের ডাক, দুই একটি ভ্রমর-গুঞ্জন আর দুই চারিটি ঘোমটার আড়াল হইতে স্মিতমুখে হাঁসি আর দুই একটি চাঁদের জ্যোৎস্না গল্পে এইসব থাকাই চাই। তার সঙ্গে কিছু নৌকাডুবী বা দুই চারিটা খুনখারাপী, অথবা সংসারে নিষিদ্ধ স্থানে কাম রাখিবার প্রয়াস-বিফলতায় নায়ক নায়িকার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি বা চিরবিচ্ছেদ অবস্থা, এইরূপ বর্ণনা লইয়া ক্ষণিক চিত্ত আবেগ তুলিবার জন্য পুস্তক রচনা। এ সব স্থানে কি শিক্ষা কিছুই থাকে না? থাকে। কিন্তু সেই শিক্ষাতে জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না। নভেল নাটক পড়িয়া বা থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া স্থায়ী ভাবে চরিত্র গঠিত হয় না। কিন্তু

ঋষিগণের লেখায় ভাল হইবার জন্য যেরূপ সাধনা আবশ্যক, ধারণাভ্যাসী হইবার জন্য যেরূপভাবে ধ্যান আবশ্যক এবং বিচারবান্ বা বিচারবতী হইবার জন্য যাহা প্রতিনিয়ত বিচার করিতে হইবে—সেই সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবে থাকে।

তার পর ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি? এ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির তুলনা নাই। কালিদাসের গ্রন্থের বহু মাধুর্য্য ঋষিদিগের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা। এমন সুন্দর ভাষায়, এমন সুন্দর ভাব বর্ণনা আর কোথাও বুঝি পাওয়া যায় না।

লোকের ধারণা ঋষিগণ স্ত্রীজাতিকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। দুই চারি জনের মুখে শুনাও যায়—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে স্ত্রীলোকের নিন্দা বড়ই করা হইয়াছে।

কথা আদৌ সত্য নহে। ঋষিগণ লম্পটের মুখে স্ত্রীজাতির রূপ গুণ বর্ণনা শুনিতে পারিতেন না। সন্ন্যাসীর সহিত স্ত্রীলোকের সম্পর্ক থাকিতে দেখিলে নিতান্ত ব্যথিত হইতেন। এ সম্পর্কে সন্ন্যাসী ব্রহ্মভ্রষ্ট ও কর্ম্মভ্রষ্ট হয় বলিয়া শ্রুতি স্বয়ং লম্পট সন্ন্যাসীকে "নমস্তভ্যং" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। সতীত্বের ব্যভিচার যাহাতে না হইতে পারে সেইজন্য ঋষিগণ লম্পটের মুখে স্ত্রীজনের সুখ্যাতিকে এরূপ উপহাস করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে কামুক পুরুষও কামুকী স্ত্রীলোক আপন আপন কদর্য্য ব্যভিচার দেখিয়া একবারে সমস্ত কামের ব্যাপার ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

স্কন্দপুরাণ বলেন "সর্ব্ব জন্মের দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও কোন কোন মূঢ় দুর্ব্বদ্ধি, নারীজনে আসক্ত হইয়া এই মানব জন্মকে তৃণবৎ বিফল করিয়া ফেলে। ঐ মূঢ়দিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য তোমাদের জন্ম কিসের জন্য?

নারী হইতে জীব-জগতের উৎপত্তি। সুতরাং আমরা তাহাদের নিন্দা করি না। কিন্তু যাহারা সেই সকল নারীজনে নির্ল্লজ্জভাবে আসক্ত হয়, তাহাদিগকে আমরা নিন্দা করি"। স্কন্দপুরাণ আরও বলেন লম্পটেরা "ওষধীদ্রোহী, আত্মদ্রোহী পিতৃদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী। সুদীর্ঘকালের জন্য তাহাদের অধোগতি অনিবার্য্য।"

কিন্তু সতী স্ত্রীলোকের রূপগুণ বর্ণনা ঋষিগণ যেরূপ ভাবে করিয়াছেন সেরূপ বুঝি জগতে আর কোথাও নাই। লীলা, চূড়ালা ইঁহারা কুলবধূ;

ইঁহারা সতী, ইঁহারা পতিগতপ্রাণা। ইঁহাদের প্রশংসা এই গ্রন্থে যাহা দেখা যায় তেমন সুখ্যাতি আর কোথায় পাই? লীলার রূপগুণ বর্ণনা, চূড়ালার স্বভাব বর্ণনাকালে, মনে হয়, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যেন শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতেছেন।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ আমরা বুঝিয়া পাঠ করি, যতটুকু আমাদের সাধ্যে কুলায়— ইহাই আমাদের চেষ্টা। এই নিতান্ত রমণীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমরা লীলার উপাখ্যানে আসিয়াছি। তাই লীলার উপাখ্যান একটু আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিবার প্রয়াস করা হইয়াছে মাত্র। কাজের কথা আমরা কোথাও সংক্ষেপ করি নাই।

যদি সময় হয় আমরা অসতী অহল্যা ও সতী চূড়ালার উপাখ্যানও এইরূপ ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীভগবানের প্রসন্নতাই আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান কালের প্রার্থনা। আধুনিক লেখকগণের কেহ কেহ যদি এই গ্রন্থের চরিত্র লইয়া উপন্যাস লেখেন তবে বোধ হয় সমাজের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইলেও হইতে পারে।

শেষে ইহাও বলা এখানে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে শ্রীমতী আনিবসন্তের ডেথ এণ্ড আফটার ইত্যাদি গ্রন্থের ভাব এই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে আছে এবং অনেক বেশী ভাবও আছে। ইতি

কলিকাতা,
সন ১৩২১ সাল।
শকাব্দা ১৮৩৬,
১লা কার্ত্তিক।

গ্রন্থকার।

লীলা-উপন্যাস।

সূচনা

(১)

যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের উৎপত্তি প্রকরণের ১৫ সর্গ হইতে ৫৯ সর্গ পর্যন্ত মণ্ডপোপাখ্যান। যে কথা বুঝাইবার জন্য এই উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে, আমরা সূচনায় তাহার কতক আভাস দিব। একটি কথা বলা আবশ্যক—সূচনার বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। উৎপত্তি প্রকরণের ১২ শ, ১৩ শ, ১৪শ সর্গ অত্যন্ত কঠিন। এই তিন সর্গে ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব সৃষ্টি কোন্ বস্তু, প্রকৃত পক্ষে জগৎ কি তাহাই দেখাইয়াছেন। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিবার জন্যই মণ্ডপোপাখ্যান। এই উপাখ্যানের নায়িকা রাজ্ঞী লীলা। লীলাতে উপন্যাসের সমস্তই দৃষ্ট হয়। আজকাল উপন্যাসের গল্পটি একবার পড়িলেই যেমন পুস্তকটির আর প্রয়োজন হয় না—ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের উপন্যাস সেরূপ নহে। যতদিন না লীলার অবস্থা লাভ হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই পুস্তকের প্রয়োজন। যাহা সত্য, তাহার প্রয়োজন, সত্য উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত থাকিবেই। যাহা অসত্য তাহার ক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই তাহাতে আর প্রয়োজন থাকে না।

(২)

আমরা মণ্ডপোপাখ্যানের ১৫ সর্গের ভাবটি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই সূচনাতে সন্নিবেশিত করিতেছি। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে যাঁহাদের রুচি নাই তাঁহারা এই অংশ প্রথমে পরিত্যাগ করিতেও পারেন। লীলার ১ম অধ্যায় হইতে পাঠ করিলেই তাঁহারা উপন্যাসের রস কতক কতক অনুভব করিতে পারিবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুচিন্তা করিবার বিষয়ও পাইবেন। আমরা লীলা উপন্যাসের সূত্রাংশ আরম্ভ করিতেছি। যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকও ইহাতে থাকিবে। আদর্শ

অবিকৃত রাখিয়া লোকের রুচি উৎপাদন করাকেই আমরা গ্রন্থকারের প্রকৃত কর্ত্তব্য মনে করি। ঔষধ খাওয়াতেই হইবে, নতুবা বিকার কাটিবে না। সেই জন্য অনুপানে কিছু মধুর মিশ্রন থাকা আবশ্যক; নতুবা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি ঔষধ না খাইয়া ফেলিয়া দিতে পারে। লীলাতে অনুপানের মত কিছু দিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব ভবরোগের প্রকৃত ঔষধ দিতেছেন।

লীলাকে উপন্যাস আকারে আনিবার প্রয়াস শুধু অনুপানকে আধুনিক রুচি মত মুখরোচক করিবার জন্য। কিন্তু ঔষধের পরিবর্ত্তন কিছুই করা হয় নাই। কারণ ঐরূপ করিলে কোন ফল হইবে না; বরং রোগ বাড়িয়াই যাইবে।

(৩)

চিত্তে বিশ্রান্তি আসিল কৈ?

এত ভ্রম দর্শনে কি চিত্ত বিশ্রাম লাভ করিতে পারে? ক্ষণিক চিত্তবিনোদনে ভ্রমটাই মনোহর মনে হইয়া যায়; ইহাতে ভ্রমই দৃঢ় হয়। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এই জগৎ—ইহা কেবল অজ্ঞচিত্তকে ভ্রমে মাতাইয়া রাখিবার জন্য।

এসকল করে কে? কেন করে?

কেহই করে নাই। কেহই করে নাই বলিয়া তৎপ্রতি কোন কারণও নাই। বিশ্বনর্ত্তকীও কেহ নাই। নাচও হইতেছে না। যিনি আছেন তিনিই আছেন।

তথাপি যে এই জগৎ-নাট্যশালে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত অভিনয় দেখা যাইতেছে।

এম ভ্রম—মিথ্যা মিথ্যা। জগৎদর্শনটা মহাভ্রম।

তস্মান্ন কিঞ্চিদুৎপন্নং জগদাদীহ দৃশ্যকম্।
অনাখ্যামনভিব্যক্তং যথাস্থিতমবস্থিতম্॥ উ।১৫।১৪।

জগদাদি দৃশ্য কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। ন কিঞ্চিৎ উৎপন্নং। ইহার কোন নামও নাই, কোন অভিব্যক্তিও নাই। যাহা ছিল তাহাই আছে। মায়াকাশে স্থিত এই জগৎ অভিত্তিমৎ। ইহার ভিত্তি পর্য্যন্ত নাই। যাহা দেখা যাইতেছে তাহা নিরাবরণ চিদাকাশ—তাহা আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী চিৎমাত্র, জ্ঞানমাত্র।

এই পরিদৃশ্যমান্ কল্পিত জগৎ সেই অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপকে অণুমাত্রও আবরণ করিতে পারে নাই। অঙ্গুলী আড়াল দিলে কি সূর্য্য ঢাকা পড়ে? না তরঙ্গ উঠিলে সমুদ্র ঢাকা যায়? অথবা বাসনা উঠিলে দ্রষ্টা থাকেন না?

আকাশরূপমেবাচ্ছং পিণ্ডগ্রহ বিবর্জ্জিতম্।
ব্যোম্নি ব্যোমময়ং চিত্রং সঙ্কল্পপুরবৎ স্থিতম্॥ উ।১৫।১৬

এই কল্পিত পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল—আকাশের মত শূন্য, ইহা পিণ্ডগ্রহ বিবর্জ্জিত—কোন প্রকার মূর্ত্তি ইহার নাই। শূন্যে শূন্যময় চিত্র সঙ্কল্পনগরবৎ অবস্থিত।

জগৎটা শূন্য, জগতের কোন আকার নাই। ইহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। সর্প আদৌ নাই রজ্জুই আছে। জগৎ আদৌ নাই। যাহা দেখা যায় মত বোধ হয় তাহা জগৎ নহে ব্রহ্মই। ব্রহ্মই আছেন। জগৎ নাই। তবুও যে দেখা যায় মত লাগে তাহা ব্রহ্মই জগৎ মত দেখা যাইতেছে। কি এই প্রহেলিকা?

বর্জ্জয়িত্বাজ্ঞবিজ্ঞানং জগচ্ছব্দার্থ ভাজনম্।
জগৎ ব্রহ্ম স্বশব্দানামর্থে নাস্ত্যেব ভিন্নতা॥ উ।১৫।১০

অবিবেকীর দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদি শব্দের অর্থ ও জগৎ শব্দের অর্থ ইহাদের একটা ভেদ প্রতীতি হয়। কিন্তু যথার্থদর্শীর নহে। ব্রহ্ম ও জগতের কোন ভেদ নাই।

যাহারা অবিবেকী তাহারাই ব্রহ্ম শব্দের পরিবর্ত্তে জগৎশব্দ ব্যবহার করে। বিবেকী জগৎকে অদ্বয়ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। তুমি অজ্ঞদিগের জ্ঞানের অনুসরণ করিও না। জান যে ব্রহ্ম. জগৎ, আমি, তুমি, ইত্যাদির অর্থে কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই।

ইদং ত্বচেত্যচিন্মাত্রং ভানোর্ভাতং নভঃ প্রতি।
তথা শূন্যং যথা মেঘং প্রতি সঙ্কল্পবারিদঃ॥ উ।১৫।১১
যথা স্বপ্নপুরং স্বচ্ছং জাগ্রৎপুরবরং প্রতি।
তথা জগদিদং স্বচ্ছং সাঙ্কল্পিক জগৎপ্রতি॥ ঐ ১২।
তস্মাদচেত্যচিদ্রূপং জগদ্ব্যোমৈব কেবলম্।
শূন্যো ব্যোম জগচ্ছব্দৌ পর্য্যায়ৌ বিদ্ধি চিন্ময়ৌ॥ ঐ ১৩।

তত্ত্বজ্ঞানী এই জগৎকে জগৎ দেখেন না। দেখেন চেত্যরহিত চিৎ। শূন্য

আকাশে সূর্য্য প্রকাশ যেমন দেখা যায় না সেইরূপ চিন্ময় ব্রহ্মে এই জগৎ-প্রকাশও দেখা যায় না। মেঘ ও সঙ্কল্প-মেঘ যেমন দর্শন কালে এক, সেই-রূপ তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে এই জগৎ।

যেমন স্বপ্নদৃষ্ট স্বচ্ছনগর, দর্শনকালে জাগ্রৎদৃষ্ট নগরের সমান, সেইরূপ স্বচ্ছ এই দৃশ্য জগৎ সঙ্কল্প জগতের সমান ।

আচ্ছা অত্যন্ত মলিন এই দৃশ্যজগৎ স্বচ্ছতম চিৎ মাত্র কিরূপে ?

স্বপ্নে যখন কিছু দেখা যায় তাহা স্বপ্নদর্শন সময়ে জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুর সমান হইলেও জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুর মত মলিনভাবে দেখা যায় না, কিন্তু তাহা স্বচ্ছভাবেই প্রতীত হয়। সুতরাং চেত্যতারহিত চিৎরূপ এই জগৎ কেবল ব্যোমই। শূন্য, ব্যোম, জগৎ এ সকল চিন্ময় ব্রহ্মেরই নাম ।

অনুভূতান্যপীমানি জগন্তি ব্যোমরূপিণি ।
পৃথ্বাদীনি ন সন্ত্যেব স্বপ্নসঙ্কল্পয়োরিব ॥ উ।১৫।৬

অনুভূত হইলেও পৃথিব্যাদি এই সমস্ত শূন্য স্বরূপ জগৎ নাই। যেমন স্বপ্ন-সঙ্কল্প স্বপ্নকালে অনুভূত হইলেও নাই সেইরূপ।

জগদাকাশমেবেদং যথা হি ব্যোম্নি মৌক্তিকম্ ।
বিমলে ভাতি স্বাত্মৈব জগৎ চিদ্গগনং যথা ॥ উ ১৫।১ ॥

এই জগৎ, আকাশই বটে। ইহা চিৎরূপী আকাশ। আকাশটা শূন্যই। শূন্যকে লোকে বলে কিছুই নহে। ইহা ভুল। আকাশ পঞ্চভূতের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভূত। আকাশটা ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র আছে। কিন্তু আকাশকে কি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায়? আকাশকে যেন দেখিতেছি মনে হয়। ঐ নীল গগনের মত। কিন্তু আকাশে নীলিমা নাই। শূন্য আকাশের কোন রূপ নাই। আকাশকে জানা যায় আকাশের গুণ যে শব্দ তদ্দারা। চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান— ইনিই ব্রহ্ম। ইনি কিন্তু আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। আকাশকেও ওতপ্রোতভাবে ধরিয়া আছেন। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদের মত ব্রহ্ম ফাঁকা কিছু নহে। ইহা সূক্ষ্ম আকাশের অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইলেও ইঁহাকে জানা যায় তখন, যখন চিৎব্রহ্ম মায়াগুণ আশ্রয় করিয়া গুণবান মত হয়েন। আকাশও মায়া

এবং গুণও মায়া, ব্রহ্ম কিন্তু গুণাতীত। যখন তিনি গুণবান্ মত হয়েন, তখন মায়া অবলম্বনেই তাঁহার রূপ ও গুণ হয়।

বলিতেছিলাম জগৎটা চিৎরূপী আকাশ। তাই যদি হইল, তবে জগৎটা পৃথক্‌রূপে প্রকাশ হয় কিরূপে?

যেমন বিমল ব্যোমে ভ্রমদ্বারা মুক্তার মালা লম্বমান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে ভ্রমদ্বারা জগৎ যেন দেখা যায়। চিৎগগন যাহা তাহা আত্মাই। জগৎও আত্মাই।

অনুৎকীর্ণৈব ভাতীব ত্রিজগচ্ছালভঞ্জিকা।
চিৎস্তম্ভে নৈব সোৎকীর্ণা ন চোৎকর্ত্তাত্র বিদ্যতে॥ উ ১৫।২॥

ত্রিজগৎটা বিশাল চিৎস্তম্ভে এক অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা মত প্রকাশ পাইতেছে। খোদাই করা হয় নাই, এমন কোটি কোটি আকার বিশিষ্ট এই তিন জগৎ সর্ব্বদাই চিৎস্তম্ভের ভিতরে। যে সমস্ত আকার দেখা যাইতেছে তাহা ভ্রমে দেখা যাইতেছে, একমাত্র বিশাল চিৎই বিশাল স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছে। এই শালভঞ্জিকা উৎকীর্ণও নহে, ইহার উৎকর্ত্তা কেহ নাই।

সমুদ্রেন্তর্জ্জলস্পন্দাঃ স্বভাবাদস্থ্যতা অপি।
বীচিবেগা ভবন্তীব পরে দৃশ্যবিদস্তথা। উ ১৫।৩

স্বভাব অর্থে আপনার প্রভাব—আপনার মহিমা।

পরে পরব্রহ্মে দৃশ্যবিদো জগৎপ্রত্যয়াঃ—পরব্রহ্মে এই যে জগৎ প্রতীতি ইহা সমুদ্রের ভিতরের জলরাশি যেমন সমুদ্রপ্রভাবেই প্রস্পন্দিত হয়, আপন প্রভাবেই সমুদ্রে যেমন বীচিবেগ—তরঙ্গবেগ প্রসারিত হয়—সেইরূপ।

সূর্য্য কিরণ দ্বারা গবাক্ষজালছিদ্রপ্রবাহিত দণ্ডাকার যেমন ধূলিকণা—সেইরূপে চৈতন্যসূর্য্যে ভাসমান এই জগৎ। ক্ষুদ্র পরমাণু, গবাক্ষছিদ্র নিঃসৃত প্রভাত সূর্য্যকিরণ ভিন্ন যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ স্বচৈতন্য ব্যতিরেকে তাহাতে ভাসমান মত এই জগৎ দেখাই যায় না। আত্মা কর্ত্তৃক কল্পিত ভ্রান্তিই জগদ্দর্শনের মূল। জ্ঞানাকাশরূপী ব্রহ্মই ভ্রমে যেন জগৎরূপে দাঁড়াইয়াছেন। বিজ্ঞানাকাশে সুদপিণ্ডাকার এই জগৎ ইহা—

মরুনদ্যাং জলমিব ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ।৭।

ইহা মরুনদীতে জলভ্রান্তি মত বাস্তবিক কোথাও নাই।

পিণ্ডাকার এই জগৎ সঙ্কল্প-নগরের ন্যায় অলীক। জগদ্দর্শন মরুমরীচিকাতে নদী ভ্রান্তির মত ভ্রান্তি মাত্র।

যেভাবে জগদ্দর্শনের কথা বলিলাম সে ভাব না আসা পর্য্যন্ত চিত্তবিশ্রান্তি হইতেই পারে না। সেই ভাব আনয়নের সুবিধা জন্য শ্রবণভূষণ মণ্ডপোপাখ্যান শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে পূর্ব্বোপদিষ্ট কথাগুলির অর্থ সংশয়শূন্য ভাবে তোমার চিত্তে প্রতিভাত হইবে। এই হইলেই চিত্ত বিশ্রাম লাভ করিবে।

জগদ্দর্শনটা যে ভ্রান্তি মাত্র—আমার বোধবৃদ্ধি জন্য মণ্ডপোপাখ্যান সত্বর আমার নিকটে কৃপা করিয়া বিবৃত করুন।

---

১৫ সর্গ

বা

১ম অধ্যায়

রাণী ও রাজা

নরপতি পদ্ম এই মহীপীঠে রাজত্ব করিতেন। লীলা তাঁহার রাণী। হাল ফ্যাশনে প্রথমেই নায়ক নায়িকার একটা প্রণয় ঘনাইয়া আনা আবশ্যক। আর সেই ঘনান প্রণয়ের পরিসমাপ্তি দেখাইবার জন্য বিবাহটাও দেখাইতে হয় অথবা ক্রিলভটা যদি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ফুটিয়া উঠে তবে অন্ততঃ নায়িকাটাকে বিরহবিধুরা কুমারী করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। তাহাতে নাকি উপন্যাসের গল্প শেষ হইয়া গেলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত নায়িকার বিফল প্রণয়ের পবিত্র মুখখানি পাঠকের চক্ষে আঁকা থাকে।

হায়রে ভাব আঁকা। এক ফোঁটা ভাব আঁকিতে কতই প্রয়াস, তাও আবার স্থায়ী করার ইচ্ছা। আধুনিকের এক নাম আধ্না। আধ্না যাহা তাহা উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। তলে পৌঁছিতে পারে না।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবে কিন্তু এ সব নাই। যাহা আছে তাহা জীবের নিত্য প্রয়োজন।

যাহা হউক বশিষ্ঠ দেব একালের লোক নহেন বলিয়া একালের ফিন্‌ফিনে মিন্‌মিনে ভাবের কিছুই দেখান নাই।

রাজা রাণীর পূর্ব্বরাগ তিনি দেখান নাই, তদ্বিপরীতে তিনি রাজা রাণীকে একঘর ছেলে মেয়ের পিতা মাতা করিয়া আসরে নামাইয়াছেন। বলিতেছেন—

"পদ্মোনাম নৃপঃ শ্রীমান্ বহুপুত্রো বিবেকবান্"।

রাজা ও রাণীর রূপ ও গুণের বর্ণনা নিতান্ত অপরূপ। বশিষ্ঠ দেব কি নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনা "বহুপুত্রের পরের" অবস্থা ধরিয়া করিয়াছেন অথবা যখন বহুপুত্র হয় নাই সেই লাবণ্যবারিভরিত নবযৌবন অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই। তবে ইহা শুনিয়াছি যাঁহারা

যথার্থ সতী, অভিনয় করা সতী নন অথবা যাঁহারা যথার্থ পবিত্র তাঁহারা চির সুন্দর, চিরসুন্দরী।

আমরা রাজ্ঞীলীলার বর্ণনা অগ্রে করিব। ভগবান্ বশিষ্ঠ ইহা করেন নাই। তিনি রাজার রূপই অগ্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই ক্রম-বিপর্য্যয় কেন করিতেছি তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিলাম না।

লীলা বিলাসিনী অথচ সর্ব্বসৌভাগ্যবতী। সর্ব্বসৌভাগ্যবেষ্টিতা, সুখ—প্রসন্নবদনা, কনকচম্পকোজ্জ্বল-কান্তিমতী লীলাকে দেখিলে মনে হইত যেন কমলা অবনীতে উদিতা হইয়াছেন। "সর্ব্বসৌভাগ্যবলিতা কমলেবোদিতাঽবনৌ"

কুটিলকুন্তলালঙ্কৃতা, সমন্দহসিতেক্ষণা কল্যাণী লীলা সদাই মধুরভাষিণী। লীলা ভর্ত্তৃসেবা, পরিজনশুশ্রূষা প্রভৃতি অনুকূলাচরণে ললিতা। সানন্দ মন্থর-গামিনী, সময়ে সময়ে পরিশ্রমাতিশয্যে নিদাঘজলশীকরশোভিবক্ত্রা লীলার হাস্য-কালে দ্বিতীয় চন্দ্রমার উদয় অনুভূত হইত। সিতাঙ্গী—নির্ম্মলাঙ্গী, কর্ণিকাগৌরী—পদ্মকর্ণিকার ন্যায় গৌরবর্ণা, আলম্বিকুন্তলভরা বিদ্যুৎবিলাসমনোহর লীলার মুখকমল অলকারূপ অলিজালে বড়ই মনোহর বোধ হইত। বোধ হইত লীলা যেন একটি গতিশীলা সরোজিনী "জঙ্গমেব সরোজিনী"।

রাজা বহু সময়ে আদর করিয়া বলিতেন লীলা তুমি আমার সৌভাগ্যৈক-নিকেতন। চন্দ্রসুন্দর-মুখি! সত্য সত্যই তুমি আমার প্রাণপ্রদান-ঔষধী। রাজা আদর করিয়া বিদেহরাজপুত্রীর প্রতি রঘুনাথের সম্বোধনগুলি যখন বলি-তেন, বলিতেন—

কার্য্যেষু মন্ত্রী, করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু বেশ্যা, রঙ্গেষু সখী—

তখন লীলা স্মিতবিকসিত গণ্ডে, ব্রীড়বিভ্রান্তনেত্রে ক্ষণকাল নিম্নমুখী হইয়া থাকিত পরক্ষণেই সলিলস্থ-সরোজনেত্রে অমৃতাপ্লুত-শীতল-কটাক্ষে রাজারদিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া থাকিত। রাজা অনেক সময়ে ঐরূপ দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিয়া উঠিতেন—মুগ্ধে! মুগ্ধে আমি কি বলিয়া তোমায় যে আদর করিতে হয় তাহা জানি না।

সত্যই স্ত্রীজনের এমন সৌভাগ্য আর কোথায়? স্বামীর আদরে যিনি আদরিণী তাঁহার মত সুন্দরী কি আর জগতে আছে?

কুটিলকুন্তলা লীলা অনেক সময়ে উন্মুক্ত-কেশব্রজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিত। রাজা কখন কখন অতি ধীর পদসঞ্চারে লীলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন। লীলা যেন সর্ব্বদা রাজাকে লইয়াই থাকিত। রাজা মনে করিতেন অলক্ষিতে আসিয়া লীলাকে বিস্মিত করিবেন। লীলা কি মানসচক্ষে রাজার গতিবিধি সর্ব্বদা দেখিত? প্রেমে কি ইহা হয়? লীলা রাজাকে নিঃশব্দে আসিতে দেখিয়াও যেন বিস্মিত হইত না। রাজা আসিলেই লীলা একবারে কত কথা কহিত। কথা কহিতে কহিতে বিগলিত-চিকুরা লীলা সময়ে সময়ে বড় গম্ভির মূর্ত্তি ধারণ করিত। সে সময়ে লীলা যাহা বলিত তাহা কোন্ ভাবের কথা আমরা যেন তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। লীলা বলিত—হে লীলানাথ! আমি তোমায় প্রণাম করি। হে বিশ্বনাথ, হে দয়াময়, হে দীনবন্ধো, হে দয়াসিন্ধো! আমার অনেক সময়ে মনে হয় তুমি আমায় "লীলারহস্য" একবার বুঝাইয়া দাও।

রাজা লীলার ভাব দেখিয়া কি ভাবে যেন ভাবিত হইতেন; হইয়া বলিতেন এ রহস্য বলিতে আমি বুঝি সম্পূর্ণ অসমর্থ। সহস্র জিহ্বা দিলেও বুঝি ইহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। দেবাদিদেব মহাদেব যেমন শৈলাধিরাজ-তনয়াকে বলিতেন

স্বস্যৈব চরিতং বক্তুং সমর্থা স্বয়মেব হি।

তোমার চরিত্র বলিতে তুমিই সমর্থা রাজাও সেইরূপ বলিতেন।

আমরা বলিতে পারি না স্ত্রীলোক পতি-নারায়ণ-ব্রত আচরণ করিলে কি লীলার মত হয়? তবে আমাদের মনে হয় যে, যে ভালবাসা অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া থাকে না তাহা ভালবাসা নহে; তাহা ভালবাসার আভাস। ইহাই শেষে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া প্রেম হইতে কামে পরিণত হয়।

রাজা বলিতেন যেমন বিশ্বনর্ত্তকী মায়ার লীলা, মায়াই বলিতে পারেন সেইরূপ আমার লীলার চরিত্র আমার লীলাই বলিতে সমর্থা। রাজা বলিতেন দেখ লীলু! আমার অন্তরঙ্গ সচিবেরা আমায় কতবার বলিয়াছে যেদিন আমরা

আমাদের রাজ্ঞীর দর্শন পাই যেদিন আমরা এই সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদা, ফুল্লেন্দীবর-লোচনা, ভক্তিকল্পলতিকা সাক্ষাৎ ভগবতীকে প্রণাম করিবার সুযোগ পাই, সে দিন কোথা হইতে যেন আমাদের উপরে কতই সৌভাগ্যামৃত বর্ষিত হয়; বলিতে পারি না কেন সেদিন শত্রুর গর্ব্ব সমূহ আপনা হইতে খর্ব্ব হইয়া যায়; আমরা যেন সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করি। রাজা বলিতেন "লীলা" "তুমি কি" একথা আমিও জানি না। কি বলিব লীলা! যখন তুমি ঐ অম্বুজপত্রকান্তিনয়নে আমারদিকে চাও তখন তোমার আনন্দোদ্ভবকম্পস্নিগ্ধনয়নে নয়ন রাখিয়া আমি যেন কি-হইয়া যাই। সরোরুহাক্ষি! তুমি আমার সকলেন্দ্রিয় আহ্লাদকারিণী। জ্যোতির্ম্ময়ি! আমি তোমায় বহুরূপে সাজাই তথাপি আমার তৃপ্তি, পূর্ণ হয় না। আপীনস্তনজঘন ধৃগ্‌ যৌবনবতি! তুমি আমার এই রাজকুলের রাজ্যলক্ষ্মী। তুমি সান্দ্রানুরাগ-তরল ঈক্ষণে যখন আমারদিকে চকিত দৃষ্টি কর, তখন আমার হৃদয় মধ্যে চকিতে কি যেন কি স্ফুরিত হয়—তাহা আমি ভাল করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। তোমার মন্দহাস্য সময়ে তোমার ঐ দরফুল্লকপোলরেখা, তোমার ঐ সুন্দর বিম্বাধর আর ঐ চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত চারু গণ্ডস্থলের কি যে শোভা হয় তাহার বর্ণনা বুঝি করা যায় না।

আমরা রাজ্ঞীর রূপবর্ণনা করিতে গিয়া অনেক কথা বলিলাম। আরও একটু বলিব। ইহা বশিষ্ঠ দেবেরই কথা। বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন

পুষ্পকান্তিবিশিষ্টা, গুঞ্জাফলপরিকল্পিত-হারধারিণী, প্রবালহস্তা, প্রেমময়ী লীলা যখন কর্পূরচূর্ণ হিমবারি বিলোড়িত চন্দনে দেহযষ্ঠী চর্চ্চিত করিত, আর তাহার উপর সুজাতগন্ধ পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে রাজার অভ্যর্থনা জন্য প্রাসাদদ্বার পর্য্যন্ত আগমন করিত, তখন মনে হইত যেন বিকশিত পুষ্পোদ্ভাষিতা এই সঞ্চারিণী লতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মূর্ত্তিমতী বসন্তশোভা।

স্পর্শনাহ্লাদকারিণী, অবদাততনু-স্বচ্ছদেহা, পুণ্যসলিলা, হংসবিলাসিনী, মনোহারিণী গঙ্গার মত এই লীলাকে দেখিলে মনে হইত যেন গঙ্গাভাবই দেহ ধারণ করিয়া ধরাতলে বিচরণ করিতেছে।

পতিসেবানিরতা লীলাকে দেখিলে লোকে ভাবিত যেন সকল জীবের

আনন্দদায়ী ভূতলাগত কামদেবের পরিচর্য্যা জন্য দ্বিতীয় রতিই অবনীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

উদ্বিগ্নে প্রোদ্বিগ্না মুদিতে মুদিতা সমাকুলা কুলিতে।

প্রতিবিম্বসমা কান্তা সংক্রুদ্ধে কেবলং ভীতা ॥ উ। ১৫। ৩১ ॥

ছায়ারন্যায় স্বামীর অনুগতা এই লীলা স্বামীর উদ্বেগে উদ্বেগবতী, স্বামীর আনন্দে আনন্দিতা, স্বামীর ব্যাকুলতায় ব্যাকুলিতা হইত। সদাই লীলা স্বামীর চিত্তবৃত্তানুসারিণী হইলেও কেবল স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিলে ভীতা হইতেন।

লীলার রূপ গুণ এইরূপ। আর রাজার? কুলসরোবরে বিকশিত পদ্মমত এই শ্রীমান্, বিবেকবান্, বহুপুত্র পদ্মভূপতি বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা পালনে সাগরের মত, শত্রুতিমিরের ভাস্কর, কান্তারূপ কুমুদিনীর চন্দ্রমা, দোষতৃণের হুতাশন, দেবগণের সুমেরু, ভবসাগরের যশশ্চন্দ্র, সদ্গুণ হংসের সরোবর, কমল সমূহের নির্ম্মল ভাস্কর, সংগ্রামরূপ লতার পবন, মনোমাতঙ্গের কেশরী, সমস্ত বিদ্যার দয়িত, সমস্ত আশ্চর্য্য গুণের আকর। রাজা সহিষ্ণুতায় সমুদ্রমন্থনে দেব দানব বিক্ষোভ বিলাসের মন্দর পর্ব্বত, বিলাস পুষ্পরাশির বসন্তকাল, সৌভাগ্য পুষ্পের পুষ্পধন্বা, লীলালতানৃত্যের মারুত এবং সাহস উৎসাহে কেশব। তিনি সৌজন্যকুমুদের শরৎজ্যোৎস্না, দুশ্চেষ্টা বিষবল্লীর অনল।

এই সর্ব্বগুণান্বিত পদ্মনরপতির প্রিয়া ভার্য্যাই সেই লীলা।

লীলা উপন্যাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

লীলার দুঃখ।

শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে যখন লীলাস্থান দর্শন করিতেন তখন লীলাস্থানগুলি তাঁহাকে কাতর করিত। একদিন মাধবী কত সুখ-দর্শন ছিল। আর আজ এই বিরহকালে? শ্রীমতী বলিতেছেন—

এই ত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সতত ধেয়ায়।

আমাদের শ্রীমতীও এরূপ অভিনয় করিয়াছেন কি না তাহা মূলে নাই। কিন্তু

আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস পরিপাটীর কারণে॥

শ্রীমতী লীলার ইহা ঘটিয়াছিল। যাহার সৌভাগ্য থাকে তাহারই ঘটে।

আর লীলার সৌভাগ্য? এ সৌভাগ্যের ত শেষ ছিল না। লীলা রাজার আদরে আদরিণী হইয়াই সৌভাগ্যবতী। স্বামীর আদরে আদরিণী হইয়াই লীলা বিলাসিনী।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেখানে যাহা জানা ছিল রাজা ভূতলচারিণী এই অপ্সরার সহিত তাহাই জড়িত করিয়াছিলেন। লীলার অকৃত্রিম প্রেমরসে সান্দ্রচিত্ত হইয়া সকল সুন্দর স্থানে রাজা লীলাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন। কখন উদ্যান বন গুল্মে, কখন তমাল বনে, কখন রমণীয় পুষ্পমণ্ডপে, কখন লতাগৃহে, কখন বসন্তোদ্যান দোলায়, কখন ক্রীড়া পুষ্করিণীতে, কখন চন্দনবৃক্ষশোভিত পর্ব্বতে, কখন

কোকিলকুজিত বসন্তবনরাজিতে, কখন জলধারাবর্ষি নির্ঝরপ্রদেশে, কখন শৈলতটে, কখন মুনির আশ্রমে—রাজা সমস্ত সুখময় স্থানে রাণীকে লইয়া ভ্রমণ করিতেন।

কত পুরাণ প্রসঙ্গ, কত লৌকিক পরিহাস, কত মনোহর শাস্ত্র আখ্যান রাজা রাণী ভোগ করিতেন। কখন হস্তিপৃষ্ঠে, কখন অশ্বারোহণে, কখন জলযানে, কখন বা পাদচারে—যখন যাহা রমণীয় বোধ হইত রাজা রাণীকে লইয়া তাহাই করিতেন।

বলিতেছিলাম রাজ্ঞী লীলা বিলাসিনী কিন্তু সৌভাগ্যবতী। আর তুমি? তুমি কখন স্থায়ীভাবে স্বামীর আদরে আদরিণী হইলে না—তোমার সৌভাগ্যই বা কি, তোমার বিলাসই বা কি? তোমার সৌভাগ্য ত দুই দিনেই ফুরাইয়া গেল। কেন গেল? শাস্ত্রে শুনি বিনা তপস্যায় সৌভাগ্য হয় না। তুমি বুঝি নানা তাড়নায় এক আধদিন তপস্যা করিয়াছিলে, তাই দুদিনেই তোমার স্বামীর আদর গেল? "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" তোমার দুই দিনের পুণ্যসঞ্চয়—দুই দিনের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করাইয়া পুণ্যক্ষয়ে সঞ্চিত পাপরাশি তোমায় আবার দুঃখ সাগরে ফেলিয়া দিল।

স্বামীর আদরই স্ত্রীজনের স্বর্গ। সেটুকু যেমন যায় অমনি স্ত্রীলোকের সংসার নরকতুল্য। স্বামীর অনাদরে শোকতাপের অবধি কোথায়? স্বামীকে বাদ দিয়া, স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া স্ত্রীজনের ধর্ম্ম কোথায়? অন্ততঃ ঋষিদিগের ভারতে ইহা হয় না। স্বামীকে লুকাইয়া যাহা করা যায়, স্ত্রীজনের তাহাই ব্যভিচার। স্বামীকে গোপন করিয়া যুবা গুরু ধরাও যা আর ব্যভিচারিণী হওয়াও তাই। ইহার উপর আবার বিলাস? ছি ছি! ব্যভিচার! তুমি ত স্বর্গচ্যুতা হইয়াছ তার উপর সাজ-সজ্জা যখন কর তখন কার জন্য তাহা কর ভাবিয়া দেখ। ইহা পাপ; এই পাপ করিয়া তুমি কত ঘৃণিত স্তরে নামিতেছ চিন্তা করিয়া দেখিও। স্বামীর আদরকে নারায়ণের আদর যদি কখন না ভাবিতে পার তবে তোমার সতীধর্ম্ম থাকে কোথায়? তোমার আবার সৌভাগ্য কি?

জিজ্ঞাসা করিতেছ ব্যভিচারের প্রতীকার কি? স্বামীর আদরে যে বঞ্চিত সে করিবে কি?

স্বামী সঙ্গ ভিন্ন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম হয় না। সধবারও নহে, বিধবারও নহে। বিধবার মৃত স্বামী-স্মৃতি আর সধবার জীবিত স্বামী স্মরণ—ইহাই তাঁহাদের ধ্যানের

অবলম্বন। স্বামীতে নারায়ণভাব আরোপ ইহাই নারীধর্ম্ম। ইহাই এই জাতির সৌভাগ্য।

হইতে পারে তোমার অদৃষ্ট দোষে স্বামী অন্যরূপ। ইহাতে বুঝিতে হইবে তোমার তপস্যার অভাব আছে। তপস্যার ফলে সকল সৌভাগ্য আসিয়া উদিত হয়। একলব্যকে গুরু দ্রোণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। একলব্য কিন্তু আবার একটা নূতন গুরু কাড়েন নাই। গোপনে দ্রোণগুরুর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিই তাঁহার গুরু-স্থানীয় হইয়াছিল। স্বামীসুখে বঞ্চিত হইতেছ, ঐ স্বামীকেই দেবতা ভাবিয়া গোপনে উপাসনা কর। সমস্ত বিলাসিতা রূপ ব্যভিচার বর্জ্জন করিয়া সাধনা কর, আবার শুভদিন আসিবে। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ত নিত্যকর্ম্ম করাই চাই। তবে ঢাক ঢোল পিটিয়া কোন কিছু ধর্ম্মাচরণ করিও না। গোপনে ধর্ম্মাচরণ কর। উপদেশ যদি দরকার হয়, তাহার জন্য পিতা বা পিতৃস্থানীয় অনেকে আছেন। তোমার ঐকান্তিকতার অভাব যদি না হয়, পটের ছবি বা মৃণ্ময় স্বামীমূর্ত্তিই তোমায় উপদেশ করিবেন।

আবার সংসারের কার্য্যেও তাঁরে ডাকা হয় হয়। সংসারের কার্য্যে ডাকা হইবে তখন যখন নিজের সুখের দিকে না তাকাইয়া আর সকলের সুখের জন্য নিজের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে। ইহা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। পাপ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে—সন্তুষ্ট চিত্তে ক্লেশ সহ্য করায় তুমি নির্ম্মল হইতেছ ইহাতেই শেষে তুমি আনন্দ পাইবে। তোমার সতীত্ব আবার ফিরিয়া আসিবে। সতীস্ত্রীর স্বামী কি কখন দোষ বিশিষ্ট থাকিতে পারেন? সতীত্বের বলই স্ত্রীজনের যথার্থ বল। তপস্যা কর—সকল দুঃখ সহ্য করিয়া নিত্যকর্ম্ম কর আর দুঃখটাকে আনন্দের দ্বার ভাবিয়া গৃহ ধর্ম্ম কর নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের উদয় হইবে।

আমরা বলিতেছিলাম লীলার সুখ, লীলার সৌভাগ্য ইহার যেন অন্ত ছিল না! এত সুখ, এত সমৃদ্ধি, এত স্বামীসোহাগ কার ভাগ্যে ঘটে?

এ ভাবে কি চলিবে?

কি ভাবে?

এই ছাঁচে।

কেন চলিবে না?

সময় নাই।

এটা কি ঠিক কথা ?

না হয় মহারামায়ণের আকর্ষণ বড় বেশী। এত বেশী যে সেখানে যাহা আছে তাহার উপর এই হাল্কা সমাজের মত করিয়া সখীসম্বাদ দেওয়া— এর আর সময় নাই।

সখী সম্বাদ কিরূপ মতলবে চলিত ?

লীলার দুই সখী থাকিত। একজন যোগ মায়া আর একজন ভোগ মায়া। একজন নিবৃত্তি একজন প্রবৃত্তি। একজন সুরুচি আর একজন সুনীতি। দুজনের ভিন্ন ভিন্ন পথ। কিন্তু লীলা চলিবে মধ্যপথে। ভোগকে একবারে ত্যাগ নহে এবং যোগকেও একবারে গ্রহণ নহে। ধীরে ধীরে ভোগকেই যোগের পথে লওয়া। ত্যাগটার উপর প্রথম প্রথম বেশী জোর দেওয়া নাই কিন্তু গ্রহণের উপরেই জোর বেশী। ক্রমে গ্রহণ এত হইবে যে ত্যাগ আপনি আপনি আসিয়া যাইবে। সকল কার্য্যে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন, অহং কর্ত্তা অভিমান বর্জ্জন জন্য বিচার ও ঈশ্বর প্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া করিলেই ইহা হয়।

বলিতেছ এত করিতে কিন্তু সময় নাই ? তবে কিরূপে চলিবে ?

যেমন আছে তেমনি।

ইহা কি উপন্যাসের মতন ?

নিশ্চয়ই। কখন পুরাতন হইবে না এমন উপন্যাস।

সকলের ঘরের কথা।

তবে তাই হউক। এখনও উৎপত্তি চলিতেছে। ইহার পরে স্থিতি তাহার পরে উপশম। তাহার পরে দুই নির্ব্বাণ। তাই বুঝি সময় নাই।

সত্যই। অত করিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সময় থাকিবে না।

আর এক কথা। আজ কাল কার গল্প বানানার উপর এত বিদ্বেষ করিলে চলিবে কেন ?

সকল জিনিষেরই ব্যবহার আছে। জীবন গঠন বড় কঠিন। প্রাণপণে সেই চেষ্টা থাকা চাই। অনুষ্ঠানের গুরু পরিশ্রমের পর কখন কখন ফিন্ ফিনে গল্পটা চাট্‌নির মত ব্যবহার করা ও যায়।

ভাল লোকে ত তাই করেন ?

প্রায় না। অনুষ্ঠানের পরিশ্রম ত প্রায় নাই। তার উপরে এখন যেন সবই

চাটনি। মনের ও দেহের প্রকৃত সুস্থতার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা দেন নাই বলিলেই হয়।

তাহা কি?

তাহা ছন্দ। শরীরকে ছন্দ মত স্পন্দিত করিতে পারিলে শরীর সচ্ছন্দে থাকে। বাক্যও এইরূপ মন ও বাক্যকেও ছন্দ মত স্পন্দিত করা আবশ্যক।

তুমি কি বলিতে চাও এখন আর কাহারও সচ্ছন্দ শরীর নাই। মন এবং ছন্দ মত হয় না?

হইবে না কেন? হয়। কিন্তু তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুণ্য কর্ম্ম ফলে আইসে। ইহা কিন্তু স্থায়ী হয় না। আমি বলিতে ছিলাম যাহা পূর্ব্ব পুণ্য ফলে স্বাভাবিক ভাবে আইসে তাহাকে স্থায়ী করিবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক কৌশল তাহাকে বলে সাধনা। একালে সাধনার অভাব প্রায় সর্ব্বত্র। তপস্যা নাই বলিয়া এই জাতির সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া আসিতেছে না। আধুনিক গ্রন্থে প্রায়ই সাধনার কথা থাকে না। শুধু কথা। কাজ নাই।

কিন্তু ভগবান বশিষ্ঠের গুরু ভাব বুঝিবে কে?

বুঝিবার চেষ্টাও করা উচিত। তাহা না করিয়া দুর্ব্বল জীবের রুচি যাহা তাহার অনুকূল কথাই কি বলিতে হইবে? বশিষ্ঠ দেবের গল্পাংশ বড় বিস্ময়কর। তার উপর তাঁহার কাব্যাংশ আরও মধুর। বুঝিতে পারিলে ইহাই স্থায়ী বস্তুর স্বরূপ ধরায়।

তুমি ত সময় নাই বলিয়া দুই চারিটা নূতন চরিত্র ইহাতে বসাইবে না। সময় করিতে পারিলে যেন ভাল হইত। আচ্ছা কিরূপ ভাবে নূতন কথা আনিতে তাহার একটু আভাস দিলে হয় না?

আচ্ছা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে একটু বলিতেছি। যেরূপ করিয়া বলিলে নিজের প্রাণ এক সময়ে তৃপ্ত হইত সেরূপ করিয়া কিন্তু বলা হইবে না।

আচ্ছা তাহাই হউক।

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইও মঝু গাত॥

যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তছু মাহ॥
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যোই বিজনে পঁহু বীজইত গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥

যোগমায়া—আমাদের রাজ্ঞীর মুখে এই সব ত শুনিয়াছ?

ভোগমায়া—শুনিয়াছি। কিন্তু এ সব কি?

যোগমায়া—তুই কি? এমন সুন্দর কথা তুই বুঝিস্‌নি।

ভোগমায়া—তুমি একটু বলনা কেন।

যোগমায়া—দেখ্‌রে যে যাহারে ভাল বাসে সে চায় সর্ব্বদা তারে লইয়াই থাকুক। মনে হয় যে পথে সে যায় তার অরুণচরণ তলের মাটী আমি হইয়া থাকি। সে যেন আমার শরীরেই পদক্ষেপ করিয়া চলে। যে দর্পণে সে মুখ দেখে তার মধ্যে যেন আমার অঙ্গের জ্যোতিই থাকে। আমার অঙ্গ জ্যোতিই যেন তার মুখ দেখার দর্পণ হয়। যে সরোবরে সে স্নান করে আমার অঙ্গ গলিয়া যেন তার জল হয়। সে যেন সলিলরূপী আমার অঙ্গেই স্নান করে। যে বীজনে সে বাতাস লাগায় সে বীজনের মৃদু বায়ু তা যেন আমরই অঙ্গ হয়। আমার অঙ্গ বায়ু আকার ধারণ করিয়া যেন তারে শীতল করে। যে যে স্থানে সে ভ্রমণ করে তার কাছে কাছে আমার অঙ্গই যেন গগনরূপী হইয়া থাকে।

ভোগমায়া—এও নাকি হয়? একজনের চলার পথে হৃদয় পাতিয়া দেওয়া, তার স্নানের জল হওয়া, তার মুখ দেখার দর্পণ হওয়া এসব কি কথা? এ কল্পনা করা কেন?

যোগমায়া—আরে এ সব হইল "ভাব"। "ভাব" যাহা তাহা কি স্থূলে হয়? চিন্তাকাশে এই সব ভাব লইয়া থাকিতে থাকিতে স্থূল দেহ ভুল হইয়া যায়—তখন আতিবাহিক দেহে বা ভাবনাময় দেহে অভূত পূর্ব্ব আনন্দ হয়।

ভোগমায়া—থাক তুমি তোমার আতিবাহিক লইয়া। আমি দেখি তুমিই রাজ্ঞীকে পাগল করিয়াছ।

যোগমায়া—তা বেশ করিয়াছি। রাণী কি পাগল?

ভোগমায়া—তার আর বাকি কি?

যোগমায়া—বলিস্ কি?

ভোগমায়া—আহা গো—কিছুই যেন জানেন না। শুন নাই কি রাণীর চব্বিশ ঘণ্টা কি সাধ যায়? পূর্ব্ব দ্বাপরে শ্রীমতীর সঙ্গে শ্রীভগবানের যে লীলা সেই লীলাই রাণী। সর্ব্বদা লীলাই সাধ যায়।

যোগমায়া—তোর যায় না? সত্যি বলিস্।

ভোগমায়া—সত্যি। দূর তা কেন? পাই কি?

যোগমায়া—পাস্‌নি তাই নাই। কেমন?

ভোগমায়া—তুমিওত রাজ্ঞীর দলের। তোমাদের ভাবের কথা আর একবার বল দেখি শুনি। একলা একলা সঙ্কল্পে ভাবনা মন দেহে যা করিতে হয় একবার বলত।

যোগমায়া—মুখে নহি নহি ভিতরে সাদা চাই এই না?

যোগমায়া—হাঁ গো তাই। এখন বল।

যোগমায়া—সুন্দর, বড়ই সুন্দর। প্রভাত হইতেছে। শ্রীমতীর সখীগণ বৃন্দা দেবীকে বলিতেছেন—

নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ
বৃন্দা দেবী মুখ চাই
রতিরস আলসে শুতি রহু দুঁহু জন
তুরিতহিঁ দেহ জাগাই।
তুরিতহিঁ করত পয়াণ।
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে
নিকটহি হোয়ত বিহান।

আহা! কত সুন্দর! চিত্তাকাশে প্রণবরূপিণী, বীজরূপিণী, নামরূপিণী প্রেমময়ী আর প্রেমময়ের বিলাস কত সুন্দর!

ভোগমায়া—তার পরে বল না।

যোগমায়া—সখীরা বৃন্দা দেবীকে বলিতেছে—

শারী শুক পিক সকল পক্ষীগণ
তুহুঁ সব দেহ জাগাই
জটিলা গমন সবহুঁ মেলি ভাগই
শুনইতে জাগই রাই।

রাই জাগিতেছেন—

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই
জাগিল রসবতী রাই
বানরী কক্‌খটী চমকি উঠি বৈঠল
তুরিতঁহি শ্যাম জাগাই।
শুন বর নাগর কান!
তুরিতঁহি বেশ বনাহ যতন করি
যামিনী ভেল অবসান।
শারীশুক পিক কপোত ঘন কুহরত
ময়ূর ময়ূরী করুনাদ
নগরক লোক, যব জাগি বৈঠব
তবহি পড়ব পরমাদ।

ভোগমায়া—এও নাকি মানুষ পারে? ছি ছি মেয়ে যেন কি?

যোগমায়া—শোন্ তার পরে। ঠাকুরটি কেমন তাই দেখ—

হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলকা দেই সাঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি।
মাধব সিন্দুর দেয়ল সাঁথে।

কতহুঁ যতন করি উরপর লেখই
মৃগমদচিত্রক পাঁতে।
মণিময় নূপুর চরণে পরায়ল
উরপর দেয়লি হার।
তাম্বুল সাজি বদন পর দেয়ল
নিছই তনু আপনার ॥
নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ
চরণ কমল তলে যাবক লেখই।

ভোগ—ছি ছি!—হঠাৎ উভয়ে থতমত খাইল। দেখিল রাজ্ঞী।

রাজ্ঞী—কিরে ছিছি কিসের? "তোরা"—রাণী বলিতে গিয়া বলিলেন না। রাজ্ঞী আজ বড় বিষণ্ণ। সখীরা কোন কিছু বলিতে না বলিতে লীলা বলিতে লাগিলেন, দেখ আজ কদিন হইতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। সখীরা ব্যস্ত হইয়া শুনিতে চায়—ইহারা রাজ্ঞীকে বড়ই ভাল বাসিত। কে না বাসে? লীলা আপনিই বলিতে লাগিলেন;—

এ ভাবে আর হইবে না। লীলার কথা লীলা আপনিই আপনাকে বলিবে। সখী সম্বাদ আর হইবে না। লীলা আপন মনেই চিন্তা করিবে মূল গ্রন্থে যেমন আছে সেইরূপই থাকিবে। এত করিবার "সময়" আর নাই। তবে বিষয়কে সরস করিবার জন্য একটু আধটু আজ কালকার ঠাঁচের কথা থাকিতেও পারে।

লীলা একদিন চিন্তা করিতেছিলেন;—

প্রাণেভ্যোপি প্রিয়োভর্ত্তা মমৈষ জগতীপতিঃ।
যৌবনোল্লাসবান্ শ্রীমান্ কথং স্যাদজরামরঃ॥ উ। ১৬। ১৯
ভর্ত্তানেন সহোত্তুঙ্গস্তনী কুসুম সদ্মসু।
কথং স্বৈরং চিরং কান্তা রমে যুগশতান্যহম্॥ উ। ২০।
তথা যতে যত্নমতস্তপোজপযমেহিতৈঃ।
রজনীশমুখোরাজা যথা স্যাদজরামরঃ॥ উ। ২১।

আমার এই স্বামী আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, পৃথিবীর ঈশ্বর, যৌবন উল্লাসে সদা প্রফুল্ল। এই শ্রীমান্ আমার দয়িত কিরূপে অজর অমর হন? আমার কোন সাধত এখনও মিটিল না—আমি উত্তুঙ্গস্তনী চিরযুবতী থাকিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া কুসুমভবনে ইঁহাকে লইয়া বিহার করিতে চাই। কি করিলে আমরা কেহই বৃদ্ধ না হই? জপ তপ সংযম—যাহা করিলে আমার এই চন্দ্রবদন প্রাণেশ্বর অজর অমর হয়েন আমি তাহাই করিব। আমি জ্ঞানবৃদ্ধ তপোবৃদ্ধ বিদ্যাবৃদ্ধ সকল ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিব কি করিলে রাজার মৃত্যু না হয়।

রাণী মনে মনে এই নিশ্চয় করিয়া সকলকে ডাকাইলেন। কত বিনয় করিয়া সকলকে পুনঃ পুনঃ রাজার অমরত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন তপ জপ সংযমে সমস্তই সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু অমরত্ব লাভ হয় না।

লীলা প্রিয় বিয়োগ ভয়ে বড়ই ভীতা হইলেন। হইয়া ভাবিলেন—

মরণং ভর্ত্তুরগ্রে মে যদি দৈবাদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বদুঃখনির্ম্মুক্তা সংস্থাস্যে সুখমাত্মনি॥ উ। ১৬। ২৬॥
অথ বর্ষসহস্রেণ ভর্ত্তাদৌ চেন্মরিষ্যতি।
তৎ করিষ্যে তথা যেন জীবো গেহান্ন যাস্যতি॥ উ। ২৭॥

যদি দৈবাৎ স্বামীর অগ্রে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া আমি আত্মাতে সুখে অবস্থান করিতে পারিব। কারণ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে আমি কখনও বিচলিত হই নাই। ভাবনায়, বাক্যে ও কার্য্যে স্বামীকে গোপন করিয়া কিছুই করি নাই। কিন্তু বর্ষসহস্র পরেও স্বামী যদি অগ্রে মরেন তাহা হইলে এমন উপায় করিব যাহাতে তাঁহার জীবাত্মা আমার গৃহ হইতে আর কোথাও না যাইতে পারেন। তখন তাঁহার জীবাত্মা আমাদের শুদ্ধ অন্তর মণ্ডপে ভ্রমণ করিবেন আর আমি স্বামী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অবলোকিত হইয়া যথাসুখে বাস করিব।

আমি তাঁরে দেখিতে না পাই ক্ষতি নাই কিন্তু তিনি আমায় সর্ব্বদা দেখিতেছেন ইহা যদি আমি সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারি অন্ততঃ এই ভাবটি যদি বিশ্বাসেও অনুভব করিতে পারি তবে আমার দুঃখ কি?

ইহাই ত প্রেমের বীজ। আমি দেখিতে পাই বা না পাই তাহাতে কি আইসে যায়? কিন্তু আমি যদি স্থির বিশ্বাসে বুঝিতে পারি সে আমায় সর্ব্বদা দেখিতেছে তখন আমার কত সুখ। সে আমায় কত ভালবাসে। সে আমায় দেখিলে কত সুখী হয়। আমি তারে না দেখিতে পাইলেও সে আমায় দেখিয়া সুখী হইতেছে তাহার এই সুখেই আমার সুখ।

অদ্যৈবারভ্যেতদর্থং দেবীং জ্ঞপ্তিং সরস্বতীম্।
জপোপবাস নিয়মৈরাতোষং পূজয়াম্যহম্॥ উঃ। ১৬। ২৯॥

আজ হইতেই আমি আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য—জপ উপবাস নিয়মাদি দ্বারা জ্ঞপ্তিদেবী সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য পূজা করিব।

লীলা মনে মনে ইহাই নিশ্চয় করিল। স্বামীকে নিজের সঙ্কল্প বলিল না নিয়ম পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিল।

স্বামীর অজ্ঞাতে উপবাস ব্রত করা কি শাস্ত্র অনুমোদন করেন? করেন না—কারণ শাস্ত্র বলেন :—

যা স্ত্রী ভর্ত্রাঽননুজ্ঞাতা উপবাস ব্রতং চরেৎ।
আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুর্মৃতা নরকমৃচ্ছতি॥

যে স্ত্রী পতির অনুমতি না লইয়া উপবাস ব্রত করে সে স্বামীর আয়ু হরণ করে এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁহার নরকে গমন ইচ্ছা করে।

লীলা ইহা জানিতেন। এই সন্দেহ নিরাস জন্য আবার জ্ঞানবৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—ইহাই শাস্ত্রবিধি বটে কিন্তু—

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সদা ভর্ত্তৃহিতং চরেৎ।
ব্রতোপবাসনিয়মৈরুপচারৈশ্চ লৌকিকৈঃ॥

ব্রত উপবাস নিয়ম প্রভৃতি লৌকিক কার্য্য দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে স্বামীর হিতাচরণ সর্ব্বদা করা যায়।

স্বামীকে না জানাইয়াও স্বামীর হিতের জন্য ব্রত উপবাসাদি করা যায় তাহাতে শাস্ত্র বাধা দেন না।

লীলা মহোৎসাহে সাবিত্রীর মত ত্রিরাত্র ব্রত আরম্ভ করিল। এই ব্রতের নিয়ম

হইতেছে তিন রাত্রি করিয়া উপবাস এবং চতুর্থ রাত্রে পারণা "ত্রিরাত্রস্ত ত্রিরাত্রস্য পর্য্যন্তে কৃত পারণা" লীলা তিন তিন রাত্রি উপবাস করিত, পরে পারণা। আবার উপবাস আবার পারণা। ইহার উপর দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী ইহাদের পূজা করিত। লীলা স্নান, দান, তপস্যা, ধ্যান ইত্যাদি কার্য্যে শরীরকে নিযুক্ত রাখিয়া সমুদায় আস্তিক্য ও সদাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। লীলা আরও যথাকালে যথোদ্যোগে যথাশাস্ত্রে এবং যথাক্রমে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিত কিন্তু ব্রত উপবাসাদির কথা স্বামীকে জানিতে দিত না।

ত্রিরাত্র শতমেবং সা বালা নিয়মশালিনী।
অনারতং তপোনিষ্ঠামতিষ্ঠৎ কষ্ট চেষ্টয়া ॥ ৩৪ ॥

অনুষ্ঠান পরায়ণা বালিকা লীলা সেই কষ্টকর তপোনিষ্ঠায় নিরত থাকিয়া ১০০টি ত্রিরাত্র ব্রত করিল।

রাজমহিষীর তপস্যায় ভগবতী গৌরবর্ণা বাগ্দেবী সন্তুষ্ট হইলেন এবং লীলাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন—

জয় জন্মজরাজ্বালাদাহদোষশশিপ্রভে।
জয় হার্দ্দান্ধকারৌঘনিবারণরবিপ্রভে ॥ উঃ। ১৬। ৩৭।
অম্ব মাতর্জ্জগন্মাত স্ত্রায়স্ব কৃপণামিমাম্।
ইদং বরদ্বয়ং দেহি যদহং প্রার্থয়ে শুভে ॥ উঃ। ৩৮ ॥

মা! তুমি জন্মজরা রূপ অগ্নিদাহ দোষযুক্ত জীবের নিকট জ্যোৎস্নারূপিণী এবং হৃদয়ের অন্ধকার রূপ পাপ নিবারণে সূর্য্যকিরণ স্বরূপিনী মা তুমি জয়যুক্ত হও। হে অম্ব! হে মাতঃ! হে জগন্মাতঃ আমি কৃপণা—আমি কৃপার পাত্রী! তুমি আমাকে ত্রাণ কর। আমি দুইটি বর প্রার্থনা করি। মঙ্গলময়ি! ইহা আমাকে প্রদান কর।

একটি বর এই যে আমার স্বামীর দেহ বিগত হইলেও তাঁহার জীব যেন এই নিজ অন্তঃপুর মণ্ডপ হইতে অন্য কোথাও না যায়। দ্বিতীয় বর এই যে আমি ডাকিলেই যেন তোমার দর্শন পাই।

"তথাস্তু" বলিয়া সরস্বতী অন্তর্হিতা হইলেন। সাগর সমুত্থিত উর্ম্মিমালা যেমন সাগরে মিলাইয়া যায় সেইরূপ। "প্রোত্থায়োর্ম্মিরিবার্ণবে" ॥৪১॥

হরিণী গীতশ্রবণে কতই আনন্দিতা হয়! রাজমহিষী ইষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া সেইরূপ আনন্দে বিহ্বলা হইলেন।

কালচক্র সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পক্ষ মাস ঋতু ইহার বলয়, দিবস ইহার অরা, কেশর—প্রায় তির্যগ্ অনুপ্রোত শঙ্কু, বর্ষ ইহার দণ্ড, ক্ষণ ইহার নাভিমধ্যস্থ ছিদ্র, স্পন্দময় এই কালচক্রের ক্রম পরিবর্ত্তনে লীলার পতির আয়ুঃশেষ হইল। শুষ্কপত্রের রসের ন্যায় দেখিতে দেখিতে দেহ হইতে চৈতন্য, লিঙ্গদেহে অন্তর্হিত হইল।

আর লীলা! লীলা অন্তঃপুর মণ্ডপে স্বামীর মৃতদেহ দেখিয়া জলশূন্য স্থানে পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান হইল। লীলার অধর পল্লব বিসের ন্যায় উষ্ণ নিশ্বাস পবনে বিবর্ণীকৃত হইল। শেলবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় লীলা মরণাবস্থা প্রাপ্ত হইল। লীলা মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইয়া তমসান্ধত্ব প্রাপ্ত হইল। দীপালোক অলঙ্কৃত গৃহশোভা ক্ষীণালোক হইলে যেমন হতশ্রী হইয়া পড়ে লীলাও সেইরূপ হইল। প্রবাহক্ষয়ে স্রোতস্বিনীর যেমন দশা হয় এই বালিকাও দেখিতে দেখিতে সেইরূপ বিরসতা প্রাপ্ত হইল।

ক্ষিপ্রমাক্রন্দিনী ক্ষিপ্রং মৌনমূকা বিয়োগিনী।
বভূব চক্রবাকীব মানিনী মরণোন্মুখী ॥ ৪৯ ॥

বিয়োগ বিধুরা লীলা কখন রোদন করে কখন মূকের ন্যায় মৌন হয়। এই মানিনী চক্রবাকীর মত মরণকৃতনিশ্চয়া হইয়া উঠিল।

অথ তামতিমাত্রবিহ্বলাং সকৃপাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পত ॥ ৫০ ॥

তখন সেই অতিমাত্র শোকবিহ্বলা বালার প্রতি আকাশ ভরা—অশরীরিণী বাগ্বাদিনী সরস্বতী অনুকম্পা করিলেন। হ্রদের জল শুষ্কপ্রায় হইলে শফরীর প্রতি প্রথম বৃষ্টি ধারা যেরূপ অনুকম্পা করে লীলার উপরেও ইহা সেইরূপ হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

কোনটি সত্য ?

“লীলা” সরস্বতী বলিতে লাগিলেন “লীলা” শবীভূত তোমার ভর্ত্তাকে পুষ্প-রাশিতে আচ্ছাদন করিয়া অন্তঃপুর মণ্ডপে স্থাপন কর। পুষ্প একটিও ম্লান হইবে না আর দেহও বিনষ্ট হইবে না। অধিকন্তু ইনি শীঘ্রই আবার তোমার ভর্ত্তৃত্ব করিবেন। 'আকাশের মত বিশদ এতদীয় এই জীব তোমার এই অন্তঃপুর মণ্ডপ হইতে শীঘ্র কোথাও যাইবে না”।

ভ্রমর-শ্রেণি-নয়না লীলা ইহা শুনিলেন, বন্ধু দিগের নিকটে আসিয়া বলিলেন। তাঁহারা আশ্বাস প্রদান করিল। জল পাইলে পদ্মিনী যেরূপ হয় লীলাও সেইরূপ হইলেন।

পতিকে সেই স্থানে স্থাপন করিয়া পুষ্পরাশি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলেন। নিধানিনী দরিদ্রার ন্যায় লীলা কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

অর্দ্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে—পরিজনগণ নিদ্রিত। সেই রাত্রেই লীলা একাকিনী অন্তঃপুর মণ্ডপে আসিল। আসিয়া অতি কাতর ভাবে ভগবতী জ্ঞপ্তী দেবীকে শুদ্ধ ধ্যান সহিত বুদ্ধিতে ডাকিল। সরস্বতী আসিলেন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে আমায় কেন স্মরণ করিয়াছ ? কেনই বা তুমি শোক করিতেছ ? সংসারটা ভ্রান্তিরই প্রকাশ মাত্র। মৃগতৃষ্ণিকার সলিল মত ইহা মিথ্যা।

লীলা—মা ! আমি একাকিনী জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না “নৈকা শক্নোমি জীবিতুম্”। আমার স্বামী এখন কোথায় আছেন ? কি অবস্থায় আছেন ? কি করিতেছেন ? আমাকে তাঁর নিকটে লইয়া চল। “সমীপংনয় মাংতস্য”।

তুমি আমিও প্রিয়জনের মৃত্যুতে কত লোকের কাছে না এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া থাকি। মৃত প্রিয়জনের দর্শন লাভ হয় যদি আমরা লীলার মত সমাধি করিতে পারি তবে।

দেবী তখন বলিতে লাগিলেন ঃ—

বরাননে ! চিত্তাকাশ, চিদাকাশ আর এই আকাশ—আকাশ এই তিন প্রকার। তন্মধ্যে চিদাকাশটি অন্য দুই আকাশ হইতেও শূন্য। অত্যন্ত সুক্ষ্ম বলিয়া ইহাদিগের

আকাশ নাম দেওয়া হয় চিদাকাশ হইতেছেন জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা। চিত্তাকাশ হইতেছে বাসনাময় জগৎ। মহাকাশ হইতেছে এই যে নীল আকাশ যাহা সর্ব্বদা যেন মানুষ দেখিতেছে। এই তিনের মধ্যে মহাকাশ স্থূল হইলেও ইহাকেও আমরা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিতে পারি না। চিদাকাশটি যখন আত্মচৈতন্য আর যখন এই বিশ্ব সেই আত্মচৈতন্যের কল্পনা মাত্র তখন তুমি ইহলোকের মত পর লোকটাকেও সেই চিৎ আকাশেই কল্পনা রূপে অবস্থিতি দেখিবে। তুমি চিদাকাশ ভাবনা কর— সমাধি যোগে আত্মচৈতন্যে স্থিতি লাভ কর তুমি তোমার স্বামীকে শীঘ্রই দেখিবে এবং যেমন দেখিবে সেই রূপই অনুভব করিবে।

তচ্চিদাকাশ কোশাত্মচিদাকাশৈক ভাবনাৎ।
অবিদ্যমানমপ্যাশু দৃশ্যতে থানুভূয়তে ॥ উ। ১৭।.১১ ॥

তৎ ত্বৎপৃষ্ট ভর্ত্তবস্থানস্থলাদি বস্তুতশ্চিদাকাশকোশাত্মকমেব অতঃ পৃথগ বিদ্যামানমপি চিদাকাশৈকাগ্রচিন্তনাৎ আশু ইতি এব দৃশ্যতে অথ তত্র গত্বা অনুভূয়তে চেত্যর্থঃ।

চিদাকাশটিই আত্মচৈতন্য। চিদাকাশকাশ যাহা তাহা স্পন্দনাত্মিকা কল্পনা। তোমার ভর্ত্তা কোথায় আছেন এই যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ ইহার উত্তরে জানিও তোমার স্বামীর অবস্থানস্থল চিদাকাশকোশাত্মক। অতএব তোমার স্বামী পৃথক ভাবে অন্য কোথাও নাই। তুমি চিদাকাশে একাগ্র হইয়া চিন্তা করিবা মাত্র তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। আর ইচ্ছা করিলে সেই স্থানে যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতেও পারিবে।

তুমি মহাকাশ ও চিত্তাকাশ এই উভয় শূন্য স্থান লাভ কর তবেই তুমি চিদাকাশে স্থিতি বা সমাধি লাভ করিতে পারিবে। মহাকাশে পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ও এই সমস্ত দেহ ভুলিয়া যাও এবং সঙ্কল্পজালময় চিত্তও ভুলিয়া যাও এই ভাবে স্থূল সঙ্কল্প মূর্ত্তি এই বহির্জগৎ ও সূক্ষ্ম সঙ্কল্প মূর্ত্তি এই অন্তর্জগৎ ছাড়িতে পারিলেই তুমি সেই পরম পদ লাভ করিবে।

দেখ আমরা যাহা যাহা অনুভব করি—তাহার অভাবও অনুভব করিতে পারি। তত্ত্বদর্শন দ্বারা অবিদ্যা ক্ষয় হইলেই দ্বৈত ভাব আর উদয় হয় না। ইহা উৎকট শ্রম সাধ্য হইলেও আমার বরে তুমি অদ্বৈতে পৌঁছিবে।

লীলা—যাহা যাহা অনুভব করি তাহার অভাবও অনুভব করিতে পারি এ কথা সত্য হইলেও অভাব বোধটা বড়ই ক্ষণিক হয়। যোগাদি অভ্যাসেও অত্যন্তাভাবটি আর কিছুক্ষণ থাকে সত্য কিন্তু ইহা ত স্থায়ী হয় না।

সরস্বতী—আত্মদর্শন কাহাকে বলে তাহা প্রথমে জানিয়া লও।

আর কিছুই নাই, আত্মাই আছেন, দৃশ্য বস্তু কিছুই নাই যিনি দ্রষ্টা ছিলেন তিনি দৃশ্যমার্জ্জন করিয়া আত্মভাবে দ্রষ্টৃ স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারেন কিন্তু ঐ অবস্থা সম্বন্ধে ঐ সময়ে কোন কিছুই বলিতে পারেন না। তুমি সমাধি লাভ কর পরে আমার বরে তোমার অবিদ্যাক্ষয় বা দৃশ্যমার্জ্জন অবস্থা স্থিতি লাভ করিবে। বুঝিতেছ সাধনা দ্বারা আর কিছুই নাই এই অবস্থাতে পৌছানই কিন্তু আত্মভাবে স্থিতি। আত্মাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতে করিতেই এক সঙ্গে আর কিছুই নাই অনুভবরূপ আত্মস্থিতি লাভ হইবে।

সরস্বতী ইহা বলিয়াই আত্মার সম্বন্ধীয় স্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি আত্মভাবে স্থিতি লাভ করিলেন। লীলাও তখন তাঁহার বরে অবলীলাক্রমে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন।

সমস্তই কল্পনা সমস্তই মিথ্যা লীলা সরস্বতী কৃপায় ইহা ঠিক জানিয়াছিল তথাপি মিথ্যার লীলা দেখিতেই লীলার ইচ্ছা।

লীলা সমাধি লাভ করিল।

তত্ত্যাজ নিমেষেণ সান্তঃকরণপঞ্জরম্।
স্বদেহং খমিবোড্ডীনা মুক্তনীড়া বিহঙ্গমী॥ উঃ। ১৭। ১৬।

আর এক নিমেষ মধ্যেই নিজের অন্তঃকরণ রূপ পিঞ্জর ত্যাগ করিল। বিহঙ্গিনী যেমন আপনার নীড় ত্যাগ করিয়া আকাশে উড্ডীনা হয় লীলাও সেইরূপ দেহ হইতে ও মন হইতে অভিমান সরাইয়া নিমেষ মধ্যে চিদাকাশে স্থিতি লাভ করিল।

লীলা যেমন ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করিল অমনি তাহার স্বামীর যে সমস্ত সঙ্কল্প ছিল তৎসমস্তই কার্য্যে নিজের মধ্যে প্রতিভাত হইতে দেখিতে পাইল। দর্পণে যেরূপ চারি ধারের বস্তুর ছায়া পড়ে সেইরূপ।

লীলা চিদাকাশে থাকিয়াই দেখিল তাহার স্বামী নিজ বাসনা কর্ম্মানুরূপ দেহ গেহ ইত্যাদি সম্পত্তি লইয়া সেই চিদাকাশ ভবনে অবস্থিত। তাঁহার চারিদিকে

বহু পৃথিবীশ্বর রাজা উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন জন্য পদ্মনরপতিকে জয় জীব ইত্যাদি বাক্যে আদর প্রদর্শন করিতেছে। পুরীর পূর্ব্বদ্বারে অসংখ্য মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ অবস্থিত! দক্ষিণ দ্বারে অসংখ্য রাজ রাজেশ মণ্ডল; পশ্চিম দ্বারে অসংখ্য ললনা লোক—স্ত্রীজন। উত্তর দ্বারে অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব।

লীলা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছেন নানা দেশ হইতে দূতগণ আগমণ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের সংবাদ দিতেছে। কেহ সংবাদ দিল দক্ষিণা পথে যুদ্ধ সম্ভাবনা কেহ বলিতেছে কর্ণাটাধিপতি পূর্ব্ব দেশ, মালবাধিপতি তঙ্গন দেশ, সুরাষ্ট্রাধিপতি উত্তর দেশ বশীভূত করিতেছেন। দক্ষিণ সমুদ্রের তট হইতে লঙ্কাপুরী আক্রমণের কথা; পূর্ব্বাব্ধি তট হইতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে বিদ্রোহের কথা, উত্তরাব্ধি তট সমীপস্থ দেশে বিদ্রোহের কথা, পশ্চিমাব্ধি তট হইতে পশ্চিম দেশে বিগ্রহ ঘটনার কথা লীলা বহু সংবাদ শ্রবণ করিল। লীলা আরও দেখিতেছে চত্বরে কতশত পরাজিত রাজা দণ্ডায়মান। যজ্ঞগৃহ হইতে বেদধ্বনি বাদ্যধ্বনি হইতেছে; তাহার পার্শ্বদেশ হইতে বন্দিগণের উল্লাস শব্দ ও গীত বাদ্যধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইতেছে লীলা এই সমস্ত শুনিতেছে। ইহার সহিত অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত, রথের ঘর্ঘরধ্বনি মেঘধ্বনির মত এ সমস্তও কর্ণে আসিতেছে।

সভাগৃহ পুষ্প, কর্পূর ও ধূপ গন্ধে আমোদিত। কোথাও পরাজিত রাজগণের উপঢৌকন প্রদান ব্যাপার। রাজপুরী অতি উচ্চ অট্টালিকায় এবং গগনভেদী স্তম্ভরাজিতে সুশোভিত। সর্ব্বত্র কিঙ্করকুল কার্য্যে ব্যস্ত, নানা স্থানে শিল্পিগণ নগর নির্ম্মাণে তৎপর।

পপাতাথ মহারম্ভা সা তাং নরপতেঃ সভাম্।
ব্যোমাত্মিকা ব্যোমময়ীং মিহিকেবাম্বরাটবীম ॥১৭।৩১॥

আকাশ শরীরিণী লীলা তখন ব্যোমময়ী রাজসভায় প্রবেশ করিল। আকাশ হইতে কানন প্রদেশে যে ভাবে নীহার কণা আপতিত হয় ব্যোমাত্মিকা লীলার ব্যোমময়ী রাজসভায় প্রবেশও সেইরূপ।

ভ্রমন্তীং তত্র তামগ্রে দদৃশুস্তে ন কেচন।
সঙ্কল্প মাত্র রচিতাং পুরুষাঃ কামিনীমিব ॥ ৩২

এক পুরুষের সঙ্কল্প-রচিত কামিনীকে অন্য পুরুষ যেমন দেখিতে পায় না সেইরূপ রাজসভায় লীলার ভ্রমণ কেহই দেখিল না। একজনের সঙ্কল্প-রচিত নগর

যেমন অন্য কেহ দেখে না সেইরূপ পুরোবর্ত্তিনী ভ্রমণশীলা লীলাকে সেই রাজসভার কেহই দেখিতে পাইল না। লীলা কিন্তু পূর্ব্বের মত সমস্তই দেখিতেছেন; দেখিতেছেন সেই রাজা, সেই রাজ্য, সেই ভৃত্য, সেই অমাত্য তাঁহার ভর্ত্তা পদ্মরাজা যেন সকলের সহিত এক নগর হইতে নগরান্তরে উঠিয়া আসিয়াছেন।

তদ্দেশাং স্তৎ সমাচারাং স্তথা তানেব বালকান্।
তা এব বালবনিতা স্তাং স্তানেব চ মন্ত্রিণঃ ॥ঐ॥৩৫॥
তানেব ভূমিপালাংশ্চ তাং স্তানেব পণ্ডিতান্।
তানেব নর্ম্মসচিবান্ ভৃত্যাং স্তানেব তাদৃশান্ ॥ঐ ৩৬॥

সেই বেশ, সেই স্বদেশীয় আচার সম্পন্ন বালক বালিকা, সেই সব মন্ত্রী সেই সব রাজা, সেইসব পণ্ডিত, সেই সব নর্ম্মসচিব (রহস্যবেত্তা ভৃত্য)—সেই সমস্ত পুরবাসী। আশ্চর্য্য সকলই সেই। সেই মধ্যাহ্নকাল সেই ঘন দাবানলাকুল দিক্, সেই আকাশ সেই চন্দ্র সূর্য্য, সেই মেঘ, সেই পবনধ্বনি। সকলই সেই আছে। সেই বৃক্ষ, সেই নদী, সেই পর্ব্বত, সেই পুর, সেই পত্তন, সেই সমস্ত নগর বিন্যাস, সেই গ্রাম, সেই জঙ্গল।

সকলই সেই আছে কেবল রাজা ষোড়শ বর্ষীয় যুবা পুরুষ। পূর্ব্বের সেই জরা-জীর্ণ দেহ নাই।

প্রাক্তনীং জনতাং সর্ব্বাং সমস্তান্ গ্রামবাসিনঃ ॥৪০॥

সেই পূর্ব্বের জনতা এবং সেই সমস্ত গ্রামবাসী।

এই সমস্ত দেখিয়া লীলা চিন্তাপরবশ হইয়াছেন। ভাবিতেছেন "তস্মিন্নগর বাস্তব্যাঃ কিং তে সর্ব্বে মৃতা ইতি"। এই ত বাসনা-নগর দেখিতেছি। কিন্তু পূর্ব্ব নগরবাসী সকলেই কি মরিয়াছে? রাজা মরিয়াছেন, না হয় এখানে তাঁহাকে দেখিলাম, কিন্তু আর সকলেই কি মরিয়াছে? নতুবা এখানে ইহাদিগকে দেখি কিরূপে?

পুনঃ প্রজ্ঞপ্তিবোধেন প্রাক্তনান্তঃ পুরং গতা ॥৪১॥
প্রজ্ঞপ্তিঃ সরস্বতী তৎপ্রসাদজেন বোধেন সমাধিব্যুত্থানেন।

সরস্বতীর কৃপায় লীলা সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন। ব্যুত্থিত হইয়া তিনি

দেখিলেন আপনার অন্তঃপুরেই তিনি আছেন। রাত্রি তখন দুই প্রহর। স্বজনগণ পূর্ব্বকার মত স্ব স্ব ভবনে নিদ্রিত।

লীলা নিদ্রাক্রান্ত সখীজনকে জাগাইলেন; আহ চাতীব মে দুঃখমাস্থানং দীয়তামিতি ॥৪৩॥ বলিলেন আমার অতীব দুঃখ হইতেছে। আস্থানং—সভায়াং সন্নিধানম্॥ আমাকে রাজসভায় যদি লইয়া যাও তবে হয়।

ভর্ত্তুঃ সিংহাসনস্যাস্য পার্শ্বে তিষ্ঠাম্যহংযদি।

পশ্যামি সভ্য সঙ্ঘাতং তং প্রজীবামি নান্যথা ॥৪৪॥

দেখ আমার বড় কষ্ট হইতেছে তোমরা আমাকে রাজসভায় লইয়া চল সেই থানে স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্বে পূর্ব্বের ন্যায় সভ্যদিগকে যদি আবার দেখিতে পাই তবেই বুঝি আমার জীবন থাকে নতুবা নহে।

লীলার অভিপ্রায়—রাজা ত মৃত হইয়াছেন। সমাধি অবস্থায় তাঁহাকে ত দেখিলাম। সেই সঙ্গে পূর্ব্বের সভাসদদিগকেও ত দেখিলাম। ইঁহারা ত মরেন নাই তবে রাজার সঙ্গে ইঁহাদিগকে দেখিব কিরূপে? ইঁহারা মরিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা জন্যই লীলা সকলকে সভায় আসিতে বলিতেছেন।

রাজপরিবারবর্গ তখন লীলার আজ্ঞা মত আপন আপন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। যষ্টিধারীগন, পৌরজন ও সভাসদদিগকে ডাকিতে ছুটিল "পৌরান্ সভ্যান্ সমানেতুং যযুর্যাষ্টিক পংক্তয়ঃ॥ ভৃত্যসমূহ মহা আদরে সভাস্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিয়া গেল, যেমন বর্ষা দ্বারা মলিন আকাশকে শরৎকালের দিবস পরিস্কার করে সেইরূপ। চত্বর ভূমিতে দীপমালা অন্ধকার দূর করিল আর সেই আশ্চর্য্য দর্শন জন্য যেন নক্ষত্র সমূহ আরও উজ্জ্বল হইল। সেই অজির ভূমি—সেই সভাস্থল দেখিতে দেখিতে জনতায় পূর্ণ হইল—যেমন প্রলয় কালের শুষ্ক-সমুদ্র জল বর্ষণে পূর্ণ হয় সেইরূপ।

মন্ত্রিগণ, সমস্ত নরপতিগণ, দেখিতে দেখিতে আপন আপন স্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন—যেমন পুনঃসৃষ্টি সময়ে দিক্‌পালগণ আপন দিক অধিকার করেন সেইরূপ।

তখন আবার কর্পূর সদৃশ শুভ্র নীহার কণা পড়িতে লাগিল, আর শীতল স্পর্শ উৎফুল্ল কুসুম সুরভিবাহী বায়ু মৃদুমন্দ বহিয়া বহিয়া চারিদিক আমোদিত করিতে লাগিল।

দ্বারপালগণ সভার প্রতি দ্বারে শুক্ল-বসন পরিধান করিয়া শান্তি রক্ষার্থ দণ্ডয়মান হইল সূর্য্য-কিরণ প্রতপ্ত ঋষ্যমূক্ পর্ব্বতবাসীদিগের শান্তি জন্য যেমন মেঘমালা পর্ব্বতের উপরে উদয় হয় সেইরূপ। প্রলয়কালে প্রচণ্ড বায়ু—তাড়নায় আকাশ হইতে যেমন নক্ষত্র সকল ছিঁড়িয়া পড়ে ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ পদ্মনরপতির সভাস্থলে পুষ্পরাশি নিপতিত হইয়া অন্ধকার দূর করিতে লাগিল।

সেই সভা মহীপালগণের অনুযায়ী জন সমূহে পরিপূর্ণ হইল—"উৎফুল্ল কমলোৎকীর্ণং হংসাইব সরোবরম্॥ ৫৪॥—প্রফুল্ল কমলাকীর্ণ সরোবরে হংসসমূহের শোভা যেরূপ সেইরূপ।

মদন হৃদয়ে রতির আগমনের ন্যায় রাজ্ঞী লীলা স্বামী সিংহাসনের সমীপে নূতন হৈম চিত্রাসনে উপবেশন করিলেন।

দদর্শ তান্ নৃপান্ সর্ব্বান্ পূর্ব্বানেব যথাস্থিতান্।
গুরুনার্য্যান্ সাখীন্ সভ্যান্ সুহৃৎ সম্বন্ধি বান্ধবান্॥ ৫২॥

পূর্ব্বের মত যথাস্থিত রাজন্যবর্গ, গুরুজন, আর্য্যগণ, সখীগণ, সুহৃদ্‌গণ সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ—লীলা সকলকে দেখিতেছেন।

সকলমেব হি পূর্ব্ব-বদেব সা
সমবলোক্য মুদং পরমাং যযৌ।
নৃপতিরাষ্ট্রজনং খলু জীবনা
ভ্যুদিতয়া চ বভৌ শশিবচ্ছ্রিয়া॥ ৫৭॥

পূর্ব্ব মত সমস্তই দেখিয়া লীলা পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইলেন। স্থির জানিলেন মহারাজ ব্যতীত আর সকলেই জীবিত আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

জগদ্‌ভ্রান্তি প্রতিপাদন।

রাজ্ঞী লীলা তখন সভা হইতে উঠিলেন। যাইবার সময় সভাসীন রাজাদিগকে আকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন যে আমি আমার দুঃখিত চিত্তকে এইরূপে বিনোদন করিতেছি।

লীলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুর মণ্ডপে যে স্থানে স্বামীর জীবাত্মা পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গুপ্তভাবে রক্ষিত সেইখানে আসিয়া লীলা উপবেশন করিলেন, করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—

অহো বিচিত্রা মায়েয়মেতেঽস্মৎপুর মানবাঃ।
বহিরন্তরবদ্দেশে তত্র চেহ চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩ ॥

অহো! কি বিচিত্র মায়া ইহা! এই আমার রাজধানীতে এবং সেখানকার সেই সমাধি দৃষ্ট অন্তরবর্তী অবকাশবতী দেশে এই সমস্ত মনুষ্য একভাবেই অবস্থান করিতেছে।

তাল-তমাল-হিন্তাল-মালা শোভিত পর্ব্বতসমূহ সেখানেও যেমন এখানেও সেইরূপ। মায়ার কি অপূর্ব্ব বিভূতি। "বত মায়েয়মাততা।"

আদর্শেন্তর্ব্বহিশ্চৈব যথা শৈলোনুভূয়তে।
বহিরন্তশ্চিদাদর্শে তথা সর্গোনুভূয়তে ॥ ৫ ॥

দর্পণের ভিতরে ও বাহিরে যেমন এক পর্ব্বতই অনুভূত হয় সেইরূপ চিৎ দর্পণের ভিতরে বাহিরে একই সৃষ্টি অনুভব করা যায়। সমাধিতে ভিতরে যাহা দেখিলাম সমাধিভঙ্গে চিৎ দর্পণের বাহিরেও তাই দেখিতেছি।

এই সৃষ্টির মধ্যে ভ্রম কোন্‌টি আর সত্য কোন্‌টি? বাগ্‌দেবীকে অর্চ্চনা করিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করি।

লীলা আবার পূজা করিলেন। কুমারীরূপধারিণী সরস্বতী আসিলেন। দেবীকে ভদ্রাসনে বসাইয়া লীলা ভূতলে সেই পরমেশ্বরীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন। করিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন না! সৃষ্টিনিয়মে আপনার একটা নিয়ম আছে। আমি ইহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নিতান্ত উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। পরমেশ্বরি! আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিলে বুঝিব আমার উপর আপনার অনুগ্রহ সফল।

সরস্বতী—বল তোমার সংশয় কি।

লীলা—সমাধি কালে আত্মস্বরূপ যে দর্পণ দেখিলাম—যে দর্পণে সেখানে জগৎ দেখা গিয়াছিল, সেই জগৎ যে আত্মদর্পণে প্রতিবিম্বিত, সেই দর্পণ আকাশ অপেক্ষাও অধিক নির্ম্মল। কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত এই ব্যুত্থান দৃষ্ট জগৎ সেই চিৎ দর্পণের কাছে অতি ক্ষুদ্র।

সেই চিৎ দর্পণ বা আত্মদর্পণ, বেদের মহাবাক্য দ্বারা যে অখণ্ড বোধ স্বরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় প্রজ্ঞা স্বরূপ সেই ব্রহ্মেরই জ্যোতি। এই চিৎ অন্তরে বাহিরে একরূপ বলিয়া ঘন—অত্যন্ত নিবিড়। কঠিন নয় বলিয়া মৃদু; এই চিৎ নিঃশেষে সমস্ত শোক তাপ উচ্ছেদ করেন বলিয়া শীতল; এই চিৎ বহির্ম্মুখতাশূন্য বলিয়া ইনি অচেত্য চিৎ বলিয়া খ্যাত, কোন আবরণ নাই বলিয়া ইনি নির্ভিত্তি, আর সমস্ত ব্যবহারিক বিষয়ের অগ্রে অগ্রে ইঁহারই স্ফুরণ হইয়া থাকে।

এই আত্মদর্পণে—এই চিৎ দর্পণে দিক্ কাল ও তদন্তর্গত সর্ব্ব কার্য্যের উৎপত্তি, আবার উৎপন্ন সমস্ত বস্তুর স্থিতি জন্য অবকাশ প্রাপ্তিরূপ আকাশ, তেজ চক্ষু ইত্যাদি মায়া সমস্তের প্রকাশ, আবার প্রকাশিত বস্তু সমূহকে এই এই রূপে ব্যবহার করা উচিত এইরূপ নিয়তিক্রম—এই সমস্ত এই চিৎ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় এবং পরা পরিণতি—দেশ কাল বিস্তীর্ণ বিকারবৈচিত্র প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ইহারা প্রতিবিম্ব মত দর্পণের ভিতরে স্ফুরিত হয়।

ত্রিজগৎ প্রতিবিম্বশ্রীর্ব্বহিরন্তশ্চ সংস্থিতা।
তত্র বৈ কৃত্রিমা কা স্যাৎ কাসৌ বা স্যাদকৃত্রিমা॥ ১৪॥

এই যে ত্রিজগতের প্রতিবিম্ব শোভা চিৎ দর্পণের ভিতরেও বাহিরে দেখা যায় তাহার মধ্যে কৃত্রিম কোন্‌টি অকৃত্রিমই বা কোনটি?

সরস্বতী—সৃষ্টির আবার কৃত্রিমত্ব অকৃত্রিমত্ব কি তাহাই অগ্রে বল?

লীলা—আমি ও আপনি যে এইখানে আছি এইটিকে আমি অকৃত্রিম সৃষ্টি বলি। আর আমার ভর্ত্তা যে সৃষ্টিতে স্থিত তাহা কৃত্রিম। কারণ দেশ কাল

ইত্যাদি দ্বারা যাহা অপূর্ণ অর্থাৎ দেশ কালাদি ব্যবহারের সীমার বাহিরে যাহা তাহাকে ত আমি শূন্য মিথ্যাভূত বলিয়াই মনে করি।

"অহং মন্যে যতঃ শূন্যো-দেশকালাদ্য পূরকঃ।" ১৭॥

সরস্বতী—তুমি আমি যে সৃষ্টিতে, তাহাকে বলিতেছ অকৃত্রিম সৃষ্টি। আর তোমার স্বামীকে যে সৃষ্টিতে দেখিয়া আসিলে তাহা কৃত্রিম সৃষ্টি। কৃত্রিম সৃষ্টিটা তবে তোমার বা আমার দ্বারা কল্পনা করা হইয়াছে। আচ্ছা তুমিই দেখ অকৃত্রিম সৃষ্টি হইতে কখন ত কৃত্রিম সৃষ্টি জন্মিতে পারে না। যেহেতু কারণটি যাহা,.তাহা; হইতে অসদৃশ কার্য্য কখন উদয় হয় না।

লীলা—এক দীপের আলো হইতেছে কারণ; আর একটি দীপের আলো হইতেছে কার্য্য। এক্ষেত্রে দীপাদ্দীপান্তরং ন তত্র বৈচিত্রং দৃশ্যতে। এক্ষেত্রে কারণও যাহা কার্য্যও তাহাই বলিতে পারা যায়। দুই দীপের আলো যেন একই হইল। কিন্তু কতকটা মাটি হইতেছে ঘটের কারণ। মাটিটা ত ভিতরে জল ধারণ করিতে পারে না কিন্তু ঘট ত পারে। তবে কারণ ও কার্য্য যে এক তাহা বলি কিরূপে? যতখানি মাটিতে একটি ঘট হয় সেই মাটিতে যতখানি জল ধরিবে, ঐ মাটি নির্ম্মিত ঘটে কি ততটুকুই জল ধরিবে? যখন কারণের শক্তি ও কার্য্যের শক্তি এক নহে তখন কার্য্য ও কারণ এক বলা যায় কিরূপে?

সরস্বতী—কার্য্যটি যাহা কারণটিও তাই। কিন্তু মুখ্যকারণটির সহিত যদি অন্য সহকারী কারণ যুক্ত হয় তদ্দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহা মুখ্য কারণের সহিত এক হইবে কিরূপে? কতক খানা মাটিকেই ত আর ঘট বলিতে পার না। মৃৎপিণ্ডের সহিত অন্য সহকারী কারণ যুক্ত হইলে অর্থাৎ মৃতপিণ্ড, দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার এই গুলি যুক্ত হইলে তবে ত ঘট হইবে! মৃতপিণ্ড দণ্ড চক্র কুম্ভকার এই সমস্ত মিলিত হইয়া যে ঘট হইল তাহা ঘটের মুখ্যকারণ যে মৃতপিণ্ড তাহার সহিত এক হইবে কিরূপে?

এখন বিচার কর। যে সৃষ্টিতে তোমার স্বামীকে দেখিলে তাহার কি কোন কারণ আছে বা নাই? যদি বল কারণ নাই তবে আমি বলিব তাহা বলিতে পার না। তুমি ত ভর্তৃসর্গ দেখিয়াছ। কার্য্য দেখিয়াছ তবে কিরূপে বলিবে যে তাহার কারণ নাই?

যোগবাশিষ্ঠ। ১৮ সর্গ ২৩৩

তবে বল তাহার কারণ আছে। আচ্ছা কারণ যাহা আছে সে কারণটা কৃত্রিম কারণ বা অকৃত্রিম কারণ?

যদি বল কৃত্রিম কারণ তবে জিজ্ঞাসা করি ঐ কৃত্রিম কারণটি কি এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টির কৃত্রিম কারণের মত বা অন্যরূপ?

অন্যরূপ বলিতে পার না। কারণ আদিকল্প যখন শেষ হইয়াছিল তাহার পর এই সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্য এই সৃষ্টির কারণ তোমার মতে কৃত্রিম।

এই সৃষ্টি ও সেই সৃষ্টি যদি ভিন্নই হয় তবে ইহাদের দর্শনটা ও ভিন্ন হইবে। এই সৃষ্টিকে যেরূপ দেখ সেই সৃষ্টিকে সেরূপ দেখিবে না। তুমি কিন্তু দুই সৃষ্টিই একরূপ দেখিতেছ। তবেই বলিতে হয় উভয় সৃষ্টিই একরূপ।

পূর্ব্বে বলিলাম মূল কারণের সহিত সহকারী কারণ মিলিত হইয়া যে কার্য্য হয় সেই কার্য্য কখন মূল কারণের সহিত এক হয় না। এখন বল দেখি তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি যে দেখিলে আর সে সব যে কৃত্রিম বলিতেছ এবং তোমার ও আমার অবস্থানকে এবং তোমার স্বামীর এখানে অবস্থানকে যে অকৃত্রিম বলিতেছ তাহা কেন বলিতেছ? দুই এক নয় কেন? কোন্ সহকারী কারণ দ্বারা তোমার এখানকার অকৃত্রিম ভর্ত্তা সেখানে কৃত্রিম ভর্ত্তা হইয়া গেলেন?

বদ তদ্ভর্ত্তৃসর্গস্য কিং পৃথ্ব্যাদিষু কারণম্।
তদ্ভূমণ্ডলতোভূতির্জ্জাতা তত্র বরাননে॥ ২১॥

বল এই সৃষ্টির অন্তর্গত পৃথিব্যাদির মধ্যে তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তির কোন্ বিচিত্র কারণ থাকিতে পারে? ভৌতিক সৃষ্টিকেই যখন তুমি অকৃত্রিম বলিতেছ তখন এই ভূমণ্ডল হইতে যেমন ভাবে সৃষ্টির উৎপত্তি হইতেছে সেখানেও সেইরূপ ভাবে উৎপত্তি হইতেছে। বৈষম্য কিরূপে হইবে?

ভাল করিয়া বলি শ্রবণ কর। তুমি বলিতেছ এই পরিদৃশ্যমান জগৎটা অকৃত্রিম আর সেই জগৎটা কাল্পনিক, কৃত্রিম। আর অকৃত্রিম জগৎটা কৃত্রিম জগতের কারণ। কৃত্রিম কল্পনা অকৃত্রিমের সংস্কার মাত্র। আবার বলিতেছ সে জগৎ ও এই জগৎ একরূপ। যদি ভিন্নরূপ হইত তবে বলিতে পারিতে সহকারী কারণের যোগে ভিন্নরূপ হইয়াছে। তা যখন নয় তখন বলিতে হইবে এ জগতের মত সেই জগতের উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু এ জগতের উৎপত্তির

যদি কোন কারণ থাকে তবে সেই কারণই সেই জগতের ও উৎপত্তির হেতু হইবে। তুমি যদি বল কাল্পনিক জগতের উৎপত্তি এই অকৃত্রিম জগতের উৎপত্তির মত নহে তবে বলিতে হয় "গতঞ্চেদিত উড্ডীয়" এই জগতটাই উড্ডীয়-মান হইয়া সেইখানে যায়? যদি বল এই ভূমণ্ডলে জন্মিয়া সেই ভূমণ্ডলে যায় তবে বলিব এই ভূমণ্ডল কোথায় তাই বল? আরও এখানকার মৃত্তিকা এখান কার ভূত সেখানে যখন যাইতে পারে না অথচ না গেলেও এখানকার মত সেখানে সৃষ্টি হয় না তবে সৃষ্টিটাকে কি বলিবে?

এই যুক্তি দ্বারা কি পাইলে দেখ।

তদ্ভর্তুঃ সর্গস্য ন অসাধারণকারণবৈচিত্র্যং কল্পয়িতুং শক্যম্। সেই সৃষ্টির কোন অসাধারণ কারণ কল্পনা করা গেল না।

লীলা—তবে সেই সৃষ্টিটাকে কি বলিব?

সরস্বতী—উভয়োর্ম্মায়াকামকর্ম্মবাসনামাত্রমূলবত্ত্বাবিশেষাৎ। সেই সৃষ্টিই বল আর এই সৃষ্টিই বল উভয় সৃষ্টির কারণ হইতেছে মায়া, কাম, কর্ম্ম বা বাসনা। যাহা কিছু সৃষ্ট হইতেছে তাহার কারণ হইতেছে পূর্ব্ব সর্গীয় কাম কর্ম্ম বাসনাদি। দুই সৃষ্টির এক কারণ। সর্ব্বত্রই সৃষ্টির অবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারে। মরণ মূর্চ্ছাকালে তোমার ভর্ত্তার বাসনা যেরূপে স্মরণ হইয়াছিল তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তিও সেই রূপে হইয়াছে।

লীলা—স্মৃতিঃ সা দেবি মদ্ভর্তুস্তথা স্মারত্বমাগতা।
স্মৃতি স্তৎ কারণং বেদ্মি সর্গয়োরিতি নিশ্চয়ঃ॥ ২৪।

আমার স্বামীর স্মৃতি যেমন যেমন হইয়াছিল মৃত্যুর পরে সেই সেই প্রকারেই স্মরণ হইয়াছে। স্মৃতিই তবে সৃষ্টির কারণ।

সরস্বতী—অবলে! স্মৃতিটা আকাশরূপা। যাহা আবার স্মৃতি হইতে জন্মে তাহাও স্মৃতির মত আকাশ রূপ। তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি অনুভূত হইলেও তাহা আকাশই বটে।

আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর।

পূর্ব্ব দৃষ্ট সৃষ্টি হইতে সংস্কার দ্বারা জগত যে তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি—সেই উৎপত্তিটা আকাশরূপা স্মৃতি মাত্র। সেই স্মৃতির অগ্রে কোন স্থূল বিষয় নাই বলিয়া

তাহা আকাশ সদৃশ। ইহা কিন্তু অনুভূত হয়। পূর্ব্ব সৃষ্টিও এইভাবে আকাশের মত কারণ তাহাও সেইরূপ তৎপূর্ব্ব সংস্কারের স্মৃতি মাত্র।

লীলা—স্মৃতি হইতে যাহার উৎপত্তি তাহা আকাশময়। যেমন আমার স্বামী। এই সৃষ্টিকেও সেই সৃষ্টির মত আকাশ স্বরূপ মনে করিতেছি। এই সৃষ্টিও যে শূন্যাত্মক সেই সৃষ্টিই তাহার নিদর্শন।

সরস্বতী—সুতে! সৃষ্টি সর্ব্বদাই অসৎ। এই সৃষ্টিই বল আর তোমার ভর্ত্তৃ সৃষ্টিই বল আত্মাই সৃষ্টি ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। সৃষ্টি নাই। যিনি আছেন তিনিই মায়ার অবলম্বনে কখন সেই সৃষ্টি কখন এই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

লীলা—যথা পত্যুারমূর্ত্তোঽস্মাৎ সর্গাৎ সর্গো ভ্রমাত্মকঃ।
জাতস্তথা কথয় মে জগদ্ভ্রম নিবৃত্তয়ে॥ ২৮॥

আপনি আবার অমূর্ত্ত এই সৃষ্টি হইতে যেরূপে পতির সেই ভ্রমাত্মক সৃষ্টি জন্মিয়াছে জগৎ ভ্রম নিবারণ জন্য আমাকে তাহাই বলুন।

সরস্বতী—এই সৃষ্টি পূর্ব্ব স্মৃতির ভ্রান্তি মাত্র। স্বপ্ন ভ্রমের মত ইহা যেরূপে উদিত হইতেছে তাহা শ্রবণ কর। এখানে আর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিয়া যাও।

চিদাকাশের কোন একবিন্দু পরিমিত স্থানে চিত্তাকাশ। চিত্তাকাশের এক দেশে নীল কাচ খণ্ড মত এই আকাশ আচ্ছাদিত এই পরিদৃশ্যমান সংসারমণ্ডপ। এই মণ্ডপে ১৪টি কুঠরী আছে। তাহাই হইতেছে চতুর্দ্দশ ভুবন। একটি স্তম্ভের উপর মণ্ডপ। স্তম্ভটি মেরু। লোকপালগণ এই মণ্ডপের পুরবাসী। ত্রিভুবনের অন্তরালগুলি ইহার গর্ত্ত। ত্রিভুবন বিবরের অন্ধকার দূর করিবার জন্য একটি দীপ। এইটি সূর্য্য। এই মণ্ডপের এখানে ওখানে পর্ব্বত মৃৎখণ্ডগুলি গৃহ কোনস্থ বল্মীক মত নগরাদি দ্বারা ব্যাপ্ত। এই মণ্ডপের ব্রাহ্মণ হইলেন প্রজাপতি। তিনি অনেক পুত্র জঠর। এখানে যত জীব বাস করে বড় বড় রাজা রাণী হইতে অতি ক্ষুদ্রজীব পর্য্যন্ত সকলেই গুটিপোকার মত আপন আপন কোশে বদ্ধ হইয়া কি যেন কি করে। ব্যোমোর্দ্ধতল এই গৃহের কালিমা-ঝুল। উপরের আকাশে সে সমস্ত সিদ্ধগণ বিরাজ করেন, তাঁহারা এই গৃহের ঘুম্ ঘুম শব্দকারী মশক মত।

মেঘ সকল জ্বালা বেষ্টিত গৃহকোণের অগ্রধূম। বায়ুপথগুলি মহাবংশ। তাহা আবার বিমান কীট পূর্ণ। এই গৃহ সুর অসুরাদি দুষ্ট বালকগণের ক্রীড়া—কল কল রবে সর্ব্বদা আকুল। ত্রিলোকের মধ্যে যে সমস্ত পুর গ্রাম তাহা এই মণ্ডপের অন্তর্গত ভাণ্ডের উপস্কর উপকরণ বা মশলাদির মত। এই গৃহের দীপ্তিযুক্ত কোটর হইতেছে পাতাল, ভূতল ও স্বর্গ। উহার ভূতল সমুদ্র রূপ সরোবর জলে সিক্ত। সেই অম্বর কোটরের এক কোণে শৈল রূপ লোষ্ট্রতলে অনেক গর্ত্ত। সেইগুলি হইতেছে গ্রাম। তাহার একটির নাম গিরিগ্রাম।

তস্মিন্নদী শৈল বনোপগূঢ়ে
সাগ্নিঃ সদারঃ সুতবান্ অরোগঃ।
গোক্ষীরবান্ রাজভয়াদ্বিমুক্তঃ
সর্ব্বাতিথি ধর্ম্মপরো দ্বিজোঽভূৎ॥ ৩৮।

নদী শৈল বন আলিঙ্গিত সেই গিরি গ্রামে এক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র ছিল। তিনি রোগ শূন্য। তাঁহার পয়স্বিনী গাভী প্রভৃতি অনেক পশুধন ছিল। রাজ-উপদ্রব তাঁহার উপর ছিল না। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমস্ত বর্ণাশ্রমের অতিথি তাঁহার নিকট পূজা পাইত ও তাঁহার পোষ্য ছিল।

১৯শ সর্গ বা পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ মরণ।

কি বিত্ত, কি বেশভূষা, কি বয়স, কি কর্ম্ম কি বিদ্যা "বশিষ্ঠ সৌব সদৃশো নতু বাশিষ্ঠ চেষ্টিতঃ"—সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠদেবের মত ছিলেন কেবল ইক্ষ্বাকুবংশের পৌরোহিত্য ও রাম উপদেশ এই বাশিষ্ঠ চেষ্টা তাঁহার ছিল না। ব্রাহ্মণের নামও ছিল বশিষ্ঠ আর ভূম্যাকাশ অবস্থিতা ইন্দু সুন্দরী তাঁহার স্ত্রীর নামও অরুন্ধতী।

উভয় অরুন্ধতীই রূপে গুণে বিদ্যা বিভবে সমান। বিশেষ এই যে প্রসিদ্ধ অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠ ছিলেন জীবন্মুক্ত আর ইঁহারা ছিলেন বদ্ধাবস্থায়।

অকৃত্রিম প্রেমরসা বিলাসালস গামিনী।
সাস্য সংসার সর্ব্বস্বমাসীৎ কুমুদ হাসিনী ॥ ৮ ॥

স্বামীর অকৃত্রিম আদরে আদরিণী, বিলাসবতী, অলসগামিনী কুমুদহাসিনী এই অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের সংসার সর্ব্বস্ব ছিলেন।

একদিন ব্রাহ্মণ শৈলসানুদেশে হরিদ্বর্ণ সর্ব্বত্র সমান তৃণক্ষেত্রে উপবিষ্ট। দেখিলেন এক মহীপতি স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেছেন। তাহার সৈন্য-কোলাহল যেন মেরুকেও বিদীর্ণ করিতেছে।

কি বৈভব এই রাজপদে! চামর ও পতাকা দ্বারা লতাবন যেন চন্দ্রকিরণাকীর্ণ জ্যোৎস্নাময় হইয়া যাইতেছে আর শ্বেত ছত্রসমূহ দ্বারা আকাশ যেন রৌপ্য সৌধ-বিশিষ্ট হইয়া যাইতেছে। অশ্ব পাদোৎখাত রজোরাজি অম্বরতল আচ্ছাদন করিতেছে, হস্তিগণের পৃষ্ঠে মণিমুক্তা বিজড়িত আস্তরণ। সেখানে সূর্য্যকিরণ নিরুদ্ধ হইয়া এবং বায়ু দ্বারা যেন কত কত স্বর্ণ রজত মুক্তা মণ্ডপ রক্ষিত হইয়াছে। সৈন্যগণের কোলাহলে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া মৃগাদি ভূতমণ্ডল আবর্ত্ত মত ঘুরিতেছে। রাজার অঙ্গে হার কাঞ্চন মাণিক্য কেয়ুর কেমন ঝক্‌মক্ করিতেছে। রাজাকে এই রূপে দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "অহো সুরম্যা নৃপতা সর্ব্ব সৌভাগ্য ভাগিতা।" সর্ব্ব সৌভাগ্য দ্বারা অলঙ্কৃত রাজপদ কত রমণীয়। আমি কি কখন রাজা হইতে পারিব? কবে আমার পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা, ছত্র, চামর—দিক্ কুঞ্জ পূর্ণ করিবে? কবে আমার এমন হইবে যে কুন্দ পুষ্পসমূহের সুগন্ধ মকরন্দবাহী বায়ু আমার অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের সুরত শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু অপনীত করিবে? কবে আমি কর্পূর দ্বারা পুরন্ধ্রীগণের মুখমণ্ডল এবং নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের মত প্রকাশ করিব?

ইত্থং ততঃ প্রভৃত্যেব বিপ্রঃ সঙ্কল্পবান ভূৎ।
স্বধর্ম্মনিরতো নিত্যং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ ॥ ৯৪ ॥

ব্রাহ্মণ সেই দিন হইতে প্রত্যহ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ

সন্ধ্যাবন্দনাদি সবসময় করিতেন, এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত আলস্য ত্যাগ করিয়া রাজা হইবার সঙ্কল্পও করিতে লাগিলেন।

হিমানী দ্বারা পদ্ম যেমন বিরূপ হয় সেইরূপে জরা আসিয়া ব্রাহ্মণকে জীর্ণ করিল। ব্রাহ্মণী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের মৃত্যু আসিতেছে দেখিয়া দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন। পুষ্প ঋতুতে লতা গ্রীষ্ম সমাগম ভয়ে যেরূপ হয় সেইরূপ।

অরুন্ধতীও তোমার মত আমার আরাধনা করিলেন। অমরত্ব দুর্লভ জানিয়া বর চাহিলেন যেন বশিষ্ঠের জীবাত্মা আপন মণ্ডপ হইতে কোথাও না যান। আমিও ঐ বর তাহাকে দিলাম।

কালবশে ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এবং সেই গৃহাকাশেই জীবাকাশ রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকার দৃঢ় সঙ্কল্পবশে ব্রাহ্মণ ঐ আকাশ শরীরেই পরম শক্তিসম্পন্ন রাজা হইলেন।

রাজার বলে পৃথিবী জয় করিলেন প্রতাপে স্বর্গ আক্রমণ করিলেন এবং দয়াতে পাতাল পালন করিলেন। এইরূপে তিনি ত্রিলোক বিজয়ী হইলেন।

তিনি আর বৃক্ষের কল্পাগ্নি, স্ত্রীগণের মকরকেতু, বিষয়বায়ুর মেরু সাধু পদ্ম সমূহের দিবাকর। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের আদর্শ, ভিক্ষুকের কল্পপাদপ, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের পাদপীঠ বা আশ্রয়, রাকাধর্ম্মামৃত ত্বিষঃ—ধর্ম্মলক্ষণস্য অমৃতত্বিষশ্চন্দ্রস্য রাকা পৌর্ণমাসী। অর্থাৎ সুধাকরের পৌর্ণমাসী।

ব্রাহ্মণ এই রূপে সেই গৃহাকাশে সেই দিনে পূর্ব্ব সংস্কারপূর্ণ চিত্তাকাশময় ভূতাকাশ শরীরে রাজা হইলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণী ভার্য্যা শোকে নিতান্ত কৃশ হইলেন এবং শুষ্ক মাষসিম্বীর মত তাঁহার হৃদয় যেন দ্বিধা ভিন্ন হইয়া গেল। তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন এবং আতিবাহিক দেহে বা ভাবনাময় দেহে ভর্ত্তার সহিত মিলিত হইলেন। নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হয় সেইরূপ। বাসন্তীলতিকা যেমন আনন্দ প্রফুল্ল হয় অরুন্ধতীও সেইরূপ হইলেন।

আজ আট দিন হইল গিরিগ্রামে গৃহমণ্ডপে তাঁহারা মরিয়াছেন। সেই গিরিগ্রামে সেই বিপ্রের গৃহ, ভূমি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে।

২০শ সর্গ বা ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরমার্থ প্রতিপাদন।

সরস্বতী—লীলা।

লীলা—মা আমি যেন কেমন হইয়া যাইতেছি।

সরস্বতী—কিছু কি বুঝিতেছ?

লীলা—মা আমি কে? আমি কি কাহারও সঙ্কল্পের মূর্ত্তি? আর আমার স্বামী? তিনিও কি এখন সঙ্কল্পের সঙ্কল্প?

সরস্বতী—তোমরা কে তাহা বলিতেছি। মনোযোগ কর। ইহা বুঝিলে বুঝিবে সকল জীব কি, জগৎ কি।

লীলা—বলুন।

সরস্বতী—সতে ভর্ত্তাদ্য সম্পন্নো দ্বিজোভূপত্বমাগতঃ।

স দ্বিজোঽদ্য ভূপত্বমাগতঃ সন্ তে ভর্ত্তা সম্পন্নঃ॥

সেই দ্বিজ অদ্য ভূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার স্বামী হইয়াছেন। আর তুমি।—

যা সাবরুন্ধতী নাম ব্রাহ্মণী সাত্বমঙ্গনে॥ ১॥

অঙ্গনে! সেই অরুন্ধতী নামক ব্রাহ্মণী তুমি।

চক্রবাক মিথুনের মত তোমরা। তোমরাই হরপার্ব্বতীর মত পৃথিবীতে নূতন জন্ম পাইয়াছ। পদ্ম ও লীলা হইয়া যাহারা রাজত্ব করিতেছিল তাহারা তোমরাই। তোমরাই সেই দম্পতী। এই তোমাকে পূর্ব্ব সৃষ্টিক্রম সমস্তই বলিলাম।

ভ্রান্তিমা একমাকাশমেবং জীবস্বরূপ ধৃক্॥ ৩॥

জীব রূপে যে জন্মান সেটা ভ্রম মাত্র। সেটা আকাশ মত শূন্য।

ভ্রমাদস্মাচ্চিদাকাশে ভ্রমোঽয়ং প্রতিবিম্বিতঃ।

অসত্য এব বা সত্যো ভবতোর্ভবভঙ্গদঃ॥ ৪॥

পূর্ব্ব ভ্রম হইতে এখনকার ভ্রম, আবার এই ভ্রম হইতে ভবিষ্যৎ ভ্রম। পূর্ব্ব ভ্রম, এতৎ ভ্রম আবার ভবিষ্যৎ ভ্রম সমস্তই চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

ইহাদের পৃথক্ সত্তা যদি দেখ তবে ইহারা অসত্য আর চৈতন্যের বিবর্ত্ত ভাবে দেখিলে ইহারা সত্য। ভিতরটি দেখিলে বুঝিবে ইহারা বাস্তবিক নাই।

তস্মাৎ ভ্রান্তিময়ঃ কঃ স্যাৎ কোবা ভ্রান্ত্যুজ্ঝিতো ভবেৎ।
সর্গো নিরর্গলানর্থ বোধান্নান্যো বিজৃম্ভতে॥ ৫॥

সেই জন্য সৃষ্টি সম্বন্ধে বলি ভ্রান্তিময় কোন্‌টি আর ভ্রান্তিবর্জ্জিতই বা কোন্‌টি? সমস্ত সৃষ্টিই ভ্রম বিজৃম্ভিত। ভ্রম দূর হইলে সৃষ্টি নাই।

শুনিতে শুনিতে লীলা বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে বলিল দেবি! আমরা কল্পনার মূর্ত্তি? সেই ব্রাহ্মণদম্পতি আমরা? ইহা মিথ্যা। কিরূপে ইহা হইবে? সেই ব্রাহ্মণের জীব ত তাহার ক্ষুদ্র গৃহাকাশে আর আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতে। আমার স্বামীকে যেখানে দেখিয়া আসিলাম সেই লোকান্তর, সেই শৈল, সেই দশদিক্ ক্ষুদ্র গৃহাকাশে থাকিবে কিরূপে? তাহারাই যে আমরা, সেই আমরাই যে রাজত্ব করিতেছি ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

মত্ত ঐরাবতোবদ্ধঃ সর্ষপস্যেব কোটরে।
মশকেন কৃতং যুদ্ধং সিংহৌঘৈরণু কোটরে॥
পদ্মাক্ষে স্থাপিতোমেরুর্নিগীর্ণো ভৃঙ্গসূনুনা।
স্বপ্নাব্দ গর্জ্জিতং শ্রুত্বা চিত্রং নৃত্যন্তি বর্হিণঃ॥ ১০॥

মত্ত ঐরাবত হস্তীকে সর্ষপের মধ্যে আবদ্ধ করা যেমন অসম্ভব আপনার কথাও সেইরূপ অসম্ভব। অণুর মধ্যে সিংহসমূহের সহিত মশকের যুদ্ধ যেমন অসম্ভব ইহাও তাই। ভৃঙ্গতনয় কর্ত্তৃক পদ্মাক্ষ স্থাপিত সুমেরুর গ্রাস এবং স্বপ্নদৃষ্ট মেঘগর্জ্জন শ্রবণে চিত্রিত ময়ূরের নৃত্য মত ইহা অসম্ভব। হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরি! আমার বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া দিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন। আপনার মত যাঁহারা তাঁহারা যাহাকে অনুগ্রহ করিবেন, তাঁহারা তাহার অযথা প্রশ্নেও উদ্বেজিত হন না।

সরস্বতী—নাহং মিথ্যা বদামীদং যথাবচ্ছৃণু সুন্দরি!
ভেদনং নিয়তিনাং হি ক্রিয়তে নাস্মদাদিভিঃ॥ ১৩॥

সুন্দরি! আমি ইহা মিথ্যা বলিতেছি না। আবার বলিতেছি শ্রবণ কর।

"মিথ্যা বলিও না" এই নিয়ম শ্রুতি করিয়াছেন। আমাদের মত লোকে নিয়ম ভেদ করে না।

বিভিদ্যমানামন্যেন স্থাপয়াম্যহমেব যাম্।
মর্য্যাদাং তাং ময়া ভিন্নাং কোঽপরঃ পালয়িষ্যতি ॥ ১৪ ॥

অন্যে নিয়মভঙ্গ করিলে আমরা শাসন করিয়া নিয়ম স্থাপন করি আর আমরাই যদি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা না করি তবে আর কে তাহা পালন করিবে?

লীলে! গিরিগ্রামের সেই ব্রাহ্মণ যখন মরণমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি আপন জন্ম কর্ম্মরূপ সংসার ভুলিলেন, ভুলিয়া তাঁহার জীবাত্মা রাজবাসনা ব্যাপ্ত ভাবনাময় দেহ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আকাশরূপ স্বভবনে ব্যোমাকৃতি মহারাজ্য দেখিতেছেন।

তোমাদের বিপ্রদম্পতি কালীন প্রাক্তনস্মৃতি—পূর্ব্ব স্মৃতি লোপ হইয়া গিয়াছে। এখন অন্য প্রকার স্মৃতির উদয় হইয়াছে। স্বপ্নকালে যেমন জাগ্রৎ স্মৃতি থাকে না সেইরূপ মরণ হইলেও জীবের পূর্ব্ব সংসারের কিছুই স্মরণ থাকে না।

স্বপ্নকালে ত্রিভুবন দর্শন, সংকল্পময় মনোরাজ্যে ত্রিজগৎ দর্শন, কথার্থে সংগ্রাম দর্শন, মরুভূমিতে জলদর্শন যেরূপ তোমাদেরও রাজা রাণী হওয়া সেইরূপ—শুধু সঙ্কল্পমাত্র। ব্রাহ্মণের গৃহাকাশ মধ্যে সশৈলবনপত্তনা পৃথিবী দেখা দর্পণে সঙ্কল্পমূর্ত্তি দর্শন তুল্য।

এই পরিদৃশ্যমান অসত্য জগৎ সত্য স্বরূপ চিদ্ ব্যোমের প্রতিফলন। আকাশের মত সূক্ষ্ম পরমাত্ম দর্পণে সমুদায় অসত্যতা সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। জগতটা যে সত্যমত বোধ হয় সে সত্যতা জগতের নহে সে সত্য পরমাত্মার। পঞ্চকোশান্তর্গত চিদাত্মার সত্যতাই ভ্রম জ্ঞানে চিদাত্মাকে জগৎরূপে যে দর্শন তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র।

অসত্য স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন যাহা তাহাও অসৎ। মৃগতৃষ্ণা তরঙ্গিণী হইতে যে তরঙ্গ উঠে তাহা যেমন অসৎ স্মৃতি হইতে জাত জগতও সেইরূপ। এই তোমার গৃহাকাশের মধ্যে তোমার গৃহ, তার মধ্যে তুমি আমি সমস্ত---এই সমস্ত কেবল চিদাকাশ মাত্র।

লীলা—চক্ষের উপরে দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি ইহা যে মিথ্যা কোন্ প্রমাণে তাহা জানিব ?

সরস্বতী—স্বপ্নে যাহা অনুভব কর, ভ্রমে যাহা অনুভব কর, মনোময় সঙ্কল্প রাজ্যে যাহা অনুভব কর তাহাত মিথ্যাই। এই গুলিই, জগৎ যে মিথ্যা তাহার মুখ্য প্রমাণ। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকার মিথ্যা হইয়া যায় সেইরূপ ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎ মিথ্যা বোধ হয়।

ব্রাহ্মণের জীব তাহার গৃহাকাশের কোন একদেশে অবস্থান করিতেছে, আবার সেই ভাবনাময় চিত্তৈকদেশে সমুদ্র বন পৃথ্বীও অবস্থান করিতেছে পদ্মের মধ্যে ভ্রমর যেরূপ থাকে সেইরূপ।

নির্ম্মল আকাশে কখন কখন কুণ্ডলিত কেশের আকার কোন কিছু ভ্রমে দেখা যায়। চিদাকাশের এক কোণে চিত্তাকাশ তাহার এক দেশে আবার এই গৃহ এই দেহাদি এই সমস্ত, অম্বর তলে ভ্রমে নীল-কুঞ্চিত কেশদাম দর্শনের ন্যায়। হে তন্বি! ব্রাহ্মণের গৃহাকাশে নগর উপবন না থাকিবে কেন? ত্রসরেণুর ভিতরে যখন জগৎ থাকে চিন্ময় পরমাণুর মধ্যে যখন জগৎ থাকে তখন চিদাকাশের মধ্যে যে চিত্তাকাশ তাহার এক দেশে নগর বন ইত্যাদি থাকা অসম্ভব কেন হইবে? ইহাতে তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নহে।

লীলা—হয় বটে। মনের মধ্যে যখন কতদুর দূরান্তর আটে তখন কোটি কোটী জগৎও আটান যায়। আচ্ছা মা আর এক কথা—

অষ্টমে দিবসে বিপ্রঃ স মৃতঃ পরমেশ্বরি।
গতোবর্ষগণোস্মাকং মাতঃ কথমিদং ভবেৎ॥ ২৭॥

পরমেশ্বরি! আজ আট দিন হইল সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অনেক বৎসর গত হইয়াছে! মা! ইহা কিরূপে হয়?

সরস্বতী—দেশের দীর্ঘত্ব যেমন নাই কালের দীর্ঘত্বও সেইরূপ নাই। যে যুক্তিতে দেশ ও কালের দীর্ঘত্ব নাই বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর।

লীলা—দেশের দীর্ঘত্বও চক্ষে দেখা যায় ইহাও নাই?

সরস্বতী—কেন নাই তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। এই যে সম্মুখে নারিকেল বৃক্ষটি দেখিতেছ ইহা কত বড়?

লীলা—বিশ হাত হইতে পারে।

সরস্বতী—এই দর্পণে ইহা দেখ। কিরূপ দেখিতেছ?

লীলা—বৃক্ষটাই যেন দেখিতেছি।

সরস্বতী—দর্পণটি অৰ্দ্ধহস্ত পরিমিত। ইহার মধ্যে বিশ হস্ত বৃক্ষ কিরূপে থাকিবে?

লীলা—দর্পণের মধ্যে বৃহৎটা ক্ষুদ্রমত দেখা যায়। দীর্ঘও ক্ষুদ্র মত বোধ হইতেছে।

সরস্বতী—আরও সূক্ষ্মে চল। স্বপ্নে যে বাগান দেখ তাহা কত দীর্ঘ দেখায়? কিন্তু ইহা, মনের মধ্যেই দেখ। ইহার দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্ব কি বাস্তবিক আছে?

লীলা—তা নাই বটে। কিন্তু কি ভ্রম?

সরস্বতী—ভ্রমজ্ঞানে দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্ব, দীর্ঘকাল, ক্ষণকাল, এইরূপ বোধ হয়। "ইদমস্মাৎ সমুৎপন্নং মৃগতৃষ্ণাম্বু সন্নিভম্। ইদং জগৎ অস্মাৎ মনসঃ"—এই জগৎ এই মন হইতে সমুৎপন্ন। মরুমরীচিকাতে যেমন জল দেখা যায় সেইরূপ মন হইতে এই জগৎ। মনসোরূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে। মনের কোন প্রকার রূপ দেখা যায় না। নাম মাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্য জড়াকৃতেঃ। মনটা আকাশের মত। ইহার রূপও নাই আকার ও নাই। ইহার রূপ ও আকার উভয়ই শূন্যাকার ও জড়। মনটা কি বাহিরে কি ভিতরে কোথাও বস্তুরূপে বিদ্যমান নহে। ন বাহ্যে নাপি হৃদয়ে সদ্রূপং বিদ্যতে মনঃ। কোথাও নাই অথচ আকাশের নীলিমার মত ইহা যেন সর্ব্বত্র অবস্থিত।

লীলা—মনই যখন এইরূপ তখন মন হইতে জাত এই বিশ্ব ইহার আবার হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব কিরূপ, দীর্ঘকাল স্থায়ী অল্পকাল স্থায়ী ইহা কিরূপে হইবে? এইত বলিতেছেন?

সরস্বতী—হাঁ। ভ্রম জ্ঞানই মনের আকার। যদ্যপি মনোনাম্না পরমার্থতো নাস্ত্যেব তথাপি শাস্ত্রীয় ব্যবহারোপযুক্তং তৎদ্রূপম্। পরমার্থতঃ কোন রূপ নাই কিন্তু ব্যবহারের উপযুক্ত একটা কল্পিত রূপ আছে। মন এবং মায়া, একই। তবে ব্যষ্টি সমষ্টির জন্য একটা শক্তি পার্থক্য আছে। মায়াকে যেমন আছেও

বলা যায় না নাইও বলা যায় না অথচ একটা কল্পিত রূপ আছে বলা যায় মন সম্বন্ধেও তাই। মনের আকারটা বুঝিলে তবে জগতের স্থূলত্ব দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্ব কি বুঝিবে তাই ইহা বলিতেছি।

লীলা—বলুন। আমি যেন কিছু কিছু বুঝিতেছি। জগৎ মিথ্যা। ভ্রমজ্ঞানে সত্য মত বোধ হয়।

সরস্বতী—পূর্ব্বেও মনের আকার নাই পরেও নাই কিন্তু মধ্যে যে বস্তু বিষয়ক বা অবস্তু বিষয়ক জ্ঞান তাহাই মনের আকার। অন্তরে বাহিরে বস্তুর আকারে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই মন।

"রূপস্তু ক্ষণসঙ্কল্পাৎ" ক্ষণ সঙ্কল্প হইতেই একটা রূপ এসে দেখা যায়। সঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধিসঙ্কল্পাৎতন্ন ভিদ্যতে। স্পন্দনাত্মিকাসঙ্কল্প শক্তিই মন।

লীলা—মন হইতে এই জগৎ। মনটা সঙ্কল্প মাত্র। জগতও তাই। সঙ্কল্পটা হ্রস্বও নহে দীর্ঘও নহে এজন্য জগতের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব এটা মাত্র ভ্রমজ্ঞানে দেখা যায়। কিন্তু মা! জিজ্ঞাসা করি ভ্রমজ্ঞান হইলেও কিরূপে শূন্যাকার সঙ্কল্প গুলিই স্থূল সূক্ষ্ম কঠিন তরল হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বহু আকার বিশিষ্ট হইয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতেছে?

সরস্বতী—আত্মা ভাবনা তুলিয়া আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহ ধারণ করিলে যাহা হয় তাহাই সমষ্টি মন বা ব্রহ্মা। সমষ্টি মনোদেহ ধারী আত্মাকে ব্রহ্মা বলা হইতেছে স্মরণ রাখ। ইনিই আদি জীব। ইনি কিন্তু সত্য সঙ্কল্প পুরুষ। ইনি যাহা সঙ্কল্প করেন তাহাই কালে স্থূল দেহ ধারণ করে।

সঙ্কল্প প্রথমে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপে ভাসে। সূক্ষ্মভূত সকল দীর্ঘকাল এক সঙ্গে থাকার পর পঞ্চীকৃত হয়। তাহাই স্থূল আকার। সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাত্মক মনই স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা। আবার পুরুষ স্থূল দেহের উপর অভিমান করিলে স্থূল প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়।

যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে উৎপত্তি প্রকরণে ৪র্থ সর্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই এখানে বলা হইল। অল্প কথায় সেখানে বলা হইয়াছে ঃ—

• মন আপন ইচ্ছায় আপনার দেহ আগে কল্পনা করে। ইহার ভিতরেই সব আছে। আকাশ যেমন একটি নাম মাত্র, মনটাও তাই। মনটা মিথ্যা, আর মিথ্যা মনের চেষ্টাও মিথ্যা। মিথ্যা মন বিজৃম্ভিত এই বিশ্ব ওমিথ্যা।

লীলা—মা! কবে আমি এই ভ্রমকে পরিত্যাগ করিতে পারিব? কবে আমি এই ভ্রম কল্পিত মনের মূলবস্তুতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিব?

সরস্বতী—শীঘ্রই পারিবে। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া সত্যের অনুসন্ধান কর। সত্য পাইলেই ভ্রম দূর হইবে। দেখ লীলা! এই বিশ্বটা দর্পণ দৃশ্যমান নগরী তুল্য। ইহা আত্মাদর্পণের ভিতরেই। কিন্তু ভিতরে স্বপ্ন দেখিলেও যেন মনে হয় বাহিরে দেখিতেছি সেইরূপ বিশ্বটা আত্মার ভিতরে হইলেও আত্মমায়া দ্বারা বাহিরে যেন দেখা যায়। বুঝাইবার জন্য ইহা বলা হয় কিন্তু তত্ত্ব কথা আরও সূক্ষ্ম। বিশ্বটা সত্যসত্যই নাই। আত্মাই বিশ্বের আকারে বিবর্ত্তিত। এই ভাবে বিবর্ত্তিত কায়াটা আত্মমায়া দ্বারাই হয়। রজ্জু সর্ব্বদাই রজ্জু। কেবল ভ্রমজ্ঞানে রজ্জুই সর্পরূপে বিবর্ত্তিত হয়। সর্প কোথাও নাই। ঐ যে আত্মার ভিতর বাহির বলিতেছিলাম ঐ ভিতর বাহিরই বা কি? যখন আত্মা আপনি আপনি থাকেন তখন তিনি অব্যক্ত সবই ভিতর। আর মায়া অবলম্বনে যখন প্রকাশ হন তখন ঐ ব্যক্ত অবস্থাকে বাহির বলিতে পার।

লীলা—নিত্য আলোচনার কথাই আপনি বলিতেছেন প্রকৃত সৎসঙ্গই ইহা। মা তোমার কৃপা অনুভব করিয়া আমি ধন্য হইয়া যাইতেছি। তুমি এই তত্ত্ব আবার বল।

সরস্বতী—তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্রদম্পতী ৮ দিন মরিয়াছে আর তোমরা বহুবর্ষ রাজা রাণী হইয়া আছ ইহার উত্তরে আমি বলিতেছিলাম:—

দেশদৈর্ঘ্যং যথা নাস্তি কালদৈর্ঘ্যং তথাঙ্গনে।
নাস্ত্যেবেতি যথা ন্যায়ং কথ্যমানং ময়া শৃণু॥ ২৮॥

এই বহু দেশ বিস্তৃত সৃষ্টি ইহা যেমন মায়া কল্পনা সেইরূপ ক্ষণ কল্প ইত্যাদিও মনের কল্পনা মাত্র।

দীর্ঘকাল, অল্পকাল—যেরূপে এই সমস্ত কল্পনা উঠে তাহার ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর।

অনুভূয় ক্ষণং জীবো মিথ্যা মরণমূর্চ্ছণম্।
বিস্মৃত্য প্রাক্তনং ভাবং অন্যং পশ্যতি সুব্রতে॥ ৩১॥

তদেবোন্মেষ মাত্রেণ ব্যোম্নেব ব্যোম রূপ্যপি।
আধেয়োয়মিহধারে স্থিতোহমিতি চেততি ॥ ৩৮ ॥

হস্তপদাদিমান্ দেহো মমায়মিতি পশ্যতি।
যদেব চেততি বপুস্তদেবেদং স পশ্যতি ॥ ৩৩ ॥

এতস্যাহং পিতুঃ পুত্রো বর্ষাণ্যেতানি সন্তিমে।
ইমে মে বান্ধবা রম্যা মমেদং রম্যমাস্পদম্ ॥ ৩৪ ॥

জাতোহমভবং বালো বৃদ্ধিং যাতোহমীদৃশঃ।
বান্ধবাশ্চাস্য মে সর্ব্বে তথৈব বিচরন্ত্যমী ॥ ৩৫ ॥

চিত্তাকাশ ঘনৈকত্বাৎ দেহান্যেপি ভবন্তি তে।
এবং নামোদিতে প্যস্য চিত্তে সংসার খণ্ডকে ॥ ৩৬ ॥

হে সুব্রতে! জীব ক্ষণকাল মাত্র মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া জীবনের গত ঘটনা সব ভুলিয়া যায়। এবং তৎক্ষণাৎ অন্য কিছু দেখিতে থাকে। এ দেখাটা কিন্তু স্বপ্নে দেখার মত। কারণ মরণ মূর্চ্ছায় স্থূল চক্ষুর কার্য্য হয় না।

সেই সময়েই আকাশরূপী জীব আপার দেহাদি শূন্য হইয়াও উন্মেষ প্রাপ্ত হয়। হইয়া শূন্যেই স্মরণ করিতে থাকে, আমি এই আধারে এই দেহে আধেয় হইয়া স্থিত। "যং যং বাপি স্মরন্ দেহং ত্যজত্যন্তে কলেবরং" যেমন যেমন ভাব স্মরণ করে স্মৃতিতে তাহাই আসিতে থাকে।

জীব স্মরণ করে এই হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেহ আমারই; এই পিতার পুত্র, এত বৎসর অতিবাহিত করিলাম। এই সকল রমণীয় বন্ধু বান্ধব আমারই, এই আমার সুরম্য গৃহাদি। আমি জন্মিয়াছি, আমি বালক ছিলাম, এই ভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার এই সব বান্ধব সেই প্রকারেই বিচরণ করিতেছে।

আকাশরূপী আত্মার দেহ ভাবাপন্ন যে চিত্ত সেই চিত্তের যে দৃঢ়তর অধ্যাস সেই একাধ্যাস হইতে বান্ধব দিগের দেহ সম্বন্ধিত্বটা নিজের বলিয়াই বোধ হইতে থাকে। আকাশ শূন্য। তাহাতেই পূর্ব্ব সংস্কার বশে ঐ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান উত্থিত হয়। স্বীয় চিত্তটাই তখন একখণ্ড সংসার হইয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে

ন কিঞ্চিদপ্যভ্যুদিতং স্থিতং ব্যোমৈব নির্ম্মলম্।
স্বপ্নে দ্রষ্টরি যদ্বৎ চিৎ তদ্বৎ দৃশ্যে চিদেবসা॥ ৩৭॥

কোন কিছুই সত্য সত্য উদিত হইতেছেনা। একমাত্র নির্ম্মল ব্যোম স্বরূপ আত্মাই অবস্থিত। স্বপ্নকালে যাহা দেখা যায় তাহা কি? এবং যিনি দেখেন তিনিই বা কি? একমাত্র চিৎ যিনি তিনিই স্বস্বরূপেই আছেন। তিনিই দ্রষ্টা তিনিই স্বপ্ন। জাগ্রতে যাহা দেখা যায় সেই দৃশ্যও সেই চিৎই। রজ্জুটি ভ্রমজ্ঞানে যেমন সর্পমত বোধ হয়, স্থাণু যেমন ভ্রমজ্ঞানে পুরুষ মত বোধ হয় স্বপ্নভ্রমে চিৎও সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও অন্যরূপ সাজিয়া আপনাকে অন্যরূপ ভাবনা করেন।

আবার দেখ। স্বপ্নে একটা দ্রষ্টৃভাব পাওয়া যায় আর দৃশ্যভাবও পাওয়া যায়। আমিই আছি। স্বপ্নে আমিই দ্রষ্টা আবার আমিই বহু ভাবে দৃশ্য সাজি। কোথাও কিছু নাই কিন্তু স্বপ্নে এই দ্রষ্টৃ দৃশ্য ভাব দ্বারা নানা প্রকার কল্পিত ভেদ অনুভব হয়। চিৎ আবার স্বপ্নে সর্ব্বত্র গমনও করেন। বাস্তবিক তিনি কিন্তু চলন রহিত। এখন এই দ্রষ্টৃ দৃশ্য ভাব বাদ হইলে অর্থাৎ দ্রষ্টাও নাই এবং দৃশ্যও কোথাও নাই এই হইলে যেমন দর্শন ব্যাপারটা অদর্শন রূপেই পরিণত হয় সেইরূপ বাস্তবিক চিৎ হইতে কোন কিছু উঠে না, কোন কিছুরই দর্শন হয় না, তথাপি যে চিৎকে সর্ব্বদা মনে হয় এটা ভ্রম মাত্র। ইহা মায়ারই ব্যাপার।

তাই বলিতেছি "যথা স্বপ্নে তথোদেতি পরলোক দৃগাদিভিঃ॥ ৩৮॥ চিতের স্বপ্নে উদয়, স্বপ্নে সর্ব্বত্র গমন ও যেমন তাঁহার পরলোক দর্শন দ্বারা উদয়ও সেইরূপ।

পরেলোকে যথোদেতি তথৈবেহাভ্যুদেতি সা।
তৎ স্বপ্ন পরলোকেহ লোকানামসতাং সতাম্॥ ৩৯

আবার পরলোকের উদয়টিও যেমন ইহলোকের উদয়ও সেইরূপ। স্বপ্ন পরলোক ইহলোক অসতামেব ভ্রান্ত্যা সতাম্—অসৎ হইয়াও ভ্রান্তিতে সৎরূপে প্রতীত হয়।

লীলা—মা! কৃপা করিয়া বলুন এই ভ্রান্তি জ্ঞানটি কার হয়?

সরস্বতী—সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ যিনি তিনিই আছেন। সত্যসত্যই কোন কিছু তাঁহা হইতে উঠিতেছে না। মিথ্যা একটা যাহা উঠার মত লোকে বলে

তাহা মণির ঝলকের মত তাঁহার দ্বারা একটা অজ্ঞান কল্পনা মাত্র। ইহাই মায়া। যাহা নাই তাহাই যেন আছে ইহাই মায়া। এই অজ্ঞান দ্বারা তিনিই যেন স্বয়মন্য ইবোল্লসন্” আপনি আপনিই আছি আত্মমায়া দ্বারা আমি অন্যরূপ এই উল্লাস প্রাপ্ত যেন হই। অন্যরূপে যিনি স্থিতি লাভ করিলেন তিনি অজ্ঞান কল্পিত। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে ভ্রমজ্ঞানটাই মনের আকার। এই বিষয় পরে আরও ভালরূপে বুঝিবে।

ন মনাগপি ভেদোস্তি বীচীনামিব বারিণি।
অতোজাত মিদং বিশ্বম জাতত্বাদনাশি চ ॥ ৪০ ॥

জলটি যাহা তরঙ্গ সমূহও তাই। জল হইতে তরঙ্গের ভেদ যেমন, মনের সত্তা স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে মনের ভেদও সেইরূপ। এই বিশ্ব ভ্রমজ্ঞানে ব্রহ্ম হইতে জাত অর্থাৎ বিশ্ব জন্মে নাই তাহার আবার নাশ কি ? অজাত বলিয়াই অনশ্বর।

তিনি আপনিই আপনার পারমার্থিকরূপে অবস্থিত। জগৎরূপে কোন কিছুই নাই। স্বরূপত্বাত্ নাস্ত্যেব। তবে যাহার প্রকাশ দেখা যায় ? যচ্চভাতি ? চিদেব সা। যাহার প্রকাশ দেখা যায় তাহা চিৎ মাত্র। পরম ব্যোমরূপিনিচিতি চেত্যভাব বর্জ্জিত হইয়াই অবস্থিত।

আর সাধারণে যে বস্তু সকল দেখে তাহা দ্রষ্টাতে মাত্র আরোপিত হয়। চেত্যতা দ্বারা অধিষ্ঠান চৈতন্য দূষিত হয় না যেমন রজ্জুতে সর্প আরোপ হইলে রজ্জু দূষিত হয় না সেইরূপ।

রসতন্মাত্রই হইতেছে জলের তত্ত্ব। সেখানে বীচিত্ব নাই। কারণ রসনা দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। এক মাত্র চিদাকাশই মায়িক আবরণরূপ আপন স্বভাব দ্বারা এই জগদাকারে বিভাষিত।

এই জন্য বলিতেছি দৃশ্য বলিয়া কোন কিছু নাই। দৃশ্য যখন নাই তখন দ্রষ্টৃভাব বা দর্শনভাব কোথায় থাকিবে ?

মরণমূর্চ্ছার পর এক নিমেষ মধ্যেই জীবের চিত্তে ত্রিজগদ্দর্শন রূপ সৃষ্টি শ্রী প্রতিভাত হয়। তখন জীব পূর্ব্ব জন্মের মত দেশ, কাল, আরম্ভ, ক্রম অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ভাবে জগৎ দেখিয়াছিল সেই ভাবেই জগদ্দর্শন করে।

তখন চিদ্বপু জীব—অজাত হইয়াও স্মরণ করে আমি জন্মিয়াছি, এই আমার মাতা, এই পিতা, এই বন্ধু, এই ভৃত্য, এই আমি বালক, এই যুবা ইত্যাদি।

মরিবার পরে নিমেষ মধ্যে দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট শরীর, পিতা, মাতা, বালক, কাল, যৌবন সমস্তই ক্রম অনুসারে স্মৃতিতে ভাসে।

নিমিষেনৈব যে কল্পোগত ইত্যনুভূয়তে ॥ ৫৩ ॥

এক নিমিষকেই এক কল্প গত হইল অনুভূত হয়: যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকেই দ্বাদশবর্ষ মনে করিয়াছিলেন, কান্তা-বিরহকাতর মনুষ্য যেমন এক দিনকে এক বৎসর মনে করে। সেইরূপ চিৎশরীরে জন্ম লাভ করিয়াও জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতি দ্বারা অভুক্ত ব্যক্তির ভোজন ভ্রান্তির ন্যায় আমি জাত, আমি মৃত, এই আমার পিতা, এই আমার মাতা এইরূপ ভ্রম জ্ঞানকে সত্য মত অনুভব করে।

শূন্যমাকীর্ণতামেতি তুল্যং ব্যসনমুৎসবৈঃ।
বিপ্রলম্ভোপি লাভশ্চ মদ স্বপ্নাদি সম্বিদি ॥ ৫৩ ॥

তখন শূন্যস্থান জনাকীর্ণ দেখে, বিপদও উৎসবময় দেখে, প্রতারণাতেও লাভ দেখে। অবিদ্যা দ্বারা শুধু যে অসদ্ভান হয় তাহাই নহে কিন্তু সদ্বিরুদ্ধভানও হয়।

মরীচ বীজ কণার যেমন তীক্ষ্ণতা, স্তম্ভের ভিতরে যেমন অরচিত পুত্তলিকা আছে সেইরূপ যিনি অজ তাহার মধ্যে এই দৃশ্যজাল আছে বলিয়া বোধ হইলেও ইহার পৃথক সত্তায় নাই। আত্মার আবার অস্তিত্ব বন্ধন মুক্তি কি নিমিত্ত থাকিবে এবং কিরূপই বা হইবে। এই সমস্ত মায়ার বিলাস মাত্র।

মেঘ রব শ্রবণে বকীর যেমন আনন্দোচ্ছাস হয় লীলার তাহাই হইতেছিল। যেমন নবজলধরের বারিধারায় পর্ব্বতের নিদাঘ তাপ দূর হয় সেইরূপ ভগবতী সরস্বতীর উপদেশ বাক্যে লীলার হৃদয়তাপ তখন কিছুই ছিল না। লীলা শান্ত হইয়া উপবিষ্ট আছে। আর সরস্বতী? যেমন তরঙ্গায়িতবিপুল কায় বলাহক গগনমণ্ডলে তিরোহিত হয় সেইরূপ দেবীও অন্তর্হিতা হইয়াছেন। ধীরে ধীরে লীলা জাগিতেছে। তত্ত্বজ্ঞানের পরম শান্ত কথা শুনিয়া, নির্ব্বৃষ্ট সলিল জলধর যেমন নিঃশব্দে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, সেইরূপে লীলার আত্মাও অতি ধীরে স্থূলদেহে প্রবেশ করিতেছে। লীলার কি অপরূপ রূপমাধুরী জাগিয়াছে। লীলা আপনাকে আপনি দেখিতেছে। এখনও মনে হইতেছে যেন আকাশপথেই লীলা আসিতেছে। আপনাকে আপনি দেখিয়া লীলা মনে করিতেছে যেন লাবণ্যতরুর একটি কোমলশাখা ঊর্দ্ধে তুলিতেছে।

লীলা জাগিয়াছে। এখনও সুখাসনে উপবিষ্টা। ভগবতীর উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতেছে। লীলা যেন বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আবার মনঃ সংযোগ করিতেছে। আবার সমাধির উপক্রম হইতেছে। এমন সময়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তসূচক বাদ্যধ্বনি হইল।

লীলা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে যোগমায়া ও ভোগমায়া আসিল।

সমস্তই সেই। লীলা ভোগমায়াকে সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্মের ভার দিলেন। পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্যই চলিতে লাগিল।

লীলা যোগমায়াকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বে যে স্থানে বিরহ শান্তির জন্য বিশ্রাম করিতেন সেই স্থানে গিয়াছেন। লীলা যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখি! পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা করিয়াছি তাহার স্মরণ করিলে আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। বিরহ-বিকারে আমি কি বলিতাম তাহা কি তোমার স্মরণ আছে?

যোগমায়া—তাহা ত ভুলিবার উপায় নাই। তুমি ত জান আমারও বিরহ আছে। কিন্তু তেমন বিরহ ত কোথাও দেখি নাই।

লীলা—কি তখন বলিয়াছিলাম?

যোগমায়া—আমরা তোমার জন্য কত কমলদল আনিয়া দিতাম, কুসুমনিচয়ে পরিপূর্ণ কত উদ্যানভূমিতে তোমায় লইয়া গিয়াছি, কত প্রকার পুষ্পের মালা তোমায় পরাইয়াছি। তোমার গাত্রদাহ নিবারণ জন্য কতই করিয়াছি কিন্তু তাহাতে তুমি কি বলিয়াছ তাহা আমার সবই স্মরণ আছে।

লীলা—বল না কি বলিয়াছি।

যোগমায়া—তুমি বলিতে আমি অনলোপরি নিপতিত পদ্মিনীর ন্যায় তাঁহার বিরহে সাতিশয় দগ্ধ হইতেছি। শীতলবায়ু সঞ্চালিত কমলদলের উপর উপবেশন করিয়া আমি জ্বলন্ত অঙ্গারে উপবেশন জনিত ক্লেশ অনুভব করি; আমার অঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যায়। নানা জাতীয় কুসুমনিচয়ে পরিপূর্ণ উদ্যান ভূমি আমার নিকট উত্তপ্ত সৈকতভূমি বলিয়া মনে হয়। চারি দিকে কুমুদ কহ্লার ফুটিয়াছে, মন্দ মন্দ মারুতসঞ্চালনে তরঙ্গমালা খেলিতেছে নানাবিধ সারস মনোহর কূজন করিতেছে এমন রমণীয় সরোবর আমার নিকট নীরস বলিয়া মনে হয়।

আমরা তোমার পুষ্পভারসমৃদ্ধ বৃক্ষ, পুষ্পিতাগ্র লতা দেখাইতাম। মারুত পতিত পতমান পাদপস্থ কুসুম লইয়া খেলা করিত, ভ্রমর সকল গুঞ্জন করিতে করিতে মারুতশ্চালিত কুসুমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত আর মনে হইত যেন বৃক্ষসমূহই গান করিতেছে। মত্ত কোকিলনাদে বৃক্ষ সকল যেন নৃত্য করিত আমরা কতই দেখাইতাম তুমি কিন্তু যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে। বননির্ঝরে মন্মথবিদ্ধ ডাহুক শব্দ করিত তুমি কবে রাজাকে তাহা দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলে তাহা বলিয়া শোকে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে। আমরা মন্দার, পদ্ম ও কুমুদ কুসুমের মালা গলে পরাইয়া দিতাম তুমি বলিতে যেন তুমি কণ্টকের উপর পতিত হইতেছ। গাত্রজ্বালা নিবারণার্থ কমল কহ্লার কুমুদ ও কদলী পত্র দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া দিলে তুমি বলিতে আমার গাত্র স্পর্শ হইতে হইতেই শীতল সরস শয্যা শুষ্ক মর্ম্মর হইয়া একবারে ভস্ম হইয়া গেল। উদ্যান মধ্যে কদলীকাণ্ডের উপরে পল্লব নির্ম্মিত দোলায় দোদুল্যমান হইয়া তুমি লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে। সখি! সেই আজ তুমি এত শান্ত কিরূপে হইয়াছ?

লীলা সেইমাত্র সমাধি হইতে উঠিয়াছেন। পথশ্রান্ত পথিক যেমন বৃক্ষছায়া পাইয়া শীতল হয় লীলাও বহু ক্লেশের পর সমাধি বৃক্ষের ছায়ায় একবার আরাম লাভ করিয়াছে বলিয়া পুনঃ পুনঃ সেইখানেই যাইতে চায়। লীলা যোগমায়ার কথা শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছে। তথাপি যোগমায়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছে বল না—কিরূপে এরূপ হইলে?

লীলা—তুমি তাহা করিবে?

যোগমায়া—করিব।

লীলা—দেখ সখি! বৈরাগ্যই সমাধির বীজ। পরকীয় দ্রব্যগ্রহণে নিবৃত্তি এবং স্বার্থে বিরক্তি ইহাই হইল বৈরাগ্যের ক্রম। চিত্ত সমাধির ক্ষেত্র। শুভকর্ম্ম এখানে হলচালন ব্যাপার। সৎসঙ্গ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র চর্চ্চা ইহার জল সেক। বীজ চিত্তক্ষেত্রে যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য তপস্যা দান ইত্যাদি কর্ম্ম কর এবং ক্রোধ লোভাদি ত্যাগ কর। তীর্থ পর্য্যটনাদি সৎকর্ম্মও কর। তবেই চিত্তহরিণ সমাধি তরুর আশ্রয় পাইয়া শান্তিলাভ করিবে। তত্ত্বজ্ঞান বলে বিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য—সেই সুদৃঢ় বৈরাগ্যকেও ধ্যান বলে। তত্ত্বজ্ঞান হইলে বুঝিবে চিত্রকর

যেমন চিত্রমধ্যে মিথ্যাতরঙ্গসঙ্কুলা তরঙ্গিনীকে চিত্রিত করে সেই মত কল্পয়িতাও ব্রহ্মে, জগৎ কল্পনা করে। মৃত্তিকাপিণ্ডে যেমন কল্পিষ্যমান ভাণ্ডরাশি নিহিত থাকে পরব্রহ্মে সেইরূপ এই জগদ্ভাব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং সংসার তথায় না থাকিলেও আছে! দেখ যোগমায়া তুমি সমাধির কঠোরতা করিতে যদি না পার তবে তুমি পরমেশ্বরকে দিবারাত্র ভক্তিযোগে আরাধনা কর। করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে সমস্তই প্রদান করিবেন :—

দদাত্যে তন্মহাবুদ্ধে নির্ব্বাণং পরমেশ্বরঃ।
অহর্নিশং পরময়া চিরং ভক্ত্যা প্রসাদতে॥

সর্ব্বদা নাম, প্রার্থনা, উপাসনা লইয়া থাক। ঈশ্বর প্রণিধান একবারও যাহাতে ভুল না হয় তাহাও করিও তুমিও আমার মত শান্ত হইবে। ঐ দেখ কে?

ভোগমায়া আসিল। বহু সংবাদ দিল। তখন সকলে আপনি আপন কক্ষে গেল।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। লীলা আপন মণ্ডপে গিয়া উপবেশন করিলেন। ভগবতী সরস্বতীর কথা আবার চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রম জ্ঞান ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারে না। আমি জন্মিয়াছি, আমার দেহ, আমার রাজ্য, এ সব ভুল জানিয়াও ত্যাগ হইতেছে না। তখন জ্ঞপ্তীদেবীকে স্মরণ করিল। জ্ঞপ্তীদেবী আসিলেন। লীলা ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল।

সপ্তম অধ্যায়।

বিশ্রান্তি উপদেশ।

দেবী—জীবের মরণ মোহের পরেই অসংখ্য জগৎ তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়। যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলে নানাপ্রকার রূপ দেখা যায় সেইরূপ। জীব যে সমস্ত জগৎ দেখে তাহার কোনটি ধর্ম্মময় সৃষ্টি যেমন স্বর্গাদি, কোনটি বা কর্ম্ময় সৃষ্টি যেমন গৃহ নগরাদি আর কোন প্রকারের সৃষ্টি প্রবাহ, কল্পান্তস্থায়ী যেমন পৃথিব্যাদি। সমস্ত সৃষ্টিই দিক্কাল কলনাকাশ পূর্ণ।

নানুভূতং ন যদ্দৃষ্টং তন্ময়া কৃতমিত্যপি।
তৎক্ষণাৎ স্মৃতিতা মেতি স্বপ্নে স্বমরণং যথা॥ ৩॥

স্মৃতিতে যাহা কখন অনুভব করি নাই, যাহা কখন দেখি নাই—তাহা আমি করিয়াছি যাহা কখন হই নাই তাহাই হইয়াছি এই স্মরণটি মরণমূর্চ্ছার পরেই উদয় হয়। আপনার মরণ আপনি কে কবে দেখিয়াছে? তথাপি স্বপ্নে আত্মমরণ দেখার মত জীব বাসনাতে কত জগৎই তৎক্ষণাৎ দেখে।

ভ্রান্তিরেবমনন্তেয়ং চিদ্ব্যোম ব্যোম্নি ভাস্বরা।
অপকুড্যা জগন্নাম্নী নগরী কল্পনাত্মিকা॥ ৪॥
ইদং জগদয়ং সর্গঃ স্মৃতিরেবেতি জৃম্ভতে।
দূরকল্পক্ষণাভ্যাস বিপর্য্যাসৈকরূপিণী॥ ৫॥

এই জগন্নাম্নী নগরী দীপ্তিমতী কল্পনাত্মিকা। ইহা অনন্ত ভ্রান্তি। ইহা ভিত্তিশূন্য হইয়া চিদাকাশেই শূন্যরূপে অবস্থান করিতেছে। এই জগৎ, এই সৃষ্টি, ইহা দূর, ইহা নিকট, ইহা ক্ষণ, ইহা কল্প এই সমস্ত ভ্রমেরই রূপ। ইহারা ভ্রমরূপে পরিণতা পূর্ব্ব স্মৃতিরই বিকাশ মাত্র।

নানুভূতানুভূতা চ জ্ঞপ্তিরিত্থং দ্বিরূপিণী॥” ৬॥

অনুভূত অননুভূত উভয় প্রকার দর্শনই চিৎ রূপে অবস্থিত এবং চিৎ স্বরূপেই প্রবর্ত্তিত। যাহা কখন অনুভূত হয় নাই তাহাও “ইহা আমার অনুভূত” এইরূপ

ভ্রম হইতে উৎপন্ন। পিতার ন্যায় কাহাকেও দেখিলে যেমন পিতার স্মরণ হয় পিতুরিব পিতুঃ স্মৃতিঃ। স্বপ্ন ভ্রমেও সেইরূপ হয়। সংসারটা স্বপ্নের ন্যায় প্রজাপতির বাসনাতেই ছিল। ক্রমে স্থূল হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বাসনাময় সংসারের অত্যন্ত বিস্মৃতিই মুক্তি।

দৃশ্যং ত্রিভুবনাদীদমনুভূতং স্মৃতৌ স্থিতম্।
কেষাঞ্চিৎ তস্মিকেষাঞ্চিৎ নানুভূতং স্মৃতৌ স্থিতম্॥ ৯॥
প্রতিভাসতএ বেদং কেষাঞ্চিৎ স্মরণং বিনা।
অত্যন্ত বিস্মৃতং বিশ্বং মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে॥

লীলা—দেবি! মুক্তি কি রূপে লাভ করিব? বাসনা জান ত কিছুতেই অদৃশ্য হয় না। কি উপায় হইবে?

দেবী। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মুক্তি নাই। অহং জ্ঞান ও দৃশ্য দর্শনের অভাব যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ মুক্তি নাই। রজ্জুকে সর্প বোধ করা হইয়াছে। যতক্ষণ সর্প শব্দ ও সর্প শব্দের অর্থ, রজ্জুতে ভ্রম রূপে আছে ততক্ষণ সর্পভয় থাকিবেই। যোগে যে জগতের বিস্মৃতি তাহা কতক্ষণ? যোগ হইতে উঠিলেই আবার সংসার। জ্ঞান হইলে নিশ্চয় হইবে যে সৃষ্টিতরঙ্গ ব্রহ্ম সমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায় তাহাই পরমপদের বিবর্ত্ত মাত্র। অজ্ঞানেই এক মাত্র ব্রহ্মকে ইহা উহা তাহা রূপে দেখা যাইতেছে মাত্র। এক মাত্র ব্রহ্মই আছেন। চিদাকাশে চিদাকাশই অবস্থিত।

লীলা—দেবি! জগদ্দর্শন কেন হয় তাহা আমি দৃঢ় রূপে ধরিতে পারিতেছি না। যতটুকু ধারণা করিয়াছি তাহা আর একবার বলিব?

দেবী—বল।

লীলা—পূর্ব্বে যাহা দেখা যায়, যাহা অনুভব করা যায় তাহার একটা সংস্কার আমাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে। সেই সংস্কারগুলি কোন রূপে জাগিয়া উঠিলেই সমস্ত স্মরণ হয়। তবেই হইল পূর্ব্ব সংস্কারই জগদ্দর্শনের কারণ। এই ত আপনি বলিতেছেন।

দেবী—হাঁ। ইহাতে কি বলিতে চাও?

লীলা—আমি ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীরূপ সৃষ্টি যে দেখিলাম তাহার সংস্কার আমার চিত্তে কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বে ত কখন তাহাদিগকে দেখি নাই। স্মৃতি যাহার হয় তাহা ত পূর্ব্বে অনুভব করা হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে কিছুই অনুভব করা হয় নাই তবে স্মরণ হইবে কিরূপে?

দেবী—সংস্কার হইতে দর্শন হয় সত্য, কিন্তু পূর্ব্বানুভব জনিত সংস্কার না থাকিলেও দর্শন হয়। সংস্কার যেমন চিত্তে বাস করে সেইরূপ মায়া নামক মূল বাসনাও আছে। মায়াটা অজ্ঞান। এই মূল বাসনাই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখায়। তুমি যে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী রূপ সৃষ্টি দেখিয়াছ ইহা পূর্ব্বানুভব জনিত সংস্কারমূলক নহে। তোমার আত্মাতে আশ্রিত যে মায়া বা অজ্ঞান বা কল্পনা বা সামর্থ্য ক্লিপ = সামর্থ্যে) সেই অজ্ঞানের প্রভাবেই এই দর্শন হইয়াছে।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রজাপতি ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া যাহা গত হইয়াছে তাহাও যেমন তিনি জানেন সেইরূপ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জ্ঞানও তাঁহাতে সংস্কার রূপে আছে। কিন্তু পূর্ব্ব কল্পীয় ব্রহ্মা যখন মুক্ত হইয়াছিলেন তখন ত তাঁহাতে কোন সংস্কার থাকিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ হইলেও যখন তিনি মুক্ত তখন তিনি আপনিই আপনি। সর্ব্ব বলিয়া কোন কিছুর সংস্কার তাঁহাতে নাই। বলিতে পার তিনি যে "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ং" পূর্ব্বের মত সমস্তই কল্পনা করিলেন কিরূপে ইহা করিলেন? ইহার উত্তর এই যে তাঁহার আশ্রিত মায়াই এই কল্পে মায়াতে উপস্থিত চৈতন্যকে নূতন ব্রহ্মার আকারে বিবর্ত্তিত করে। এই জন্য বলা হয় পূর্ব্ব প্রজাপতি হইতে অন্য প্রজাপতি হয়। কিন্তু সে প্রজাপতিও শুদ্ধ চেতন। তাঁহাতেও কোন সৃষ্টি সংস্কার রূপে থাকে না। তবে চন্দ্রে চন্দ্রিকার মত সাম্যাবস্থ অব্যক্তা জড়িত যে চৈতন্য তাঁহা হইতে মূল বাসনা নাম্নী অবিদ্যার উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় হয়। শুদ্ধ চৈতন্যে কোন কল্পনা নাই। মায়াযুক্ত ব্রহ্মে আত্ম ভ্রান্তি স্ফুরিত হয় কারণ তিনি খণ্ডাংশ মাত্র। আত্ম ভ্রান্তি হইতে শত শত অননুভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব জগৎ দর্শন হয়। স্মৃতি দুই প্রকার মনে রাখিও। পূর্ব্বানুভূত সংস্কার জন্য একরূপ স্মরণ হয় এবং অনাদি অবিদ্যাশক্তিরূপ বাসনা দ্বারাও স্মরণ হয়। চিৎ সম্বলিত ব্যষ্টি সমষ্টি অন্তঃকরণটি হইতেছে স্মরণ। স্মরণটিও মায়া সম্বলিত ঈশ্বরের কার্য্য। স্মরণটী সন্ মাত্রাত্মক মহা চিৎ রূপ। এই জন্য বলা হয় কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। চিদাকাশে চিদাকাশং কেবলং স্বাত্মনি স্থিতং। চিদাকাশে

চিদাকাশই আছেন। কেবল আত্মাই আত্মা। দেখ লীলা তোমার আত্মাতে যে অন্তঃকরণ সংলগ্ন আছে ইহাই মায়া। সেই মায়া—সেই অন্তঃকরণই সৃষ্টি দর্শনের মূল কারণ। মায়াটি ভ্রান্তি মাত্র। ইহা নামে মাত্র আছে বস্তুতঃ নাই।

লীলা—দেবি! কি আশ্চর্য্য আখ্যান! কি কৌতুক! কি প্রহেলিকা! আপনি আমাকে অদ্ভুত জ্ঞানচক্ষু দিতেছেন। দেবি! আমার বড়ই কৌতুহল জন্মিতেছে। আমি সেই গিরিগ্রাম, সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতী, তাঁহাদের সেই সৃষ্ট জগৎ দেখিব। দেখিয়া সকল সন্দেহ দূর করিব।

যত্রাসৌ ব্রাহ্মণোগেহে ব্রাহ্মণ্যা সহিতেঽভবৎ।
তং সর্গং তং গিরিগ্রামং নয় মাতঃ বিলোকয়ে॥ ২৭॥

মা! আমাকে সেইখানে লইয়া চল আমি দেখিব।

সরস্বতী—দেখিবে যদি, তবে দৃষ্টিকে পবিত্র কর।

লীলা—কিরূপে করিব?

সরস্বতী—অচেত্যচিদ্রূপময়ী যে দৃষ্টি তাহাই হইল পবিত্র দৃষ্টি।

লীলা—পূর্ব্বে যখন বলিয়াছিলেন তখন যেন বুঝিয়াছিলাম এখন কেন বুঝিতেছি না? আর একবার বলুন।

সরস্বতী—চিৎ যিনি তিনিই বস্তু। অন্য সমস্ত অবস্তু। পূর্ব্বে ১২ অধ্যায়ে চিৎ কিরূপে চেত্যতা যেন প্রাপ্ত হয়েন তাহার কথা বলিয়াছি।

চেত্যতা হইতেছে সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা বা ঈক্ষণ। চেত্যতাশূন্য অথবা সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছাশূন্য যে চিৎ তাহাই হইল অচেত্য চিৎ। এখানে চেত্যতার স্ফুরণ নাই বলিয়া মণির ঝলকের ন্যায় প্রচুর চৈতন্যেরই কেবল স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যখন সমস্তই চৈতন্যরূপে তোমার নিকট স্ফুরিত হইবে তখন তোমার দৃষ্টি পবিত্র হইয়াছে বলা যাইবে। আমি চেতন আমি জড় নহি—জড় যাহা সেটা আমার ভাবনারই স্থূলত্ব—ভিতরে সর্ব্বদাই এই বিচার এবং বাহিরেও সর্ব্বদা অধিষ্ঠান চৈতন্যের স্মরণ ইহাই এখানে সাধনা।

লীলা—বুঝিতেছি আমি মাত্র দ্রষ্টা অন্য সমস্তই দৃশ্য, তাই উহারা জড়। কিন্তু যখন এমন হইবে যে আমি যেমন একজন মানুষকে দেখি আবার সেই মানুষও আমাকে দেখে—ইহাতে একটা চেতন ভাবের বিশেষ স্ফুরণ হয়—চেতনে

চেতন স্পর্শ করে সেইরূপ আমি যেমন আকাশ বৃক্ষ লতা ফুল জল বায়ু দেখি তাহারাও সেইরূপ আমাকে দেখে—সর্ব্বত্রই একমাত্র চৈতন্যেরই বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভূত যখন হইবে তখনই বলিতেছেন দৃষ্টি পবিত্র হইল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি ইহা কখন হইবে?

সরস্বতী—যখন সমাধি দ্বারা এই দেহের বিস্মরণ হইবে তখনই অচেত্য-চিদ্রূপময়ী পরমা পাবনী দৃষ্টি লাভ করিবে। তুমি প্রচুর চৈতন্য দেখিয়া দেখিয়া অমলা হইয়াও যাও তবেই চিদাকাশস্থিত মায়ার অনন্ত সৃষ্টি দেখিবে। ভূমিষ্ঠ নর সঙ্কল্প দ্বারা আকাশে যেরূপ নগর দর্শন করে এ দর্শনও সেইরূপ। ইহা হইলে তুমি আমি উভয়েই সেই সর্গ দর্শন করিতে পারিব। কিন্তু—

"অয়ং তদ্দর্শনদ্বারে দেহো হি পরমার্গলম্" ॥ ৩০ ॥

তোমার এই স্থূলদেহ সেই সর্গ দর্শনের ভয়ানক অর্গল—নিতান্ত প্রতিবন্ধক। এই দেহটি সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া যাও, তবে সেই সৃষ্টি দেখিতে পাইবে। দেহ ভুলিবার সাধনা হইতেছে, আমি দ্রষ্টা, আমি চেতন। আর দৃশ্য যাহা তাহা জড়। জড় যাহা তাহা ভাবনার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি মাত্র। ভাবনা যাহা তাহা কল্পনা মাত্র। কল্পনা আমি তুলিতেও পারি, না তুলিতেও পারি। যখন না তুলি তখন সব চেতন।

লীলা—পরমেশ্বরি! এই দেহ দ্বারা কেন অন্য জগৎ দেখা যায় না? অনুগ্রহ করিয়া সে বিষয়ের যুক্তি আমাকে বলুন।

অধুনা দেবি! দেহেন জগদন্যদবাপ্যতে।
ন কস্মাদত্র মে যুক্তিং কথয়ানুগ্রহাগ্রহাৎ ॥ ৩১ ॥

দেবী—জগন্তীমান্যমূর্ত্তানি মূর্ত্তিমন্তি মুধাগ্রহাৎ।
ভবদ্ভিরববুদ্ধানি হেমানী বোর্ম্মিকা ধিয়া ॥ ৩২ ॥

এই দেহ দিয়া অন্য জগৎ দেখা যায় না এই জিজ্ঞাসা করিতেছ—তা বল দেখি দেহই বা কোথায় আর জগৎ বা কোথায়? এই সমস্ত জগতের মূর্ত্তি নাই। জগৎ বা দেহাদি ইহারা অমূর্ত্ত। কিন্তু মুধাগ্রহাৎ বিনা মিথ্যা জ্ঞানাৎ—মিথ্যা জ্ঞানে ইহাদিগকে মূর্ত্তিবিশিষ্ট মনে হয়। জগৎ বা দেহ মায়া মাত্র, এই জন্য অমূর্ত্ত।

মায়ামাত্রত্বাৎ অমূর্ত্তানি। ভ্রমে, মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখ মাত্র। যেমন সুবর্ণকে অঙ্গুরীর আকারে দেখা হয় সেইরূপ জ্ঞানের অভাবে, জগৎ মূর্ত্তিমানরূপে প্রতীয়মান হয়। উর্ম্মিকা অঙ্গুলি মুদ্রিকা।

সুবর্ণ অঙ্গুরীর আকার ধরিলেও যেমন তাহার উর্ম্মিকাত্ব নাই সেইরূপ জগৎটা প্রতিভাত হইলেও ব্রহ্মণি জগন্নাস্তি। ব্রহ্মে জগৎ নাই। যাহা দেখা যাইতেছে তাহা ব্রহ্মই। ব্রহ্মৈবেহ তু দৃশ্যতে। ধূলিবিরোধিনী অম্বুনিধিতে প্রতিবিম্ব ধূলির ন্যায় মায়া অমূর্ত্ত ব্রহ্মের একটা মিথ্যা জগন্মূর্ত্তি দেখাইতেছে।

অয়ং প্রপঞ্চোমিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ং।
অত্র প্রমাণং বেদান্তা গুরবোঽনুভবস্তথা॥ ৩৫॥

এই প্রপঞ্চ মিথ্যা মাত্র। দ্বৈতরহিত ব্রহ্মই আমি ইহাই সত্য। এই বিষয়ে প্রমাণ হইতেছে বেদান্ততাৎপর্য্যব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ, গুরু এবং ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুভব।

ব্রহ্মৈব পশ্যতি ব্রহ্ম নাব্রহ্ম ব্রহ্ম পশ্যতি।
সর্গাদি নাম্না প্রথিতঃ স্বভাবোহস্যৈব চেদৃশঃ॥ ৩৬॥

ব্রহ্মই ব্রহ্মদর্শন করেন। যে ব্রহ্ম নহে সে ব্রহ্ম দেখে না। কেন দেখে না? আপনার স্বরূপ আবরণ করা যাঁহার স্বভাব তাঁহাকে লোকে দেখিবে কিরূপে? ব্রহ্মের আবৃত সত্তা যাহা অর্থাৎ মায়া বা কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের সত্তা আবৃত হওয়া যাহা তাহাই ব্রহ্মের স্বভাব। স্বভাব—আবৃত সত্তা। ইহার স্বভাব এই যে ইনি স্বকল্পিত সৃষ্ট্যাদির নামে প্রথিত। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও মণি যেমন স্বভাবতঃ ঝলক দ্বারা আবৃত হয় সেইরূপ মায়া দ্বারা আবৃত হওয়াই ব্রহ্মের স্বভাব। ইহা কিন্তু চতুষ্পাদ ব্রহ্মের অবিদ্যাপাদের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে মাত্র।

লীলা—ব্রহ্ম দর্শন কাহার নাম বলিতেছেন?

দেবী—আমি ব্রহ্ম—নিজের এই ব্রহ্মৈক্য ভাবনাসিদ্ধিই ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মভিন্ন আমি আর কেহ—অর্থাৎ আমি একজন আবার ব্রহ্ম একজন এটাকে ব্রহ্মদর্শন বলে না। আবার ব্রহ্মের স্বরূপ সত্তা যদিও ইহা এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মায়ার আবরণে আবৃত হইলেই তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম দর্শনটি যাহা তাহা

হইল স্থিতি। ইহা ব্রহ্মৈক্য ভাবনার ফল। কিন্তু উপাসনা ভিন্ন ঐক্য ভাবনা স্থায়ী হয় না। যাঁহার উপাসনা করা যায় তিনিই সেই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন করিয়া দেন। এ সামর্থ্য তাঁহার আছে। যেমন সূর্য্য দীধিতি না হইয়াও তাহা হইতে অভিন্ন, চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্র না হইয়াও চন্দ্র হইতে অভিন্ন, সেইরূপ তাঁহার আত্মমায়া তিনি না হইয়াও তাঁহা হইতে অভিন্ন। শক্তি ভিন্ন শক্তিমানে মিলাইতে আর কাহারও শক্তি নাই। সেই জন্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি জন্য শক্তি অবলম্বন চাই। তাই বলা হইতেছে মায়িক সৃষ্টি ভিন্ন এই স্বপ্রকাশের প্রকাশ আর কিছুতেই হইতে পারে না। মায়া দ্বারা আবৃত হওয়াই—আত্ম কল্পনা দ্বারা আপনাকে আপনি আচ্ছাদন করাই—ওঁকারের গায়ত্রীছন্দই ইহার স্বভাব। ইনি সাম্যাবস্থারূপা কল্পনার দ্বারা যেন একটা কল্পনা আচ্ছাদিত হইয়াই দেবতামূর্ত্তি ধারণ করেন।

লীলা—আহা! কি সুন্দর। সমুদ্রের তরঙ্গ সে ত সমুদ্রই। বিষ্ণুর পরমপদ সে ত ব্যাপনশীল যিনি তিনিই। সমুদ্রকে যেমন তরঙ্গভাবে দেখা যায় সেইরূপ ব্রহ্মকে সৃষ্টিরূপে দেখা যায়। সৃষ্টিরূপে দেখাটি ভ্রম জ্ঞানে হয়। কারণ ঝলকটি থাকিয়াও নাই। ভ্রমে আছে সত্যে নাই। ভ্রম জ্ঞানটি দূর হইলেই ব্রহ্মকে সৃষ্টিভাবে দেখা আর থাকে না। তখন বিচিত্র সৃষ্টি নাই। ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্ম ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ করিয়াছেন। দেবি! আমার মনে হয় যতদিন ভ্রম জ্ঞান দূর না হইতেছে ততদিন চক্ষের উপরে যে জগৎ দেখিতেছি তাহা নাই ইহা না বলিয়া যদি বলা যায় ভ্রম বশতই ইহা উহা তাহা রূপ জগৎ দেখিতেছি কিন্তু এক অদ্বয় ব্রহ্মই এই রূপে দেখা হইয়া যাইতেছে তাহা হইলে সাধকের যথার্থ সাধনা অভ্যাস হইতে থাকে। ইহা কি ঠিক?

দেবী—যাহা ধরিয়াছ তাহাই করা উচিত। সাধকের নিত্যকর্মগুলি করার পরে—এমন কি নিত্যকর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে ও প্রথমেই স্মরণ করা উচিত আমি চেতন—চেতন চেতনের উপাসনা করিতে আসিয়াছে। তবে অজ্ঞানজন্য আমি আমাকে খণ্ড চৈতন্য রূপে দেখিতেছি। এই ভ্রম জ্ঞান দূর করিবার জন্য খণ্ড চৈতন্য আপন পূর্ণতা যে অখণ্ড চৈতন্য তাহার উপাসনা করে। আগে চতুষ্পাদ ব্রহ্মের এক পাদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে মায়া ভাসে সেই মায়া জড়িত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম এইটি সর্ব্বদা মনে রাখ। তবেই জগৎটা কত ছোট ধারণা করিতে পারিবে।

ফলে চৈতন্য কখন খণ্ডিত হয়েন না। চৈতন্যের সহিত জড়েরও কোন সম্বন্ধ নাই। আমি চেতন—আমার সহিত কোন অনাত্মার সঙ্গ হইতেই পারে না। আমি নিঃসঙ্গ পুরুষ। আর এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে ইহাও বাস্তবিক পরম শান্ত পরিপূর্ণ অধিষ্ঠানচৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তরঙ্গ যেমন জলভিন্ন আর কিছুই নহে সেইরূপ ইহা তাহা উহারূপ বিচিত্র জগৎ সেই চৈতন্যই। বিচিত্রতা যেটুকু দেখা যায় তাহা ভ্রমজ্ঞানেই দেখা যায়। ফলে ভ্রম ভুলা সেটা আত্মমায়ার লীলামাত্র। কল্পনা করাও যায় আবার না করাও যায়। এই ভাবে সর্ব্বত্র সেই অধিষ্ঠানচৈতন্যের স্মরণে সর্ব্বদাই চেতনরূপে থাকিতে অভ্যাস করাই সাধনার প্রয়োজন।

ন ব্রহ্ম জগতামস্তি কার্য্যকারণতোদয়ঃ।
কারণানামভাবেন সর্ব্বেষাং সহকারিণাম॥ ৩৭॥

বীজের মধ্যে বৃক্ষ থাকে। কিন্তু বীজকে মৃত্তিকাতে যুক্ত করা, মৃত্তিকাতে জল সেচন করা ইত্যাদি সহকারী কারণ না হইলে বীজ হইতে বৃক্ষ ত হইতে পারে না। ধরা গেল যেন ব্রহ্মের মধ্যে বিচিত্র সৃষ্টির বীজ আছে। কিন্তু সহকারী কারণ না থাকিলে যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মে না সেইরূপ ব্রহ্মস্থ বীজ হইতে জগদ্বৃক্ষ যে জন্মিবে তাহার সম্বন্ধে সহকারী কারণ কোথায়? যদি বল মায়াই সহকারী কারণ, উত্তরে বলিব মায়ার মধ্যেই জগৎ থাকে শাস্ত্র ইহাত বলেন। তাই বলা হইতেছে সর্ব্বপ্রকার সহকারী কারণের অভাব প্রযুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ জগতে বস্তুতঃ কার্য্য কারণ নাই। তবে আর ভাব কেন যে জগদ্বৃক্ষ ব্রহ্মস্থ বীজ হইতেই জন্মিতেছে? তাহা নহে ব্রহ্ম ব্রহ্মরূপে সর্ব্বদা আছেন, তুমি আত্মমায়ায় ভ্রান্ত হইয়া ব্রহ্মকেই বিচিত্র সৃষ্টি রূপে ভাসিতে দেখিতেছ।

যাবদাভ্যাস যোগেন ন শান্তা ভেদধীস্তব।
নূনং তাবদতদ্রূপা ন ব্রহ্ম পরিপশ্যসি॥ ৩৮॥

অভ্যাস দ্বারা যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদ আছে এই তোমার ভেদবুদ্ধি দূর না হইতেছে, যতদিন তুমি আপনাকে অব্রহ্মরূপা ভাবিতেছ ততদিন তুমি ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে না। সেই জন্যই ত সর্ব্বদা এই বিচিত্র সৃষ্টিতে

একমাত্র অধিষ্ঠানচৈতন্যই আছেন ইহার অভ্যাস করিতে বলিতেছি—আগে সব তুমি সব তুমি এই অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মকেই স্মরণ অভ্যাস কর তবে তুতু করিতে তু ভয়া হইয়া যাইবে। সর্ব্বত্রই চেতন সর্ব্বত্রই চেতন দেখিতে দেখিতে দেহ মন ইত্যাদি সকলকেই ব্রহ্মভাবে দেখিয়া ফেলিবে। ফেলিলেই নিজে ব্রহ্ম হইয়া আপনিই আপনাকে দেখিবে। ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মদর্শন ইহাই।

এই আমরা সকলে যদি অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে দৃঢ়ব্যুৎপন্না হই—অভ্যাস দ্বারা অধিষ্ঠানচৈতন্যকে একবারও না ভুলি তাহা হইলে ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া সেই পরমপদকে দর্শন করিতে সমর্থ হই।

তখন দেখিব আমার এই দেহটা সঙ্কল্প নগরের ন্যায় আকাশময়। সঙ্কল্পের নগর সেটা কি? সেটাত শূন্য আকাশ মাত্র। দেহটাও শূন্য আকাশ মত দেহটা বাস্তবিক ব্রহ্মই। কিন্তু তরঙ্গের আকারটা যেমন জলভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ দেহের নাম ও রূপটা ভ্রমেই ভাসিয়াছে—ভ্রমটুকু গেলেই দেখিবে সবই ব্রহ্ম। কাজেই এই দেহের কোলে কোলে সেই পরমপদমাত্রই আছেন দেখিবে। শুদ্ধ চিত্তাকাশময় দেহদ্বারাই পরমপদ স্বরূপ ব্রহ্মকেই দেখিবে। দেখিতেছ অভ্যাস-প্রভাবে কোন বস্তু লাভ হয়!

লীলা—মা! কি সুন্দর কথাই শুনিলাম। সমস্তই অধিষ্ঠানচৈতন্য—সবই ব্রহ্ম। চৈতন্যের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে মিথ্যা মায়া বহু রঙ্গ করিতেছে। মায়িক যাহা কিছু তাহাই ত অনাস্থার বিষয়। কাজেই রাগ দ্বেষ, শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিৎ, সুখদুঃখ, মনদেহ, জল আকাশ, বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী—এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ—ইহাকে সর্ব্বংমায়েতি ভাবনাৎ—অন্য সমস্তই মায়া এই ভাবনারূপ পরম বৈরাগ্য দ্বারা সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া শুধু ব্রহ্ম লইয়া থাকিতে অভ্যাস করা হইয়া গেল। এইটি দৃঢ় হইলেই ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভও হইয়া যাইবে। আগে জগৎটাকে ক্ষুদ্র করা হউক তবেই ব্রহ্মকে ব্রহ্মভাবে দেখার জন্য জগৎ নাই অভ্যাস করা সহজ হইবে। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের কাছে জগৎ নাই মত হইবে।

দেবী—ব্রহ্মাদির দেহ বিশুদ্ধ জ্ঞানময়। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং চিত্তম্। চিত্তদেহ বলিয়া ব্রহ্মাদি ব্রহ্মদর্শন যোগ্য। তাঁহারা ব্রহ্ম স্বরূপ জগতে থাকিয়াও ব্রহ্ম দেখেন।

তবাভ্যাসং বিনা বালে নাকারো ব্রহ্মতাং গতঃ।
স্থিতঃ কল্পনরূপাত্মা তেন তন্নানুপশ্যসি ॥ ৪২ ॥

হে বালে! তোমার অভ্যাস নাই বলিয়া বহু আকার যাহা দেখ—তোমার বা অন্যের দেহের আকার, মনের আকার ইত্যাদি ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হয় নাই। এখন তুমি কল্পনরূপাত্মারূপে অবস্থান করিতেছ। কল্পনং অন্তঃকরণে চিদাভ্যাস তদ্রূপাত্মা। এখনও তোমার অন্তঃকরণে চিদাভাস—জীবভাব দৃঢ়রূপে আছে। এখনও তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র অজ্ঞ জীব বলিয়া জানিতেছ। এই জন্য সেই ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী গিরিগ্রামরূপে দেখিতে পাইতেছ না। ব্রহ্মদর্শনে তুমি সত্য সঙ্কল্প হইয়া যাইবে। তখন ব্রহ্মভাবে থাকিয়া আপনার মধ্যে সমস্ত সঙ্কল্পনগর দেখিতে পাইবে। যাহা সঙ্কল্প তখন করিবে তাহাই মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার নিকটে তাহা প্রকাশ হইবে।

যত্র সঙ্কল্পপুরং স্বদেহেন ন লভ্যতে।
তত্রান্য সঙ্কল্পপুরং দেহোন্যো লভতে কথম্ ॥ ৪৩ ॥

যখন তুমি নিজের দেহে নিজের সঙ্কল্প নগর দেখিতে পাও না তখন কিরূপে অন্যের সঙ্কল্পিত সৃষ্টি দেখিতে পাইবে? সেই ব্রাহ্মণ দম্পতি তাহাদের সঙ্কল্প নগরে অবস্থান করিতেছেন। তুমি ব্রহ্ম দর্শন কর; করিলেই সকল লোকের সঙ্কল্প নগর এবং তাহাতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে।

তস্মাদ্দেনং পরিত্যজ্য দেহং চিদ্ব্যোমরূপিণী।
তৎপশ্যসি তদেবাস্তু কুরু কার্য্যবিদাম্বরে ॥ ৪৪ ॥

এই জন্য বলিতেছি এই দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া চিদাকাশ রূপিনী হইয়া যাও। তবেই হে কর্ম্মজ্ঞে! এক মুহূর্ত্তেই তুমি সমস্ত দেখিতে পাইবে।

লীলা—আমাকে এই দেহের অভিমান ত্যাগ করিতেই বলিতেছেন?

দেবী—হাঁ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানচৈতন্য দেখিতে অভ্যাস করিলেই তুমি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া চিদাকাশ রূপিণী হইতে পারিবে। সঙ্কল্প নগর দেখিতে হইলে সঙ্কল্পই আশ্রয় করিতে হয়। মানস শরীরেই মানস নগর দর্শন করা যায়। দেহ সাধ্য ব্যবহার, বা সঙ্কল্পিত নগর ব্যবহারের

উপভোগ বা ইতর ব্যবহার—এ সকল তুচ্ছ করা চাই। সহজ কথায় বলি স্থূল শরীরে থাকিলে স্থূল দেহই দেখিবে। মানস শরীরে যাও—ভাবনা রাজ্যে উঠ মানস নগর দেখিবে। তুমি স্থূল দেহ ভুলিয়া ভাবনা দেহে যদি থাকিতে পার তবেই মানসসৃষ্টি দেখিতে পাইবে। আদি সৃষ্টিতে বিধাতার সঙ্কল্পজাত এই জগৎভ্রান্তি যেরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে তদবধি অনাদি নিয়তিরূপা ঈশ্বরেচ্ছা লক্ষণরূপা মায়াবশেই ইহা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

আদিসর্গে জগদ্ভ্রান্তির্যথেয়ং স্থিতিমাগতা।
তথা তদা প্রভৃত্যেবং নিয়তিঃ প্রোঢ়িমাগতা॥ ৪৫ ॥

লীলা—দেবি! আপনিও ত সেই ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর জগতে আমার সঙ্গে যাইবেন। আমি না হয় এই স্থূল দেহ এখানে রাখিয়া শুদ্ধসত্ত্ব দেহে—চিত্ত মাত্র অবলম্বন করিয়া তথায় যাইব কিন্তু আপনি কিরূপে যাইবেন?

দেবী—আমার যে দেহটা তুমি দেখিতেছ তাহা ত শুদ্ধসত্ত্বগুণেরই কার্য্য মাত্র। "শুদ্ধৈকসত্ত্ব নির্ম্মাণং চিৎরূপস্যৈব তৎ ফল" ।৫০॥ কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব যেটি তাহাত আতিবাহিক—তাহা ত ভাবনাময়। ভাবনাময় হইয়াও ইহা চিৎ স্বরূপ। বস্তুটি হইতেছে চিৎ। চিতের উপরে যে ভাবনা তাহা চিৎই। সমুদ্রের স্থির জলের উপর যে তরঙ্গ তাহা সমুদ্র জল ভিন্ন আর কি? আতিবাহিক দেহ যাহা তাহা সেই জন্য চিৎ। আমি ব্রহ্মের মত চিৎ স্বরূপে অবস্থান করিয়াই ভাবনা দ্বারা আপনাকে দেহবর্তী মত মনে করিয়াছি। তুমি যেমন কল্পনা দ্বারা মনে মনে অন্যরূপ সাজ অথচ স্বস্বরূপেই থাক সেইরূপ। আমি চিৎ স্বরূপ বলিয়া সত্যসঙ্কল্পময়ী। অন্যের সঙ্কল্পরাজ্য যাহা তাহা ত পূর্ণ চিৎ স্বরূপেরই সঙ্কল্প। তবে ব্রাহ্মণদম্পতীর সঙ্কল্পরাজ্যে যাইবার আমার বাধা কেন হইবে? তুমিও চিৎ স্বরূপে অবস্থান কর সকলের সঙ্কল্পরাজ্য নিজের ভিতরেই দেখিবে।

এখন বুঝিতেছ আমার দেহ তোমার দৃষ্টিতে থাকিলেও আমার দৃষ্টিতে নাই। তথাপি ভাবনাদ্বারা এই দেহকে চিৎস্বরূপের প্রতিভাস বলিয়াই বলা যায়। দগ্ধ পটকে যেমন পটের মতন দেখা যায় কিন্তু বাস্তবিক তাহা পট নহে ভস্মই সেইরূপ। তবেই দেখ তোমার মত আমার দেহপরিত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। তোমার দেহও মূলে ভাবনাময় মূলে আতিবাহিক। কিন্তু

চিরদিন তুমি তোমার দেহকে আধিভৌতিক বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছ। সেই ভাবনায় তোমার দেহ পার্থিব অর্থাৎ ভৌতিক মত হইয়াছে। আমি সেরূপ ভাবি নাই—আতিবাহিককে আধিভৌতিক অভিমান করি নাই। কাজেই দেহে অভিমান ত্যাগ করিবার প্রয়োজন আমার নাই। ভাবনার প্রভাবে যে ভাব শরীর বা মনঃ কল্পিত দেহ হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন, দীর্ঘকাল ধ্যান, ভ্রম, মনোরাজ্য গন্ধর্ব্বনগর দর্শন। স্বপ্নে কত দেহ না দেখ, ভ্রমে স্থাণুকে পুরুষ দেহে যে দেখ তাহা কি বুঝিলেই, ইহাও বুঝিবে। অতএব

বাসনা ত্যনবং নূনং যদা তে স্থিতি মেষ্যতি।
তদাতিবাহিকো ভাবঃ পুনরেষ্যতি দেহকে॥ ৫৬॥

বাসনা সমস্ত যখন তোমার ক্ষীণ হইয়া যাইবে তখন তোমার এই স্থূল দেহও আতিবাহিক ভাব প্রাপ্ত হইবে।

লীলা—আমি দেহ এই অভিমানকেই ত বাসনা বলিতেছেন? আমি দেহ নই আমি চৈতন্য ইহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাসকেই ত বাসনা ক্ষীণ করা বলেন? আচ্ছা বাসনাক্ষয়ে আতিবাহিক ভাব যখন দৃঢ় হয় তখন এই স্থূল দেহ কি হয়? এটা কোথায় থাকে?

দেবী—দেহটা ত ভ্রম জ্ঞানেই উঠে। ভ্রম ভাঙ্গিলে এটা কোথায় যায় তুমিই বল। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম উঠে—সেই ভ্রম যখন যায় তখন সর্পটি কোথায় গেল—মরিল বা অন্যরূপ হইল এ সকল কথা যেরূপ আতিবাহিক বোধের স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে আধিভৌতিক দেহ কোথায় গেল এ প্রশ্নও সেইরূপ নয় কি?

রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিলে যেমন সর্পজ্ঞানটি থাকে না তেমনি আতিবাহিক ভাবের উদয় হইলে আধিভৌতিক ভাব থাকে না।

দেহাদি যখন কল্পনা তখন উপদেশ দ্বারাই কল্পনার তিরোধান হইবে। ব্রহ্মে যাহা বাস্তবিক নাই—কেবল কল্পনায় যাহা আছে বলিয়া ভাবনা করা যায় তাঁহাত নিতান্ত তুচ্ছ।

পরংপরে পরাপূর্ণ মিদং দেহাদিকং স্থিতম্।
ইদং সত্যং বয়ং ভদ্রে পশ্যামোনাভিপশ্যসি॥ ৬২

এই যে দেহাদি দেখিতেছ বাস্তবিক পরব্রহ্মেই পরিপূর্ণ। পূর্ণব্রহ্মকে দেহাদি রূপে ভাবনায়, দেহরূপে দেখা যাইতেছে কিন্তু এই ভাবনা মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

পূর্ণব্রহ্মই সর্ব্বত্র। ভদ্রে! আমাদের ভ্রমজ্ঞান নাই সত্য জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা যাহা পরম সত্য তাহাই দেখি। তোমার সে জ্ঞান নাই বলিয়া তুমি পরম সত্য-ব্রহ্ম দেখিতে পাও না।

আদিসর্গে ভবেচ্চিত্তং কল্পনা কল্পিতং যদা।
তদা ততঃ প্রভৃত্যেক সত্ত্বং দৃশ্যমবেক্ষ্যতে ॥ ৬৩ ॥

যদি বল চিৎ ত নিরাকার। চিৎতত্ত্ব ত অদৃশ্য। ইহা দৃশ্য স্বভাব পায় কিরূপে? উত্তরে বলি আতিবাহিক দেহধারী হিরণ্যগর্ভের যখন সৃষ্টি হয় সেই সঙ্গে চিৎ বস্তুটির চিত্ত ধর্ম্ম প্রকাশ হয়। চিৎটি সর্ব্বদা অচেত্য। চেত্যতা হইতেছে সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা। পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে চিৎ কিরূপে চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন বলা হইয়াছে। "তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিৎ চেত্যতামিব গচ্ছতি" স্মরণ কর।

চিতের চিত্তধর্ম্ম যখন উঠিল তখন হইতে একই সত্তা দৃশ্যের অনুরোধে যেন ভ্রান্ত হইয়া আপনার ভিতরে কাল্পনিক বহু দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হইতে যেন দেখেন। এই ভ্রান্ত সত্তাই স্বাশ্রিত বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে।

আদের্লিঙ্গাত্মনঃ সর্গে তৎ গোচরয়ন্ত্যাশ্চিতশ্চিত্তং নাম ধর্ম্মোভবেৎ। যদা তু পঞ্চীকরণেন কল্পনয়া স্থূলং রূপং কল্পিতং তদা ততঃ প্রভৃত্যেকমনুগতং সত্ত্বং দৃশ্যানুরোধাৎ স্বয়মপি দৃশ্যভূতং স্বয়ং অবেক্ষতে ভ্রান্তেত্যর্থঃ।

চিৎটি আপন স্বভাবোত্থ ঝলকরূপী কল্পনা অবলম্বনে চেত্যতা প্রাপ্ত হইলে কল্পনায় পঞ্চীকরণ হয়, স্থূলরূপ হয়। দ্রষ্টাই তখন কল্পনার দৃশ্য যাহা তদনুরোধে স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও আপনাকে দৃশ্যভাবে দেখেন। ইহাই ভ্রান্তি। ভ্রান্তিই মায়া কল্পনা, অজ্ঞান অবিদ্যা যাহা বল তাই। অজ্ঞানটি যখন মিথ্যা তখন মিথ্যা আবার থাকিবে কি? জ্ঞানে অজ্ঞান থাকে ইহার অর্থ নাই।

লীলা—একস্মিন্নেব সংশান্তে দিক্কালাদ্যবিভাগিনি।
বিদ্যমানে পরেতত্ত্বে কল্পনাবসরঃ কুতঃ ॥ ৬৪ ॥

"অহং বহুস্যাম্" ইহা কল্পনা। "স্বয়মন্যমিবোল্লসন্" ইহাও কল্পনা। একমাত্র অধিষ্ঠান চৈতন্যই আছেন। তিনি পরম শান্ত, চলন রহিত, সর্ব্বপ্রকার বিকার শূন্য। তিনি পূর্ণস্থিতিটিই যে গতিরূপে স্পন্দনরূপে প্রতীত হয়েন ইহাও বলিতে-

ছেন কল্পনা। তাঁহার আত্মমায়া গ্রহণ ইহাও কল্পনা। কল্পনা-ভাবনা-আতি-বাহিকতা যাহা তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে স্থূল জড় হইয়াছে। স্থূলদৃশ্য জগৎ হইয়াছে। আপনার কথাতে এই পর্য্যন্ত বুঝিতেছি।

কিন্তু কোন বিকার না হইলে কল্পনা আসিবে কোথা হইতে? পূর্ব্বে বলিয়াছেন পূর্ব্বানুভব জনিত সংস্কার না থাকিলেও দর্শন হয়। মায়া নামক মূল বাসনা যাহা তাহাও চিত্তে বাস করে। মায়াটি অজ্ঞান। অজ্ঞান চিত্তে বাস করে। চিত্ত যখন নাই তখন অজ্ঞানও নাই। চিত্তে বাস জন্য ইহার নাম বাসনা। এই মূলবাসনাই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখায়। মায়াকে স্পন্দনাত্মিকা শক্তি বলিতেছেন। যিনি পরম শান্ত, যিনি সম্পূর্ণ চলন রহিত তাঁহার নিকট এই স্পন্দনাত্মিকা মায়া কোথা হইতে আসিল?

কলনা বলে বিকারকে। সঙ্কল্প যাহা তাহা ত কলনার অধীন। রজ্জুকে যে সর্প কল্পনা করা হয়, স্থাণুকে যে পুরুষ কল্পনা করা হয় অথবা জলকে যে তরঙ্গ কল্পনা করা হয় তাহা বলিতেছেন ভ্রমজ্ঞানে। স্থূল কথায় ভ্রমজ্ঞানটাকেও কল্পনা বলেন। কোথাও একটা কিছু বিকার না হইলে কল্পনা আসিবে কোথা হইতে?

যখন সর্ব্বকল্পনা কলনাধীনা তখন আমার শঙ্কা যাহা তাহা বলিতেছি আপনি বুঝাইয়া দিন।

পৌর্ব্বকালিকং দুগ্ধমৌত্তরকালিক দধ্যাদাকারেণ পরিণমতে। দধিভাবে চ দুগ্ধমবিদ্যমানং ভবতি। কালসম্বন্ধরহিতে নিত্যং বিদ্যমানে ব্রহ্মণি কলনাখ্য প্রথমবিকারস্যৈব নাবসরঃ।

পূর্ব্বে যাহা দুগ্ধ ছিল তাহাই পরে দধিরূপে পরিণত হয়। দধিভাব যখন প্রাপ্ত হয় তখন দধিতে দুগ্ধের অবিদ্যমানতা দেখা যায়। আবার পূর্ব্বকালে যাহা দুগ্ধ ছিল উত্তরকালে তাহাই দধি হইতেছে। কালের সাহায্য ব্যতীত দধি হওয়া অসম্ভব। ব্রহ্ম যিনি তিনি কাল সম্বন্ধ রহিত নিত্যবস্তু। এখানে কলনাখ্য প্রথম বিকারের অবসর কোথায়?

দেবী—ব্রহ্মে কলনাখ্য প্রথম বিকার নাই। ব্রহ্মে কোন প্রকার বিকার নাই। আর কল্পনা যাহা তাহাকে যখন কলনাধীনা বলিতেছ তখন ইহাই নিশ্চয় জানিও যে ব্রহ্মে বিকার নাই বলিয়া ব্রহ্মে কোন কল্পনাও নাই। এককালে যাহা

দুগ্ধ অপরকালে তাহা দধি কিন্তু সকল কালেই যিনি এক তাঁহার বিকার কিরূপে থাকিবে? আবার বিকার নাই বলিয়া কল্পনাও নাই। দেহ জগৎ মন ইত্যাদি কল্পনা তবে ব্রহ্মে নাই। সেইজন্য বলিতেছি ব্রহ্মে জগৎ বলিয়া কোন কিছু নাই; দেহ বলিয়াও কোন কিছু নাই। ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্মকে জগৎ রূপে যে দেখা সেটা ভ্রম মাত্র। এ ভ্রম ব্রহ্মে নাই। এ অজ্ঞান ব্রহ্মে নাই। কিন্তু যে দেখে তাহাতেই এই ভ্রম থাকে। তুমি দেখিতেছ তোমাতে অজ্ঞান আছে, আমি দেখি নাই আমাতে ভ্রমজ্ঞান নাই।

দধিতে দুগ্ধ নাই। কিন্তু বলিতে পার দুগ্ধে দধি আছে। নতুবা দধি আসিবে কিরূপে? সত্য। কিন্তু দুগ্ধ যে দধি হয় তাহাতে তিন্তিড়ি দেওয়ারূপ একটা সহকারী কারণ থাকে। আর দধি যখন সমকালে দুগ্ধ নহে তখন কালও একটা সহকারী কারণ। ব্রহ্ম যে জগদ্রূপে বিকার প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে তিন্তিড়ি প্রয়োগরূপ সহকারী কারণ কোথায়? আবার এককালে ব্রহ্ম পরে জগৎ এই কাল বিভাগ ব্রহ্মে কোথায়? যিনি সর্ব্বকালে এক তাঁহাতে এই কাল সেই কালে এইরূপ কালবিভাগই বা কোথায়? কোনরূপ সহকারী কারণ নাই বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বকালে ব্রহ্মই আছেন। জগৎ তাঁহাতে নাই। কোন প্রকার কলনা নাই বলিয়া তাঁহাতে কোনপ্রকার কল্পনাও নাই। কোন প্রকার অজ্ঞান সেই জ্ঞান-স্বরূপে নাই।

লীলা—দেবি! আপনি বলিতেছেন যে দেখে অজ্ঞান তার। ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন কিন্তু যে ইহাকে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে দেখে অজ্ঞান তাহারই। এখন জিজ্ঞাসা কার অজ্ঞান কোথা হইতে আইসে আর অজ্ঞানী এককে আর দেখে কেন?

দেবী—অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর পরে হইবে। কিন্তু অজ্ঞানটা আছে তাহা তুমি দেখিতেছ। অজ্ঞান আছে বলিয়াই জীব জগৎ দেখে। ব্রহ্মে অজ্ঞান নাই। জীবে আছে তাই জীব দেখে।

লীলা—জীবে অজ্ঞান আছে আবার জ্ঞানও আছে নতুবা জীব জ্ঞান লাভ করে কিরূপে? জীব আপনাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বুঝিলেই জীবের অজ্ঞান নাশ হয়। এখন বলুন জীব আপন স্বরূপে ব্রহ্ম হইয়াও অজ্ঞান পায় কোথায়? ব্রহ্মই বা মায়া আশ্রয়ে জীবভাবে বিবর্ত্ত হয়েন কিরূপে?

দেবী—জীবের অজ্ঞান কোথায় ইহা পরে বলিব। এখন ব্রহ্মের জগদ্রূপে ভাসা কি তাহাই বলি শ্রবণ কর।

কটকত্বং যথা হেম্নি তরঙ্গত্বং যথাম্ভসি।
সত্যত্বঞ্চ যথা স্বপ্নসঙ্কল্প নগরাদিষু ॥ ৬৫ ॥
নাস্ত্যেব সত্যনুভবে তথা নাস্ত্যেব ব্রহ্মণি।
কল্পনাব্যতিরিক্তাত্ম-তৎস্বভাবাদনাময়াৎ ॥ ৬৬ ॥
যথা নাস্ত্যম্বরে পাংসুঃ পরেনাস্তি তথা কলা।
অকলাকলনং শান্তমিদমেকমজং ততম্ ॥ ৬৭ ॥
যদিদং ভাসতে কিঞ্চিৎ তত্তস্যৈব নিরাময়ম্।
কচনং কাচকস্যেব কান্তস্যাতি মণেরিব ॥ ৬৮ ॥

সুবর্ণে যেমন বালার ভাব, জলে যেমন তরঙ্গের ভাব, স্বপ্ন ও সঙ্কল্প নগরাদিতে যেমন সত্যের ভাব—এই সমস্ত অনুভব হইলেও নাই সেইরূপে ব্রহ্মে জগদাদি অনুভব হইলেও নাই। কল্পনা রহিত সেই অনাময় ব্রহ্ম—তাঁহার আপনি আপনি ভাব ভিন্ন তাঁহাতে কোন কিছুই উঠিতেছে না। "ধাম্নাস্বেন সদা নিরস্ত কুহকং" তিনি আপন মহিমায় সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া আপনি আপনিই আছেন

যেমন আকাশে ধূলি নাই, তেমনি পরব্রহ্মে কোন কলা নাই—কোন কলন নাই—কোন বিকার নাই—কোন বিষয় নাই। কলা কলনং বিষয়ঃ। এই ব্রহ্ম অবিষয় রূপ বিষয়, শান্ত, এক, অজ, পরিপূর্ণ। এই যাহা কিছু ভাসিতেছে তাহা তাঁহারই নিরাময় কচন—আপাত প্রতিভাস। নির্ম্মল মণির ঝলক যেমন অতিমণি, সেইরূপ তাঁহাতে যাহা ভাসে তাহা তিনিই; "কচনং কাচকস্যেব কান্তস্যাতমণেরিব।"

লীলা—মা! মণির ঝলককে ত অন্য কিছু বলিয়া ভ্রম হয় না। তবে ব্রহ্মের প্রতিছায়াকে সৃষ্টি বলিয়া ভ্রম কেন হয়? অদ্বৈতে এই দ্বৈত কল্পনা তুলিয়া কেন, কে এতকাল ভ্রমে ভ্রমণ করাইতেছে? "ভ্রামিতাঃ কেন নামাপি দ্বৈতাদ্বৈত বিকল্পনৈঃ।"

দেবী—মণির ঝলককে কেহ দীপশিখা বলিয়াও ভ্রম করে; করিয়া বর্ত্তিকা ধরাইতেও যাইতে পারে। এই ভ্রম কেন হয় তাহার উত্তর দিতেছি। স্বস্বরূপে ব্রহ্ম হইয়াও জীবের অজ্ঞানটি কি তাহা এখন বুঝাইতেছি।

লীলা—বলুন।

দেবী—দেখ মায়া কি, অজ্ঞান কি, ভ্রম কি ইহা এই গ্রন্থে বহুভাবে বলা হইয়াছে। অধিকারী না হইলে ইহা কেহই বুঝিবে না। মায়া না হইলে ব্রহ্মের সগুণভাব পর্য্যন্ত ধরিবার উপায় নাই। জগৎ না থাকিলে যেমন জগৎ স্রষ্টার প্রকাশ হইবার স্থান নাই সেইরূপ মিথ্যার কল্পনা ব্যতীত সত্যে স্থিতি লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। অরুন্ধতী ন্যায়ে যেমন একটা স্থূল নক্ষত্রকে মিথ্যা করিয়া বলা হয় ঐটী অরুন্ধতী, আর উহাতে একাগ্র হইলে আপনা হইতে উহার কোলে কোলে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখা যায় সেইরূপ অজ্ঞানের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় দেখাইয়া তবে জ্ঞানস্বরূপে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। সেইজন্য বলা হয় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" যাহা হইতে জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে এই শ্রুতিবাক্যেও মিথ্যা সৃষ্টি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

পরে তুমি এই তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবে এখানে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে "আমি আছি" এইটিকেই লোকে খাঁটি সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকে। কিন্তু এইটি অখণ্ড সত্য নহে। "আমি আছি" ইহার মধ্যে "আমি" বোধটি অখণ্ডকে খণ্ড বোধ করা রূপ মূল অজ্ঞান। আর "আছি" বা "অস্তি" এই শুদ্ধ বোধটি হইতেছে স্বরূপ বোধ। কোন বস্তু নাই অথচ কেবল জ্ঞানটি আছে ইহাকেই স্বরূপ জ্ঞান বলে। মহাপ্রলয়ে আর কিছুই নাই এক আপনি আপনি ভাব যাহা তাহাই হইল স্বরূপ জ্ঞান বা স্বরূপ স্থিতি। স্বভাবতঃ দ্বিতীয় একটি কিছু না ভাসিলে "অহং" এই ভাবটিও জাগে না। মণিতে স্বভাবতঃ যেমন অতিমণি মত কিছু যেন ভাসে সেইরূপ আপনি আপনিতে অথবা অস্তি এই ভাবেতে বা ব্রহ্মতে মহদ্ব্রহ্ম বলিয়া যেন কিছু ভাসে। মহদ্ব্রহ্ম হইতেছে সাম্যামস্থারূপা মায়ার আদ্য বিকার মহৎ তত্ত্ব। সাম্যাবস্থারূপা মায়া যিনি তিনি চন্দ্রে চন্দ্রিকার মত, সূর্য্যে দীধিতির মত ব্রহ্ম সহজা। ইহাকেই মণির ঝলকের মত অতিমণি বলা হয়। ঝলকটি স্বভাবতঃ হয়। যদি প্রথম চাও সৃষ্টি বলিতে তবে বল ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি। ইহাই অচেত্যচিতির চেত্যতা। অথবা ইহার ভিতরেই চেত্যতা বা সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা অব্যক্তভাবে থাকে। এইটি লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়—

তস্যানন্ত প্রকাশাত্মরূপস্যানন্ত চিন্মণেঃ।
সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজস্রং স্বভাবতঃ॥

তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিৎ চেত্যতামিব গচ্ছতি।
অগৃহীতাত্মকং সম্বিদহংমর্শন পূর্ব্বকম্ ॥

পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা বলা হইয়াছে। মম যোনি মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ এখানেও অবুদ্ধিপূর্ব্বক বা স্বভাবতঃ স্রষ্টা যে মায়া তাহাই মহান্ এই ভাবটি যেন জাগ্রৎ করে। তারপরে "আমি আছি" এই বোধটি জাগে। আমি ভাবের পুষ্টি যখন হয়, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন যিনি তিনি আপনাকে বোধ করিয়া যেন উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন। তার পরে অহং বহুস্যাম্। আমি বহু হইব এই ভাব। অহং না জাগিলে, অহং বহু হইব, ইহা জাগিবে কিরূপে? মায়ার আশ্রয় ব্যতীত অহং ভাবও জাগে না। মণিতে যতই ঝলক উঠুক না কেন, অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি যতই হউক না কেন যতক্ষণ না মহত্তত্ত্বের বিকার অহং তত্ত্ব ভাসিতেছে ততক্ষণ বুদ্ধি-পূর্ব্বক কোন সৃষ্টি নাই। অনিচ্ছায় যাহা উঠে সেটার ভিতরেই ইচ্ছায় উঠা বা তোলারূপ সৃষ্টি বীজ থাকিবেই। আহারে অনিচ্ছা হইতে সহজে ইচ্ছা জাগে।

লীলা—দেবি! মায়া কি, অজ্ঞান কি—ইহা কোথায় থাকে, ইহা কেন উঠে—এই সমস্ত তত্ত্ব আমি এখনও বুঝিবার অধিকার পাই নাই। কিন্তু দেখিতেছি অজ্ঞান বলিয়া একটা কিছু যেন আমার মধ্যে আছে। ব্রহ্মের দিক হইতে এই অজ্ঞানকে বুঝিয়া তাড়াইতে চেষ্টা না করিয়া, জীবের দিক হইতে ইহা সরাইবার যুক্তি বলুন। ইহাতেই এখন আমার হইবে।

দেবী—তাহাই হউক।

অবিচারেণ তরলে ভ্রান্তাসি চিরমাকুলা।
অবিচারঃ স্বভাবোঽংঃ স বিচারাদ্বিনশ্যতি ॥ ৭০ ॥

হে তরলে! বহুকাল অবিচার দ্বারা আকুল হইয়াই ভ্রান্ত হইয়া আছ। অবি-চার স্বভাব হইতেই উঠে আর বিচার দ্বারা তাহার বিনাশ হয়। চৈতন্যের স্বভাব এই যে তিনি কখন অচৈতন্য হন না। চেতনের মরণ নাই। চেতনের কোন দুঃখ নাই। কোন যাতনা নাই, কোন রোগ নাই। চেতনের আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি নাই। তুমি জান তুমি চেতন। তুমি জান অন্ততঃ জীবজগতে সবাই চেতন। খাঁটি সত্য এই যে আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ; যিনি জন্মান না তাঁর জন্মস্থান আছে, পিতা মাতা আছে, তাঁর দেহ আছে, প্রাণ আছে, মন আছে, প্রাণের আবার ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, মনের আবার শোক মোহ আছে,

দেহের আবার জরামরণ আছে—এ সব কি বল? বলিতে কি হইবে না স্বভাব হইতে যে অবিচার উঠে এই সমস্ত সেই অবিচারের ফল। বিচার কর, ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইবে। তুমি যাহা তাহাই বুঝিবে।

অবিচারো বিচারেণ নিমেষাদেব নশ্যতি।
এষা সত্তৈব তেনান্তর বিষ্ঠৈষা ন বিদ্যতে ॥ ৭১ ॥

বিচার দ্বারা অবিচার নিমেষ মধ্যে নষ্ট হয়। অবিচারটি হইতেছে অবিদ্যা। এষা অবিচার লক্ষণা অবিদ্যা বিচার বাধিতা ব্রহ্মসত্তৈব সম্পন্নত ইতি শেষঃ। এই অবিচার লক্ষণা অবিদ্যা বিচার দ্বারা অস্ত হইলে ব্রহ্মসত্তাই প্রকাশিত হয়েন।

রজ্জুতে সর্প কোথায় বল? ব্রহ্মে জগৎ কোথায় বল? অবিচারটাই রজ্জু ঢাকিয়া সর্পরূপে ভাসিয়াছিল। অবিদ্যাটাই ব্রহ্মকে ঢাকা দিয়া জগদ্রূপে সাজিয়া ছিল; পানা যেমন জল হইতে জন্মিয়া জলকে ঢাকিয়া থাকে সেইরূপ।

তস্মান্নৈবাবিচারোঽস্তি নাবিদ্যাস্তি ন বন্ধনম্।
ন মোক্ষোঽস্তি নিরাবাধং শুদ্ধবোধমিদং জগৎ ॥ ৭২ ॥

এই জন্য অবিচার বলিয়া কোন কিছু সত্যই নাই, অবিদ্যা নাই, বন্ধন নাই, মোক্ষ নাই। এই জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহা বাধ শূন্য কেবল শুদ্ধ বোধই।

এতাবন্তং যদা কালং ত্বয়েতন্ন বিচারিতম্।
তদা ন সম্প্রবুদ্ধা ত্বং ভ্রান্তৈবাভব আকুলা ॥ ৭৩ ॥

এতকাল পর্য্যন্ত তুমি ইহা বিচার কর নাই বলিয়া প্রবুদ্ধ হইতে পার নাই। এই জন্য আকুল হইয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলে।

অদ্য প্রভৃতি বুদ্ধাসি বিমুক্তাসি বিবেকিনী।
বাসনাতানবং বীজং পতিতং তব চেতসি ॥ ৭৪ ॥

আজ হইতে বোধ লাভ করিলে। বিবেক পাইয়া মুক্ত হইলে। তোমার চিত্ততে বাসনা ক্ষয় হইবার বীজ পতিত হইল। বুঝিতেছ ত অবিদ্যাকে বাসনা বলে কেন? "চিত্তে বাস্যমানত্বাৎ।" চিত্তে বাস করে বলিয়াই মায়াকে মূলবাসনা

বলে। বাসনা ক্ষয়ের বীজ হইতেছে একমাত্র শুদ্ধ বোধটি এইটিই আছেন সর্ব্বদা এই ভাবনা তুমি কর। তুমি আমি জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহার মূলে অধিষ্ঠান চৈতন্য, কেবল বোধ। রজ্জুতে সর্প ভাসার মত একটা মিথ্যা জ্ঞান সেই সত্য-জ্ঞানটিকেই একটা বিচিত্র সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্তিত করে মাত্র। ভ্রমজ্ঞানটি বিচার দ্বারা দূর করিয়া, সমস্তই চেতন, ইহা দেখার অভ্যাস কর, এইক্ষণে মুক্তি অনুভব করিবে।

আদাবেব হি নোৎপন্নং দৃশ্যং সংসারনামকম্।
যদা তদা কথং তেন বাস্যন্তে বাসনাপিকা ॥ ৭৫ ॥

আদৌ এই সংসার নামক দৃশ্য উৎপন্ন হয় নাই। ইহা যখন বুঝিতেছ তখন কিরূপে তদ্দ্বারা দ্বৈত বাসনা চিত্তে বাস করিবে বল?

অত্যান্তাভাব সম্পত্তৌ দ্রষ্টৃদৃশ্যদৃশাং মনঃ।
এক ধ্যানে পরে রূঢ়ে নির্ব্বিকল্প সমাধিনি ॥ ৭৬ ॥

মনঃ রূঢ়ে অধিরূঢ়ে সতি। মন, যখন শুদ্ধবোধ বা শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন ইহার দৃঢ় ধারণা ও দৃঢ় ধ্যান করিতে পারিল তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিল তখনই দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন কিছুই আর স্ফুরণ হইল না তখনই জগতের অত্যন্তাভাব হইয়া গেল। চতুষ্পাদ ব্রহ্মে মায়া কোথায় ইহার চিন্তাতেই মন শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন এই চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। ইহাও এক ক্রম।

বাসনাক্ষয় বীজেঽস্মিন্ কিঞ্চিদঙ্কুরিতে হৃদি।
ক্রমায়োদয়মেষ্যন্তি রাগদ্বেষাদিকা দৃশাঃ ॥ ৭৭ ॥
সংসার সম্ভবশ্চায়ং নির্ম্মূলত্বমুপৈষ্যতি।
নির্ব্বিকল্প সমাধানং প্রতিষ্ঠামলমেষ্যতি ॥ ৭৮ ॥

বাসনা রূপ অঙ্কুরাত্মক বীজ এখানে হৃদয়ে কথঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইলেও ক্রম অনুসারে আর তাহা উদয় হইতে পারে না। কারণ দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন করে না, বিচার দ্বারা মূল বাসনাও দগ্ধবীজের মত হইয়া যায়। বাসনা ক্ষয় হইলেই রাগদ্বেষাদি দৃশ্যদর্শন—যাহা হইতে সংসার ভাব জন্মে—তাহা নির্ম্মূল হইয়া যায়। তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিগত কলন কালিমাকলঙ্কা
গগনকলান্তর নির্ম্মলাম্বনেন।
সকল কলন কার্য্যকারণান্তঃ
কতিপয়কালবশাদ্ভবিষ্যসীতি ॥ ৭৯ ॥

ইতি এবম্বিধয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠয়া কতিপয়কালবশাৎ গগনস্য মায়াকাশস্য তৎকলানাং তৎ কার্য্যানাং চান্তরস্য অধিষ্ঠান ভূতস্য নির্ম্মলস্য আত্মনঃ 'অম্বনেন 'অবলম্বনেন বিগতোভ্রান্তিকলন লক্ষণঃ কালিমা যস্যা অতএব অকলঙ্কা তৎ সংস্কারকলঙ্ক নির্ম্মুক্তা সতী সকল প্রাণিনাং কলনানাং ভ্রান্তীনাং তৎকার্য্য বাসনানাং তৎ কারণ অবিদ্যায়াশ্চ অন্তো বাধাবধিভূতো যো মোক্ষাখ্যঃ পরম পুরুষার্থঃ স ত্বমেব ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ॥

এইরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠা দ্বারা কিছুকাল মধ্যে মায়াকাশের কার্য্যের ভিতরে যে নির্ম্মল আত্মা আছেন তাঁহার অবলম্বন হয়। সেই অবলম্বন দ্বারা ভ্রান্তি-কালিমা দূর হয়। তখন ভ্রান্তির সংস্কার কলঙ্ক নির্ম্মুক্ত হইয়া অকলঙ্ক ভাব প্রাপ্তি হয়। ইহাহইলে সকল প্রাণীর ভ্রান্তির কার্য্যরূপ বাসনা এবং তাহার কারণরূপা অবিদ্যার অন্ত হয়। ইহাই মোক্ষ ইহাই পরম পুরুষার্থ। ইহা করিলেই তোমার মোক্ষ হইল।

বিশ্রান্তি উপদেশ সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

বিজ্ঞানাভ্যাস।

লীলার বৈরাগ্য প্রবল হইয়াছে। স্বামী বিয়োগে যেরূপ বৈরাগ্য স্বভাবতঃ আইসে বিচারে তাহাই প্রবল হইয়াছে কিন্তু বিচার অভ্যাস এখনও দৃঢ় হয় নাই। শুধু বুঝিলেই হইবে না। অভ্যাসটি দৃঢ় করা চাই তবে হইবে। লীলা শ্রীগুরুকে সম্মুখে রাখিয়া বলিতেছে—

আমি রাজ্ঞী লীলা। আমার এই রাণীদেহ মাতার উদরে আসা হইতে পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে গঠিত হইয়াছে। বালিকা কাল, যৌবন কাল, প্রৌঢ় কাল পর্য্যন্ত ইহা নানা বিষয় ভোগ করিল। কিন্তু ইহার মূল কোথায় ছিল ?

গতবারের মরণ মূর্চ্ছার পরেই আমি যাহা হই নাই তাহাই হইয়াছি এই স্মরণটি আমার মধ্যে উঠিয়াছিল। আমার চিত্তে যে মূল বাসনারূপিণী মায়া ছিল তাহাই এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব বস্তু তুলিয়াছিল। ইহা আমার ভ্রম। কারণ আমি চেতন, আমি আত্মা। অমি জড় নই, আমি দেহ নই। আমার জন্মও হয় নাই, মরণও নাই। মরণ মূর্চ্ছাও নাই। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।"আবার তাহার পূর্ব্বের মরণ মূর্চ্ছায় বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী নামক ব্রাহ্মণ দম্পতী আমরা ছিলাম। ইহাও ভ্রম। এখন গত ভ্রম সংশোধনে প্রয়োজন নাই, উপস্থিত ভ্রম দূর করিতে হইবে।

এবারকার দেহ-ভ্রম দূর করিব—করিয়া স্বরূপে স্থিতি [illegible] করিব। সেই জন্যই মা তোমার আশ্রয় লইয়াছি। তুমি আমাকে ভাবনা রাজ্যে আসিতে শিখাইয়াছ। স্থূল সংসার ভুলিয়া সেই দহরাকাশে কত মানস পূজা করিতাম। আবার মানস পূজার অধিকার-লাভ জন্য—রজস্তমকে অধঃকৃত করিয়া সত্ত্বভাব লাভ করিবার জন্য, কত ত্রিরাত্রব্রত করিলাম। উপবাস ব্রতে সাত্ত্বিক হইয়া কত প্রকারে ইষ্টদেবীকে ভজিলাম। তবে তোমার দর্শন সেই ভাবনারাজ্যে মিলিল। মা এখানে কত কি অপূর্ব্ব হইয়া যায়। তুমিই এই সব করিয়া দাও। আমি দেখি—তোমায় ভজিতে ভজিতে, তোমায় দেখিতে দেখিতে, তোমায় যেন দেখি না।

দেখি—"আমি" "তুমি" হইয়াছে। আমি নাই—তুমিই আছ। আহা, তখন সেই রমণীয়দর্শন সম্মুখে। সেই পরমপদ সম্মুখে। নদী সমুদ্রে মিশিতেছে ; এখনও এক হইয়া সমুদ্র হইয়া যায় নাই। অত্যন্ত সুখের অবস্থায় ইহা।

এই সময়ে তাহাকে পাওয়া হইয়াছে। কত কথা তাহার সহিত হইতেছে। লীলা কত সাধের কথা বলিতেছে। ইহা কত সুন্দর ! সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া রমণীয়—দর্শনের মানসসেবা করিতে করিতে যখন ভাবনা গাঢ় হইয়া যায় তখন ভাবরাজ্যে সত্য সত্যই সেবা হয়। সত্যই যে হয়, তাহার চিহ্ন সাত্ত্বিক বিকার। বাহ্যদশা ভূল, অন্তর্দ্দশায় অবস্থান। সেই সময়ের কথবার্ত্তা কত সুন্দর। তুমি আবার এই ভাবকে দৃঢ় করিবার জন্য যখন পূর্ণ আনন্দের সময়ে অদৃশ্য হইয়া যাও, রাসলীলা করিতে করিতে যখন হটাৎ লুকাইয়া যাও তখন ভাবনা-রাজ্যে বিরহ হয়। সেই বিরহে যে আনন্দ উচ্ছ্সিত, উৎকণ্ঠাস্ফুটিত, বিরহ ব্যথার উক্তি তাহা ত কথায় বলা যায় না। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
আমি কারে বা বুঝাই মা।
এরা হ'ল সবাই কৃষ্ণের অনুরাগী।

সকল ইন্দ্রিয় তাহাকে ভোগ করিয়াছে। সবাই অনুরাগী হইয়াছে। কেহই আর ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না। চক্ষু অন্তরে সেই নয়নাভিরাম রূপ দেখিতে চায়, কর্ণ অন্তরে সেই শ্রবণাভিরাম বাক্য শুনিতে চায়, নাসিকা সেই ঘ্রাণোন্মাদকারী গন্ধ পাইতে চায়, জিহ্বা সেই সুধাস্বাদের জন্য কাতর হয়। কাহাকেও আর থামাইয়া রাখা যায় না। আর—

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

এই ব্যাকুলতা পূর্ণ হইলে সেই ঈপ্সিততম, সেই দয়িত, সেই আমার সকল সাধের সমষ্টি আবার দেখা দেয়, আবার আদর করে। তখন কি হয় তাহা ত বলা যায় না। চক্ষে চক্ষু আবদ্ধ—কি যে দেখে তাহা ত বলা যায় না। নয়ন-ভ্রমর

ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুখপদ্মমধ্যে যখন উপবেশন করে তখন ত কথা থাকে না। আবার যখন কথা ফুটে তখন কি কথা বাহির হয়? কবি সুন্দর বলিয়াছেন। বলেন—

কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে॥

তোমায় যে সব দিতে ইচ্ছা করে, যা আমার প্রিয় আছে। যা আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তাই তোমায় দিতে ইচ্ছা করে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আমার কি? আমার এই অমৃত, আমার এই প্রাণ, আমার এই মুখ্যপ্রাণ, আমার এই চৈতন্য, আমার এই আত্মা; এই তুমি নাও। আহা যাহা তোমায় দিব তাই যে তুমি।

তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হ'য়ে রব হে।"

ভক্তি পথে এই সব।

লীলার এই সমস্ত শেষ হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ লীলা ইহা করিয়াছে। তবুও যেন এখনও হয় নাই। তাই কখন কখন ইষ্টদেবীর সহিত আমি তুমি ভেদ হইয়া পড়িতেছে। আর ইষ্টদেবী, এই আমি বোধটিকে সেই অপরিছিন্ন শুদ্ধ বোধ স্বরূপে তুলিয়া দিতেছেন।

লীলা বলিল, মা! যে অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বদা সেই পরমপদের স্মরণ হয়, যেরূপ অভ্যাসে আর কখনও সেই একমাত্র সত্য বস্তুকে ভুলিয়া থাকিতে পারা যায় না সেই বিজ্ঞানাভ্যাস আমাকে বলুন।

দেবী। প্রথম প্রথম বাসনাক্ষয়ের জন্য বিজ্ঞানাভ্যাস আবশ্যক। প্রথম প্রথম নিত্যক্রিয়া অন্তে বিজ্ঞানাভ্যাস আবশ্যক। আবার ব্যবহারিক কার্য্যেও বিজ্ঞানাভ্যাসের প্রয়োগ আবশ্যক। পরে যখন কোন কিছুতে আর সেই পরম-পদের ভুল হইবে না, তখন হইবে সেই রমণীয় দর্শনে স্থিতি। বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা প্রথমে যখন বাসনা দগ্ধপটের মত হইয়া যাইবে, যখন বাসনাবীজ হইতে সংসার মহীরূহ আর জন্মিবে না—তখন—এই দেহে যদি তাহা লাভ করা যায় তবে হইবে জীবন্মুক্তি। জীবমুক্তের ব্যবহারিক কার্য্য থাকে। কিন্তু তাহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য। এ সমস্ত বাসনা বটে কিন্তু দগ্ধপট যেমন পট নহে ভস্ম মাত্র সেইরূপ জীবমুক্তের বাসনা—বাসনা নহে। বাসনা ক্ষয়ের কথা পরে বলিব। এখন বিজ্ঞানাভ্যাস কাহার নাম অগ্রে তাহাই শ্রবণ কর।

লীলা। অভ্যাস শুনিতেই আমার প্রথম আগ্রহ জন্মিয়াছে। মা! তুমি বল।

দেবী। শুধু শুনিলেই হইবে না। কিন্তু—

বাসনা তানবে তস্মাৎ কুরু যত্নমনিন্দিতে।
তস্মিন্ প্রৌঢ়িমুপায়াতে জীবন্মুক্তা ভবিষ্যসি॥ ১৩॥

অনিন্দিতে! তুমি বাসনাক্ষয়ে যত্ন কর। বাসনাক্ষয় বদ্ধমূল হইলে তুমি জীবন্মুক্ত হইবে। আর তুমি যে লোকান্তর দেখিতে চাহিতেছ তাহা তুমি কিছুতেই দেখিতে পাইবে না যতদিন তোমার শীতল বোধচন্দ্রমা ভরিতাবস্থা লাভ না করে। বোধপূর্ত্তি বাসনা—তানবাভ্যাসের ফল। পূরিত বোধ হইলে তুমি স্থূল দেহ এইখানে স্থাপিত করিয়া লোকান্তর দর্শন করিতে পারিবে। যদি বল আমার দেহে মিলিত হইয়া তুমি সেখানে যাইতে পার—না তাহা হয় না। মাংস দেহ অমাংস দেহ বা চিন্ময় আতিবাহিক দেহে সংশ্লিষ্ট হইবার নহে। মাংস দেহ চিত্তশরীরে বা ভাবনাময় দেহে মিলিত হইয়া কোন ব্যবহারিক কার্য্য করিতে পারেনা। "নতু চিত্তশরীরেণ ব্যবহারেষু কর্ম্মসু"॥ ১৫॥ যাহা বলিলাম সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারে। আমরা শাপ ও বর দিয়া যোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি কিন্তু অযোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিনা। তোমাকে স্থূল শরীরে পরলোক দেখান অসম্ভব।

অববোধঘনাভ্যাসাৎ দেহস্যাস্যৈব জায়তে।
সংসার বাসনাকার্শ্যে নূনং চিত্তশরীরতা॥ ১৭॥

আমি চেতন আমি ইহা অনুভব করি। চেতন যাহা তাহার উপরে মণির ঝলকের মত স্পন্দশক্তিবিশিষ্ট কল্পনা যেন ভাসে। কল্পনাও মিথ্যা। ভাসাও মিথ্যা। তথাপি ভ্রম জ্ঞানে মনে হয় যেন ভাসে। পুনঃ পুনঃ এই ভ্রমের আবৃত্তিতে ইহাই দৃঢ় হইয়া—যাহা কিছু নয় তাহাকেই স্থূল দেহ, স্থূল জগৎরূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমি যেমন চেতন আর তাহার উপরে একটা মিথ্যা দেহ ভাসিয়াছে সেইরূপ পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ যিনি তাঁহাকেই, ভ্রমজ্ঞানটা, এই স্থূল বিচিত্র জগৎরূপে, দেখাইতেছে। কাজেই প্রতি স্থূল বস্তু যাঁহার উপর ভাসিয়াছে অথবা সর্পভ্রম

যে রজ্জুর উপরে ভাসিয়াছে প্রথমে বিশ্বাসে প্রতি দেহ ও প্রতি দেহের কার্য্যকে মায়া বলিয়া বা মায়ার কার্য্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং সর্ব্বদা সেই জ্ঞান স্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যকে স্মরণ করিতে হইবে। আবার সাধনা দ্বারা ভিতরেও সেই চৈতন্যের অনুভব করিতে হইবে। এইরূপে নিরন্তর জ্ঞানাভ্যাসে এই দেহেই সংসার বাসনা কৃশ হইলেই নিশ্চয়ই এই দেহেই চিত্ত-শরীরতা বা আতিবাহিকতা লাভ হইবেই। মণির ঝলকে যে কত কি বিচিত্র সৃষ্টি দেখা যাইতেছিল সেই দৃশ্যদর্শন, বাসনা ক্ষয়েই ক্ষয় হইবে। এবং ঝলক জড়িত মণিটি মাত্র দেখা যাইবে। এই ঝলক বা অতিমণিটি আত্মার আতিবাহিক দেহ।

উদেষ্যন্তী চ সৈবাত্র কেনচিন্নোপলক্ষ্যতে।
কেবলন্তু জনৈর্দ্দেহো ম্রিয়মাণোবলোক্যতে ॥ ১৮ ॥

সা আতিবাহিকতা চ মরণকালে অত্র অস্মিন্নেব শরীরে উদেষ্যন্তী। কেনচিৎ ম্রিয়মাণেন জীবিতা বা নোপলক্ষ্যতে। তদ্বথা পেশস্কার ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ সেই আতিবাহিকতাটি মরণকালে এই শরীরেই উদিত হয়। তাহা কিন্তু মৃত বা জীবিত কেহই দেখে না। আতিবাহিক দেহ জন্মিলেও মৃত ব্যক্তির নিজের অজ্ঞান কল্পিত দেহারম্ভক ভূতাংশ সম্বলিত দেহটিই পরলোকে যায়। সেই দেহের অতি-বহন হইলেও তাহারা তাহা দেখে না। না দেখিলেও আতিবাহিকতার কোন বিরোধ হয় না। জীব যখন মরে তখন সে দেখে যে তাহার স্থূল দেহই যেন রহিয়াছে। এটা মরণমূর্চ্ছা কালে স্থূলদেহের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকাতে আতিবাহিক দেহকেই স্থূল দেহ এখনও রহিয়াছে ভাবনা করে মাত্র। কিন্তু স্থূল দেহটা পড়িয়া থাকে, আতিবাহিক শরীরেই জীব লোকান্তরে যায়। এইটাই পার-লৌকিক দেহ। এই দেহটা নিজ অনাদি অজ্ঞানকল্পিত সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

দেহস্ত্বয়ং ন ম্রিয়তে ন চ জীবতি কিঞ্চ তে।
কে কিল স্বপ্নসঙ্কল্পভ্রান্তৌ মরণজীবিতে ॥ ১৯ ॥

যদিও এই সমস্ত তোমায় বুঝাইতেছি—ইহা কিন্তু অজ্ঞানে কার্য্য যাহা হয় তাহাই বলিতেছি মাত্র। প্রকৃত কথা কি জান দেহ মাত্রই অবাস্তব এই জন্য এই

দেহের আবার বাস্তব মরণই বা কি আর বাস্তব জীবনই বা কি তাহাই বল। কোন্ ব্যক্তি বল স্বপ্নভ্রান্তি বা সঙ্কল্প ভ্রান্তি দ্বারা মৃত ও জীবিত হয়?

জীবিতং মরণঞ্চৈব সঙ্কল্প পুরুষে যথা।
অসত্যমেব ভাত্যেবং তস্মিন্ পুত্রি শরীরকে ॥ ২০ ॥

পুত্রি! মনের সঙ্কল্প দ্বারা মনে মনে একটা মানুষ কল্পনা করা হইল। তার জীবন আর মরণটা কি তাই বল? এই শরীরটাও সেইরূপ অবাস্তব হইলেও আছে বলিয়া ভ্রম হয়। "তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।"

লীলা। তদেতদুপদিষ্টং মে জ্ঞানং দেবি! ত্বয়ামলম্।
যস্মিন্ শ্রুতিগতে শান্তিমেতি দৃশ্যবিষূচিকা ॥ ২১ ॥
অত্রোপকুরু মে ব্রূহি কোভ্যাসঃ কীদৃশোথ বা।
স কথং পোষমায়াতি পুষ্টে তস্মিংশ্চ কিং ভবেৎ ॥ ২২ ॥

দেবি! এই ত আমাকে অমল জ্ঞান আপনি উপদেশ করিলেন। ইহা শ্রুতি-গত হইলে দৃশ্যবিষূচিকা শান্ত হয়। এই জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিলে দেহ, মন, জগদাদি দৃশ্য দর্শন রোগ সারিয়া যায়। এখন বলুন অভ্যাস কি, বাসনাক্ষয় বিষয়েই বা ইহা কিরূপে উপকারী। কিরূপে এই অভ্যাস পুষ্টি লাভ করিবে আর এই অভ্যাস পুষ্টি লাভ করিলেই বা কি হইবে?

দেবী। যে যাহা করে, বিনা অভ্যাসে এই জগতে তাহা সিদ্ধ হয় না।

বিনাভ্যাসেন তন্নেহ সিদ্ধিমেতি কদাচন ॥ ২৩ ॥

কোন কিছুই বিনা ভ্যাসে কখনই সিদ্ধ হয় না। যে বোধে দৃশ্য দর্শন অসম্ভব হয় সেই বোধের যে অভ্যাস তাহাই হইল অভ্যাস।

যাহা পাইতে তোমার অভিলাষ তজ্জন্য তুমি—

তচ্চিন্তনং তৎকথনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেক পরত্বঞ্চ তদভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ২৪ ॥

যাঁহাকে পাইতে চাও তাঁহাকেই চিন্তা কর। "অসন্দিগ্ধং স্ববুদ্ধ্যারোহায় চিন্তনং।" সন্দেহ শুন্য হইয়া আপনার উত্তম বুদ্ধিতে আরোহণ জন্য চিন্তা কর।

উত্তম বুদ্ধি, বিচার করিয়া বলিয়া দেয় যাহা ভুল তাহা চাই না, যাহা চিরদিন থাকে না তাহাও চাই না; যাহা অল্প তাহা চিরদিন থাকে না বলিয়া অল্প চাই না; যাহা দুঃখ তাহা চাই না। চাই—যাহা নিত্য, যাহা অভ্রান্ত, যাহা আনন্দ। যাহা চাও সর্ব্বদা মনে মনে তাঁহার চিন্তা কর এবং অভিজ্ঞ অন্য বুদ্ধিমান জনগণের নিকট হইতেও তাঁহার সংবাদ পাইবার জন্য তাঁহাদের সহিত তাঁহার কথা কও। "অভিজ্ঞ বুদ্ধ্যন্তর সম্বাদায় কথনং।" তাঁহার সম্বন্ধে যাহা অনুভবে আসে নাই তাহা অনুভবে আনিবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। "পরস্পরাজ্ঞাতাংশ প্রবোধায়ান্যোন্য প্রবোধনম্।" এই সমস্ত উপায়ে সেই জ্ঞেয়বস্তু সম্বন্ধে অসম্ভাবনার নিবৃত্তি হইবে। অসম্ভাবনা দূর হইলে যাহা পাইতে চাও তৎপরায়ণ হইতে পারিবে। সর্ব্বদা সেই এক পরায়ণ হইলে আর তোমার তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিপরীত ভাবনাও থাকিবে না। চিন্তন, কথন, পরস্পর ভাব জাগান—এই সমস্ত দ্বারা সর্ব্বদা সেই একপরায়ণ হওয়ার নাম অভ্যাস। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ ইহাই বলেন।

যাঁহারা যাহা চাই তদ্ভিন্ন অন্য সকল বস্তুতেই বিরক্ত, যাঁহারা মহাত্মা, যাঁহারা অন্তর্ভব্যা—অন্তরে শান্ত, দুরন্ত নহেন তাঁহারা মোক্ষ লাভের জন্য ভোগ ভাবনা, ক্ষয়কে ভাবনা করুন। এইরূপ ব্যক্তি সংসারে জয়যুক্তও হয়েন।

এ জগতে গ্রহণ যোগ্য কিছুই নাই—চক্ষুর রূপ গ্রহণ, কর্ণের শব্দ গ্রহণ, মনের বিষয় গ্রহণ, হস্তের স্থূল ধন ভিক্ষাদি গ্রহণ এই সর্ব্বপরিগ্রহ ত্যাগ লক্ষণরূপ সৌন্দর্য্য দ্বারা এবং তজ্জন্য বৈরাগ্য রসের দ্বারা যাঁহাদের মতি রঞ্জিত হইয়া আনন্দে স্পন্দন করে তাঁহারাই উৎকৃষ্ট অভ্যাসী।

শুধু গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই ইহাই নহে কিন্তু জ্ঞেয় বলিয়া কোন কিছুরই একেবারেই অস্তিত্ব নাই। যাহাকে চাই, তাহাই আমি, তাহা ছাড়া অন্য সকল বস্তুর অত্যন্ত অভাব—ইহা যিনি অধ্যাত্মশাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা বোধ করিতে যত্ন করেন তিনি ব্রহ্মাভ্যাসে অবস্থিত।

সৃষ্টি বলিয়া কোন কিছু আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, সর্ব্বকালে দৃশ্য বলিয়া কোন কিছুও নাই, এই জগৎ আমি তুমি ইত্যাদি নাই এই বোধের যে অভ্যাস তাহাই হইল অভ্যাস।

দৃশ্যাসম্ভবেবোধেন রাগদ্বেষাদি তানবে।
রতির্ব্বলোদিতায়াসৌ ব্রহ্মাভ্যাস উদাহৃতঃ ॥ ২৯ ॥

দৃশ্য বলিয়া কোন কিছু নিতান্ত অসম্ভব এই বোধ দৃঢ় হইলে রাগ দ্বেষ ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন দৃশ্য অসম্ভব এই মনন জন্য বিষ্যাবপনার যে দৃঢ়তা তাহা হইতে উদিত যে আত্মরতি তাহাকেও ব্রহ্মভ্যাস বলে।

দৃশ্যাসম্ভব বোধেন রাগদ্বেষাদি তানবম্।
তপ ইত্যুচ্যতে তস্মান্ন জ্ঞানং তচ্চ দুঃখতৎ ॥ ৩০ ॥

যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সর্ব্বকালে মিথ্যা, এবং রাগদ্বেষের ক্ষীণতা ইহা ভিন্ন যে তপস্যা তাহা অজ্ঞানকল্প এবং দুঃখ ভোগ প্রদ।

তপস্যা বলিয়া কোন জানোয়ার নাই তাহার চারিটি পাও নাই পুচ্ছও নাই তপস্যা অর্থ দৃশ্যের অত্যন্ত অভাব বোধ আর রাগ দ্বেষের ক্ষয়।

দৃশ্যাসম্ভব বোধোহি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কথ্যতে।
তদভ্যাসেন নির্ব্বাণমিত্যভ্যাসো মহোদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

যে বোধের উদয়ে দৃশ্যদর্শন নিতান্ত অসম্ভব হয় সেই বোধটিই জ্ঞান, সেইটিই জানিবার বস্তু। ঐ বোধের অভ্যাসই মহান্ অভ্যাস। তাহাই নির্ব্বাণ।

এইরূপ অভ্যাসযুক্ত চিত্তে সর্ব্বপ্রকার তাপের উপশম হয়। তখন সর্ব্বদা বিবেক বোধাভ্যাসরূপ হিমশীতল বারি দ্বারা আত্মা হইতে সংসাররূপ কৃষ্ণপক্ষ নিশায় আগত মোহনিদ্রা অপগত হয়। শরৎ কালে মহতী নীহার পটলী যেমন বিশীর্ণ হয় সেইরূপ।

লীলা। মা! আমি কি অপূর্ব্ব অবস্থা অনুভব করিতেছি। এই স্থূল দেহ যেন আমাকে চেষ্টা করিয়া অনুভব করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যেমন হস্ত পদাদির অনুভব করিতাম এখন যেন চেতনা স্থূল ছাড়িয়া কোন সূক্ষ্ম রাজ্যে চলিয়াছে। ইহার পরে কি হইবে?

দেবী। ইহার পরে সমাধি লাগিবে। বাসনাক্ষয় হইলেই সমাধি লাগে। এই সময়ে তুমি বাসনাক্ষয়ের কথা আবার শ্রবণ কর।

লীলা। জগৎ নাই জগৎ নাই করিলে দৃশ্যদর্শন দূর হয় না। কিন্তু আমি

চেতন ইহা অনুভব করিতে করিতে জগৎ দর্শন থাকে না। আপনি বলুন বাসনা ক্ষয়ে জগৎ দর্শনের অভাব কিরূপ ?

যথা স্বপ্ন পরিজ্ঞানাৎ স্বপ্ন দেহো ন বাস্তবঃ।
অনুভূতোপ্যয়ং তদ্বৎ বাসনাতানবাদসন্॥ ১॥

স্বপ্ন বলিয়া জানিলে যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট দেহ বাস্তব বলিয়া বোধ হয় না সেইরূপ এই স্থূলদেহ অনুভূত হইলেও বাসনা ক্ষয় হইলে ইহা অসৎ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। স্বপ্ন জ্ঞান হইলে স্বপ্ন দেহ যেমন গলিয়া মিথ্যা হইয়া যায় সেইরূপ বাসনা ক্ষীণ হইলে এই জাগ্রৎ দেহও অনুভব সীমায় আইসে না।

স্বপ্নসঙ্কল্প দেহান্তে দেহোয়ং চেত্যতে যথা।
তথা জাগ্রদ্ভাবনান্তে উদেত্যেবাতিবাহিকঃ॥ ৩॥

স্বপ্নে সঙ্কল্পদেহ দর্শন অন্তে যখন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় তখন যেমন আবার এই স্থূল দেহের অনুভব হয় সেইরূপ জাগ্রতে দেহকে যে আমি আমি ভাবনা করা হইয়াছে সেই অহম্ভাবনা নাশ হইলেই অতিবাহিক দেহের উদয় হয়। মণির যে ঝলক, সেই মণি-আবরক ঝলককে যেমন মণি সম্বন্ধে আতিবাহিক বলে সেইরূপ চেতনের আচ্ছাদক স্পন্দনধর্ম্ম সঙ্কল্প বা ভাবনাকে আতিবাহিক দেহ বলে।

স্বপ্নে নির্ব্বাসনাবীজে যথোদেতি সুষুপ্ততা।
জাগ্রত্যবাসনাবীজে তথোদেতি বিমুক্ততা॥ ৪॥

স্বপ্নকালে বাসনার বীজ পর্য্যন্ত যখন আর উঠে না—বাসনা বীজের উচ্ছেদ ইহা বলা হইতেছে না কারণ পরে আবার স্বপ্নও হইতে পারে—বলা হইতেছে বাসনা বীজ অনুদ্ভূত থাকিলে যেমন সুষুপ্তি ভাবের উদয় হয় সেইরূপ জাগ্রৎ কালে সর্ব্ববাসনা বীজ বাধিত হইলে বিমুক্তভাব বা জীবন্মুক্তির উদয় হয়। লীলা! তুমি জাগ্রৎ কালেও অবাসনাবীজ হইয়া যাও, সমস্ত বাসনার বীজ পর্য্যন্ত বাধিত কর তবেই জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে। জাগ্রৎ কালে সুষুপ্তির অবস্থা সর্ব্বদা ভাবনা করিতে যদি পার, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। জাগ্রতে ভাবনাতে এই অবস্থা পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর ক্রমে হইবে।

লীলা—মা! জীবন্মুক্তের কি বাসনা উঠে না?

দেবী—যেয়ন্তু জীবন্মুক্তানাং বাসনা সা ন বাসনা।
শুদ্ধ সত্ত্বাভিধানং তৎ সত্তাসামান্যমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

জীবন্মুক্তদিগের ও বাসনা থাকে কারণ তাঁহারাও ব্যবহারিক কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু জীবন্মুক্তদিগের যে বাসনা তাহা বাসনা নহে। যেমন দগ্ধপটকে আর পট বলে না তাহাকে ভস্মই বলে সেইরূপ উঁহাদের যে বাসনা তাহা অধিষ্ঠান সত্ত্ব,—তাহা শুদ্ধ বাসনা মাত্র। তাহা শুদ্ধসত্ত্ব নামক সত্তা-সামান্য। সমুদ্রের শান্ত জল যেমন তরঙ্গ রূপে প্রতীয়মান হয় আর তরঙ্গ না থাকিলে শান্ত জলই থাকে, সেইরূপ চৈতন্যসমুদ্রের তরঙ্গ এই বাসনা। অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরে এই বাসনারাজির খেলা হয়।

মায়াকে মূলবাসনা বলা হইয়াছে। মায়াকেও অনাদি অবিদ্যা রূপা মূলবাসনা বলে। মায়া যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভাসেন তাহাই অধিষ্ঠান চৈতন্য। এই বাসনা হইতে বিচিত্র সৃষ্টি। মায়ার সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা যাহা তাহাকেই বলে অব্যক্ত। সাম্যাবস্থারূপ শুদ্ধ-সত্ত্বাবস্থা যাহা তাহাই পরমপদকে আবরণ করিয়া রাখে। চৈতন্যই আছেন, চিন্মণিই আছে, তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া স্বভাবতঃ যে ঝলক ভাসার মত বোধ হয় তাহা রজ্জুতে সর্পভাসার মত মিথ্যা। সাম্যাবস্থা যাহা তাহা চিৎ কে চিৎ শক্তি রূপেই বিবর্ত্তিত করে। বাসনার নাশ হইলে ইহা দগ্ধবীজের মত আর কোন সৃষ্টি করিতে পারে না। বাসনাজাল দগ্ধপটের মত তখনও জীবন্মুক্ত আত্মার উপরে আবরক রূপে পড়িয়া থাকিলেও ইহাদিগকে বাসনা বলা যায় না; কারণ ইহারা আত্মদেবকে আর কোন কর্ম্মে অহং অভিমান বিশিষ্ট করিতে পারে না। আত্মা আপন স্বরূপে আপনি আপনি ভাবে থাকেন। ইহারা সত্তা-সামান্যে পর্য্যবসিত হয়। জীবন্মুক্তের বাসনা ও ব্যবহারিক কর্ম্ম—কর্ম্ম হইয়াও কর্ম্ম নহে। বাসনা দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম। তাই বলা হইল তাঁহাদের বাসনা, বাসনা নহে, তাহা শুদ্ধসত্ত্ব অথবা সত্তা-সামান্য।

যা সুপ্তবাসনা নিদ্রা সা সুষুপ্তিরিতি স্মৃতা।
যৎ সুপ্ত বাসনং জাগ্রৎ খনোঽসৌ মোহ উচ্যতে ॥ ৬ ॥

নিদ্রা কালে বাসনা সকল সুপ্ত বা অনুদ্ভূত হইলে হয় সুসুপ্তি আর জাগ্রৎ অবস্থায় বাসনা সকল অভিভূত হইলে হয় মোহমূর্চ্ছা। বাসনার অনুদ্ভব ও অভিভব অবস্থাতে যথাক্রমে সুষুপ্তিও মোহ ঘটে।

আবার নিদ্রাকালে বাসনা প্রক্ষীণ হইলে তাহা তুরীয়, আর জাগ্রতে বিচার বলে জ্ঞানোদ্রেক দ্বারা বাসনাপুঞ্জ সমূলে উন্মুলিত করিতে পারিলেও তুরীয় অবস্থা লাভ হয়। তুরীয়কে পরমপদ প্রাপ্তি বলে। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই।

প্রক্ষীণ বাসনা মেহ জীবতাং জীবনস্থিতিঃ।
অমুক্তৈরপরিজ্ঞাতা সা জীবন্মুক্ততোচ্যতে॥ ৮॥

এই সংসারে জীবিত জনের যে বাসনাশূন্য জীবনস্থিতি তাহারই নাম জীবন্মুক্তি। অমুক্ত—সংসারে আবদ্ধ জনের ইহা অজ্ঞাত।

শুদ্ধ সত্ত্বানুপতিতং চেতঃ প্রতনুবাসনম্।
আতিবাহিকতামেতি হিমং তাপাদিবাম্বুতাম্॥ ৯॥

বরফ তাপযোগে জল হয়। ঘনবাসনাই চিত্ত। বাসনা ক্ষীণ হইলে চিত্তও শুদ্ধসত্ত্বে অনুপতিত হয়—শুদ্ধ সত্ত্বে চির প্রতিষ্ঠিত হয়। বাসনাক্ষয়ে চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই হইল আতিবাহিক ভাব। দগ্ধপট যেমন পট নহে, পটের আকার ভস্ম মাত্র সেইরূপ বাসনা ক্ষয়ে চিত্ত চিত্ত নহে, চিত্তের আকারবিশিষ্ট আতিবাহিকতা মাত্র। এই আতিবাহিক দেহটি নিতান্ত সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী। এই স্থূলদেহে যে পরলোক দর্শন হয় না তাহার কারণ এই যে—

আতিবাহিকতাং যাতং বুদ্ধং চিত্তান্তরৈর্মনঃ।
সর্গজন্মান্তরগতৈঃ সিদ্ধৈর্ম্মিলতি নেতরৎ॥ ১০॥

আতিবাহিকতা প্রাপ্ত প্রবুদ্ধ মনই, জন্মান্তরীয় ও সৃষ্ট্যন্তরীয় বস্তু দেখিতে পায় এবং দেব-যোগ্য সিদ্ধ শরীরের সহিত মিলিত হইতে পারে। স্থূলমন বা স্থূলচিত্ত ঘনবাসনাযুক্ত বলিয়া আতিবাহিক মনের সহিত মিলিতে পারে না।

লীলা!—তোমার অহম্ভাব—তোমার দেহাভিমান যখন জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা শান্ত হইবে তখন তোমার এই দৃশ্যজ্ঞান দূর হইবে, তখন তোমাতে স্বভাবতঃ

বোধতা চিৎ স্বরূপতা উদিত হইবে। স্মরণ রাখ, যে বোধে দৃশ্যদর্শনটি অসম্ভব হইয়া যাইবে সেই বোধের যে অভ্যাস তাহাই হইল বিজ্ঞানাভ্যাস।

আতিবাহিকতা জ্ঞানং স্থিতিমেষ্যতি শাশ্বতীম্।
যদা তদা হ্যসঙ্কল্পান্ লোকান্ দ্রক্ষ্যসি পাবনান্॥ ১২॥

জ্ঞানের অভ্যাসে বাসনা ক্ষীণ হউক। তখন আতিবাহিক জ্ঞান পাইবে। প্রথমে আতিবাহিক হইয়া যাও। যখন তোমার আতিবাহিক জ্ঞান অবিনশ্বর ভাবে স্থিতি লাভ করিবে তখন তুমি কোন প্রকারে আর সঙ্কল্প দূষিত থাকিবে না। তখন তুমি পবিত্র হইয়া পবিত্র লোক সকল, সিদ্ধ পুরুষ সকল দেখিতে পাইবে।

জ্ঞানাভ্যাসে বাসনা ক্ষীণ কর, যাহা দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে। প্রথমে ক্রিয়া দ্বারা শরীর হইতে এবং বাসনা শরীর বা মন হইতে ছাড়িয়া থাকা কি তাহা বুঝিতে হয়। আবার সৎসঙ্গ দ্বারাও ইহা যে অনুভব হয় তাহাও জানিতে হয়। পরে বিচার দ্বারা ইহা অনুভব করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এতদভ্যাসে যখন ইচ্ছা-শক্তির পূর্ণ বল লাভ হয় তখন ইচ্ছা মাত্রই শরীর মন হইতে ছাড়িয়া থাকা হয় অর্থাৎ আপন স্বরূপে থাকা হয়। চতুষ্পাদ ব্রহ্মে মায়া কোথায় ইহার ধ্যান তখন সহজ হয়।

৯ম অধ্যায়।

বক্তা ও শ্রোতা।

শ্রোতা। এই কি তোমার উপন্যাস ?

বক্তা। না।

শ্রোতা। না কি ?

বক্তা। আমার নয়।

শ্রোতা। তবে কার ?

বক্তা। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের।

শ্রোতা। সে স্থান কাল পাত্র ত নাই। তবে এ সব—

বক্তা। এ সব বাতুলতা—কেমন ?

শ্রোতা। তাত এক রকম বটেই।

বক্তা। সেটা কিন্তু সকলে কি বলে ?

শ্রোতা। তুমি কি তা বল না ?

বক্তা। তা বলি না।

শ্রোতা। তুমি কি বল ?

বক্তা—নিতান্তই শুনিবে ? আচ্ছা। ঋষিগণ এমন কথা বলেন যাহা সকল কালেই এক। রামায়ণ মহাভারত চিরকালের জন্য। যাহা সত্য তাহা চির দিনই এক। তিন কালেই এক। রামায়ণ মহাভারত কি কখন পুরাতন হইয়াছে,—না হইবে ? ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের মহারামায়ণও রামায়ণ। ভগবান্ ব্যাসদেবের অধ্যাত্ম রামায়ণও রামায়ণ। ইহা ভিন্ন আরও রামায়ণ আছে। আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ আরও কত।

যুগে যুগে রামায়ণ হয়। কল্পে কল্পে হইয়া আসিতেছে। আবার এক এক কল্পে যে সব যুগ আছে তাহার প্রতি যুগের ভিতরে সকল যুগ গুলিই আছে। যেমন সত্ত্বরজস্তম এই গুণ কখন পৃথক হইয়া থাকে না সেইরূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগও কখন একা একা থাকে না। সত্য যুগের ভিতরেও,

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি থাকে। আর কলি যুগেও দ্বাপর ত্রেতা সত্য যুগ আছে। এই কলি যুগের আর্য্য বংশধর গণের উপসনার অবলম্বন গুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর বুঝিবে। শিবশক্তি, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ একালেও এই সকলের উপাসনা চলিতেছে। ইহা ভুল নহে। কারণ ভাবনা রাজ্যে যাও যে যাঁহার উপাসনা করেন তাঁহাকেই তিনি সর্ব্বদা প্রাপ্ত হয়েন। আবার উপাসনা গাঢ় করিতে পারিলে স্থূলেও প্রাপ্ত হয়েন। ভাবনা রাজ্যে যাহা থাকে, ভাবনা রাজ্যে যাহা করা যায় তাহা মিথ্যা এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের উচিত একবার খাঁটি সত্য বস্তুর বিচার করা। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের শিষ্য হইয়া যদি তাঁহারা সত্যটি কি দেখিতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহাদের মনের ধাঁধা মিটিয়া যাইতে পারে এরূপ আশাও করা যায়। আর ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবকেও যদি তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন, যদি বশিষ্ঠ দেবের কথা তাঁহারা না মানিতে চান তবে বুঝিয়া দেখা উচিত তাঁহাদের মত অর্ব্বাচীনের কথা কয়দিন লোকে মানিবে ?

শ্রোতা—বুঝিলাম তুমি কি বলিতেছ। এখন বক্তা ও শ্রোতায় কি বলিতে চাও, বল।

বলিতেছি আর পূর্ব্বেও বলিয়াছি মণ্ডপোপাখ্যানের নাম করা হইয়াছে লীলা উপন্যাস, এ উপন্যাস চিরদিনের জন্য, সকল কালের জন্য। রাজা পদ্ম ও রাণী ইহারাই পূর্ব্বে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও অরুন্ধতী ব্রাহ্মণী ছিলেন। এই বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর কাছে এখনও ব্রাহ্মণ দিগকে যাইতে হয়। বিবাহের কুশণ্ডিকার মন্ত্রে কাহার কাছে সংযম শিক্ষা এখনও লোককে করিতে হয় দেখিলেই ইহা বুঝা যায়! তাই স্থান কাল পাত্রের কথা একটু বলা হইতেছে।

এই উপাখ্যানের বক্তা ভগবান্ বশিষ্ঠ আর শ্রোতা শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র। যে স্থানে এই উপাখ্যান বলা হইয়াছিল সে স্থান সরযূ নদীর তীরে রাজা দশরথের রাজসভায়।

সেই সরযূ এখন ও আছে সেই অযোধ্যা এখনও আছে। আর সেই রাম, সেই বশিষ্ঠ, সেই সভা ও সেই সভাসদ্ এখনও আছে। আধুনিক বৈষ্ণবেরা যেমন বলেন "কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়" আমরাও তাই বলি। সে ভাগ্য আমাদের নাই। যদি কখন তেমন ভাগ্যের উদয় হয় তবে ধন্য হইয়া যাইব। উদয় হইবে কিনা জানিনা। তবে এই বলিয়া চিত্তকে শান্ত রাখিবার

উপদেশ পাই যে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। কর্ম্মফলে বাসনা না রাখিয়া কর্ম্মগুলি তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া পালন করিতেই তিনি বলেন। নিত্য কর্ম্মের সঙ্গে স্বাধ্যায়ও থাকে। "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধ্যায় তিনিই বলেন। এ চেষ্টা—আজ্ঞা পালন জন্য।

বলিতেছিলাম যেখানে রঘুপতির উত্তর কোশলা ছিল এখনও সেই রঘুপতির জন্মস্থান, রাজা দশরথের গৃহ, সভা গৃহ সকলই আছে। যিনি দেখিতে জানেন, যিনি দেখিতে পারেন—তিনি দেখিতে পান। দেখেন,—স্থূলে নয়, কিন্তু ভাবনা রাজ্যে।

ভাবনা রাজ্যে দেখেন,—ভগবান্ বশিষ্টদেব রাজা দশরথের সভার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সেই সর্ব্বোচ্চ স্থানের সন্নিকটে—দুই পার্শ্বে ও সম্মুখে বিশ্বমিত্র নারদাদি মুনিগণ উপবিষ্ট। মুনিগণের সন্নিকটে রাজা দশরথ রাম লক্ষ্মণাদি। তৎ পশ্চাতে অন্যান্য সভ্যগণ উপবেশন করিয়াছেন। রাজা দশরথের পার্শ্বে স্বর্ণ সিংহাসনে এক কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ উপবিষ্ট। ইনি ব্যাসদেব।

মণ্ডপোপাখ্যানের বক্তা ভগবান্ বশিষ্টদেব। উপাখ্যানের নায়ক পদ্মরাজা ও নায়িকা লীলা রাণী, পূর্ব্বজন্মে ইঁহারা ছিলেন বশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও অরুন্ধতী ব্রাহ্মণী। এই ব্রাহ্মণ দম্পতীই প্রসিদ্ধ বশিষ্ট অরুন্ধতী কিনা তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। বক্তা বশিষ্ট দেব প্রশ্নকর্ত্তা রাম কে বলিতেছেন—রাম! বেদে যে কর্ম্ম কাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড আছে তন্মধ্যে প্রথম দুই কাণ্ডে আছে সাধনার কথা আর জ্ঞান কাণ্ডে আছে সাধ্যবস্তুতে স্থিতির কথা। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি কর,—করিয়া জ্ঞানানুষ্ঠানে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা মুক্তি লাভ কর।

উত্তম মধ্যম অধম এই ত্রিবিধ সাধক। যিনি সমস্ত বস্তুতে বিরক্ত তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া আমাতে একাগ্র চিত্ত হইবেন,—হইয়া সদ্যোমুক্তি অভিলাষ করিবেন। ইনিই উত্তম অধিকারী। ইঁহার প্রতি "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" আত্মাই আছেন, তিনি আপনি আপনি, আর কিছুই নাই, এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করা হয়।

সগুণ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া যিনি ক্রমমুক্তি ইচ্ছা করেন তিনি মধ্যম। ইহার প্রতি উক্‌থমুক্‌থ ইত্যাদি প্রাণ বিদ্যার উপদেশ।

সদ্যোমুক্তি বা ক্রম মুক্তিতে যাঁহার রুচি নাই—যিনি কিরূপে ধন ধান্য পুত্র কন্যা পশু বিত্তাদি হইবে সেইরূপ চেষ্টা করেন তিনি অধম। ইহার প্রতি সংহিতাদির উপাসনা বলা হইয়াছে।

জ্ঞান প্রচারের জন্য এই গ্রন্থের বক্তা বশিষ্ঠদেবের পৃথিবীতে আগমন।

পৃথিবীতে জ্ঞান অবতরনের প্রয়োজন কি হইয়াছিল? শ্রবণ কর।

চিৎস্বরূপ নির্গুণ পরমাত্মা হইতে স্বভাবতঃ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু প্রথমে উদিত হয়েন। সাগর হইতে যেমন তরঙ্গ উঠে এই পুরুষের উত্থান ও সেইরূপ। ইনি বিরাট পুরুষ।

এই বিরাট পুরুষের হৃদ পদ্ম হইতে, কেহ কেহ বলেন নাভিপদ্ম হইতে, সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়। বশিষ্ঠ দেব বলেন সমুদ্রে স্বভাবতঃ যেমন তরঙ্গ উঠে, সেইরূপ পরমব্রহ্ম স্বভাব হইতে মৎপিতা ব্রহ্মা ক্রিয়াশক্তিময় হইয়া উৎপন্ন হন। ব্রহ্মাই ঈশ্বর।

মন যেমন কল্পনা সৃজন করে, বেদ বেদাঙ্গবিৎ ব্রহ্মাও সেই রূপে এই ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সৃষ্টির এক পার্শ্বে এই জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের এক কোণে এই ভারতবর্ষ।

জগৎ সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা দেখিলেন আত্মজ্ঞানাভাবে জীব সমূহ জন্ম জরা মরণ ও নরক গতি প্রভৃতিতে নিতান্ত আতুর হইয়াছে।

ব্রহ্মা তখন প্রাণিগণের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের সুগতি দুর্গতি পর্য্যালোচনা করিলেন। তিনি দেখিলেন সত্যাদি যুগ জীবের স্বর্গ ও অপবর্গ (মুক্তি) লাভ করিবার জন্য সাধনা করিবার যোগ্য কাল। ঐ কাল ক্ষয় হইলে জীবের মোহ বৃদ্ধি হইবে। তজ্জন্য নরক লাভ অনিবার্য্য। এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি কারুণ্য পরবশ হইলেন।

জীবের আধি ব্যাধি জরা মরণ নিবারণেরও ক্রম আছে। তপস্যা, যজ্ঞ, দান, সত্য, তীর্থ এই গুলিতে দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। ইহারা প্রথম অবস্থায় আবশ্যক হইলেও আত্মতত্ত্ব জানা ব্যতীত সংসারতপ্ত জীবের চিরদিনের

জন্য শান্তির অন্য উপায় নাই। অজ্ঞানই সমস্ত দুঃখের মূল। আত্মজ্ঞানই অজ্ঞান-নাশের একমাত্র উপায়।

তখন তিনি—ভগবান বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—অজ্ঞান নিবারণ জন্য আমাকে সৃজন করিলেন। আমিও পিতার মত অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া পিতাকে অভিবাদন করিলাম। পিতা তখন আমাকে সত্যাখ্য-আসন পদ্মের উত্তর পাপাড়ীতে বসাইলেন। শুভ্র মেঘে যেমন চন্দ্র উপবেশন করেন, আমিও সেইরূপ উপবেশন করিলাম। রাজহংস যেমন সারসের কথা বলে, মৃগচর্ম্ম পরিধায়ী, আমার সহিত পিতার তখন সেইরূপ কথা হইতে লাগিল। পিতা আপন কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন বশিষ্ঠ! তুমি ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া যাও। পিতার অভিশাপে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া দিন দিন দুঃখী ও কৃশ হইতে লাগিলাম। সর্ব্বদাই ভাবিতাম এই সংসার-যাতনা কোথা হইতে আমাকে আক্রমণ করিল! পিতা আমাকে দুঃখী দেখিয়া বলিলেন, পুত্র! তুমি আমাকে দুঃখশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা কর। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম পিতঃ! জীবের দুঃখ কিরূপে আসিল—কিরূপেই বা তাহার শান্তি হইবে—আপনি শীঘ্র বলুন।

পিতা বলিলেন আত্মজ্ঞান প্রচারের জন্য তোমাকে শাপ-প্রদান দ্বারা অজ্ঞান-গ্রস্ত করিয়া জিজ্ঞাসু করিয়াছি। জিজ্ঞাসু না হইলে জ্ঞানসার উপদেশ শুনিবার অধিকারী কেহই হয় না। সেই জন্য এইরূপ করিয়াছিলাম। পিতা আমাকে আত্মজ্ঞান দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যাঁহারা সংসার-বিরক্ত বিচারপরায়ণ তুমি তাঁহাদিগকে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান প্রদান কর। আমি সর্ব্বদা জ্ঞান দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। সংসারে যতকাল উপদেশযোগ্য লোক থাকিবে ততকাল এখানে আমাকে থাকিতে হইবে।

এই ভাবে আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। সনৎকুমার এবং নারদাদিও এইরূপে পৃথিবীতে প্রেরিত হইলেন। মহর্ষিগণ জীবের মোহনাশ-জন্য পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ, পুণ্য ও জ্ঞান উপদেশ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রচারক্রমও এখানে বলিতেছি। মহর্ষিগণ প্রচার জন্য পৃথক্ পৃথক্ দেশ বিভাগ করিয়া সেই সেই দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজা নির্দ্দেশ করিলেন। লোককে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান অনুষ্ঠান করাইবার জন্য রাজার

আবশ্যক। জীবের ধর্ম্মার্থ কামের অনুষ্ঠান করাইবার জন্য যেমন রাজার সৃষ্টি হইল সেইরূপ স্মৃতিশাস্ত্র এবং যজ্ঞশাস্ত্রাদিও [শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের শাস্ত্র] প্রচারিত হইল।

এইরূপে ধর্ম্মসংহিতা, স্মৃতিশাস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের শাস্ত্র জগতে সৃষ্ট ও প্রচারিত হইল। শুধু প্রচারে ফল কি? প্রচারের বস্তুটি অনুষ্ঠান করিবার লোক থাকা আবশ্যক। আবার যাহারা নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ব্যভিচার করিবে তাহাদের শাসন জন্য রাজা থাকাও আবশ্যক। কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক আবার কতকগুলি বিষয়ে নিয়মের অধীন হইয়া চলাও আবশ্যক। লোকে যে বলিয়া থাকে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম নহে এ কথা সত্য নহে। কিরূপে প্রচার করিতে হয় তাহা ঋষিগণ জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই জ্ঞান প্রচারের জন্য তাঁহারা রাজা, সমাজ, শাস্ত্র এ সমস্তই প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু কালচক্রের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। কালে আবার বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ লোপ পাইতে লাগিল। লোক সকল ভোগাভিলাষ ও ভোগপ্রাপ্তির জন্য ধনাদির উপার্জ্জনে অত্যাসক্তি দেখাইতে লাগিল। ধনের জন্য রাজগণের মধ্যে শত্রুতা চলিতে লাগিল। অত্যাচারীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। বহু লোক দণ্ডার্হ হইয়া উঠিল। বিনাযুদ্ধে রাজগণ পৃথিবী শাসন করিতে পারিলেন না। প্রজাগণ দৈন্যদশাগ্রস্ত ও অধিকতর দুঃখী হইল।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, আমি ও অন্যান্য মহর্ষিগণ সংসার-দুঃখ দূর করিবার জন্য এবং জ্ঞান ও নিয়ম প্রচারার্থ বহু জ্ঞান-শাস্ত্র প্রকটন করিলাম। এই কারণে অধ্যাত্মবিদ্যা রাজাদিগের নিকট বর্ণিত হইয়াছিল। তাই ইহার এক নাম হইল রাজবিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বারা রাজগণ দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইতেন। সে সমস্ত রাজা এখন নাই। হে রাম! এক্ষণে রঘুকুলে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি যেমন জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র আমিও সেইরূপ জ্ঞান প্রচার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত।

দেখ রাম! যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানহীন ও বিফলভাষী তাহাকে যে ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞাসা করে সে নিতান্ত মূঢ়। আবার তত্ত্বজ্ঞানী গুরু যাহা বলেন তাহা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে না সেও নিতান্ত অধম।

যে ব্যক্তি গুরুর অজ্ঞতা ও তজ্জ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া প্রশ্ন করে সে ব্যক্তি উত্তম ও বুদ্ধিমান্। আর যে মূর্খ বক্তার স্বভাবাদি পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ

গ্রহণের ইচ্ছা করে সে যারপর নাই অধম। যে গুরু সহসা অপাত্রে বক্তব্য বলেন সে গুরু সাধুসমাজে মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন। রাম! তুমিও যেমন শিষ্য, আমিও সেইরূপ গুরু। তুমি মহান্ হইয়াছ, বিরক্ত হইয়াছ, সংসারের গতি বুঝিয়াছ, জীবের গতি বুঝিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দান করিলে সর্ব্ব-কার্য্য সিদ্ধ হয়।

এই রামকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য মণ্ডপোপাখ্যান। দৃশ্য-দর্শন মার্জ্জন ভিন্ন কখন পরমপদে স্থিতি লাভ হয় না। দৃশ্য-দর্শন যে মিথ্যা ইহা বুঝাইতেই এই উপাখ্যানের সৃষ্টি। এই উপাখ্যান-কথিত বিষয়গুলি ধারণা করিতে পারিলেই পরমপদে স্থিতি লাভ হইবে।

আমরা এই উপাখ্যান উপন্যাস আকারে কেন বিবৃত করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য ইহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন ধৈর্য্য ধরিয়া এই কথাগুলি ধারণা করিতে পারিলে বড় ভাল হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। এখন যাহার যেরূপ রুচি। আমরা কিন্তু নিজের জন্য ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

দশম অধ্যায়।

আকাশ ভ্রমণে আয়োজন।

যেমন অবরণীয় ভর্গ বরণীয় ভর্গকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সেইরূপ কোন বিদ্যাই সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যাকে ছাড়িয়া থাকে না। কোন বিদ্যাই জীবনের প্রকৃত 'উপকার' করিতে পারে না যদি তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠবিদ্যাকে ধরা না যায়।

আমরা লীলা উপন্যাসকে একটু নিকটের বস্তু বলিয়া যদি বুঝিতে চেষ্টা করি তবে ইহাকে বড়ই আপনার বস্তু বলিয়া জানিতে পারি।

আমাদের মধ্যে কি সর্ব্বদা কেহ লীলা করে না? করে। যিনি সর্ব্বদা বিষয়-সংসারে লীলা করেন তিনিই আবার যখন বিপদগ্রস্ত হইয়া ত্রিরাত্রি ব্রতাদি ব্যাপারে বিষয়-মলা ক্ষালন করিতে পারেন তখন তাঁহার জীবন সঙ্গিনীর সহিত দেখা হয়। ইনিই লীলার ইষ্টদেবতা। ইনিই জ্ঞপ্তিদেবী। ইনিই জগতকে সরস করেন বলিয়া সরস্বতী নামে পরিচিতা।

লীলাকে সর্ব্বদা ইহার আশ্রয়ে, ইহার উপদেশে চালাইবার জন্যই এই উপন্যাস। এইটি জীবনের কার্য্য। যে লীলা কাতরপ্রাণে সরস্বতীর উপাসনা করেন, প্রথমে সর্ব্বদা, অন্ততঃ বিশ্বাসেও সরস্বতীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে অভ্যাস করেন, আবার নিত্যকর্ম্মে তাঁহার নিকটে স্থির হইয়া বসিতে অভ্যাস করেন, প্রতি বিপদে কাতরপ্রাণে তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করেন আর ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বদা তাঁহার নামকেই জপমালা করিয়া ফেলিতে পারেন তিনিই বুঝেন এমন জীবনসঙ্গিনী, এমন কি এমন মরণসঙ্গিনীও আর কেহ নাই।

শ্রীদেবী বড়ই আপনার জন; আপনার হইতেও আপনার। ইনি সকলের হৃদয়ে বাস করেন। ধর্ম্মাচরণে শত ত্রিরাত্রি ব্রতাদি পালনে যে কেহ নির্ম্মল হয় সেই ইঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হয়।

দুরন্ত বালককে সৎপথে আনিতে হইলে যেমন সর্ব্বদা তাহার কার্য্যকলাপে দৃষ্টি রাখিতে হয় সেইরূপ সংসারমগ্না লীলাকে সৎপথে আনিতে হইলে সর্ব্বদাই তাহাকে শ্রীদেবীর উপদেশ মত চলিতে হয়। সর্ব্ব হৃদয়বাসিনী শ্রীদেবী সকলের

জন্য সদা জাগ্রত থাকেন। তুমি জাগ্রত থাকিয়া প্রতি ভাবনায় প্রতিবাক্যে প্রতি কার্য্যে তাঁহার শরণে আইস, তোমার সংসার-লীলার উপরেও আরও যে সূক্ষ্মলীলা আছে শ্রীদেবী তোমাকে সমস্ত লীলা-স্থানে লইয়া যাইবেন।

আমরা আর অধিক কিছুই বলিলাম না। এখন লীলা আকাশ-ভ্রমণের জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইতেছেন সেই কথা আরম্ভ করিব।

চতুর্থদিনের কথা শেষ হইল। প্রভাতে পুনরায় বক্তা শ্রোতাকে বলিতে লাগিলেন।

লীলা ও সরস্বতী যখন ঐ রজনীতে কথোপকথন করিতেছিলেন তখন পরিজনবর্গ প্রসুপ্ত। গৃহের দ্বার গবাক্ষাদি সমস্তই দৃঢ়বদ্ধ। অন্তঃপুর-মণ্ডপ পুষ্পগন্ধে আমোদিত এবং রাজার শব-দেহ অম্লান পুষ্পমাল্যে ও বসনে আচ্ছাদিত লীলা ও সরস্বতী তখন শব-পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ নিশ্চল হইল। পরিপূর্ণ অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল মুখ প্রভায় সেই স্থান আলোকিত। তাঁহারা যেন রত্নস্তম্ভে ক্ষোদিত দুইটি চিত্রমূর্ত্তি ভিতরে কোন চিন্তা নাই তাই সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত হইয়া সঙ্কোচ-প্রাপ্ত। যেন দিবা-প্রস্ফুটিত দুইটি পদ্মিনী দিবসান্তে পরিমল উপসংহার করিতেছে; যেন শরৎকালে পর্ব্বতোপরি বায়ুশূন্য সময়ে দুই খণ্ড শুভ্র মেঘ নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া শয়ন করিয়া আছে। লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আর তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান নাই; মনে হইতেছে যেন দুইটি কল্পলতা নববসন্ত সমাগমে পূর্ব্ববসন্ত সঞ্চিত রস পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন পত্রাপগম অবস্থায় অবস্থিত। কি সুন্দর সেই সমাধির দৃষ্টান্ত। সকলামল পূর্ণেন্দুবদন জ্যোতি সেই দুই বরাঙ্গনা যেন চিত্রলিখিত প্রতিমা, যেন দিবসান্ত অব্জিনী, যেন নির্ব্বাত শরতে গিরিশৃঙ্গে অবতীর্ণ শুভ্র শান্ত স্পন্দবিবর্জ্জিত দুই অভ্রমালিকা নির্ব্বিকল্প সমাধি কখন হয়?

অহং জগদিতি ভ্রান্তি দৃশ্যস্যাদাবনুদ্ভবঃ।
যদা তাভ্যামবগত স্বত্যন্তাভাবনাত্মকঃ॥ ৮॥

যখন অহং এবং এই জগৎ—এই ভ্রান্তি-দৃশ্যের আর আদৌ উদ্ভব হয় না, আর দৃশ্যভ্রমের আত্যন্তিক উপশমে যখন স্ব স্বরূপে স্থিতিলাভ হয় তখনই

নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রতিষ্ঠা। ঐ সময়ে অন্তর হইতে দৃশ্য পিশাচ একবারে অন্তর্হত হয়।

লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবস্থায় দৃশ্যের অত্যন্তাভাব দর্শন করিলেন কিন্তু ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন "আমরা তিনকালেই দৃশ্যের অসত্তা, দৃশ্য-দর্শনের মিথ্যাত্ব অনুভব করি। লোকের দৃষ্টিতে মৃগতৃষ্ণাম্বুবৎ এই জগতের প্রকাশটা আমাদের দৃষ্টিতে শশশৃঙ্গের মত সর্ব্বদাই অপ্রকাশ! কারণ "আদাবেব হি যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা॥" মূলে যাহা নাই, তাহা প্রতীত হউক বা না হউক তাহা বর্ত্তমানেও যে নাই তাহা অবধারণ করা যায়।

স্বভাবকেবলং শান্তং স্ত্রীদ্বয়ং তদ্বভূবহ।
চন্দ্রার্কাদি পদার্থৌর্ঘৈর্দ্দুরমুক্তমিবাম্বরম্॥ ১১॥

দৃশ্যদর্শন অস্তমিত হইলে সেই স্ত্রীদ্বয় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিশূন্য মুক্ত আকাশের ন্যায় "আপনি আপনি" ভাবে কেবল অবস্থা,—শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন; প্রলয়কালে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আছে শুধু শূন্য আকাশ; এই দৃশ্য যেরূপ ইহাও সেইরূপ। সরস্বতী জ্ঞানময় দেহে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন আর লীলা ভৌতিক দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া ধ্যান-জ্ঞানের অনুরূপ দিব্যদেহে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

গেহান্তরেব* প্রাদেশমাত্র মারুহ্য সম্বিদা।
বভূবতুশ্চিদাকাশরূপিণ্যৌ ব্যোমগাকৃতী॥ ১৩॥

তাঁহারা পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন আকাশ গমন করিবেন, গিরি গ্রাম দর্শন করিবেন, সেইজন্য পূর্ব্ব সঙ্কল্প-সংস্কার-জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে প্রবুদ্ধ হইবেই। তাঁহারা সেই অন্তঃপুর মণ্ডপের প্রাদেশ পরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই সর্ব্বগামী জ্ঞানে ব্যোমগমনের অনুরূপ চিদাকাশমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের দেহঘটে যে আকাশ ছিল তাহাতে অভিমান না করাতে, তাহা খণ্ডভাব ত্যাগ করিয়া অখণ্ডভাবেই স্থিতিলাভ করিল। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন

* দেহান্তরিতি বা পাঠঃ

তাঁহারা দূর আকাশে গমন করিতে লাগিলেন ও পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। যেখানে "দেহান্তপাঠ", সেখানে হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত যে প্রাদেশ পরিমিত স্থান, তাঁহারা নাড়ীমার্গে সেই প্রদেশে আরোহন করিয়া যেন আকাশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য-সম্বলিত মনোবৃত্তি দ্বারা তাঁহারা কোটিযোজন বিস্তীর্ণ আকাশের দূর হইতে দূরতর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ললিত লোচনা ললনাদ্বয় এখন চিদাকাশ দেহশালিনী। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের রূপ দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত গিরিগ্রামাদির অনুসন্ধানে চলিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া তাঁহারা স্নেহরসে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

আকাশ ভ্রমণ।

তীর্থ দর্শন করিয়া মনে মনে তীর্থ ভ্রমণ করা যায়। আকাশ ভ্রমণের বিবরণ শুনিয়া মনে মনে আকাশ ভ্রমণের সুখ অনুভব করায় দোষ কি? সুখভোগটা স্থূলে হয় আর সূক্ষ্মে কি হয় না? স্থূলে সুখভোগের আয়োজন অনেক, কিন্তু সূক্ষ্মে কোন্ আয়োজন নাই। তথাপি লোক সূক্ষ্মে করেনা কেন? স্থূল-সঙ্গ করিতে করিতে মানুষ বড় মূঢ়-বুদ্ধি হইয়া কর্ম্মেই আটকাইয়া পড়ে তাই ভাবনায় সুখ আনিতে পারে না।

মানুষের পক্ষে আকাশ গমন অসম্ভব, প্রায় লোকে এইরূপ বলে। সত্যই যাহার, "আমি এই স্থূলদেহে আবদ্ধ" এইরূপ মতিভ্রম আছে সে যে আকাশে যাইতে পারেনা ইহা অনুভব-সিদ্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তির স্থূল নরদেহ-বুদ্ধি নাই, আপনার আতিবাহিক দেহত্ব যাহার নিশ্চয় হইয়াছে সেই ব্যক্তি পূর্ব্বকালীন দৃঢ় সংস্কারবলে সূক্ষ্মে গমনাগমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বহুবার অনুভব করিয়াছে যে আমি অনবরুদ্ধ-স্বভাব, সেজন্য আমি অতিসূক্ষ্ম আকাশে, অতি সূক্ষ্মতম ছিদ্রের ভিতর দিয়া গৃহমধ্যে গমন করিতে পারি; তাহার জীব চৈতন্যে তাদৃশ স্বভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে। যোগিদিগকে কেহ জোর করিয়া কোথাও আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বস্থানে যাইতে পারেন, সকল বস্তুই দেখিতে পারেন।

লীলা ও সরস্বতী ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছেন। পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়াছেন। অদ্ভুত নভোমণ্ডল দেখিতে দেখিতে তাঁহারা দূর হইতে দূরে গমন করিতে লাগিলেন। আকাশ একার্ণবের মত—মহাপ্রলয়ান্তে সাগরের মত, যত দেখা যায় ততই দেখা যাইতেছে। ইহা নিতান্ত গম্ভীর, আকাশের অন্তর প্রদেশ নির্ম্মল, অতি স্নিগ্ধ, মন্দমারুত-সংশ্লেষে ইহা অত্যন্ত সুখপ্রদ। এই শূন্য সাগর অত্যন্ত শুদ্ধ, গম্ভীর, সজ্জনের চিত্ত অপেক্ষাও প্রসন্ন—এই শূন্য সমুদ্রে অবগাহন কতই সুখাবহ, কতই আনন্দজনক। ইঁহারা আকাশ ভ্রমণকালে কখন মেরু-শৃঙ্গস্থিত দেব অট্টালিকার অভ্যন্তরবর্ত্তী নির্ম্মল জলদমণ্ডলে কখন বা

পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল অভ্যন্তর প্রদেশের ন্যায় স্নিগ্ধ দিক সমুদায়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইঁহারা চন্দ্রমণ্ডল ছাড়াইয়া আরও উপরে উঠিলেন। সেখানে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বদিগের মন্দার-কুসুম-মাল্যের-সুরভিবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ। এই বায়ু সেবনে ইঁহারা আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধগন্ধর্ব্বমন্দারমালামোদ মনোহরে।
চন্দ্রমণ্ডলনিষ্ক্রান্তে রেমাতে মধুরানিলে ॥ ৫ ॥

সূর্য্যতাপ অন্তে জলভর-মন্থর-মেঘমণ্ডলে যখন বিদ্যুৎ খেলা করিত তখন রক্ত-পদ্ম সুশোভিত সরোবরের ন্যায় সেই তড়িদ্বরা মেঘমণ্ডলে তাঁহারা স্নান করিতেন। ভূতলসমূহে যেমন হিমালয় কৈলাসাদি মহাশৈল সেইরূপ সেখানকার দিঙ্মণ্ডলে কত কত মহাশৈল। সেই মহাশৈল সকল কোটি কোটি মৃণাল অঙ্কুরের মত। সেই মৃণাল অঙ্কুরে তাঁহারা সরোবর ভ্রমণকারিণী ভ্রমরীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোথাও বাতবিক্ষুব্ধ মেঘমণ্ডল-মণ্ডপ তাঁহাদের নিকট ধীরগঙ্গাসলিল কণা-ধারী ধারাগৃহের মত বোধ হইতে লাগিল তাঁহারা তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মধুরগামিনী ললনাদ্বয় শক্তি-অনুরূপ পরিশ্রম ও বিশ্রাম করিয়া আকাশগর্ভে অপর এক মহারম্ভ দর্শন করিলেন। ঐখানে কত ভুবন ও কত লোকপুঞ্জ। লীলা এরূপ আর দেখে নাই। এই শূন্য দেশে কোটি কোটি জগৎ, তথাপি এ স্থান পূর্ণ হইয়া যায় নাই, ওখানে এখনও অনেক স্থান শূন্য। উপরে উপরে অসংখ্য ভুবনতল। কত কত বিমান সেখানে। তথায় মেরু প্রভৃতি কুলপর্ব্বত চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। ঐ সকল পর্ব্বতের তটপ্রদেশ হইতে কত কত পদ্মরাগ মণির ঝলক ঐ প্রদেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মনে হয় যেন কল্পান্তকালীন অগ্নিশিখা চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। কোন কোন স্থান মুক্তাময় শিখরের কিরণজালে হিমাদ্রিসানুবৎ সুন্দর, কোন স্থান কাঞ্চনপর্ব্বতের প্রভায় শুভ্রবর্ণ। মরকত-মণির দীপ্তিতে কোন কোন স্থান শষ্পশ্যামল ভূভাগের ন্যায় নীলিমাক্রান্ত। মনে হয় যেন দৃশ্য-দর্শন-ক্ষয়-জন্য-সমুদ্ভূত অন্ধকারের কালিমা! কোথাও পারিজাত কল্পলতার বন; তাহার উপরে আলোক-বিমান সমূহের স্থান, নিকট হইতে বন-মঞ্জরিকার মত দেখা যাইতেছে কিন্তু দূর হইতে যেন বৈদূর্য্যময় ভূতলের মত

অবস্থিত। কোথাও সিদ্ধগণ মনোগতির মত বেগে গমন করিতেছেন, বায়ুর বেগ ও তথায় পরাস্ত, কোথাও দেব-স্ত্রীগণ বিমানগৃহে ঘুঙ্ঘুঙ্ ধ্বনিতে গীতবাদ্য করিতেছেন।

এই প্রদেশ এত বিস্তীর্ণ যে সুর ও অসুরগণ কে কোথায় বিচরণ করিতেছে তাহা কেহই জানিতেছে না। কোথাও কুষ্মাণ্ড, রাক্ষস পিশাচ, কোথাও বায়ু-বেগে গমন পরায়ণ বৈমানিকগণ। কোথাও প্রচলিত বিমান সমূহের ধ্বনি মহামেঘের ন্যায় গম্ভীর, কোথাও বা আকাশ মণ্ডলে গ্রহ নক্ষত্রাদির ঘনসঞ্চার হেতু জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে।

আকাশচরদিগের বৈভব বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এখানে সমস্তই আছে। কোথাও চারিদিকে রাশি রাশি বায়স, পেচক, শকুনি, ডাক পক্ষী; কোথাও সাগরতরঙ্গের ন্যায় দলে দলে ডাকিনীর নৃত্য; কোথাও কুক্কুরমুখী, কাক-মুখী, উষ্ট্রমুখী, খরমুখী যোগিনীর নিরর্থক ভ্রমণ। কোথাও অন্তঃপুর কামিনী দেব স্ত্রীগণের দগ্ধ ধূপের ধূমরাজিতে অম্বরতল মেঘাবৃত, কোথাও ধূমান্ধকার সমাচ্ছন্ন অভ্রমন্দিরে গন্ধর্ব্ব মিথুনের সুরতোৎসব। কোথাও নক্ষত্রপুঞ্জমালী নভোমণ্ডল জ্যোতিশ্চক্রের নিম্নদেশে আকাশ গঙ্গা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিতা হইতেছেন আর দেব বালকেরা ঐ আশ্চর্য্য সন্দর্শনার্থ ধাবিত হইতেছে। কোন স্থানে নারদ তুম্বুরুর গান হইতেছে। কোথাও ব্রহ্মপুরী, কোথাও রুদ্রপুরী কোথাও মায়াপুরী কোথাও বা আগামিপত্তন। কোথাও ভ্রমচ্চন্দ্র সরোবর—অমৃতপূর্ণ চন্দ্রসদৃশ মায়া সরোবর; কোথাও বা স্তব্ধময় সরোবর—দেবশক্তিতে ঘনীভূত জলময় সরোবর।

ক্বচিৎ সূর্য্যোদয়ময়ং ক্বচিৎ রাত্রি তমোময়ম্।
ক্বচিৎ সন্ধ্যাংশুকপিলং ক্বচিন্নীহারধূসরম্। ৪০ ॥
ক্বচিৎ হিমাভ্রধবলং ক্বচিৎ বর্ষৎ পয়োধরম্।
ক্বচিৎ স্থল ইবাকাশ এব বিশ্রান্ত লোকপম্ ॥ ৪১ ॥

অতি আশ্চর্য্য এই স্থান। সমকালে কোথাও সূর্য্যোদয়, কোথাও তমোময়ী-রাত্রি; কোন স্থান সন্ধ্যারাগে পিঙ্গলবর্ণ, কোন স্থান তুষাররাজি দ্বারা ধূসর।

কোন স্থান হিমসদৃশ মেঘে ধবলবর্ণ, কোন স্থানে বর্ষণকারী মেঘ সকল। আবার কোথাও ভূতলের ন্যায় আকাশ দেশেও লোকপালগণ বিশ্রাম করিতেছেন।

যেমন পরমেশ্বরের ভাবনায় নানা বিরুদ্ধ বস্তুর চিন্তা করিতে হয়—চিন্তা করিতে হয় সমকালে এক স্থান অত্যন্ত শীতল অন্য স্থান অতিশয় উষ্ণ; এক স্থানে সন্তান প্রসব করিয়া মা আনন্দে নব প্রসূত বালককে দেখিয়া আনন্দে মগ্ন আবার ঐ কালেই অন্য স্থানে মৃত সন্তানের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জননী পাগলিনী; পরমেশ্বরের চিন্তায় স্থিতি সৃষ্টি ও লয় সমকালে যেমন ভাবনা করা যায় না এখানেও সেই সমকালে বহুবিধ বিষয় দেখা ও বলা যেন দুঃসাধ্য।

কত আর বলা যাইবে? কোন স্থান ময়ূর হেমচূড়াদি পক্ষিগণ দ্বারা আবৃত, কোন স্থান বিদ্যাধরী ও দেবীগণের বাহনসমূহে আচ্ছন্ন। কোন স্থানে অশ্বগণ তৃণভ্রমে কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড গ্রাস করিতেছে, কোথাও যমরাজের মহিষ প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া ধূম্রবর্ণ মেঘ খণ্ডকে অধঃকৃত করিতেছে। কোথাও কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর-সমূহ নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা পক্ষবিশিষ্ট বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় গরুড়পক্ষী নাচিতেছে। কোথাও মায়াকৃত আকাশ-নলিনী কোথাও বা আকাশ কমল-বিহারিণী হংসীরা উচ্চৈঃস্বরে অজবাহন হংসকে আহ্বান করিতেছে।

উড়ুম্বর মধ্যগত মশকের ন্যায় লীলা ও সরস্বতী আকাশোদরে ভ্রমণ করিতেছেন আর কতই আশ্চর্য্য দেখিতেছেন। তাঁহারা ঐ সমস্ত দর্শন করিয়া পুনরায় মহী-তলাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভূলোক বর্ণন।

নভঃস্থলাৎ গিরিগ্রামং গচ্ছন্ত্যৌ কঞ্চিদেব তে।
জ্ঞপ্তিচিত্তস্থিতং ভূমিতলং দদৃশতুঃ স্ত্রিয়ৌ ॥ ১

লীলা ও সরস্বতী নভস্থল হইতে গিরিগ্রামে যাইতে যাইতে এক অপূর্ব্ব জ্ঞপ্তিচিত্তস্থিত ভূমিতল দেখিলেন। গৌরবর্ণা বাগ্দেবীর চিত্তেই এই অপূর্ব্বস্থান। আত্মলীলা দ্বারা তিনি লীলাকে ইহাই দেখাইলেন। এই স্থান ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের হৃদ্পদ্ম মত।

হৃদ্পদ্ম সাধকের বড় প্রিয়বস্তু। হৃদ্পদ্মই ইষ্টদেবতার স্থান। যে আত্ম পুরুষ জাগ্রতে চক্ষে বাস করেন স্বপ্নকালে কণ্ঠায় আগমন করেন আর সুষুপ্তিতে হৃদ্পদ্মে শয়ান থাকেন অথচ যিনি সর্ব্বকালে আপনি আপনি থাকিয়াই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে নিত্য বিহার করেন তাঁহাকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার জন্য ঋষিগণ হৃদয় কমলকেই প্রধান পীঠস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে স্থান জ্ঞপ্তিদেবী লীলাকে দেখাইলেন তাহা 'ব্রহ্মাণ্ডনরহৃদ্পদ্মম্।' ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী বিরাট পুরুষের হৃদ্পদ্ম। অষ্টদিক্ ইহার বৃহৎ অষ্টদল-পাব্ড়ী। ব্রহ্মাণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ গিরিরাজি ইহার কেশর সমূহ। এই হৃদয় কমল 'স্বামোদ ভর সুন্দরম্।' ইহা আপনার আমোদভরেই সুন্দর। গিরি প্রবাহিত নদী সকল এই হৃদ্পদ্মের কেশর শ্রেণীর অন্তর শাখা। হিমকণা হৃদ্পদ্মের মকরন্দ বিন্দু। এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্ম "শর্ব্বরী ভ্রমর-ভ্রান্তং" "ভূতৌঘ মশকাকুলম্" শর্ব্বরী ভ্রমরী রূপে ইহাতে ভ্রমিয়া বেড়ায় এবং এখানকার অনন্ত প্রাণিপুঞ্জ মশকরূপে ইহাকে আকুল করে। পদ্ম নালের তন্তু হইতেছে ভোগ্যবস্তু ও তাহাদের গুণ, নালের রসপূর্ণ ছিদ্রসমূহ হইতেছে জলপূর্ণ পাতাল। ব্রহ্মাণ্ড পদ্ম 'দিবসালোক কান্তিমৎ' কিন্তু 'রাত্রিসঙ্কোচভাজনম্।' দিবালোকে পদ্ম সুন্দর শোভা ধারণ করে এবং শৃঙ্গরাদি মধুতে ইহা আর্দ্র হয় কিন্তু ব্রহ্মার রাত্রিকালে ব্রহ্মাণ্ডপদ্ম

সঙ্কুচিত হয়। সূর্য্য-হংস ইহার আকাশে ভ্রমণ করে। পাতালপঙ্ক নাগনাথ বাসুকি ইহার মৃণাল। জলমগ্না ধরা মহাবরাহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া জলের উপরে স্থাপিত বলিয়া ভূমির আস্পদভূত যে মহাম্ভোধি তাহার কম্পে যখন ভূমি কম্প হয় তখন এই ব্রহ্মাণ্ডপদ্ম কম্পিতদিগ্‌দল হয়। পদ্মের অধোনালগত অনন্ত দৈত্যদানব হইতেছে ইহার মৃণাল কণ্ঠক। এই পদ্মের নালমূলে স্বসন্ততিভূত প্রাণিবীজ পূর্ণ সম্ভোগ সুকুমারা অসুর স্ত্রীগণ। ইহারা ইহার বল্লরী-লতা। এই লতার আশ্রয় স্থান হইতেছে সর্ব্বজীবের মহাবীজ স্বরূপ পর্ব্বত সমূহ।

এই ভূপদ্মের মধ্যস্থলে নগর গ্রাম নদনদী ইত্যাদি কেশরিকা নালবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপ। ইহা ইহার বিপুল কর্ণিকা। উত্তুঙ্গ সপ্তকুলাচল এই কর্ণিকার মহাবীজ। এই সপ্ত মহাবীজের মধ্যস্থলে নভঃস্থালী আক্রমণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বত দাঁড়াইয়া আছে। ঐ কর্ণিকার হিমকণা এখানকার সরোবর সকল, উহার পরাগ বা ধূলিকা এখানকার বন জঙ্গল, কর্ণিকা পর্য্যন্ত স্থলে যে মণ্ডল সেই মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে সমস্ত জন-পুঞ্জ তাহাই ইহার অলিমণ্ডল।

তাং যোজনশতাকারৈঃ প্রতিরাকং প্রবোধিভিঃ।
সাগরৈর্ভ্রমরৈর্ব্ব্যাপ্তাং দিক্‌চতুষ্টয়শালিভিঃ ॥ ১১ ॥

জম্বুদ্বীপ শত যোজন পরিসর। ইহার চারিদিকেই সমুদ্র। প্রতি পূর্ণিমায় সাগর যখন উচ্ছসিত হয় তখন পদ্ম যেমন ভ্রমর কর্ত্তৃক চুম্বিত হয় সেইরূপ জম্বুদ্বীপ রূপ মহাপদ্মও চারিদিকে নীলাম্বুরাশিরূপ ভ্রমর দ্বারা জোয়ার উচ্ছাসে চুম্বিত হয়। এই পদ্মও অষ্টদল। অষ্টদিকপাল ইহার অষ্টদলে। অষ্ট সমুদ্র ভ্রমরের ন্যায়।

জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত। ভারতবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ ইত্যাদি। ভরত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল প্রভৃতি নয়জন পূর্ব্ব ভূপতি এই দ্বীপকে ঐ নয় বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। জম্বুদ্বীপ লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ। নানা জনপদে পূর্ণ জম্বুদ্বীপের চতুষ্পার্শে লবণ সমুদ্র। ইহা ইহাকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার চারিধারে ইহার দ্বিগুণ ক্ষীর সমুদ্র। এইরূপ কুশ দ্বীপও ঘৃত সমুদ্র, ইহাদের দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ ও দধি সমুদ্র। ইহাদের দ্বিগুণ শাল্মলীদ্বীপ ও সুরাসমুদ্র। ইহাদের দ্বিগুণ প্লক্ষ বা গোমেদক দ্বীপ ও ইক্ষু সমুদ্র। তৎপরে পুষ্কর দ্বীপ ও স্বাদুজল সমুদ্র। এক দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া এক সমুদ্র আবার দ্বীপ আবার সমুদ্র, আবার দ্বীপ

আবার সমুদ্র এইভাবে জম্বুদ্বীপ, শাকদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ এবং লবণ সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র, ঘৃত সমুদ্র, দধি সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, এবং স্বাদু জল সমুদ্র পরস্পর পরস্পরকে বলয়াকারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

ইহার পরে পুষ্কর দ্বীপেরও দশগুণ পরিমিত এক ভীষণ গর্ত্ত পাতাল পর্য্যন্ত গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ভীষণ গর্ত্ত। চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত সমূহে ভীষণ লোকালোক পর্ব্বত ঐ সমস্ত পাতালগামী পদ্মের দশগুণ উচ্চে অবস্থিত। লোকালোক পর্ব্বতের উপরিভাগের অর্দ্ধাংশে সূর্য্য প্রকাশিত থাকায় ইহার অর্দ্ধভাগ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মনে হয় ইহা যেন নীলোৎপলমালামণ্ডিত। লোকালোক পর্ব্বতের শিখর দেশ নানাবিধ মণি মাণিক্য ও কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি কুসুম নিকরে সুশোভিত।

ইহার পরে ইহার দশগুণ প্রমাণ অজ্ঞাতভূতসঞ্চার নামক এক মহারণ্য। ইহার চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ আশ্চর্য্য বারি রাশি। ইহার চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ মেরু-দ্রব-করণ-সমর্থ ও ব্রহ্মাণ্ড-শোষণ-সক্ষম এক প্রলয় হুতাশনের জ্বালাজাল। ইহার চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ শব্দশূন্য মহা বেগশালী প্রলয় মহামারুত। ইহার পরে চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ ব্যোম মণ্ডল। ইহার পর শত কোটি যোজন ব্যাপী ব্রহ্মাণ্ড ভিত্তি।

লীলা এবম্বিধ জলধি, মহাদ্রি, লোকপাল, ত্রিদশালয়, অম্বর, ভূতল পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড কটাহ দেখিলেন। ইহার মধ্যে নিজ মন্দির যে গিরিগ্রামে তাহাও বিস্ময়ে দর্শন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সিদ্ধদর্শন হেতু।

আতিবাহিকতা প্রাপ্তি ভিন্ন কেহ কখন লীলার মত হইতে পারে না। আতিবাহিক ভাব প্রাপ্তির সাধনা হইতেছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায় তাহা অসত্য। তাহা ভ্রম জ্ঞানেই উপলব্ধি হয়। কাজেই অসত্য যাহা কিছু তাহাতেই অনাস্থা করা চাই। সর্ব্বদা অভ্যাস কর দৃশ্যাদি যাহা কিছু, কল্পনা, মন, দেহ ও জগৎ সমস্তই অনাস্থার বস্তু। কিছুতেই আস্থা করিও না—ইহাই প্রথম সাধনা। ব্যবহারিক কোন কিছুতেও ইহা যাঁহার ভুল না হয় তিনিই সাধক। ইহাই বৈরাগ্য সাধনা।

দ্বিতীয় সাধনাটি হইতেছে অভ্যাস সাধনা। পরব্রহ্মে কোন প্রকার কল্পনা নাই, কোন প্রকার সৃষ্টি নাই, কোন প্রকার বিকার নাই, কোন প্রকার উৎপত্তিই নাই। চেতন পুরুষ সর্ব্বদা, সর্ব্বভাবেই আপনি আপনি। ইনি শিব শান্ত এক অজ এবং অনুৎপত্তি স্বভাব।

যাহা কিছু ভাসমান দেখ তাহা নিরাময় ব্রহ্মই। মণির প্রতিচ্ছায়া মণি হইতে পৃথক বস্তু নহে। বন্ধন, মুক্তি, অবিচার, অবিদ্যা এসব কিছুই নাই। আছে একমাত্র কেবল শুদ্ধ বোধ। বোধই জগৎরূপে দেখা যাইতেছে। সংসার নামক দৃশ্য আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, ইহা যিনি বুঝিয়াছেন তাঁহার দ্বৈত বাসনা উৎপন্ন হইবে না।

তত্ত্বকথা বুঝিলেই যে দৃশ্য দর্শন থাকিবে না তাহা ভাবিও না। যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুই অনাস্থার বিষয় হইয়া না যাইতেছে ততদিন বৈরাগ্য সাধনা ঠিক হইল না। যতদিন বৈরাগ্য সাধনা ঠিক না হইল ততদিন বাসনা ক্ষয় হইল না। সবই অনাস্থার বিষয় হউক তবেই বাসনা ক্ষয় হইল। বাসনা ক্ষয় হইলেই এই স্থূল দেহটাও অসৎ বলিয়া বুঝিবে।

তখন অন্য সমস্তই সহজে সিদ্ধ হইবে।

যোগবাশিষ্ঠ। ২৬ সর্গ।

যাহা করিতে হইবে আবার বলি শুন।

যতদিন চিত্ত কোন কিছু বাঞ্ছা করে, কোন কিছুর জন্য শোক করে, কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করে কোন কিছুর জন্য হৃষ্ট হয় বা ক্রুদ্ধ হয় ততদিন বন্ধন। যখন এই সব থাকে না তখনই মুক্তি।

অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আস্থা-শূন্য হও। যেখানে তৃষ্ণা সেইখানে সংসার। দেহটাও থাক বা যাক্ তাহাতেও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই ভাবে জাগ্রৎ ভাবনার অন্ত হইলে অর্থাৎ স্থূল দেহের অহম্ভাব নিবৃত্তি হইলে আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইবে।

চিত্ত, বাসনা ত্যাগ করুক, তবে ইহা সমাধিপটু হইবে। তখন ইহা শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া যাইবে। ইহাই আতিবাহিকতা। শুদ্ধ সত্ত্বময় চিত্ত যখন হইল তখন আতিবাহিক দেহ পাওয়া গেল। সমস্ত দেব দেবীর দেহ আতিবাহিক। আতিবাহিক হইলেই তুমি সিদ্ধ শরীরে মিলিতে মিশিতে পারিবে।

লীলা আতিবাহিকতা লাভ করিয়াই আপন গুরু সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে ঘুরিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া বরবর্ণিনীদ্বয় ব্রাহ্মণের গৃহে আসিলেন। সিদ্ধ রমণীদ্বয়কে কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহারা কিন্তু সমস্তই দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন দাস দাসী চিন্তাবিধুর—চিন্তা কাতর; অঙ্গনাগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শীর্ণপর্ণ পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণমুখী। এই পুরীর কোনই উৎসব নাই। ইহা নষ্টোৎসব পুরীর ন্যায়, ইহা অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায়, গ্রীষ্মদগ্ধ উদ্যানের ন্যায়, বিদ্যুদ্দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায়, বাতচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায়, হিমদগ্ধ অম্বুজের ন্যায়, অল্প স্নেহ অল্পবর্ত্তি দীপের ন্যায় এই পুরী নিতান্ত প্রভাশূন্য হইয়াছে।

আসন্ন মৃত্যু করুণাকুল বক্ত্র কান্তি
সংশীর্ণ জীর্ণ তরু পর্ণ বনোপমানম্।
বৃষ্টিব্যপায় পরিধূসর দেশ রুক্ষং
জাতং গৃহেশ্বর বিয়োগ হতং গৃহং তৎ ॥ ৬ ॥

গৃহেশ্বর বিয়োগে গৃহ আসন্ন মৃত্যু কাতরতায় আকুল মুখের ন্যায় কান্তিহীন,

বিশীর্ণ পত্রবিশিষ্ট শীর্ণ তরু দ্বারা বন যেমন শোভাশূন্য হয় সেইরূপ; অনাবৃষ্টিতে দেশ যেমন ধূলি ধূসরিত ও রুক্ষ হয় সেইরূপ শোভাশূন্য হইয়াছে।

কেহ কি এই নষ্টোৎসব পুরী দেখিতে আসে? আসে বৈকি! নতুবা সময়ে সময়ে এই পুরীর এই দীপক দুইটি কেমন করিয়া উজ্জ্বল হয়? নতুবা এই পুরীর এই ছিন্নপ্রায় ত্রিতন্ত্রী কখন কখন এমন ছন্দে বাজে কেন? আসে—কেহ দেখিতে আসে। কিন্তু যে আসে সে কি লীলায় মত বলে—এই পুরীর লোক "পশ্যন্তু তাবৎ সামান্য ললনারূপধারিণীম্" আমাকে আর দেবীকে, ইহারা সামান্য ললনার ন্যায় দর্শন করুক?

লীলা বহুদিন ধরিয়া নির্ম্মল জ্ঞান অভ্যাস করিয়াছে; অভ্যাস করিয়াছে এই পরিদৃশ্যমান জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহাতে কিছুমাত্র আস্থা করা যায় এখানে সবই ক্ষণিক, এখানে সবই দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়। স্থায়ী কোন কিছুই এখানে নাই। হায় দুর্ভাগ্য—ভাবও এখানে স্থায়ী হয় না একমাত্র স্থায়ী বস্তু চৈতন্য। লীলা তাই বলিত—

ইষ্টমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং।
তৃষিতস্য জলং মিষ্টং চৈতন্যং মম বল্লভম্॥

ক্ষুধাকাতরের কাছে অন্নই ইষ্ট, কৃপণের চক্ষে ধনই প্রিয়, তৃষিতের কাছে জল বড় মিষ্ট, আর আমার কাছে? আমার কাছে তুমি চৈতন্য! তুমি আত্মদেব! তুমিই আমার বল্লভ। লীলা জগতের সকল বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল সত্য বস্তু লইয়া থাকিত বলিয়া লীলা এখন সত্যসঙ্কল্পা; লীলা এখন দেবতার মত সত্যকামা। লীলা সঙ্কল্প করিল গৃহজন আমাদিগকে দেখুক।

সত্যই গৃহবাসিগণ কি অপূর্ব্ব দেখিল! দেখিল লক্ষ্মী আর গৌরী যেন যুগপৎ মন্দির সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। কাননামোদকারিণী বসন্ত লক্ষ্মীর ন্যায় দুইটি রমণীমূর্ত্তি আপাদবিলম্বী বিবিধ অম্লান কুসুমের মালায় সুশোভিতা।

ভাবে ও ভাষায় বশিষ্টদেবের রূপ বর্ণনা অতুলনীয়। আমরা আমাদের ভাষায় তাহার কথকিঞ্চিৎ অভাস দিয়া পরে তাঁহার দেবভাষায় তাঁহার বর্ণনা তুলিয়া দিব। এ লোভ সম্বরণ করা যায় না। ইহাতে বিশেষ উপকার হওয়াই সম্ভব।

যোগবাশিষ্ঠ। ২৬ সর্গ। ৩০৭

জ্ঞানের আলোচনা যেখানে থাকিবে সেখানে বাহিরের প্রকৃতি-মিশ্রিত মানব প্রকৃতি বাহিরের রূপেও বড় মধুময়ী, বড়ই শীতলাহ্লাদ-সুখদায়িনী।

বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন—

গৃহজন তখন সেই অঙ্গনাদ্বয়কে দর্শন করিল; দেখিল যেন লক্ষ্মী ও গৌরী যুগপৎ মন্দির সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। বসন্তকালে যখন ফুলে ফুলে বনভূমি হাসিতে থাকে তখন বসন্তলক্ষ্মী আপাদবিলম্বী বিবিধ অম্লান কুসুমের মালা গলে দোলাইয়া এবং তাহার সৌগন্ধে কাননভূমি আমোদিত করিয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেন! গৃহজনেরা দেখিল কাননে বসন্তলক্ষ্মী যুগলের মত সেই দুই অঙ্গনা বিবিধ অম্লান কুসুমের মালা পরিয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতে করিতে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সবাই দেখিল শীতলাহ্লাদ সুখদ দুইটি চাঁদ যেন চন্দ্রিকামৃতে ওষধী, বন ও গ্রাম পরিপূর্ণ করিয়া উদিত হইয়াছেন।

আহা! ঐ মধুর আলোল লোচন-বিলোকন! লম্বিত অলকলতাবলী পরি-বেষ্টিত লোচন যুগল ভ্রমর চুম্বিত কুবলয়ের মত। আর সেই কটাক্ষ! মনে হয় যেন নীলপদ্মজড়িত মালতীকুসুম চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। গৌরবর্ণ মনোহর দেহের অঙ্গপ্রভা গলিত সুবর্ণ-রস-পূরিত সরোবরের উপরে মৃদু তরঙ্গ প্রবাহের ন্যায় খেলা করিতেছে আর সেই সুবর্ণপ্রভা কানন প্রদেশে প্রতিফলিত হইয়া সর্ব্বস্থান কনকায়িত করিতেছে। এই দুইটি অঙ্গনা স্বভাব সুন্দর ব্রহ্ম সমুদ্রের যেন দুইটী প্রসিদ্ধ তরঙ্গ। আর ইহাদের সহজাত শরীর লাবণ্যের বিলাস যেন লীলার্থ বিলাস দোলা। অরুণবর্ণ পাণিতল বিশিষ্ট বিলোল (চঞ্চল) বাহুলতিকার প্রতিক্ষণ বিন্যাসভেদ যেন সুবর্ণ বর্ণ নব নব কল্পবৃক্ষলতিকার কানন কল্পনা করিতেছে। দেবীদ্বয় ভূতলে নামিতেছেন। চরণ ভূতল স্পর্শ করিতেছে। কি সুন্দর চরণকমল! অমর্দ্দিত বলিয়াই এমন অম্লান পুষ্পের ন্যায়, কোমল পল্লবের ন্যায়, শ্রীচরণ। মনে হইতেছে যেন স্থলপদ্মদল-মালার আভা ধীরে ধীরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে। শুষ্ক পাণ্ডুরবর্ণ তালতমালবনখণ্ড তাঁহাদের নয়ন সুধা বর্ষণে নূতন পল্লবে যেন পল্লবিত হইয়া উঠিল।

দেবভাষায় পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

তত্যো গৃহজনস্তত্র স দদর্শাঙ্গনাদ্বয়ম্।

লক্ষ্মীগৌর্য্যোর্যুগমিব সমুদ্ভাসিত মন্দিরম্॥ ৯॥
আপাদ বিবিধাম্লান-মালা-বলন সুন্দরম্। (ক)
বসন্তলক্ষ্ম্যোর্যুগলমিবামোদিত কাননম্॥ ১০॥
সর্ব্বৌষধি বন গ্রামং পূরয়ন্তৌ রসায়নৈঃ। (খ)
শীতলাহ্লাদসুখদং চন্দ্রদ্বয়মিবোদিতম্॥ ১১॥
লম্বালকলতা-লোল-লোচনালি-বিলোকনৈঃ
কিরৎ কুবলয়োন্মিশ্র-মালতী কুসুমোৎকরান্॥ ১২॥ (গ)
দ্রুতহেম রসাপূরসরিৎ সরণহারিণা। (ঘ)
দেহ প্রভাপ্রবাহেন কনকীকৃত কাননম্॥ ১৩॥
সহজায়া বপুলক্ষ্যা লীলা দোলাবিলাসিনঃ। (ঙ)
তে এতে চ তরঙ্গ্যাঢ্যা নিজলাবণ্যবারিধেঃ॥ ১৪॥
বিলোল-বাহু লতিকা যুগেনারুণ পাণিনা। (চ)
কিরন্নব নবং হৈমং কল্পবৃক্ষলতাবনম্॥ ১৫
পাদৈরমৃদিতাম্লান পুষ্পকোমল পল্লবৈঃ। (ছ)
স্থলাব্জ-দল-মালাভৈরস্পৃশদ্ভূতলং পুনঃ॥ ১৬॥
তালীতমাল খণ্ডানাং শুষ্কাণাং শুচিশোচিষাম্। (জ)
আলোকনামৃতাসেকৈর্জ্জনয়ৎ বালপল্লবান্॥ ১৭॥

(ক) [মালানাং বলনৈর্ব্ব্যাপনৈঃ]

(খ) [রসায়নৈশ্চন্দ্রিকামৃতৈঃ]

(গ) [অলকলতানাং চূর্ণকুন্তলানাং সন্নিধৌ আলোলত্বাৎ অলিত্বেন পরিণতৈঃ লোচনৈঃ] [কটাক্ষাণাং নীলোন্মিশ্রধবলচ্ছবিত্বাৎ কুবলয়োন্মিশ্রমালতী কুসুমমোচ্চয়ত্বেনোৎপ্রেক্ষা]

(ঘ) [দ্রবীকৃত স্বর্ণরস-প্রবাহায়াঃ সরিতঃ সরণং বেগ ইব মনোহারিণা]

(ঙ) [লীলার্থং দোলাঃ ইব] [বিলাসিনঃ বিলসনশীলা]

(চ) [বিলোলত্বেন-চঞ্চলত্বেন; প্রতিক্ষণং বিন্যাসভেদেন]

(ছ) [অমৃদিত=অমর্দ্দিত]

(জ) [শুচি শোচিষাম্পাণ্ডুর বর্ণানাম্]

আটদিন হইল ব্রাহ্মণ দম্পতীর মৃত্যু হইয়াছে। গিরিগ্রামে মৃত্যুর পরেই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালীন সঙ্কল্প বশে ভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশে সেইদিনেই পূর্ব্বসঙ্কল্প-সংস্কার-প্রদীপ্ত চিত্তাকাশময় শরীরে রাজা হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব সঙ্কল্প মত রাজত্ব অনুভব করিতেছেন। ব্রাহ্মণী অরুন্ধতীও লীলার মত সরস্বতীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তিনিও দেবীর নিকট বর পাইয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে যেন স্বামীর জীবাত্মা তাঁহার মণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীও ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া ভাবনাময় দেহে তাঁহার সেই আকাশ-রূপী ভর্ত্তার সহিত মিলিত হইলেন

এই সেই গিরিগ্রাম। সেই গৃহ, সেই ভূমি, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, সেই সমস্ত ধন; সমস্তই সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত ব্রাহ্মণদম্পতীর জীবাত্মাও সেই গৃহমণ্ডপে রাজারাণী হইয়াছেন। আর বাহিরে ইহারাই মৃত পদ্মরাজা ও লীলারাণী।

ব্রাহ্মণদম্পতীর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম জ্যেষ্ঠশর্ম্মা। জ্যেষ্ঠশর্ম্মা গৃহজন সমভিব্যাহারে "নমস্ত বনদেবীভ্যাম্" বনদেবীদ্বয়কে প্রণাম এই বলিয়া কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিলেন। তাঁহাদের গৃহে সেই কুসুমাঞ্জলি দেবীদ্বয়ের চরণে পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইল, মনে হইল যেন পদ্মলতার উপর সুশোভিত পদ্মফুলে হিমাম্বু-কণা বর্ষিত হইল। জ্যেষ্ঠশর্ম্মা পুরবাসিগণের হইয়া বলিতে লাগিলেন, বনদেবীদ্বয় আপনাদের জয় হউক। আমাদের দুঃখ-নাশার্থই আপনারা আসিয়াছেন। প্রায়ই পরকে রক্ষা করা সাধু দিগের স্বভাব।

দেবীদ্বয় বড়ই প্রীত হইয়াছেন। আদর করিয়া বলিলেন "আখ্যাত দুঃখং যেনায়ং লক্ষ্যতে দুঃখিতো জনঃ" সকলকে বড় দুঃখিত দেখা যাইতেছে। কি তোমাদের দুঃখ তাই বল।

জ্যেষ্ঠশর্ম্মা তখন বলিতে লাগিলেন—"স্বর্গংগতৌ নঃ পিতরৌ তেন শূন্যং জগত্রয়ম্" আমাদের পিতামাতা স্বর্গে গিয়াছেন তাই আমরা ত্রিজগৎ শূন্যময় দেখিতেছি। আহা! তাঁহারা আমাদিগকে কত ভাল বাসিতেন। তাঁহারা কেমন অতিথিবৎসল ছিলেন। আজ আপনারা আসিয়াছেন, হায়! তাঁহারা থাকিলে আজ তাঁহারা কতই কি করিতেন! দ্বিজগণের মর্য্যাদা তাঁহারাই রক্ষা

করিতে জানিতেন। এই পিতা মাতা আমাদের সকলকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মা! আমরা তাই দুঃখী। ঐ দেখুন পক্ষিগণ গৃহের উপরে বসিয়া কিরূপভাবে শূন্যে পক্ষ বিক্ষেপ করিতেছে আর কতই করুণ স্বরে শোক প্রকাশ করিতেছে। মা! আমাদের দুঃখ হইয়াছে বলিয়াই বুঝি আজ সমস্ত জগৎ দুঃখ করিতেছে। এই পর্ব্বত-গুহাও ত কতবার দেখিয়াছি, এই গুহা-নিঃসৃত নির্ঝরিণীও ত দেখিয়াছি; কিন্তু এখন মনে হইতেছে যেন পর্ব্বত সকল গুহারূপ বদন দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে আর সরিৎরূপ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে। আকাশে মেঘ সমূহ বায়ুদ্বারা চঞ্চল হইয়া সরিয়া পড়িতেছে কিন্তু আমার মনে হইতেছে যেন দুঃখ-সন্তপ্ত দিগাঙ্গনাগণের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পবন দ্বারা তাঁহাদের স্তনবস্ত্র উন্মুক্ত হইতেছে। গ্রামবাসিজনগণ ভূমির উপরে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত বিলুণ্ঠিত হওয়ায় ক্ষত-বিক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ, উপবাস পরায়ণ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করতঃ মরণোন্মুখ হইয়াছে। এই গ্রামের পথ সকল জন সঞ্চার-রহিতা, আনন্দশূন্যা; শূন্যহৃদয়া বিধবার ন্যায় ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। শোক সন্তপ্তা লতাসকল বৃষ্টিরূপ বাষ্পে আহত হইয়া কোকিল কূজন ও অলিগুঞ্জনচ্ছলে রোদন করতঃ পল্লবপাণি দ্বারা স্বীয় শরীরে আঘাত করিতেছে। আত্মাকে শতধা করিবার অভিপ্রায়ে তাপতপ্ত নির্ঝর সকল যেন প্রবল বেগে শুভ্র শিলাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখুন গৃহ সমূহের অবস্থা কি? কোন আনন্দ উচ্ছ্বাস নাই। গতশ্রী, নিস্তব্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন অরণ্যের মত ইহাদিগকে বোধ হইতেছে। ভ্রমরগুঞ্জনব্যাজে রোদন পরায়ণ উদ্যান খণ্ড হইতে উত্থিত সৌগন্ধ যেন পূতিগন্ধের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। চৈত্য—বৃক্ষবিলাসিনী লতা সকল গুচ্ছরূপ লোচন সঙ্কুচিত করায় দিন দিন বিরস ও কৃশ হইতেছে। কুলুকুলুধ্বনিকারিণী নদী সকল সমুদ্রে দেহত্যাগ করিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছে ও ভূতলে দেহ দোলায়িত করিতেছে। সরোবর সকল এরূপভাবে নিস্পন্দ রহিয়াছে যে তাহাদের নিকটে মশকপতনজনিত স্পন্দনও অতি চঞ্চল বোধ হইতেছে হে দেবীযুগল! স্বর্গে যে স্থানে কিন্নরী গন্ধর্ব্ব ও সুরাঙ্গনাগণ গান করেন নিশ্চয়ই আমার পিতামাতা সেই স্থানে গমন করিয়া সে স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছেন। হে

দেবীদ্বয়! আপনারা আমাদের শোক দূর করুন। কারণ "মহতাং দর্শনং নাম ন কদাচন নিষ্ফলম্" কারণ মহতের দর্শন কখন নিষ্ফল হয় না।

লীলা আপন পুত্রের মস্তক করপল্লবদ্বারা স্পর্শ করিলেন। মনে হইল যেন পদ্মিনী আনত হইয়া পল্লব দ্বারা স্বীয় মূলগ্রন্থি স্পর্শ করিল। "পল্লবেনানতা নম্রং মূলগ্রন্থিমিবাব্জিনী"। ৪৩। লীলার স্পর্শে তাহার দুঃখ দৌর্ভাগ্য সঙ্কট দূর হইল, যেমন প্রাবৃটকালে জলদের স্পর্শে পর্ব্বতের গ্রীষ্মতাপ দূর হয় সেইরূপ। দেবীদ্বয়কে দর্শন করিয়া অপরপরিজনবর্গেরও শোক দূর হইল এবং সৌভাগ্যের উদয় হইল।

লীলা মাতৃমূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই। প্রপঞ্চ মিথ্যা—এ বোধ লীলার হইয়াছিল। এজন্য পুত্র-স্নেহ রূপ মায়িক ব্যাপার তাহার ছিল না। পুত্রের মস্তকে লীলা যে হস্ত প্রদান করিয়াছিল তাহা পুত্রস্নেহ প্রযুক্ত নহে পরন্তু তাহা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতির ফলে। ইহা তাহার ভাবি শুভের পরিচায়ক।

যতদিন ভ্রম থাকে ততদিন শরীরটা সত্য বলিয়া বোধ হয়। ভ্রম নিবৃত্তি হইলে চিদাকাশ স্বভাবেই স্থিতি লাভ করে। পৃথিবী, দেহ ইত্যাদি বাস্তবিক নহে। ভাবনা বলে আছে বলিয়া বোধ হয়। স্বপ্নে নগর, সমতল, ভূমি, খাদ, স্ত্রীলোক, কত কি দেখা যায়। এ সব কিন্তু নাই তথাপি ইহারা ক্রিয়া করে; সেইরূপ পরমাকাশ স্বরূপ পরম চৈতন্যই আছেন। অজ্ঞান স্বপ্নে সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে পৃথ্ব্যাদি ভাবে জানা হয় বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড যেন জগৎরূপে দণ্ডায়মান হয়েন। লীলার জ্ঞান হইয়াছিল একমাত্র তিনিই আছেন। লীলা জানিয়াছিল পৃথ্ব্যাদি কিছুই নাই। ভ্রান্তি দ্বারাই চিদাকাশকে নানা আকার বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। এক অদ্বয় জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাঁহার আবার পুত্র কলত্র কি? তিনি জানেন দৃশ্য বলিয়া কোন কিছু উৎপন্নই হয় নাই। তাই লীলা মাতৃমূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জন্মান্তর।

সেই গিরিতটস্থিত গ্রামের মণ্ডপ কোটরে থাকিয়াও সেই দুই সিদ্ধ রমণী দেখিতে দেখিতে যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল। আর গৃহজনেরা মনে করিল বনদেবীগণ আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। ইহা ভাবিয়া তাহারা সুখী হইল। সুখী হইয়া তাহারা গৃহ কার্য্যে মন দিল।

মণ্ডপাকাশ সংলীনাং লীলামাহ সরস্বতী।
ব্যোমরূপা ব্যোমরূপাং স্বয়াৎ তূষ্ণীমিবস্থিতাম্॥ ৩॥

লীলা বিস্ময়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে। লীলা কোন কথাই কহিতেছে না দেখিয়া আকাশরূপিণী সরস্বতী আকাশরূপিণী লীলাকে বলিতে লাগিলেন লীলা! কি ভাবিতেছ?

লীলা। তা কি মা তোমার অজ্ঞাত?

দেবী। তা নয়। তবুও বল। ইহাতে লোকের উপকার হইবে।

লীলা। মা! আমি ত অরুন্ধতী ব্রাহ্মণীর সঙ্কল্পের মূর্ত্তি। আর তুমি সঙ্কল্প মূর্ত্তির আবার যে সঙ্কল্প তাহার মূর্ত্তি। অন্যের সঙ্কল্প অন্যের কাছে ত অদৃশ্য। আমরা দুই অদৃশ্যা রমণী। আমাদের কথোপকথন প্রচার ইহা কি আবার সম্ভব?

দেবী। ঊষা ও অনিরুদ্ধের কথা ত শুনিয়াছ? তাহাদের কথোপকথন হয় স্বপ্নে। স্বপ্ন ও সঙ্কল্প দেবতার অনুগ্রহে কখন কখন সত্যও হয়। এইজন্য ঊষা ও অনিরুদ্ধের কথোপকথন কার্য্যে পরিণত ও লোকমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। তোমার আমার কথোপকথনও সেইরূপ। আমাদের পার্থিব শরীর নাই। তা নাই থাক্। স্বপ্নের মত বা সঙ্কল্পের মত আমাদের পরস্পর আলাপের জ্ঞান উদিত হইয়াছে।

লীলা! যাহা জানা উচিত তাহাত তুমি জানিয়াছ। সংসার ভ্রমও দেখিলে। ব্রহ্মসত্তাই, অলীক দৃশ্যজগৎ মত দেখাইতেছে তাহাও জানিতেছ। "কিমন্যদ্বদ পৃচ্ছসি"। আর কি বলিবে বল।

যোগবাশিষ্ঠ। ২৭ সর্গ।

লীলা। আমার মৃত ভর্ত্তার জীব যেখানে রাজত্ব করিতেছেন সেখানে আমি যখন গিয়াছিলাম তখন আমাকে কেহ দেখিতে পায় নাই আর এখানে আমার পুত্রেরা আমাকে দেখিতে পাইল কিরূপে?

দেবী। তখন তোমার অদ্বৈত অভ্যাস পাকা হয় নাই। তখনও তোমার দ্বৈতজ্ঞান ছিল। দ্বৈতজ্ঞান বা অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। অদ্বয়জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিয়া যে অদ্বৈত আয়ত্ব না করিতে পারে সে সত্যসঙ্কল্প হইবে কিরূপে? তাপের মধ্যে থাকিয়া ছায়ার গুণ জানিবে কিরূপে? "আমি রাজমহিষী লীলা" এ ভাব তখনও তুমি ভুলিতে পার নাই তাই সত্যসঙ্কল্প হইতেও পার নাই। এখন তুমি জ্ঞানাভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছ। তুমি সত্যসঙ্কল্প হইয়াছ। তাই এখানে আসিয়া যখন তুমি বলিলে আমার পুত্রেরা আমাদিগকে দর্শন করুক তখনই তোমার সঙ্কল্প সত্য হইল। তুমি এখন স্বামীর কাছে যাও—দেখিবে যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই হইবে। বুঝিতেছ অদ্বয়জ্ঞানে স্থিতি লাভ না করা পর্য্যন্ত সত্যসঙ্কল্প হওয়া যাইবে না।

লীলা। এই মন্দিরাকাশে আমার স্বামী বশিষ্ট ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এইখানেই তাঁহার দেহান্ত হয়। মৃত্যুর পরে এই মণ্ডপাকাশেই তিনি রাজা হন এইখানেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজধানীপুরে আমিই তাঁহার পুরন্ধ্রী ছিলাম। আবার তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে এই মণ্ডপাকাশেই তিনি নানা জনপদের অধীশ্বর হইয়াছেন। মা! নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এই মণ্ডপাকাশেই রহিয়াছে। আমি আমার ভর্ত্তৃসংসারমণ্ডলস্থ বস্তু সমূহ যাহাতে দেখিতে পাই তাহাই করুন।

দেবী—পুত্রি! ভূতলবাসিনি অরুন্ধতি! তোমার ভর্ত্তাত অনেক। সকলকে দেখা অসম্ভব। সন্নিহিত তিন স্বামীর মধ্যে কাহার মণ্ডল দেখিতে চাও? তোমার প্রথম স্বামী বশিষ্ট ব্রাহ্মণ দেহান্তে পদ্ম নামক নরপতি হইয়াছিলেন। ইঁহারই মৃতদেহ তুমি স্বীয় অন্তঃপুরে পুষ্পমণ্ডপে রাখিয়াছ। এই পদ্মরাজা এক্ষণে বিদূরথ নরপতি হইয়া জন্মিয়াছেন। রাজা বিদূরথ এক্ষণে নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া সংসার জলধির মহাকল্লোলে প্রবিষ্ট আছেন। জড়প্রায় চিত্তবৃত্তি লইয়া তিনি "সংসারাম্ভোধিকচ্ছপঃ" ভোগ তরঙ্গ সঙ্কুল সংসার সমুদ্রের কচ্ছপ স্বরূপে অবস্থান

করিতেছেন। তিনি এখন জড়ের ন্যায় ঈশ্বরে সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিছুতেই জাগিতেছেন না। তিনি ভাবিতেছেন "ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী, সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী" আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্ সুখী—এই আসুরিক ভাবনায় তিনি এখন অনর্থ সংসার-পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। ইহাঁর কাছেই যাইবে? দেখ লীলা! তুমি যে ভর্ত্তৃ-সংসার দেখিতে চাও, জ্ঞান দৃষ্টিতে সেই সকল সংসার নিকটেই। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহা এখান হইতে কোটি যোজন দূরে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্ত সংসারই চিদাকাশ। এই আকাশরূপ মহাসংসারে কোটি কোটি মেরুমন্দর। সূর্য্যকিরণে ত্রসরেণুর মত অনন্তব্রহ্মাণ্ড মহাচিতির অন্তর্গত। আর চিৎ নামক জগতে পৃথিব্যাদি ভেদ নাই। না থাকিলেও দৃঢ় মিথ্যাজ্ঞান জনিত ভ্রম চিন্তার প্রভাবে জ্ঞানময় আত্মাতেও জগৎ দর্শন হয়। পরন্তু আত্মাতে জগদ্দর্শন হইলেও আত্মার জগৎ হওয়া হয় না। ভ্রান্তিদৃষ্ট সর্প কি রজ্জুকে কখন সর্প করিতে পারে? সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ উঠে, লয় হয়, সেইরূপ জ্ঞানরূপ মহা চৈতন্যে নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি উঠিতেছে, লয় পাইতেছে।

লীলা কি এক অপূর্ব্ব দেখিতেছে। বহু বহু জন্মের কথা লীলার মনে পড়িয়াছে। লীলা বলিতে লাগিল—মা! তুমি জগন্মাতা। মা! আমার এই এই লীলা-জন্ম রাজস। মানুষ জন্ম রাজস; পশুপক্ষীর জন্ম তামস এবং দেব জন্ম সাত্ত্বিক। হিরণ্যগর্ভ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমার ১০৮ জন্ম হইয়াছে। অহো! কি আশ্চর্য্য! আমি যে যে যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়াছি এক্ষণে তাহা দেখিতেছি।

হে পাঠক! হে পাঠিকা! তুমি কি কখন ভাবনা করিয়াছ, তুমি কাহারও সঙ্কল্পের মূর্ত্তি! কি জানি কে কখন কোথায় সঙ্কল্প করিয়াছিল, তুমি সেই সঙ্কল্পেই এখন দেহ ধারণ করিয়া সেই সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতেছ এবং তুমি আবার যে যে সঙ্কল্প তুলিতেছ, আবার অন্য জন্ম ধারণ করিয়া সেই সেই সঙ্কল্প মত তুমি ছুটিবে। লীলার এই বহু জন্মের সংবাদ পড়িয়া তুমি সাবধান হও। তুমি বেশ করিয়া ভাবনা কর, সঙ্কল্প মিথ্যা হইলেও মানুষ মিথ্যাতেই নানা যোনি ভ্রমণ করিতেছে ও বহু কষ্ট পাইতেছে। এই জন্যই বলা হইতেছে—অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ম্?"—অহর্নিশি কি চিন্তা করা উচিত? "সংসার মিথ্যাত্ব

শিবাত্মতত্ত্বম্” অনুক্ষণ ভাবনার বিষয় হইতেছে সংসার মিথ্যা শিব স্বরূপ আত্মবস্তুই সত্য।

লীলা বলিতে লাগিল—একজন্মে আমি এই সংসার মণ্ডলে বিদ্যাধর লোকরূপ পদ্মের ভ্রমরী স্বরূপিণী বিদ্যাধরী ছিলাম। দুর্ব্বাসনার দ্বারা কলুষিত হইয়া পরে মানুষী হই। তখন আমার অন্য জন্ম হয়। আমি পন্নগ রাজের পত্নী হই। তাহার পর দুরদৃষ্টের আতিশয্যে কদম্ব-কুন্দ-জম্বীর-বনচরী পত্রাম্বর ধারিণী কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডালিনী হইয়া জন্মিয়াছিলাম।

চণ্ডালিনী জন্মে কোনই ধর্ম্মাচরণ করা হয় নাই, নিতান্ত মূঢ়া ছিলাম বলিয়া পর জন্মে বনবিলাসিনী লতা হইয়া এক মুনির পবিত্র আশ্রমে কিছুদিন অবস্থিতি করি। মুনি সংসর্গে পবিত্রতা লাভ হইয়াছিল বলিয়া সেই লতা দেহ দাবানলে দগ্ধ হওয়ার পর আমি সেই আশ্রমে মুনিকন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। ঐ জন্মে আমার অন্য শুভাদৃষ্ট সমুদিত হইলে পুরুষ-জন্মদায়ক কর্ম্ম সকলের ফলে সুরাষ্ট্রদেশে রাজা হইয়া শত বৎসর ঐশ্বর্য্য ভোগ করি। আবার দুরদৃষ্ট প্রবল হয়, পরস্বাপহরণাদি দুষ্কৃত কার্য্য দ্বারা কলুষিত হইয়া রাজদেহ ত্যাগ করিয়া তালীবৃক্ষতলস্থ কোন জলাশয়ের তীরে কুষ্ঠ-বিকলাঙ্গী নকুলী হইয়া নয় বৎসর তথায় অতিবাহিত করি। পরে অষ্টবৎসর সুরাষ্ট্রদেশে গো জন্ম হয় এবং দুর্জ্জন গোপালগণের তাড়না সহ্য করি। অন্য এক জন্মে পক্ষিণী হইয়া বিপিন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাধজালে পতিত হইয়া অতিকষ্টে তাহা ছেদন করি। পর জন্মে ভ্রমরী হইয়া নির্জ্জনে ভ্রমরের সহিত পদ্মকলিকান্তর্গত কর্ণিকায় বিশ্রাম করিতাম ও সুকোমল কমল-কেশর ভক্ষণ করিতাম। পর জন্মে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গে মনোহরাক্ষী হরিণী হইয়া বনস্থলীতে বিচরণ করিতে করিতে কিরাত কর্ত্তৃক বিনষ্ট হই। পরে সমুদ্রের মৎসী হই। পুনরায় দুর্ভাগ্যবশতঃ চর্ম্মণ্বতী নদীর তীরে চণ্ডালিণী হই। তথায় নারিকেল রস পান করিতাম ও সুস্বরে গান গাহিতাম। তাহার পর সারসী হইয়া সরসকে প্রীত করিতাম। পরে আবার মানুষী হইয়া মদিরা-তরলায়িত নেত্রের কটাক্ষে কান্তকে অবলোকন করিতাম। পরজন্মে অপ্সরা হইয়া সুরগণের সন্তোষ সাধন করিয়াছি। সেই জন্মে কখন মণি-কাঞ্চন-মাণিক্য-মুক্তা-নিকর ভূতলে, কখন কল্পদ্রুম বনে, কখন সুমেরু পর্ব্বতের

উপরে সুর যুবকগণের সহিত বিহার করিতাম। পর জন্মে বহুদিবস কচ্ছপী হইয়া কখন তরঙ্গমালা সমাকুল জলাশয়ে, কখন বা সমুদ্রতীরস্থিত বনবিরাজিত পর্ব্বত-গুহা মধ্যে বাস করিতাম। তৎপরে চঞ্চল তরঙ্গে রাজহংসী হইয়া দুলিতাম। সেই জন্মে এক শাল্মলী বৃক্ষের পত্র-প্রান্তোপরি কয়েকটি মশককে দুলিতে দেখিয়া আমার দোলন কামনা প্রবল হওয়ায় "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং" হইয়া সেই জন্মের অবসানে মশকী হইয়া মশকের সহিত বহুদিন বৃক্ষপত্ররূপ দোলায় দোলায়মান হইয়াছিলাম। পরে আবার তরঙ্গ সঙ্কুল গিরি নদীর তীরে বেতস লতা হই। আহা! তখন আমি নিরন্তর সেই নদীর প্রবল তরঙ্গ দ্বারা সমাকুল হইতাম। গন্ধমাদন পর্ব্বতে মন্দার তরুমণ্ডিত মন্দিরে বিদ্যাধরী হইয়াছিলাম। পর জন্মে কামাতুর বিদ্যাধর কুমারগণ তখন আমার পদতলে নিপতিত হইত। সে জন্মও সুখের ছিল না। যদিও সে জন্মে কর্পূর বিকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিতাম তথাপি সে জন্মেও কত বিষাদ, কত দুঃখ অনুভব করিয়াছি।

যোনিষনেকবিধ-দুঃখ-শতান্বিতাসু
ভ্রান্তং ময়োন্নমন সন্নমনাকুলাঙ্গ্যা।
সংসার-দীর্ঘ-সরিত-শ্চলয়া লহর্য্যা
দুর্ব্বার বাতহরিণী সরণক্রমেণ ॥ ৫৯

বাত-হরিণী বাতপ্রমী যেমন স্বভাব বশতঃ বায়ুপ্রবাহানুসারিণী হইয়া উচ্চাচ্চ দেশ ভ্রমণ করে আমিও সেইরূপ বিভ্রান্ত হইয়া অনেকবিধ দুঃখশতান্বিত নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসাররূপ দীর্ঘতটিনীতে দুর্ব্বাসনারূপ বায়ুর তাড়নায় সমুদ্ভূত তরঙ্গমালায় কখন উন্নত কখন অবনত হইয়া বহুবিধ উৎপাৎ পরম্পরা দ্বারা সমাকুল হইয়াছিলাম।

হায়! তোমার আমার কত জন্ম হইয়া গিয়াছে। কোন্ জন্মের পতি পুত্রের জন্য দুঃখ করিবে! এই জন্মের জন্যই বা দুঃখ করিয়া কি হইবে? যাহা গত হইয়াছে সে জন্য চিন্তা ত্যাগ কর, যে জন্ম আসিবে তাহার জন্যও ব্যাকুল হইওনা। উপস্থিত সময়ে সংসার বাসনায় আর আকুল হইওনা। কতবার ত কত প্রকার সংসার করিয়াছ। বৃক্ষ যেমন বর্ষায় বারিধারা মাথা পাতিয়া লয়

সেইরূপ সকল দুঃখ মাথা পাতিয়া সহ্য কর আর সর্ব্বদা শাস্ত্রমত কর্ম্মে 'হরি হরি' কর। আর অলস হইওনা। আর তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিওনা। ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! বলিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা অনুভব কর। ভক্তির পরে—আমি কে, সংসার কি—বিচার কর, করিয়া এই জন্মকেই শেষ জন্ম করিয়া ফেল।

আচ্ছা লীলা ও সরস্বতী ত বজ্রাঙ্গের মত কঠিন অনেক যোজন পর্য্যন্ত অন্তর্ঘন নিবিড় ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে ছিলেন; তাহা ভেদ করিয়া তাঁহারা নির্গত হইলেন কিরূপে?

বেশ কথা। এই যে সেই দূর দূরান্তরের কথা বলিতেছি সেই দূর দূরান্তর কোথায়?

প্রাদেশ মাত্রে নভসি সা তত্রৈব গৃহোদরে।
ব্রহ্মাণ্ডান্তরমাসাদ্য গিরিগ্রামক মন্দিরে॥ ৭
ব্রহ্মাণ্ডাৎ পরিনির্গত্য স্বগৃহে স্থিতিমাযয়ৌ।
স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং প্রাপ্য যথা তল্পগতঃ পুমান্॥ ৮

স্বামীবিয়োগের পরে লীলা ত স্বীয় গৃহের মধ্যে আসনে বসিয়া সরস্বতীর উপাসনা করিতেছিল। সেইখানে বসিয়া অর্দ্ধহস্ত পরিমিত হৃদয় আকাশে সরস্বতীকে উদিত হইতে দেখিলেন। সরস্বতী ও লীলা ত ভাবনা রাজ্যে দূর দূরান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ফলে প্রাদেশ-মাত্র পরিমিত হৃদয়াকাশে সেই গৃহাকাশ। তাঁহারা কোথাও যান নাই। সেই আকাশেই ব্রহ্মাণ্ড গিরিগ্রাম, তদন্তর্গত মন্দির, তথা হইতে লোকান্তর গমন, পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে অবতরণ ও গৃহ দর্শন, এই সমস্ত অনুভব করিতেছিলেন। যেমন শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে মানুষ দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে দেশ দেশান্তর দর্শন করে, ইহাও সেইরূপ। তবেই দেখ—

ক ব্রহ্মাণ্ডং ক তস্থিত্তিঃ কাত্রাসৌ বজ্রসারতা।
কিলাবশুং স্থিতে দেব্যাবন্তঃপুর বরাম্বরে॥ ২
তস্মিন্নেব গিরিগ্রামে তস্মিন্নেবালয়াম্বরে।
ব্রাহ্মণঃ স বশিষ্ঠাখ্য আস্বাদয়তি রাজতাম্॥ ৩

তমেব মণ্ডপাকাশকোণকং শূন্যমাত্রকম্।
চতুঃ সমুদ্রপর্য্যন্তং ভূতলং সোঽনুভূতবান্॥ ৪
আকাশাত্মনি ভূপীঠং তস্মিং স্তদ্রাজপত্তনম্।
রাজসদ্মানুভবতি স চ সা চাপ্যরুন্ধতী॥ ৫
লীলাভিধানা সা জাতা তয়া চ জ্ঞপ্তিরর্চ্চিতা!
জ্ঞপ্ত্যা সহ সমুল্লঙ্ঘ্য খমাশ্চর্য্য মনোহরম্॥ ৬

বল দেখি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল কোথায়? কোথায় তাহার ভিত্তি? এবং তাহার বজ্রসারতাই বা কোথায়? অবার পদ্মভূপতির স্ত্রী লীলা ইনিই বা কে? লীলা ও সরস্বতী অন্তঃপুরাকাশেই ভাবনারাজ্যে ছিলেন কোথাও গমন করেন নাই কোথা হইতেও নির্গতা হন নাই। এই পদ্মরাজা ও তাঁহার মহিষী ইঁহারাও কিন্তু সেই বশিষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী অরুন্ধতী। সেই বশিষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণ সেই গিরিগ্রামস্থিত গৃহাকাশেই বিদূরথ হইয়া রাজত্ব অনুভব করিয়াছেন ও পদ্মভূপাল হইয়া সেই মণ্ডপাকাশের এক ক্ষুদ্র কোণে সমুদ্র চতুষ্টয় পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল অনুভব করিয়াছেন; তদীয় আকাশ মত চিদাত্মার এই ভূমণ্ডল। তদাধারে তাঁহার রাজ্য ও রাজপুরী; ব্রাহ্মণ পত্নী অরুন্ধতী, তাহাতে লীলা। সেখানেই লীলা অর্চ্চনা দ্বারা জ্ঞপ্তীদেবীকে প্রসন্না করিয়াছেন অনন্তর তৎসহচারিণী হইয়া মনোহর ও অদ্ভুততম আকাশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ সকল আশ্চর্য্য বস্তু অবলোকন করিয়াছেন।

প্রতিভামাত্রমেবৈতৎ সর্ব্বমাকাশমাত্রকম্।
ন ব্রহ্মাণ্ডং ন সংসারো ন কুড্যাদি ন দূরতা॥ ৯
স্বচিত্তমেব কচতি তয়োস্তাদৃঙ্মনোহরম্।
বাসনা মাত্র সোল্লেখং ক ব্রহ্মাণ্ডং ক সংসৃতিঃ॥ ১০
নিরাবরণমেবেদং জ্ঞপ্ত্যাকাশমনন্তকম্।
কিঞ্চিৎ স্বচিত্তেনোন্নীতং স্পন্দনযুক্ত্যেব মারুতঃ॥ ১১
চিদাকাশমজং শান্তং সর্ব্বত্রৈব হি সর্ব্বদা।
চিত্ত্বাজ্জগদিবাভাতি স্বয়মেবাত্মনাত্মনি॥ ১২

যেন বুদ্ধন্তু তস্যৈতদাকাশাদপি শূন্যকম্।
ন বুদ্ধং যেন তস্যৈতদ্বজ্রসারাচলোপমম্॥ ১৩

গৃহ এব যথা স্বপ্নে নগরং ভাতি ভাস্বরম্।
তথৈতদসদেবান্তশ্চিদ্ধাতৌ ভাতি ভাস্বরম্॥ ১৪

যথা মরৌ জলং বুদ্ধং কটকত্বঞ্চ হেমনি।
অসৎ সদিব ভাতীদং তথা দৃশ্যত্বমাত্মনি॥ ১৫

ভাবনা রাজ্যেই বল বা স্থূলেই বল, সর্ব্বদা বিচার দ্বারা যাহা অনুভব করিতে হইবে, যাহা যথার্থ সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে তাহার কথাই এখানে বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা নিত্য স্মরণ করিয়া রাখিবার বস্তু। এই স্মরণ, এই বিচার যদি সর্ব্বদা রাখিতে পার তবে একদিন যাঁহার মায়ায় এই জগৎ তাঁহারই কৃপায় মায়ার বাহিরে যাইতে পারিবে নতুবা চিরদিনই মায়ার বেড়ী পায়ে দিয়া মায়া-রাণীর কয়েদী থাকিবে। এখন মনোযোগ কর।

ভিতরে ভাবনা রাজ্যে আর বাহিরে স্থূলরাজ্যে যাহা দেখ, যাহা কর, যাহা অনুভব কর তৎসমস্তই প্রতিভা, সমস্তই ভ্রান্তি। সর্ব্বমাকাশমাত্রকম্—সমস্তই আকাশ সমস্তই শূন্য। তাই বলিতেছি "ন ব্রহ্মাণ্ডং ন সংসারো ন কুড্যাদি ন দূরতা"—ব্রহ্মাণ্ডও নাই, সংসারও নাই, তাহার ভিত্তিও নাই, আবার দূরদূরান্তরও নাই। আপন আপন চিত্তই ঝলক তুলিতেছে। চিত্তগত বাসনা দ্বারা চিত্ত আপনাতেই ব্যবহার পরম্পরার সহিত এই মনোহর দৃশ্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডও নাই, সংসারও নাই, সমস্তই চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। ব্রহ্মাণ্ড ও সংসার যাহা দেখিতেছ বা ভাবিতেছ তাহা ভ্রান্তিতেই বোধ হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে সমস্তই আবরণরহিত অনন্ত অগাধ চিদাকাশ! "চিদাকাশমজং শান্তং সর্ব্বত্রৈব হি সর্ব্বদা"। একমাত্র অজ শান্ত চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ সীমাশূন্য আকাশবৎ অধিষ্ঠান-চৈতন্যই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে বিরাজ করিতেছেন। যেমন স্পন্দনযুক্ত হইলে আকাশকেই বায়ুরূপে কল্পনা করা যায় সেইরূপ চিত্তস্পন্দন কল্পনা দ্বারা চিদাকাশই ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিবর্ত্তিত মত দেখা যাইতেছে। পরম শান্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ চিৎই আপনাতে আপনি চিত্তদ্বারা জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন।

আমরা সকলে স্বপ্নে একবস্তুকে অন্যরূপে বিবর্ত্তিত দেখিতেছি। যাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, যিনি প্রবুদ্ধ তাঁহার নিকটে বাহিরে পরিদৃশ্যমান্ এই জগৎটা অথবা ভিতরকার ভাবনা রাজ্যটা শূন্য অপেক্ষাও শূন্য। আর যিনি স্বপ্ন ঘোরে আছেন, যিনি এখনও প্রবুদ্ধ হইতে পারেন নাই তিনি দেখিতেছেন এই ভ্রান্ত শূন্যই বজ্রসার অচলের মত দুর্ভেদ্য। যেমন স্বপ্নকালে নিজের গৃহকেই উজ্জ্বল নগর বলিয়া ভ্রম হয় সেইরূপ চিৎবস্তুতে এই অসৎ সংসারকেই উজ্জ্বল সৎ পদার্থ বলিয়া মনে হয়। যেমন মরুমরীচিকায় জল ভ্রম হয়, যেমন সুবর্ণে অলঙ্কারের ভ্রম হয় সেইরূপ অসৎ দৃশ্য-প্রপঞ্চ আত্মাতে সৎ বলিয়া ভ্রম হয়। এই তত্ত্বটি বুঝিয়া স্মরণ রাখ—"অনুক্ষণং কিং প্রতিচিন্তনীয়ং? সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্মতত্ত্বম্"।

পঞ্চদশ অধ্যায়

গিরিগ্রাম বর্ণনা।

ললিতাকৃতি লীলা সরস্বতীর নিকটে আপন জন্মবৃত্তান্ত বলিতেছিল। বলিতে বলিতে উভয়ে ললিত পাদবিক্ষেপে গৃহের বাহিরে আসিলেন। গ্রাম্যলোকের অদৃশ্য হইয়াই তাঁহারা গিরিগ্রামের বাহিরে এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ঐ গিরি "চুম্বিতাকাশ-কুহরং সংস্পৃষ্টাদিত্যমণ্ডলম্"। ঐ ভূধরের অত্যুচ্চ শিখর সকল গগনগুফা ভেদ করিয়া আদিত্যমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে।

নানাবর্ণাখিলোৎফুল্ল বিচিত্র বন নির্ম্মলম্।
নানা নির্ঝরনির্হ্রাদ কূজদ্বনবিহঙ্গমম্॥ ১৮

ঐ পর্ব্বতের স্থানে স্থানে নানাবর্ণের পুষ্প ও নানাবিধ বৃক্ষের বন। কোথাও নির্ম্মল নির্ঝর সকল শব্দ করিতে করিতে নীচে ছুটিতেছে কোথাও বনবিহঙ্গমগণ শব্দ করিতেছে। উচ্চ বৃক্ষ-জড়িত গুলুচ্ছা লতার অগ্রে সারস পক্ষী বিশ্রাম

করিতেছে। কোথাও নদীর তটে বেতসবন লতাজড়িত থাকায় বায়ুগতি রোধ হইতেছে। কোথাও অতি দীর্ঘ নির্ঝরনদী হইতে স্রোতধারা পাষাণে পতিত হওয়ায় সেই স্রোতের চারিদেকে জলবিন্দু সমূহ মুক্তাকলাপের ন্যায় বোধ হইতেছে। লীলা ও সরস্বতী ব্রাহ্মণের গৃহমাত্র দেখিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা সেই পর্ব্বতের অন্যতম প্রদেশে আকাশ হইতে পতিত স্বর্গ খণ্ডের ন্যায় গিরিগ্রাম দেখিতে পাইলেন। গিরিগ্রামে বহু জল প্রণালী ও সলিল পূর্ণ সরোবর। শত শত বিহঙ্গ কুচিকুচি ধ্বনি করতঃ লীলার্থ সেই সকল সরোবরের তীরে গমন করিতেছে। গো সমূহ হুঙ্কারধ্বনি করিয়া বনকুঞ্জাভিমুখে ছুটিয়াছে। গিরিগ্রামের নদীতে রাজহংসমালা নদীলহরীর আস্ফালনে একদিক হইতে অপর দিকে নীত হইয়া নক্ষত্র পঙ্‌ক্তির মত দেখাইতেছে। কোথাও গ্রাম্য বালকেরা কাকের ভয়ে ক্ষীর সরাদ লুকাইয়া রাখিতেছে। কোথাও বালকেরা ফুলের বসন ও ফুলের ভূষণ পরিধান করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও কোন ভিখারিনী ক্ষুধা ক্লেশে ক্ষীণাঙ্গিনী হইয়া পথের ধারে শিশুপুত্র কোলে করিয়া ক্রন্দন করিতেছে আর গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে গ্রামকীটের ন্যায় অবলোকন করিয়া উপেক্ষা করিতেছে। কোথাও ভীল রমণীরা পত্রের ও তৃণের বস্ত্র ও কর্ণে পুষ্পমঞ্জরী পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। গ্রামের অন্যস্থানে ভীরুস্বভাব অলসেরা অবস্থান করিতেছে। কোন-স্থানে নগ্ন বালকগণ হস্তে ও বদনে দধি মাখিয়া, লতাপুষ্পের অলঙ্কার পরিয়া নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে ইতর রমণিগণ গৃহ লেপন করিতে করিতে গোময়-পঙ্ক-লিপ্ত হস্তে বিবাদ বাধাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া আলুথালুবেশে চিৎকার করিতে করিতে গালিবর্ষণ করিতেছে আর সভ্য বালকেরা হাস্য করিতেছে। কোথাও গোবৎসগণ কর্ণচালনে মক্ষিকা নিকর নিরাসিত করিতেছে।

লীলা ও সরস্বতী ঐ গিরিগ্রামে অনেক অত্যুচ্চ অট্টালিকা ও প্রফুল্ল কমল-দলশোভিত পুষ্করিণী বিশিষ্ট গিরিমন্দিরও দেখিলেন। এখানে কত লতানিকুঞ্জ, কত সুন্দর সুন্দর বিহঙ্গ, কত কুসুমাস্তরণ, কত হরিদ্বর্ণক্ষেত্র। এ গ্রামের শোভা দেখিলে মনে হয় যেন লক্ষ্মী এই গিরিগ্রামে সতত বিরাজ করিতেছেন। ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত।

ষোড়য অধ্যায়।

পরমাকাশ বর্ণনা।

বহুকাল ধরিয়া লীলা জ্ঞানাভ্যাস করিয়াছিল, তাই লীলা আজ বিশুদ্ধ জ্ঞান-দেহিনী ও ত্রিকালদর্শিনী। গিরিগ্রাম দৃষ্টে লীলার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সকল স্মৃতি-পথারূঢ় হইতেছে। লীলা বলিতে লাগিল—দেবি! এই সেইস্থান যেখানে আমি কৃষবর্ণা ব্রাহ্মণী শরীরে দাসীবৃত্তি করিতাম। একটিমাত্র কাঁচের বালা বা 'চুড়ী' আমার হাতে থাকিত। আমি সকলের পরিচর্য্যা করিতাম আর ত্বরা-নিবন্ধন গৃহে সকলকে বলিতাম "সত্বরে স্ব স্ব কার্য্য সাধন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন"? এই বলিয়া ব্যাকুলা হইতাম। এই স্থানের শুষ্ক দর্ভাগ্র দ্বারা পদতল ও করতল ক্ষতবিক্ষত হইত, এইস্থানে আমি দোহন পাত্র ও মন্থন দণ্ড-ধারিণী হইয়া স্বামী পুত্র ও অতিথিগণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিতাম। এইস্থানে আমি ভর্জ্জন পাত্র (চাটু) ও চরুস্থলী (বোখনা) প্রভৃতি মার্জ্জন করিতাম। আমার মত আমার শ্রোত্রীয় স্বামীও সংসারাসক্ত ছিলেন। আমি কে? সংসার কি? এসব কথা স্বপ্নেও মনে উদিত হইত না। "কাহং ক ইহ সংসার ইতি স্বপ্নেপ্য-সঙ্কথা"। আমার একনিষ্ঠা ছিল "সমিচ্ছাক গোময়েন্ধন সঞ্চয়ে" সমিৎ, শাক, আর গোময় কাষ্ঠ সঞ্চয়ে আমার একনিষ্ঠা ছিল। আমি "ম্লান কম্বল সম্বীত শিরাল কৃশগাত্রিকা" একমাত্র মলিন কম্বল ব্যবহার করিতাম এবং সতত সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আমার শরীর কঙ্কাল মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। দেবি! এইস্থানে আমি গোবৎসগণের কর্ণকীট নিষ্কাসনে তৎপরা থাকিতাম, এইস্থানে পরিচারিকার ন্যায় গৃহস্থিত শাকক্ষেত্রে জলসেক করিতাম, এবং নদীতীর হইতে তৃণ আনিয়া গোবৎসগণের তৃপ্তিসাধন করিতাম। অমি প্রতিক্ষণ গৃহদ্বারে আলেপন দিয়া সেখানে বৃক্ষলতাদি চিত্রিত করিতাম ও বর্ণক দ্বারা দ্বারদেশ রঞ্জিত করিতাম। যাহারা আমাকে জানিত না তাহারা আমাকে অবিনীতা পরিচারিণী বলিয়া নিন্দা করিত, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতাম না। ক্রমে জরা আসিল।

আমি জীর্ণপর্ণের ন্যায় শিরাবিশিষ্ট হইলাম। শিরঃকম্পন দ্বারা আমার দক্ষিণকর্ণ সর্ব্বদা দোলায়মান হইত।

লীলা গিরিগ্রাম কোটরে ভ্রমণ করিতে করিতে আরও কত কি দেখাইল। এই আমার গুল্মমণ্ডিত পুষ্পবাটিকা, এই আমার পুষ্পিতোদ্যানমণ্ডিত অশোক বাটিকা, এই আমার পুষ্করিণী তীরস্থ বৃক্ষে অল্পরজ্জু আবদ্ধ গোশিশু। লীলা ক্রমে ক্রমে কোথায় ভোজন করিত, কোথায় বসিত, কোথায় শয়ন করিত, কোথায় দান করিত, কোথায় তাহার ভাণ্ডার ছিল, কোথায় তাহার প্রতিপালিত অলাবুবল্লী বেষ্টিতা তাহার রন্ধনশালা ছিল, তাহার পুত্র জ্যেষ্ঠশর্ম্মা রোদন করিতে করিতে কত কৃশ হইয়াছে, তাহার দাসী তাহার বিরহে এই আটদিনে কিরূপ হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি নানাকথা বলিল। লীলা ও সরস্বতী গিরিগ্রামের সেই মণ্ডপে আসিতেছেন যে মণ্ডপাকাশে লীলার পূর্ব্ব ভর্ত্তা রাজত্ব করিতেছেন। এই সেই মণ্ডপ। লীলা বলিতে লাগিল।

"অত্র মে সংস্থিতোভর্ত্তা জীবাকাশতয়াকৃতিঃ।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্তমেখলায়া ভুবঃ পতিঃ॥ ৩২

এই গৃহমণ্ডপে আমার ভর্ত্তার জীব জীবাকাশ রূপে নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিয়াও চতুঃ সাগররূপ মেখলাধারিণী সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর হইয়াছেন।

"আস্মৃতং পূর্ব্বমেতেন কিলাসীদভিবাঞ্ছিতম্।
শীঘ্র স্যামেব রাজেতি তীব্র সম্বেগধর্ম্মিণা॥ ৩৩

আমার স্মরণ হইতেছে এইস্থানে আমার স্বামী শীঘ্র রাজা হইবেন এই দৃঢ় অধ্যবসায় করিয়াছিলেন বলিয়া আমার ভর্ত্তার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু আজ আটদিন মাত্র হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইহার মধ্যেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য লাভ করিয়াছেন। আটদিনই কি লাগে? এক মুহূর্ত্তেই কল্পনা-রাজ্যে সমস্তই লাভ হয়। তীব্র সঙ্কল্প করিতে পারিলেই হয়। বায়ু যেমন আকাশে, সৌরভ যেমন অনিলে অদৃশ্য ভাবে থাকে সেইরূপ আমার ভর্ত্তার জীব-চৈতন্য এই গৃহাকাশে রহিয়াছেন। আবার জীবের গৃহাকাশই বা কোথায়? অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদাকাশেই তিনি কোটি যোজন বিস্তৃত মহারাজ্য অনুভব করিতেছেন।

আবাং খমেব খস্থঞ্চ ভর্ত্তৃরাজ্যং মমেশ্বরি।
পূর্ণং সহস্রৈঃ শৈলানাং মহামায়েয়মাততা॥ ৩৭

ঈশ্বরি! আমরা দুইজন আকাশই। আমার ভর্ত্তার রাজ্যও আকাশ। কিন্তু কি মহামায়ার প্রভাব! রাজ্যটা আকাশে হইলেও ঐ রাজ্য সহস্র সহস্র শৈলমালায়পূর্ণ। মা! এখন সেই ভর্ত্তৃনগর দেখিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। চলুন যাই। যাহাদের সত্য সঙ্কল্প তাঁহাদের নিকট আবার দূর কি?

লীলা তখন দেবীকে প্রণাম করিল, করিয়া বিহঙ্গীর মত দেবীর সহিত মণ্ডপাকাশ মধ্যগত মহাকাশে উড্ডীনা হইল।

সত্যসঙ্কল্প না হওয়া পর্য্যন্ত এই চিত্তস্পন্দন কল্পনা-রাজ্য কি গড়া যায়? লীলা দেখিল—

ভিন্নাঞ্জনচয় প্রখ্যং সৌম্যৈকার্ণব সুন্দরম্।
নারায়ণাঙ্গসদৃশং ভৃঙ্গপৃষ্ঠামলচ্ছবি॥ ৪০

তরলায়িত কজ্জলতুল্য, অক্ষুব্ধ নিশ্চল একার্ণব তুল্য, নারায়ণের অঙ্গপ্রভা তুল্য, ভৃঙ্গপৃষ্ঠের ন্যায় নির্ম্মল চিক্কণ সুনীল মনোহর আকাশে তাঁহারা উঠিতে লাগিলেন। নিস্তরঙ্গ শ্যাম তোয়নিধিতে উন্মজ্জন কত সুখের! যিনি ইহা পারেন তিনিই বুঝেন। আতিবাহিক না হইলে ইহা ত পারা যায় না। লীলা ও সরস্বতী আকাশস্থ মেঘমার্গ অতিক্রম করিয়া বায়ুপূর্ণ প্রদেশ, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, ধ্রুবলোক, সাধ্যলোক, সিদ্ধলোক, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক, গোলোক, শিবলোক, পিতৃলোক, বিদেহ ও সদেহ লোকদিগের লোক পার হইলেন। লীলা দূর হইতে দূরে উঠিতে আপনার অখণ্ড স্বরূপ যেন ক্ষণকালের জন্য ভুলিল। ভুলিয়া পশ্চাতে দেখিল অধোভাগ অন্ধকারময়। চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, তারা নাই—

তমস্তিমিতগম্ভীরমাশাকুহরপূরকং।
একার্ণবোদরপ্রখ্যং শিলোদরঘনং স্থিতম্॥ ৪৬

আশা হইতেছে দশদিক্। তাহার কুহর হইতেছে ছিদ্র। দশদিকের

বিশাল গহ্বর পূর্ণ করিয়া নিবিড় অন্ধকার একার্ণবোদরের ন্যায়, পাষাণোদরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল—এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্র দেখিলাম তাহা কোন্ অধস্তলে গেল ? শিলাজঠরের ন্যায় নিশ্চল, নিতান্ত ঘন বলিয়া মুষ্টিগ্রাহ্য এই নিবিড় তমঃপুঞ্জ কোথা হইতে আসিল ?

সরস্বতী—আকাশ পথে অনেকদূর আসিয়াছ। এখান হইতে অধোবর্ত্তী সূর্য্যাদি কিছুই দেখা যায় না। যেমন মহান্ধকূপের অধোদেশবর্ত্তী খদ্যোত দেখা যায়না সেইরূপ।

লীলা—ইহার উত্তরে কোন্ পথ ?

সরস্বতী—ইহার উত্তরে ব্রহ্মাণ্ড পুটের ঊর্দ্ধখর্পর—ঊর্দ্ধখাপরা। চন্দ্রাদি ঐ খর্পরোত্থিত ধূলিকণা।

কথা কহিতে কহিতে ভ্রমরীদ্বয়ের নিশ্ছিদ্র পর্ব্বতগর্ভে প্রবেশ করার মত তাহারা ঐ ঊর্দ্ধখর্পরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিতে তাঁহাদের কোন ক্লেশ বোধ হইল না। যাহা সত্য তাহাই বজ্র সদৃশ দুর্ভেদ্য ; যাহা মিথ্যা, যাহা শুধু কল্পনায়, তাহা ভেদ করা জ্ঞানীর পক্ষে কষ্টকর কেন হইবে ?

ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডপের পারে ভাস্বর জলরাশি ; তাহাকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে তদপেক্ষা দশগুণ বিস্তৃত হুতাশন। তাহারও আবরক বহ্নির দশগুণ মরুত। তাহারও আবরক তদ্দশগুণ ব্যোম। ব্যোমকে আবরণ করিয়া আছে এক মহাশূন্য। এই মহাশূন্য যাঁহার এক অতিসূক্ষ্ম দেশে তিনিই পরম ব্যোম।

তস্মিন্ পরমকে ব্যোম্নি মধ্যাদ্যন্ত বিকল্পনাঃ।
ন কাশ্চন সমুদ্যন্তি বন্ধ্যাপুত্রকথা ইব ॥ ৫৮

সেই পরম ব্যোম স্বরূপ পরমপদে কোন প্রকার মধ্য আদি বা অন্তের বিকল্পনা বন্ধ্যাপুত্রের কথার ন্যায় কখনও উদিত হয় না। উহা কেবল বিশাল, শান্ত, অনাদি অবিদ্যাভ্রমশূন্য—ইহা মহান্ আত্মাতে আত্মরূপে 'আপনি আপনি' অবস্থিত। উহার কোন স্থান হইতে আকল্প পর্য্যন্ত যদি শিলাখণ্ড নিপতিত হয় অথবা পতগরাজ গরুড় যদি ঐ পরমব্যোমে প্রবলবেগে আকল্প পর্য্যন্ত উৎপতিত হইতে থাকেন অথবা বায়ু যদি কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত উহাতে দ্রুতবেগে

প্রবাহিত হয়েন তথাপি সর্ব্বত্র সীমাশূন্য ঐ পরম ব্যোমের সীমা পাওয়া যাইবে না। উহা "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং"। মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া উহা আপন মহিমায় মহিমান্বিত—আপন গৌরবে গৌরবান্বিত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরমাকাশে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড।

পরমব্যোম—পরমাকাশ! কি ইহা? কে তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ? শ্রুতি বলেন "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" নিখিল শব্দজাত উপশান্ত হইলে ঋগাদিবেদ প্রতিপাদ্য যে শব্দ সামান্য স্বরূপ পরমব্যোম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন যাঁহাতে বেদস্তুত নিখিল দেবতা অধিনিষন্ন, যে পরমপদকে সুরেরা সর্ব্বদা দেখিতে পান—অসুরেরা পায় না—সেই পরমপদ সেই পরম ব্যোম যিনি তিনিই অন্যরূপ ধরিয়া আপনার কথা আপনিই বলেন মাত্র।

এই পরমপদে স্থিতি লাভের জন্যই সর্ব্ববিধ তপস্যা। ইহারই জন্য ব্রহ্মচর্য্য, ইহারই জন্য ঈশ্বর প্রণিধান, ইহারই জন্য স্বাধ্যায়, ইহারই জন্য সন্ধ্যা উপাসনা; ইহারই জন্য বরণীয় ভর্গরূপা গায়ত্রী, বরেণ্যং ভর্গরূপ সমস্ত দেবমূর্ত্তির ভজনা। এক কথায় কর্ম্মার্পণ যোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ সমস্তই এই পরমপদে স্থিতির জন্য।

ভগবান্ বশিষ্ঠের সঙ্কেত এখানে ধরিবার বস্তু। প্রথমেই বৈরাগ্য ও ভূতশুদ্ধি দ্বারা ভাবনারাজ্যে আতিবাহিকতা লাভ কর। সত্য সত্য না পারিলেও কল্পনায় ইহার অভ্যাস সকল সাধকেরই আয়ত্বাধীন। আতিবাহিক দেহে প্রাদেশ প্রমাণ হৃদয়াকাশে প্রবেশ কর। নীল আকাশে উড়িয়া উড়িয়া উপরে চল। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত পার হইয়া চল। আরও উপরে উঠ।

তরলায়িত কজ্জলের মত ঘন নীল আকাশ বড়ই মনোহর। ইহা পার হইলেই ব্রহ্মাণ্ড খর্পর। ইহা পার হইলে ইহা অপেক্ষা দশ দশগুণ অধিক জল, অগ্নি, বায়ু ও ব্যোম মণ্ডল। ব্যোম মণ্ডলের পরে মহাশূন্য, পরে পরমব্যোম—পরমপদ। এই মহাশূন্যের আদি অন্ত বা মধ্য কল্পনার অতীত। নিস্তরঙ্গ চলন রহিত পরম-ব্যোমে যে মহাশূন্য তাহা কত বড় কে বলিবে? আকল্প পর্য্যন্ত ইহার উর্দ্ধে, নিম্নে বা তির্য্যাগ দেশে অতি দ্রুতবেগে যদি মন বা বায়ু বা গরুড় ভ্রমণ করেন তাহা হইলেও তাহার এক বিন্দুর পরিমাণও হয় না।

এই পরমব্যোম এক মহাশূন্য দ্বারা পরিমণ্ডিত। এই মহাশূন্যকে অবিদ্যাই বল আর অজ্ঞানই বল আর মায়াই বল, ইহাকে আস্তি নাস্তির কিছুই বলা যায় না। কিছু না বলাও যায় না।

এই মহাশূন্যে সূর্য্যকিরণে এস রেণুর মত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড উঠিতেছে লয় হইতেছে, গঠিত হইতেছে। কিন্তু পরমাকাশের তুলনায় এই মহাব্যোম কোথায়? সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মহাব্যোমের একবিন্দুমাত্র স্থানে মহাশূন্য; যেমন চৈতন্য সাগরের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে মনোমায়া। অথচ এই মনোমায়ায় প্রবেশ করিলে মনে হয় ইহার শেষ নাই।

পরমপদে অন্ততঃ কল্পনায় উঠিতে অভ্যাস কর যাহার আভাস পাইবে তাহাই তোমার এই অবস্থায় পরম লাভ। ইহার পরেই নিত্য কর্ম্মে যাহা পরমপদের বিবর্ত্ত তাহার কাছে প্রার্থনা কর, তাহাকে মানসপূজা কর; আর সকল পূজা, সকল প্রার্থনার দ্রষ্টা স্বরূপে থাকিতে চেষ্টা কর। প্রথমে আসিবে অস্মিতা—'আছি' এই ভাব। ইহাই যখন আত্মরতি আত্মক্রীড়া আত্মানন্দে লইয়া যাইবে তখন পরমপদে স্থিতি কি তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিবে।

লীলা ও সরস্বতী প্রমাণ বিবর্জ্জিত সেই পরমাকাশ দেখিতেছেন আর দেখিতেছেন অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্যতাপে অনন্ত এস রেণুর মত স্ফুরিত হইতেছে।

মহাকাশ মহাম্ভোধৌ মহাশূন্যম্ব বারিণি।
মহাচিদ্ বভাবোত্থান্ বুদ্‌বুদানর্ব্বুদ প্রভান্ ॥ ৪

মহাকাশরূপ মহাসমুদ্র। তাহার জলরাশি হইতেছে মহাশূন্য রূপ অবিদ্যা।

৩২৮ যোগবাশিষ্ঠ। ৩০ সর্গ।

মহাচিতের দ্রবভাব হইতে সমুৎপন্ন অর্ব্বুদ প্রমাণ জলবুদ্বুদ্ হইতেছে এই সকল ব্রহ্মাণ্ড।

লীলা দেখিল—মহাশূন্য অবিদ্যায় মহাচিদ্দ্রব ভাবোৎপন্ন জলবুদ্বুদের মত কত কত ব্রহ্মাণ্ড অধোদেশে পতিত হইতেছে, কত ব্রহ্মাণ্ড উর্দ্ধদেশে গমন করিতেছে কত বা বক্রভাবে গমন করিতেছে, কেহ বা নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবের চিন্তাজনিত সংস্কারে সমুজ্জ্বলিত জ্ঞান বা সম্বিদনুসারেই ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ফুরিত। যে যেমন কার্য্য করে, ধ্যান করে বা উপাসনা করে, ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকট সেইরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধ এবং অধঃ নাই। তাঁহারা যদি কিছু দেখেন তাহা চিদাকাশ। শূন্যপদ ব্যতাত আর কিছুই নাই।

উৎপদ্যোৎপদ্যতে তত্র স্বয়ং সম্বিৎ স্বভাবতঃ।
স্ব সঙ্কল্পৈঃ শমং যাতি বালসঙ্কল্প জালবৎ॥ ৮

বাস্তবিক ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কিছুই নাই। পরমব্যোমে মহাশূন্য তমসম্বিত সংলগ্ন অবিদ্যার প্রভাবেই ব্রহ্মাণ্ডাদির অস্তিতা যেন আছে মনে হয়। সম্বিদের স্বভাব এই যে সে সঙ্কল্পের দ্বারা চিদাকাশে বালকের সঙ্কল্প জালের ন্যায় এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের কাল্পনিক সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় দেখায়।

মহাশূন্য হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডের আধার। মহাশূন্যে উর্দ্ধ, অধঃ ও তীর্য্যক্ ভাব যদি না থাকে তবে ব্রহ্মাণ্ডে উহার কল্পনা কিরূপে আসিবে? যাহা কখন দেখা যায় না তাহার কল্পনা কি হয়?

হয় বৈকি? দৃষ্টি দোষ যাহাদের হইয়াছে তাহারা আকাশে শুধু শুধু কেশোণ্ডুক দেখে। অবিদ্যা দোষে সেইরূপ চিদাকাশে ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতে দেখা যায়। ফলে ব্রহ্মাণ্ডাদি কিছুই নাই। যিনি আছেন তিনি চিদাকাশ।

উর্দ্ধ অধঃ ইত্যাদি কল্পনা। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সমুদয় পদার্থ প্রধাবিত হইতেছে। চিদাকাশের মায়া সমন্বিত স্থানে ত্রসরেণুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড সকল চিদাকাশে উঠে, ঐখানেই স্থিতি লাভ করে, ঐখানেই লয় হয়। চিদাকাশ মহাসমুদ্রে অনেক ব্রহ্মাণ্ড তরঙ্গ এখনও উৎপন্ন হয় নাই, পরে উঠিতে পারে।

কোন তরঙ্গ এখনও সুষুপ্ত প্রায় আছে অনুমানের দ্বারা মাত্র তাহা জানা যায়। আবার এমন ব্রহ্মাণ্ড তরঙ্গও আছে যাহার কল্লান্ত ঘর্ঘর শব্দ অদ্যাপি কেহ জানে নাই, শুনেও নাই।

এই যে সব দেখিতেছ ইহাদের কোথাও এই মাত্র সৃষ্টি আরম্ভ হইতেছে, আবার আমাদের এই কথোপকথন সময়ে কতশত ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় হইতেছে, আর ঐ প্রলয়ে সূর্য্যাদি গলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে কত ব্রহ্মাণ্ড অধোভাগে আকল্প পর্য্যন্ত পতিত হইতেছে—কোন ব্রহ্মাণ্ড বা শুদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সমস্তই যখন বাসনাময় সম্বিদ্ তখন সবই সম্ভব। কল্পনাতে অসম্ভব কি কিছু আছে? আবার এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত রুদ্র? কোথাও বা একাধিক কর্ত্তা।

ভীমান্ধকার গহনেস্থ মহত্যরণ্যে
নৃত্যন্ত্যদর্শিত পরস্পরমেব মত্তাঃ।
যক্ষা যথা প্রবিততে পরমাম্বরেন্ত-
রেবং স্ফুরন্তি সুবহূনি মহাজগন্তি॥ ৩৪॥

যেমন ভীষণ অন্ধকার পূর্ণ মহারণ্যে যক্ষগণ উন্মত্ত হইয়া পরস্পর অদৃশ্যভাবে নৃত্য করে সেইরূপ সীমাশূন্য পরমাকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর অদৃশ্য ভাবে পরিস্ফুরিত হইতেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যুদ্ধ।

লীলা এই অসংখ্য জগৎ দেখিল। ইহার মধ্যে এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দেখিল ঐ ভূপতির অন্তঃপুর। অন্তঃপুরে পদ্মরাজার শব পুষ্পদ্বারা সমাচ্ছাদিত আর লীলারাণী ভর্ত্তৃশবপার্শ্বে সমাধি অবলম্বনে উপবিষ্টা। পরিজনবর্গ রাত্রি অধিক হওয়ায় নিদ্রায় অভিভূত আর অন্তঃপুর মণ্ডপ ধূপ, কর্পূর, চন্দন ও কুঙ্কুমের সৌরভে আমোদিত।

লীলা দেবীর সহিত তাঁহার অন্য ভর্ত্তার সংসার দেখিবার জন্য উৎসুকা হইয়া ভাবনাময় দেহে সেই অন্তঃপুর মণ্ডপের আকাশে উঠিলেন ব্রহ্মাণ্ড খর্পর পার হইলেন এবং বিদূরথের সঙ্কল্প-রচিত সংসারে প্রবেশ করিলেন। যেমন কোমল বিল্বমধ্যে দুইটি পিপীলিকা অক্লেশে প্রবেশ করে অথবা দুইটি সিংহী যেমন মেঘাচ্ছন্ন শৈল কুহরে আনায়াসে প্রবেশ করে সেইরূপ।

নববর্ষ বিশিষ্ট জম্বুদ্বীপস্থিত ভারতবর্ষে বিদূরথের রাজ্য। লীলা ও সরস্বতী বহুলোক, লোকান্তর, অদ্রি ও অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিয়া সেই দেশে পৌছিলেন।

দেখিলেন সিন্ধুরাজ ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। ঐ দুই রাজার অদ্ভুত সংগ্রাম দেখিতে কত লোক কত দেবতা সেই দেশে আসিয়াছেন।

ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে। নানাস্থানে রক্তমাংসভোজী রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতেছে। বিমানচারিগণ অস্ত্রপাত যোগ্য আকাশের আরও উপরে পলাইতেছেন। নানাস্থানে যুদ্ধের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। মুনি ঋষিগণ নানাস্থানে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ নিবৃত্তি জন্য স্বস্ত্যয়ন ও দেবার্চ্চনা করিতেছেন।

শূর কাহারা এবং যুদ্ধে মরিয়া কাহাদেরই বা সদ্গতি হয় কাহাদেরই বা অসদ্গতি হয় জান ?

যাহারা শাস্ত্র সম্মত আচারশীল প্রভুর রক্ষার জন্য যুদ্ধে মৃত, ক্ষীণ, বা জয়ী হয় তাহারাই স্বর্গের উপযুক্ত। যাহারা শাস্ত্র বিরুদ্ধাচারী প্রভুর রক্ষার জন্য দেহ পণ করিয়া যুদ্ধ করে ও প্রাণ হারায় তাহারা স্বর্গের অনুপযুক্ত ও অক্ষয় নরকের উপযুক্ত। যাঁহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন তাঁহারা ভক্ত শূর। যাঁহারা

যোগবাশিষ্ঠ। ৩১ সর্গ। ৩৩১

গো, ব্রাহ্মণ, মিত্র, সাধু ও শরণাগতের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন তাঁহারা স্বর্গের ভূষণ। যাহারা স্বদেশ পরিপালনে রত, এবং প্রভু বা রাজার রক্ষণার্থ যুদ্ধ করেন তাহারাই যথার্থ বীর।

ধর্ম্মে যোদ্ধা ভবেচ্ছূর ইত্যেবং শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ॥
সদাচারবতামর্থে খড়্গধারাং সহন্তি যে।
তে শূরা ইতি কথ্যন্তে শেষা ডিম্বাহবাহতাঃ॥ ৩৪

যুদ্ধে মরিলেই স্বর্গ প্রাপ্তি হয় একথা প্রবাদ মাত্র। ধর্ম্মযুদ্ধে যাঁহারা প্রাণত্যাগ করেন তাঁহারাই শূর। সদাচার পরায়ণ ব্যক্তির রক্ষণার্থ যাঁহারা খড়্গধারা সহ্য করেন তাঁহারাই শূর অপর সকলে কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না।

লীলা ও সরস্বতী আকাশে থাকিয়াই অবনীতলে উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল দেখিতেছেন। পুরমণ্ডলভাগে বিদূরথের চতুরঙ্গ সেনা এবং প্রান্তর বিভাগে সিন্ধুরাজের সৈন্য।

পবনরাজ গরুড়ের পক্ষবিধূননে বিকম্পিত বনরাজির ন্যায় সমর স্থল কম্পিত হইতেছে, দিনকর-কিরণের ন্যায় কনক কঞ্চুকের কান্তিচ্ছটা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। প্রলয়কালের প্রচণ্ড বাত্যা একার্ণবকে দ্বিধাবিভক্ত করিলে যেমন ভীষণ দৃশ্য হয় উভয় পক্ষের সৈন্যদল সেইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইহারা স্তব্ধভাবে রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছে।

আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে অসংখ্য দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত্র সমূহের ধমৎ ধমৎ শব্দে এবং বহুতর শঙ্খাদির গম্ভীর নিনাদে গগনান্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উভয়পক্ষের সেনাগণ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিল। একমুহূর্ত্তে কত হত হইল কত আহত হইল সংখ্যা করা যায় না। আবার সমরভূমি হইতে শর সমূহের স্বৎ স্বৎ শব্দে চারিদিক পরিপূরিত হইল।

সেই সৈন্যদলদ্বয় কল্পান্তকালের পুষ্কর ও আবর্ত্তক মেঘের ন্যায়, প্রলয়কালীন বায়ু-বিক্ষোভিত মহার্ণবের ন্যায়, মহামেরুর সঞ্চলিত পক্ষদ্বয়ের ন্যায়, পাতাল কুহরোত্থিত অক্ষুব্ধ অন্ধকারের ন্যায়, বায়ুকম্পিত কজ্জল পর্ব্বতের ন্যায় নিতান্ত বিক্ষুব্ধ ও ভীষণ দৃশ্য হইয়া উঠিল।

লীলা ও সরস্বতী সঙ্কল্পের বিচিত্ররথে আরোহণ করিয়া সেই অদ্ভুত সংগ্রাম

দেখিতেছেন। লীলা দেখিল বিপক্ষ পক্ষীয় একদল সেনা অকস্মাৎ নির্গত হইয়া বিদূরথের সম্মুখীন হইতে লাগিল। সম্মুখ সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া তাহারা দূর হইতে এ পক্ষের যোদ্ধৃগণের বক্ষে শিলা, মুদ্গর বর্ষণ করিতে লাগিল। কত অস্ত্র শস্ত্র চারিদিকে বর্ষিত হইতেছে, যোদ্ধৃগণ হুঙ্কার ধ্বনি করিতেছে, খড়্গ প্রহার করিতেছে, ধনুক সকল চক্রাকারে বিঘূর্ণিত করিতেছে; সৈন্যগণের ভীষণ কোলাহলে চারিদিকে কেবল অবিচ্ছিন্ন ঘোর মেঘ গর্জ্জনের শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।

সমাধিকালে যেমন কোন বাহ্য শব্দ শোনা যায় না সেইরূপ এই সমরাঙ্গনে মেঘ গর্জ্জনানুরূপ নিবিড় কোলাহল ধ্বনি ব্যতীত অন্য কিছুই আর শ্রবণগোচর হইল না। এককক্ষণেই দেখা গেল রণভূমিতে অগণিত ছিন্ন মস্তক, ছিন্ন বাহু পতিত রহিয়াছে। নিরন্তর অসিখণ্ডসমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে গগনমণ্ডল বিদ্যুৎ সমাচ্ছন্নের মত বোধ হইতে লাগিল; যোদ্ধৃগণের বর্ম হইতে অগ্নিজ্বালা বিনির্গত হইতে লাগিল। অস্ত্র সকল ছিন্ন হওয়ায়, উপায়ান্তর না দেখিয়া যোদ্ধৃগণ কোথাও পরস্পর পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিতে লাগিল; পরস্পর পরস্পরের নখর প্রহারে কোথাও ছিন্নাক্ষি, ছিন্ন কর্ণ, ছিন্ন নাসিকা, ছিন্ন স্কন্ধ হইতে লাগিল। কোথাও বাহু যুদ্ধ, কোথাও রথযুদ্ধ—এ যুদ্ধের বর্ণনা হয় না। যুদ্ধ দেখিয়া মনে হয় যেন স্বয়ং মৃত্যু রণস্থলে উপস্থিত হইয়া বিকট হাস্য করতঃ যোদ্ধৃগণকে আপন করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছেন। এই যুদ্ধে জলদরূপ সৈন্যগণ বিষরূপ বারিবর্ষণ করতঃ যোদ্ধৃগণকে বিদলিত করিতে লাগিল এবং কবন্ধরূপ ময়ূরগণ সেই সমস্ত উন্মত্ত বীররূপ মত্ত মেঘ দর্শন করতঃ সমরাঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিল।

যুযুৎসু রাজগণ, বীরগণ, মন্ত্রিগণ ও সমর দর্শকগণ এই ভীষণ যুদ্ধ সম্বন্ধে কতই মতামত প্রকাশ করিতে লাগিল। অধিক কি বলা যাইবে এই মহাযুদ্ধে ধূলিপটলরূপ জলদজাল বিস্তৃত, সৈন্যরূপ পর্ব্বতসমূহ বিগলিত, মহারথগণের অঙ্গসমূহ নিপতিত, খড়্গমৃগসকল প্রপতিত, সৈন্যগণের পদরূপ কুসুমনিকর উৎপতিত, পতাকা ও ছত্ররূপ বারিদমণ্ডল সমুত্থিত, রক্তনদী প্রবাহিত ও বারণগণ চীৎকার করতঃ নিপতিত হইতে লাগিল। সমস্ত ভারতে রাজগণ কেহ একপক্ষে কেহ অন্য পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। কাজেই সহস্রফণা বাসুকিও সহস্র জিহ্বা দ্বারা এই যুদ্ধ বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন।

দেখিতে দেখিতে দিবসের অষ্টমভাগ অতীত হইতে চলিল। দিবাকর ক্ষীণপ্রভা প্রাপ্ত হইলেন। উভয়পক্ষের সেনাধিনাথদ্বয় স্ব স্ব মন্ত্রীর সহিত বিচার করিয়া যুদ্ধ বিরামার্থ পরস্পর পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধের উপসংহার হইল। উভয়পক্ষে উভয় মহারথ ধ্বজে রণবিরামের সঙ্কেত পতাকা উড্ডীন করা হইল। সকলে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল।

উভয় দলের সৈন্যগণ তখন জলধর গর্জ্জনের অনুরূপ নিনাদে দুন্দুভি বাদন করিয়া এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিল। ভূমিকম্পের অন্তে বৃক্ষলতাদির স্পন্দনের স্থিরতা প্রাপ্তির মত বীরগণের ভুজ পরিচালন একে একে উপশান্ত হইল। দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ রণক্ষেত্র বিকটাকার রাক্ষসীর উদরের ন্যায় অথবা অগস্ত্যপীত অর্ণবের ন্যায় শূন্য হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রে রণনদী প্রবাহিত হইয়াছে তাহার কলকলশব্দে সেই শবপূর্ণ সমরাঙ্গন ঝিল্লি ঝঙ্কার পরিব্যাপ্ত বনভূমির ন্যায় মনে হইতে লাগিল। কোথাও অর্দ্ধমৃতের করুণ আহ্বান, কোথাও কোথাও সজীব দেহের স্পন্দনে মৃতদেহকে সজীব বলিয়া ভ্রান্তি, কোথাও করীন্দ্রগণের রাশিকৃত মৃতদেহ, কোথাও বাতবিচ্ছিন্ন মহারণের ন্যায় বিশীর্ণরথসমূহ, কোথাও বা রক্তনদী প্রবাহে শর শক্তি মুষল গদা প্রাস অসি হর হস্তিগণের মৃতদেহ ভাসিয়া চলিয়াছে, যুদ্ধের বিরামে রণনদীর অবস্থাও অতি ভীষণ।

সেই সমরাঙ্গনের স্থানে স্থানে হার, কেয়ুর, চূড়ামণি, অঙ্গদাদি অলঙ্কারের দীপ্তি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন খদ্যোৎ পরিবৃত নিবিড় অরণ্য শোভা বিস্তার করিতেছে। আবার কোথাও কুক্কুর ও শৃগালেরা শব সমূহের উদর হইতে দীর্ঘ রজ্জুবৎ আর্দ্র অন্ত্রসমূহ আকর্ষণ করিতেছে। ক্ষণকাল এই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান কর, দেখিবে রক্তবসাগন্ধ সম্পৃক্ত বায়ুর সঞ্চালনে শরীরস্থ শোণিত যেন ঘনীভূত হইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে কত কত লোক সৎকারের জন্য শবাহরণে নিযুক্ত আর ম্রিয়মাণ ব্যক্তিগণের মর্ম্মভেদী ব্যথাপ্রদ করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া শবান্বেষণে ইতি কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইতেছে। সেই সমরভূমি প্রলয়দগ্ধ জগতের ন্যায়, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায় ও অতিবৃষ্টি বিনষ্ট দেশের ন্যায় লক্ষিত হইতেছিল।

---

৩১ যোগবাশিষ্ঠ। ৩১ সর্গ।

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। রাত্রি আসিল আর রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর হইল। সেই অন্ধকার নিলীন রণস্থলের কোন স্থানে শৃগাল কুক্কুর যক্ষ বেতাল ও ভূতগণ কোলাহল করিতেছে, কোথাও বীরগণের চিতাগ্নি হইতে জলন্ত শিখাসমূহ উত্থিত হইয়া তারকানিকর সঙ্কুল নভোমণ্ডল ভাস্বর করিয়া তুলিতেছে; কোথাও ডাকিনীগণ ব্যগ্র হইয়া রক্ত মাংস বসাদি হরণ করিতেছে; কোথাও স্বক্বিগলিত রুধির পিশাচগণ নৃত্য করিতেছে, বিরূপিকা পিশাচীগণ মহাশব স্কন্ধে করিয়া গমন করিতেছে; কোথাও উগ্রমূর্ত্তি কুষ্মাণ্ড, কোথাও পুতনা রাক্ষসী, কোথাও নিশাচর পক্ষী, কোথাও রূপিকা, কোথাও বেতাল—এই ভূত প্রেত পিশাচগণের বেগবিকম্পিত রণক্ষেত্র কত ভীষণ তাহার বর্ণনা হয়না।

বিদূরথ, সরস্বতী ও লীলা।

মধ্যরাত্রি। লীলাপতি রাজা বিদূরথ বড়ই ক্ষিন্নমনা। নগরে নাগরিকগণ নিদ্রায় অচেতন, দিক্‌সকল নিঃশব্দ, রণাঙ্গনে কেবল নিশাচরগণের ঘোর পদ-সঞ্চার এমন সময়ে, প্রাতঃকালে যুদ্ধাদি কার্য্যের ব্যবস্থা কিরূপ করিবেন রাজা মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ করিতেছেন। কর্ত্তব্য নিশ্চয় হইল, মন্ত্রিগণ বিদায় লইলেন। রাজা শিরীষ সুকোমল শীলা-সুশীতল শয্যায় মুহূর্ত্তকাল নয়নপদ্ম মুদ্রিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে নিদ্রা আসিল আর এই সময়ে লীলা ও সরস্বতী ব্যোমমণ্ডল ত্যাগ করিয়া অলক্ষ্যে সূক্ষ্ম রন্ধ্র দিয়া লীলা-পতির গৃহে প্রবেশ করিলেন। সূক্ষ্মবায়ু যেমন পদ্মমুকুল মধ্যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করে দ্বারসন্ধিগত সূক্ষ্ম রেখার ন্যায় তাঁহাদের প্রবেশও সেইরূপ।

জিজ্ঞাসা করিতেছ স্থূল দেহ কি সূক্ষ্মছিদ্র দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পারে? আমি "এই স্থূল শরীর" এই বোধ যাহার অতিশয় দৃঢ় হইয়া গিয়াছে তাহার হয় না। কিন্তু যিনি জানেন এই স্থূল দেহের অন্তরালে আর একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে, একটি অতিবাহিক দেহ আছে, একটি ভাবনাময় শরীর আছে, মানুষ শুধু স্থূলদেহ ধারণ করেন। মানুষ সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে, মানুষের চিত্ত শরীরও আছে; যে ব্যক্তি জানে যে তাহার সূক্ষ্মদেহও আছে সে সূক্ষ্মদেহ দ্বারা অতি সূক্ষ্মছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

ভাবনাময়, সঙ্কল্পময় দেহ দ্বারা ত্রিভুবনের সকল স্থানেই যাওয়া যায়। মুখে জ্ঞান লাভ করা সহজ কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান হইতেছে একে স্থিতি। যাঁহার জ্ঞান লাভ হয় তিনি 'আপনি আপনি' ভাবে বিশ্রাম করেন। তাঁহার কাছে 'ইহা উহা তাহা' প্রভৃতি বহু নাই, তাঁহার কাছে দুইও নাই। তিনি সুখে দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, লাভে অলাভে, রাগে দ্বেষে কখনও বিচলিত হন না; আকাশ হইতে জলধারার মত দুঃখ বর্ষিত হইলেও যাহা আর সর্ব্বদা সুখবর্ষণেও তিনি তাহাই। এক হস্তে চন্দন লেপন কর আর অন্য হস্তে বিষ্ঠা লেপন কর তাঁহার একই ভাব; কারণ তিনি গুণাতীত অবস্থায় সুখ দুঃখের অতীত হইয়া থাকেন। তিনি "বৃক্ষইব স্তব্ধ" সর্ব্বদা 'আপনি আপনি' ভাবেই তিনি থাকেন কিন্তু বৃক্ষ যেমন বায়ু বহিলে নড়ে আবার বায়ু শান্ত হইলে আপন শান্ত ভাবে থাকে তিনিও সেইরূপ। ব্যবহারিক কার্য্যে স্পন্দিত হইলেও কার্য্য করার ইচ্ছা বা না করার ইচ্ছা এই দুয়ের কোনটাই তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াও তিনি কিছুই করেন না। কারণ অহং অভিমান তাঁহার নাই বলিয়া তাঁহার দ্বারা কর্ম্ম হইলেও তিনি এক ক্ষণকালও আপন স্বরূপ হইতে অহং অভিমান রূপ সংসারে আসেন না। বহু জন্মের সাধনায় মানুষ জ্ঞানে স্থিতি লাভ করে। কিন্তু ইহা চরম লক্ষ্য হইলেও যিনি জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে পারেন না তাঁহার জন্য ধারণাভ্যাস আবশ্যক। আতিবাহিক দেহ বা ভাবনাময় দেহে প্রথমেই ভ্রমণের অভ্যাস করা চাই। এই সঙ্কল্প-দেহে—সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় দেহে শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিতে অভ্যাস করিতে হয়। নিত্য এই অভ্যাস করা চাই। প্রতিদিন নিত্যক্রিয়ার পরে এই রমণীয় স্থানে সঙ্কল্প-শরীরে যাইতে হয়। সেই জন্য চিত্রকূটে—গিরির অভ্যন্তরে সপ্তাবরণে শ্রীভগবানের চিন্তা বৃহৎরামায়ণে দেখা যায়; সেই জন্যই বদরিকাশ্রমে বৈকুণ্ঠের ছবি দেখিয়া, ভাবনায় নিত্য বৈকুণ্ঠে থাকিতে অভ্যাস করিতে হয়; সেই জন্যই গোলকে রাধাকৃষ্ণ লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে হয়; সেই জন্য কৈলাসে পার্ব্বতীর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে হয়। এই সব স্থান অতি দুর্গম। যিনি আতিবাহিক দেহ লাভ না করিয়াছেন তিনি ইহা বিশ্বাসেও আনিতে পারেন না। অথচ লোকে সঙ্কল্প শরীরে সর্ব্বদাই কত স্থানে ভ্রমণ করে। স্বভাবতঃ যাহা মানুষ করে তাহাকেই সাধনার ভূমিকাতে আনিতে অভ্যাস করিলেই মানুষ বিশ্রাম লাভ করিতে পারে।

সরস্বতীর কৃপায় লীলা বুঝিয়াছিল যে সে অতিবাহিক, তাই লীলা পূর্ব্বের দৃঢ় সংস্কার বলে সূক্ষ্মে গমনাগমন করিতে পারিয়াছিল। লীলা পূর্ব্বে বহুবার অনুভব করিয়াছে যে সে অনবরুদ্ধ-স্বভাব, সেই জন্য তাহার কোন সংশয় উঠে নাই যে সূক্ষ্মতম ছিদ্রে সে গমন করিতে পারিবে কিনা? যে নিরন্তর সাধনা করিতে করিতে অনুভব করে যে আমি অনবরুদ্ধ স্বভাব, আমি সূক্ষ্মতম বিন্দুর ভিতরেও প্রবেশ করিতে পারি। যে ইহা অভ্যাস করে তাহার জীব-চৈতন্যে সূক্ষ্মে ভ্রমণের স্বভাব আবির্ভূত হয়। যাহার ইহা হয়, তাহার গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত। যে বস্তুর স্বভাব যাহা তাহার কার্য্যও স্বভাবের অনুরূপ। জল কখন ঊর্দ্ধগামী হয় না; অগ্নি কখন অধোদেশে গমন করে না। তাই বলিতেছি চিত্ত সর্ব্বদা চৈতন্যের অনুগামী। জ্ঞানবলে রজ্জুতে সর্পভ্রম বিনষ্ট হয়। সেইরূপ প্রযত্ন করিলে জ্ঞানস্বরূপ আমি—আমি স্থূলে নিরূঢ় এই ভ্রান্তির ও নাশ হয়। চিত্ত সম্বিদের অনুসরণ করে আবার চেষ্টাও চিত্তের অনুগমন করে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় সিদ্ধ হয় না জগতে এমন কিছুই নাই। চিত্তের আকার স্বপ্নের মত অথবা সঙ্কল্প পুরুষের অনুরূপ অথবা আকাশের মত। চিত্তের আবার অগম্য স্থান কোথায়?

চিত্ত মাত্রাকৃতি অতিবাহিক কোন প্রকারে অবরুদ্ধ হয় না। জ্ঞান প্রভাবে এই ভৌতিক শরীরকে আতিবাহিক কর, তুমিও পারিবে। চিত্ত বৃত্তির উদয় ও অস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এই ভৌতিক দেহেরও উদয় এবং অস্ত হয়।

চিত্ত শরীর অতি সূক্ষ্ম ত্রসরেণুর মধ্যেও থাকে। আবার ইহা গগনোদরে অন্তর্হিত, অঙ্কুর মধ্যে বিলীন ও বৃক্ষপল্লব মধ্যে রসরূপেও থাকে। চিত্ত শরীর জলে তরঙ্গভাব প্রাপ্ত হইয়া উল্লসিত হয়, শিলার উপরে প্রবেশ করিয়া নৃত্য করে, মেঘ হইয়া বারিধারা বর্ষণ করে এবং শিলারূপেও ইহা অবস্থান করে। চিত্ত শরীর যথেচ্ছগামী; ইহা আকাশেও যায় আবার পর্ব্বত জঠরেও প্রবেশ করে। অনন্ত আকাশ ব্যাপী হইয়াও এই চিত্ত শরীর অণুতুল্য। এই শরীর গগনস্পর্শী পর্ব্বতরূপে অবস্থিতি করে আবার বাহিরে বৃক্ষাদি ও ভিতরে ঘ্রাণশক্তি প্রভৃতি বিধারণ করে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডও চিত্তশরীর হইতে ভিন্ন নহে। এই চিত্তশরীরই সৃষ্টির পূর্ব্বে শুদ্ধ বোধরূপে থাকে পরে আকাশাদি ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ

করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মানুরূপ প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ফলে সমুদ্র যেমন আবর্ত্ত ধারণ করে আত্ম-চিত্তও অগনিত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছে।

সকল চিত্তেরই কি এই শক্তি আছে? সকল চিত্তই কি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভব করে? না সকল চিত্তই এক অভিন্ন জগৎ দেখে?

প্রত্যেক চিত্তই ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন এবং প্রতি চিত্তই পৃথক্ পৃথক্ জগৎ ভ্রম ধারণ করে। এক ক্ষণকালেই অসংখ্য জগত সমুদিত ও বিগলিত হয়। কিরূপে হয়—প্রণিধান কর।

মরণাদিময়ী মূর্চ্ছা প্রত্যেকেনানুভূয়তে।
যৈবাং তাং বিদ্ধি সুমতে মহাপ্রলয় যামিনীম্॥ ৩১
তদন্তে তনুতে সর্গং সর্ব্ব এব পৃথক্ পৃথক্।
সহজ স্বপ্ন সঙ্কল্পান্ সম্ভ্রমাচল নৃত্যবৎ॥ ৩২

মরণ মূর্চ্ছা প্রত্যেক জীবই অনুভব করে। হে সুমতে! সেই মূর্চ্ছাই তাহাদের প্রলয় রাত্রি। রাত্রি শেষ হইলে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি বিস্তার করে। স্বপ্ন-সঙ্কল্প স্বভাবতঃ অবিদ্যা হইতেই উঠে। বিকার অবস্থায় যেমন রোগী পর্ব্বতকেও নৃত্য করিতে দেখে সেইরূপ মরণমূর্চ্ছা ভাঙ্গিলেই অবিদ্যা-বিকারগ্রস্ত জীব অনুভব করে যে তাহার মনে বহু সঙ্কল্প আপনি আপনি উঠিতেছে। এই সঙ্কল্পময় জগতই তাহার সৃষ্ট জগৎ। অবিদ্যা পূর্ব্ব সংস্কার বশে যেমন যেমন সঙ্কল্প তুলে, যে দেহ ধারণ করিলে ঐ সঙ্কল্প মত কার্য্য হইবে, জীব সেই সেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। মহাপ্রলয় অন্তে হিরণ্যগর্ভ পুরুষও এইভাবে পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন। তাই বলা হয় "যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ন্।"

সৃষ্টিকে তবে অকারণ বলা হয় হইবে কিরূপে? পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতিই ত তবে সংসার সৃষ্টির কারণ?

না তাহা হইবে কেন? মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা হরি হরাদি বিদেহ মুক্ত হয়েন। বিদেহ মুক্তের জগৎস্মৃতি থাকিবে কিরূপে? মহাপ্রলয়ে ক্রম মুক্তির সাধক ভক্তগণও যখন বিদেহ মুক্ত হয়েন তখন ব্রহ্মার আবার কথা কি?

মহাপ্রলয়ে একমাত্র 'আপনি আপনি' ব্রহ্ম থাকেন। স্বভাবতঃ তাঁহাতে শক্তি ভাসে। এই শক্তিই হইতেছে সঙ্কল্প—মায়া। সঙ্কল্প উঠিলেই চতুষ্পাদ

ব্রহ্ম একদেশে যেন মায়াখণ্ডিত মত বোধ হয়েন। সঙ্কল্প দেহ বিশিষ্ট অখণ্ডের খণ্ডভাব মত যে পুরুষ তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার স্থূলদেহ নাই। তাঁহার একটি মাত্র দেহ। সেই দেহকে বলে চিত্ত শরীর, আতিবাহিক দেহ বা সঙ্কল্পদেহ। এই আতিবাহিক দেহধারী সঙ্কল্পময় পুরুষই ব্রহ্মের আদি বিবর্ত্ত। ইনিই সমষ্টি মন। সমষ্টি মন ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইলে স্থূলদেহ ধারণ হয়। সমষ্টি মন আতিবাহিক কিন্তু ব্যষ্টি মন সূক্ষ্ম স্থূলদেহ বিশিষ্ট॥ ব্রহ্মার স্থূল শরীর নাই, স্থূল অহংবোধও নাই সেই জন্য তাঁহার চিত্তশরীরে কোন সংস্কার থাকে না। মহাপ্রলয়ে তিনি বিদেহ মুক্ত হইলেও ব্যষ্টি যে সমস্ত জীব অপ্রবুদ্ধ থাকে তাহাদের মরণমূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে অপ্রবুদ্ধ মনের সঙ্কল্প বিকল্প নাশ হইবে কিরূপে? কাজেই তাহাদের জন্ম মরণ স্মৃতিমূলক।

মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরেই জীবের অন্তরে যে অল্প অল্প, যে অস্পষ্ট, সৃষ্টির ভাব উদিত বা অঙ্কিত হয় তাহাই সমষ্টি জীবস্বরূপ অতিবাহিক ব্রহ্মা হইতে বিশ্বসৃষ্টির কারণ।

আকাশের অনুরূপা সঙ্কল্পাত্মিকা প্রকৃতি যখন চিৎপ্রতিফলিতা হন তখন তাঁহাতে অহন্তাবের উদয় হয়। তাহা হইতেই সৃষ্টির প্রকাশ হয়। প্রথমে যাহা অতি সূক্ষ্ম, শুধু ভাবনাময় থাকে তাহাই কালক্রমে স্থূল হইয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চক বিস্তার করে। সেই যে সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় ইন্দ্রিয় পঞ্চক তাহাই জীবের আতিবাহিক দেহ। দীর্ঘকাল পরে ঐ ভাবনাময় দেহই আমি স্থূল এইরূপ কল্পনা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া স্থূল আধিভৌতিকতা প্রাপ্ত হয়।

যদি বল ভাবনাময় সঙ্কল্পময় আতিবাহিক দেহ কিরূপে আমি স্থূল এই কল্পনা করে? বলিতেছি। অপ্রবুদ্ধ জীবের পূর্ব্বস্মৃতিই এই কল্পনার কারণ। জীব যে স্থানেই মৃত হউক না কেন—মরণ মূর্চ্ছার পর আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ব্ব স্মৃতি প্রভাবে সেই স্থানেই অজ্ঞানে স্থূল বিশ্ব দর্শন করে।

আকাশসম সূক্ষ্মজীব বাস্তবিক জন্মাদিবর্জ্জিত। কিন্তু অজ্ঞানকল্পিত পূর্ব্বস্মৃতিরবশে ইহারা আগন্তুক দেহাদি ভাবনার পরবশ হইয়াই ভাবে আমি জন্মিয়াছি, আমি জগৎ দেখিতেছি, আমার পিতামাতা আছে। মর্ত্ত, মর্ত্তবাসী, স্বর্গ স্বর্গবাসী, দেবতা, অমরাবতী, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ বায়ু জরামরণ ইত্যাদি সমস্তই পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতি মত ভাবনা করে বলিয়া জগৎ নামক স্বকল্পিত

বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া বৃথা জগৎভ্রম অনুভব করে। প্রতিজীব মরণ মূর্চ্ছায় আপন আপন অজ্ঞানে এক একটি সংসার-অরণ্য কল্পনা করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুভূতির যে সংস্কার তাহাই তাহাদের সংসার-অরণ্যের অঙ্কুর। জন্তুগণ যে স্থানে মরে সেই স্থানেই মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহারা এই সংসাররূপ বনখণ্ড অনুভব করে। প্রথমে তাহাদের অনুভব সূক্ষ্ম থাকে পরে স্থূল হয়। কাজেই এই স্থূলবিশ্ব স্বকায় সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

যদি বল মন চঞ্চল-স্বভাব কিন্তু স্থূল বিশ্বত স্থির স্বভাব—আর সকলের কাছেই ত এই সূর্য্য এই চন্দ্র একভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার উত্তরে বলা হয় তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ মন যাহা তাহা স্পন্দন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এ স্পন্দন কার? মনের ভিত্তি যে অধিষ্ঠান চৈতন্য তাহাতেই সঙ্কল্প উঠিয়া বা মায়া উঠিয়া বা শক্তি ভাসিয়া যেন ইহাকে চঞ্চল করে। এই চঞ্চলতা বহু বহু কাল ধরিয়া যখন হয় তখন সূক্ষ্মটাই স্থূলরূপে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মার সঙ্কল্পে এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রবিশিষ্ট জগৎ আর জীবের সঙ্কল্পে এই পিতা মাতা ভাই বন্ধু বিশিষ্ট সংসার। ফলে সঙ্কল্পমাত্রই মিথ্যা। চিত্তের স্ফুরণ হইতেই এই জগৎ সংসার।

লীলা ও সরস্বতী আতিবাহিক বলিয়া তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুসারে বিদূরথ গৃহে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। তুমিও আতিবাহিকতা অভ্যাস কর তুমি স্থূল লয় করিয়া সূক্ষ্ম বিন্দু দিয়া বাহিরে আসিয়া আবার স্থূলদেহ মত দেহধারণ দেখাইতে পারিবে। দেবীদ্বয় গৃহে প্রবেশ করিলেন; দুইটি চন্দ্র যেমন ধবল আলোক বিকীরণ করিতে করিতে গৃহ সুশোভিত করিল। তখন মন্দার কুসুমের গন্ধবাহী মৃদু সমীরণ বহিতে লাগিল। দেবীদ্বয় সত্য সঙ্কল্প। তাঁহাদের ইচ্ছায় রাজা ভিন্ন অন্য সকলেই নিদ্রায় অচেতন রহিল। এই সময়ে সেই গৃহ যেন সৌভাগ্যের নন্দনোদ্যান হইল; কোন ভয় সেখানে নাই। গৃহ তখন বসন্তকালীন বনের ন্যায় ও প্রাতঃকালীন অম্বুজের ন্যায় মনঃপ্রসন্নকর হইল। দেবীদ্বয়ের শশাঙ্ক-শীতল-দেহপ্রভায় আহ্লাদিত হইয়া রাজা যেন অমৃতাভিষিক্ত হইতে লাগিলেন আর দেখিলেন সেই দিব্য সিমন্তিনীদ্বয় মেরুদ্বয় শৃঙ্গে সমুদিত চন্দ্রবিম্বদ্বয়ের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। লম্বমান্ দিব্যমাল্যধারী সেই

ভূপতি বিস্মিতমনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অনন্তশয্যা হইতে সমুত্থিত শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় শয্যা হইতে উঠিলেন, উপাধান প্রদেশে অবস্থিত পুষ্পকরণ্ড হইতে কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন এবং আনত হইয়া ভূমিতে পদ্মাসনে অবস্থান করিয়া বলিলেন "হে দেবীযুগল! আপনারা জন্মদুঃখ দাহের এবং ত্রিতাপের শশিপ্রভা এবং বাহিরের ও ভিতরের অন্ধকার দূরীকরণে রবিপ্রভা আপনাদের জয় হউক"। রাজা এই বলিয়া দেবীদ্বয়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন মনে হইল যেন নদীতটস্থ বিকসিত কুসুমদ্রুম নদীবক্ষস্থিত পদ্মিনীর প্রতি কুসুমাঞ্জলি নিঃক্ষেপ করিল।

দেবী সরস্বতী ইচ্ছা করিলেন লীলা, ভূপতির জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুক সেইজন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন মন্ত্রী জাগরিত হউক এবং উহা বলুক। সত্যসত্যই মন্ত্রী জাগরিত হইল। দিব্যনারীদ্বয়কে দর্শন করিয়া মন্ত্রী তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল এবং তাঁহাদের চরণযুগলে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করতঃ পুরোভাগে উপবিষ্ট রহিল। সরস্বতী তখন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাজন্ তোমার বংশবৃত্তান্ত বিবৃত কর। মন্ত্রী তখন রাজার অনুমতি লইয়া প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল।

ইক্ষাকু বংশের রাজা কুন্দরথ। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ইঁহা হইতেই ভদ্ররথ, বিশ্বরথ, বৃহদ্রথ, সিন্ধুরথ, শৈলরথ, কামরথ, মহারথ, বিষ্ণুরথ, নভোরথ জন্মগ্রহণ করেন। আমার প্রভু বিদূরথ মহারাজ নভোরথের পুত্র। আমাদের মহারাজার মাতার নাম সুমিত্রা মাতা। দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইঁহার পিতা ইঁহার প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনগমন করেন। সেই অবধি ইনি রাজ্য পালন করিতেছেন। আজ দেবীদ্বয়ের কৃপায় আমরা পরমপুণ্য লাভ করিলাম। এখন মন্ত্রী তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; রাজা পূর্ব্বাবধি কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ব্বাক হইয়া আছেন।

সরস্বতী তখন স্বীয় হস্তদ্বারা রাজার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন রাজন্! তুমি তোমার প্রাক্তন্ জন্ম পরম্পরা স্মরণ কর।

অতি অপূর্ব্ব তখন হইল। সরস্বতীর স্পর্শে রাজার চক্ষু হইতে একটা পরদা সরিয়া গেল। হৃদয় হইতে মায়ার অন্ধকার দূর হইলে অষ্টদল হৃদপদ্ম বা বুদ্ধিপদ্ম বিকসিত হইল। রাজার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত মনে পড়িল।

বিদূরথ পূর্ব্ব জন্মে সম্রাট ছিলেন, তাঁহার লীলা নাম্নী মহিষী ছিল, লীলা ব্রতপরায়ণা ও জ্ঞপ্তি দেবীর সেবিকা ছিল। আরও পূর্ব্বে তিনি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার লীলা অরুন্ধতী ছিল। তিনি পদ্মভূপতি হইয়াছিলেন—এসব কথা রাজার অন্তরে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রস্ফুরিত হইল।

সমুদ্রের বক্ষে যেমন শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গমালা উদিত হয় সেইরূপ বিদূরথের অন্তরাকাশে সমুদয় প্রাক্তন বৃত্তান্ত উদিত হইতে লাগিল।

রাজা বিস্মিত হইয়াছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন এ কি? এ কাহার মায়া! আমি এসব কি দেখিতেছি! রাজা তখন দেবীদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন—হে দেবীদ্বয়! এ সকলই অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। একদিন হইল আমার মৃত্যু হইয়াছে, সেই একদিনেই আমার সপ্ততিবর্ষ (৭০) বয়স হইল আর পূর্ব্বজন্মের কত কথাই আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। পিতা, পিতামহ, বাল্য যৌবন, বৃদ্ধত্ব, লীলা রাণী, দাস দাসী সমস্তই স্মরণ হইতেছে। বলুন! এ মায়া কাহার?

সরস্বতী। রাজন্! তুমিই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তুমি উগ্র সঙ্কল্প করিয়াছিলে রাজা হইব। তুমি যেমন যেমন সঙ্কল্প করিয়াছিলে মরণ মূর্চ্ছার সময়ে সেই সেই লোক তুমি অনুভব করিয়াছ। তোমার মায়াচ্ছন্ন আত্মায় ঐ সকল মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কল্পরূপে ভাসিয়াছিল। সেই গিরিগ্রামের গৃহাদি, পদ্মভূপতির রাজ্য ও রাজপুরী সমস্তই তোমার চিত্তাকাশে প্রতিরঞ্জিত হইয়াছিল। তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ, যাহা যাহা অনুভব করিয়াছ সমস্তই তোমার কল্পনাময় চিত্তেই দেখিয়াছ, অন্য কোথাও নহে। শুধু সেই ব্রাহ্মণের জগতই যে ঐরূপ তাহা নহে প্রতি জগতই ঐরূপ কল্পনাময়। তোমার জীবাত্মা সেই গৃহাকাশে জ্ঞপ্তিদেবীর উপাসক হইয়া অবস্থিত। যেখানে তোমার জীব ছিল সেইখানেই পদ্মরাজার পৃথিবী এবং সেই পৃথিবীতেই রাজার রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ। নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম তোমার চিদাকাশস্থ চিত্তাকাশে ঐ সকল ভ্রান্তি প্রতিভাত হইয়াছে। আমার নাম অমুক, ইক্ষ্বাকু কুলে আমার জন্ম, আমার পিতা, পিতামহের নাম অমুক, আমি দশ বৎসর বয়সে রাজ্য পাই, আমি দিগ্বিজয় করিয়া মন্ত্রী ও পৌরগণের সহিত বসুন্ধরা পালন করিয়া রাজ্য ভোগ

করিতেছি, যজ্ঞাদি করিয়া ধর্ম্মানুসারে আমি রাজ্য পালন করিতেছি, এখন আমার বয়স সপ্ততিবর্ষ, সম্প্রতি সিন্ধুরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিয়াছে, আমি যুদ্ধ করিয়া গৃহে ফিরিবামাত্র এই দেবীদ্বয় এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, আমি যথাবিধি তাঁহাদের পূজা করিলাম; তাঁহাদের মধ্যে এক দেবী আমার পূজায় তুষ্ট হইয়া জাতিস্মরত্ব দিলেন এবং প্রফুল্লকমল সম তত্ত্বজ্ঞান দিলেন এই সমস্ত তোমার মনে এক্ষণে উদিত হইতেছে। তুমি আরও মনে করিতেছ দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে বাঞ্ছিত প্রদানে বিমুখ হন না। আরও ভাবিতেছ আমি কৃতকৃতা হইয়া সুখী হইলাম। মহারাজ! এ সমস্তই ভ্রান্তির বিস্তার মাত্র; বাস্তবিক কিছুই হয় নাই। তোমার মরণ মূর্চ্ছার সময় হইতেই এই সমস্ত ভ্রান্তিবিলাস আরম্ভ হইয়াছে। যেমন নদীপ্রবাহ এক আবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া অন্য আবর্ত্ত অবলম্বন করে সেইরূপ চিত্তপ্রবাহও এক দৃশ্য ত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য প্রতিভাসিত করে। আবার আবর্ত্ত যেমন অন্য আবর্ত্তের সহিত মিলিয়া তৃতীয় আবর্ত্ত উৎপাদন করে সেইরূপ সৃষ্টি শ্রীও মিশ্র ও অমিশ্ররূপে প্রতিভাত হয়।

রাজন্! এই জগজ্জাল সেই মরণ মূর্চ্ছায় তোমার চিৎরূপ সূর্য্যের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। এ সমস্তই অসৎ ও মিথ্যা কল্প। কারণ মরণই যখন নাই তখন মরণ মূর্চ্ছা কি? মরণ মূর্চ্ছায় ভ্রান্তি দেখাই বা কি? যেমন স্বপ্নে মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্বৎসরশত ভ্রম হয়, যেমন সঙ্কল্প রচনায় পুনঃ পুনঃ জনন মরণ কল্পিত হয়, যেমন গন্ধর্ব্ব নগরের ও ভিত্তি দেখা যায়, নৌকা দ্রুতবেগে চলিলে যেমন তীরস্থিত বৃক্ষ পর্ব্বতাদির গমন অনুভূত হয়, যেমন বাতপিত্তাদির প্রকোপে সন্নিপাত রোগে পর্ব্বতাদিকেও নৃত্য করিতে দেখা যায়, যেমন স্বপ্নে নিজের মস্তক কর্ত্তিত হইতেছে দেখা যায় এই বিস্তৃত রূপধারিণী ভ্রান্তিকেও তুমি সেইরূপ জানিও। বস্তুতঃ তুমি জাত বা মৃত নও। তুমি চিরদিনই শান্ত শুদ্ধ আপনি আপনি পরমাত্মা রূপে অবস্থান করিতেছ। তুমি সব দেখিয়াও কিছুই দেখিতেছ না। সর্ব্বাত্মকত্ব হেতু তুমি আপনি আপন আত্মায় প্রকাশিত হইতেছ। এই যে মহামণির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর ভূপীঠ ইহা বাস্তব ভূপীঠ নহে তুমিও বাস্তবিক ঐরূপ নও; এই গিরিগ্রাম, এই জনগণ, আমরা, এ সকল কেবলমাত্র কল্পনা; বাস্তবিক কিছুই নাই; কল্পনাও নাই; জগতও নাই। সেই যে গিরিগ্রামের বিপ্রের

মণ্ডপাকাশ, সেই যে মণ্ডপাকাশে ভর্ত্তাসহ লীলার ভাস্বর জগৎ, সেই যে গৃহাকাশস্থিত ব্যোমমণ্ডল লীলা রাজধানীতে সুশোভিত, আমরা যে এই জগতে অবস্থান করিতেছি, এই সকলই সেই গৃহাকাশে অবস্থিত।

আর সেই মণ্ডপাকাশ? সে মণ্ডপাকাশ কি? সেই মণ্ডপাকাশ নির্ম্মল ব্রহ্ম। সেই মণ্ডপে মহী, পত্তন, বন, শৈল, সরিৎ, অর্ণব, মানবগণ ও পর্ব্বত প্রভৃতি কিছুই নাই! মানুষের যাওয়া আসা, পরস্পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ— এই সমস্তই মিথ্যা। এই সমস্তই একমাত্র চিৎ বস্তুতে পূর্ণ।

বিদূরথ। দেবি! যদি সমস্তই মিথ্যা হয় তবে এই আমার অনুচরগণ কি আমার জীবাত্মা হইতে উঠিয়া আত্মাতেই অবস্থিত আছে? অথবা ইহা অন্য কিছুতে অবস্থিত?

যদি এই সমস্ত নরনারী স্বপ্নস্বরূপে দৃষ্ট হয় তবে আমার অনুচরগণও স্বপ্নস্বরূপ? ইহারা তবে সত্যমত দেখা যায় কিরূপে? কিরূপেই বা এই সমস্ত অসৎ?

সরস্বতী। রাজন্! শুদ্ধ বোধস্বরূপ চিদাত্মায় সমস্তই অসৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যাঁহারা শুদ্ধবোধরূপে স্থিতিলাভ করিতেছেন তাঁহাদের জগৎভ্রম নাই। সর্পজ্ঞান দূরে হইলে যেমন রজ্জুকে আর সর্প বলিয়া বোধ হয় না সেইরূপ জগতের অসদ্ভাব পরিজ্ঞাত হইলে জগদ্ভ্রম সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়—একবার জগৎভ্রম নষ্ট হইলে আর কখন ইহা উদিত হয় না। মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্তির উপশমে আবার কি জলভ্রম থাকে? একজন স্বপ্নে মরিতেছে ও শোক করিতেছে—ইহা স্বপ্ন এই জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট স্বপ্নমরণ কি আর সত্য হয়?

সর্ব্বদা অমর জীব স্বপ্নে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় আপনাকে মৃত ও জাত মনে করিতেছে। শরতের নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল চিত্ত শুদ্ধবোধস্বরূপ ব্যক্তিগণ "এই আমি" "এই জগৎ" এই সমস্তকে কুৎসিৎ শব্দ বাগাড়ম্বর ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করেন না।

উনবিংশ অধ্যায়।

জগৎ কি ?

মরণ মূর্চ্ছার সময় আকাশ সদৃশ নির্ম্মল জীব চৈতন্যে স্বভাবতঃ এবং পূর্ব্ব দৃষ্ট বা পূর্ব্বশ্রুত বিষয়াদির সংস্কারের স্মৃতি জন্য যে সঙ্কল্প জাল উত্থিত হয় তদ্দারা জীবের ভাবনাময় দেহ গঠিত হয়। আদি জীবের যে সঙ্কল্প তাহা সংস্কারজাত নহে। আদি সঙ্কল্প যাহা তাহা স্বভাবতঃ উঠে। ইহা অনাদি অবিদ্যা রচিত। অনেক জন্ম ধরিয়া অবিদ্যার কার্য্য হইতে থাকিলে স্বভাবজ সঙ্কল্পের সঙ্গে স্মৃতি জনিত সঙ্কল্প মিলিত হয় তখন ঐ সমস্ত সঙ্কল্প নিগড় জীবকে এরূপ বদ্ধ করে যে জীবের ক্ষীণ ইচ্ছার সে তেজ থাকে না, যে তেজে সে মিথ্যা সঙ্কল্প বাগুরা ছিন্ন করিতে পারে। জীব অবশ হইয়া তখন সঙ্কল্পের বশে বহু যোনি ভ্রমণ করে। এই সময় জীব অপ্রবুদ্ধ। অপ্রবুদ্ধ জীব সাধনা, স্বাধ্যায় ও সৎসঙ্গ করিতে করিতে যখন চিত্তকে বলশালী করে তখন সহজেই সঙ্কল্পজাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত হয়।

সৎসঙ্গী জীব প্রথমে এই পরিদৃশ্যমান জগতটাকে নিজের মনেই দেখে বাহিরের ঐ বৃক্ষটি যখন জানি তখন ঐ বৃক্ষটিকে কোথায় দেখি ? যাহা কিছু জানিতেছি তাহা মনেই জানিতেছি। বাহিরের ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষ কিছু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া মানুষের হৃদয়ে আইসে না। হৃদয় কতটুকু আর বাহিরের বৃক্ষ কত বড়। তথাপি আমারা যে বলি বৃক্ষকে জানিতেছি তাহা বাহিরের স্থূলকে, মন নিজের মত সূক্ষ্ম করিয়াই না জানে ? মনের মধ্যে যে বৃক্ষ দেখি তাহা কি ? মনে যাহা স্থিতি লাভ করে তাহা স্থূল বস্তু নহে। মনে যাহা থাকে তাহা সঙ্কল্প। বাহিরের জগৎ যখন চিন্তা করা যায় তখন স্থূলটা, সূক্ষ্ম সঙ্কল্প হইয়া যায়। তবেই হইল সঙ্কল্পটাই মায়ার অপূর্ব্ব কৌশলে ঘনীভূত হইয়া স্থূল বিশ্বরূপে ভাসে। ফলে জগৎটা সঙ্কল্পেরই ঘনীভূত মূর্ত্তি। স্থূলকে ভিতরে ভাবিলে তাহা সঙ্কল্প হইয়া গেল। যখন আমি ও সঙ্কল্পরূপী মন এই দুইজন থাকিলাম তখন বিচার করিতে হইবে আমি কে এবং সঙ্কল্প কি ? ইহার উত্তর আমি চৈতন্য আর সঙ্কল্প মিথ্যা।

তৎ সঙ্কল্প কলং বিশ্বমেবং স্বপ্নাভমেবতৎ ॥১৬

সঙ্কল্প সদৃশ এই বিশ্ব স্বপ্ন সদৃশ।

এবং সর্ব্বমিদং ভাতি ন সত্যং সতবৎ স্থিতম্।
রজ্ঞয়ত্যপি মিথৈব স্বপ্নস্ত্রী সুরতোপমম্ ॥২৪

যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা সত্য নহে কিন্তু সত্যবৎ। কারণ সৎবস্তু অবলম্বন করিয়া উহা ভাসে বলিয়া উহা সত্যবৎ। মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ ভাসিলেও উহাতে ব্যবহারিক কার্য্যের কোন বাধা হয় না। যেমন মিথ্যা স্বপ্নে স্ত্রী সঙ্গম মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ সেইরূপ।

যস্যবুদ্ধমতিম্মূঢ়ো রূঢ়ো ন বিততে পদে।
বজ্রসারমিদং তস্য জগদস্ত্যসদেব সৎ ॥১

যে জন অপ্রবুদ্ধ, যে মূঢ়, যে পরমপদে আরোহণ করা কি জানে না, কাজেই পরমপদে কখন আরোহণ করে নাই, তাহার নিকট এই অসত্য জগৎ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় এবং এই বজ্রসার অসত্য জগতই তাহার নিকট খাঁটি সত্য।

যথা বালস্য বেতালো মৃতিপর্য্যন্ত দুঃখদঃ।
অসদেব সদাকারং তথা মূঢ়মতের্জ্জগৎ ॥২
তাপ এব যথাবারি মৃগাণাং ভ্রমকারণম্।
অসত্যমেব সত্যাভং তথা মূঢ়মতের্জ্জগৎ ॥৩
যথা স্বপ্নমৃতির্জ্জন্তোরসত্যা সত্যরূপিণী।
অর্থক্রিয়াকরী ভাতি তথা মূঢ়ধিয়াং জগৎ ॥৪

বালকের বৃথা ভূতের ভয় যেমন মরণ পর্য্যন্ত দুঃখ প্রদান করে সেইরূপ অসদাকার এই জগৎ আকার সম্পন্ন হইয়া মূঢ়মতির নিকট চিরদিন দুঃখপ্রদ হয়। যেমন মরুভূমিতে পতিত সূর্য্যাতাপ বারি না হইলেও অজ্ঞ মৃগের বারিভ্রম উপাদন করে সেইরূপ এই জগৎ সত্য না হইলেও মূঢ়বুদ্ধির নিকটে ইহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন স্বপ্নে নিজের মৃত্যু অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয় এবং স্বপ্নদ্রষ্টার রোদন শোকাদির কারণ হয় সেইরূপ এই অসত্য জগৎ অপ্রবুদ্ধ মূঢ়জনের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং অর্থক্রিয়াকরী হয়।

কিন্তু প্রবুদ্ধজনের কাছে এই জগৎ কি? জগৎ কি বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র দুই প্রকার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করেন।

(১) সমুদ্রে তরঙ্গ যাহা অথবা সুবর্ণে বলয় যাহা ব্রহ্মে ও জগৎ তাহাই।

(২) রজ্জুতে সর্প যাহা ব্রহ্মে জগৎ তাহাই।

তরঙ্গ সমুদ্রের জল হইতে পৃথক পদার্থ নহে; সুবর্ণ-বলয়ও সুবর্ণ হইতে পৃথক পদার্থ নহে অথচ ইহারা সর্ব্বতোভাবে এক পদার্থও নহে; তরঙ্গ জল ভিন্ন কিছুই নহে সত্য কিন্তু তরঙ্গ হইতেছে চঞ্চল জল। এই চঞ্চলতাই এক জল বস্তুকে পৃথক্ দেখাইতেছে। সোনার বালা সোনা ভিন্ন আর কিছুই নহে কেবল পার্থক্য বালার আকারটি। এই চঞ্চলতা ও আকারই যদি জলে ও সুবর্ণে না থাকে তবে তরঙ্গ ও বলয় বলিয়া কিছুই থাকে না। ফলে তরঙ্গ ও বলয়ের মূল বস্তু বা উপাদান হইতেছে জল বা সুবর্ণ।

নাম ও রূপ লইয়াই জগৎ জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু ইহার বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম। কাজেই জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মানুষ কিন্তু নাম ও রূপ লইয়া এত উন্মত্ত যে, যে চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া নাম রূপ দাঁড়াইয়া থাকে সেই চৈতন্যকে বাদ দিয়া নাম রূপ লইয়াই থাকিতে চায়। নাম রূপ বলিয়া কোন কিছুই থাকে না যদি ইহার মূলে চৈতন্য না থাকেন। তরঙ্গ বলিয়া কোন কিছুই থাকেনা যদি জল বলিয়া কোন কিছু না থাকে।

শাস্ত্র বলিতেছেন জলের স্থিরভাব যদি ভাল করিয়া ধারণা করিতে পার তবে জলের চঞ্চল ভাবটাকে একটা মায়ার কার্য্য মনে করিয়া, ইহা অগ্রাহ্য করিতে সক্ষম হইবে। সেইরূপ যদি চৈতন্যে মনকে বেশ করিয়া ধারণা করিতে পার তবে নামরূপ-বিশিষ্ট জগৎ-তরঙ্গে আর বিচলিত হইতে হইবে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ হইলে কোথাও অনুরাগ, কোথাও দ্বেষ জন্মিবেই। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মটিই চৈতন্যের নিয়ম নহে। শ্রীভগবান বলিতেছেন রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইওনা। কে বশীভূত হয় না? না যে জানিয়াছে প্রকৃতি তরঙ্গের মত ব্রহ্ম সমুদ্রে ভাঙ্গে, ভাসে মাত্র, ইহা মায়া বা ইন্দ্রজাল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কিন্তু প্রকৃতির মূলে যিনি সেই চৈতন্যই বস্তু; আর নামরূপ মাখা প্রকৃতি

তাঁহার উপরে ভাসে মাত্র। এই জন্য প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া চৈতন্য লইয়াই থাকিতে হইবে। থাকিতে থাকিতে যখন চৈতন্যে একাগ্রতা দৃঢ়ভাবে আসিবে তখন মায়িক নামরূপ আর থাকিবে না, অন্ততঃ অগ্রাহ্যের বস্তু হইয়া যাইবে বলিয়া নামরূপধারিণী প্রকৃতি আর বিচলিত করিতে পারিবে না। যে সাধক চৈতন্য লইয়া থাকেন, প্রকৃতি তাঁহাকে আর বাঁধিতে পারেন না; তিনি জনন-মরণ-স্রোত হইতে এড়াইয়া যান। প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। ইহাই স্বাধীনতা। মানুষ প্রকৃতির হাতেই বদ্ধ। চৈতন্যকে অবলম্বন করিতে পারিলে প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া থাকিতে যিনি অভ্যাস করিয়াছেন এবং চৈতন্যে স্থিতি যাঁহার আয়ত্ব হইয়া গিয়াছে তিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া জগতের জন্য বহু শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন।

প্রথম দৃষ্টান্তে নামরূপকে মিথ্যা বলা হইলেও যতদিন সর্ব্বত্র চৈতন্য দেখিতে অভ্যাস না হইয়া যাইতেছে ততদিন সত্যবস্তু মূলে আছে বলিয়া মিথ্যা নামরূপকে সত্য সংশ্রবে সত্যমত দেখিবার সাধনার কথাও শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায় ততক্ষণ স্বপ্ন সত্যমত বোধ হইলেও স্বপ্ন ভঙ্গে বুঝিতে পারা যায় স্বপ্ন মিথ্যা। সেইরূপ নামরূপ যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ইহা সত্যমত হইলেও যখন নামরূপের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে চৈতন্যে জাগ্রত থাকায় নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় তখন জগৎ মিথ্যা বলিয়াই অনুভূত হয়। স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও যেমন স্বপ্ন সম্বন্ধে গল্প করা যায় সেইরূপ জগৎ মিথ্যা হইলেও মিথ্যা জগৎ সম্বন্ধে গল্প করা যায়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বেদাদি শাস্ত্র খাঁটি সত্য কথাই বলিতেছেন। রজ্জুই আছে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া সেই রজ্জুকে সর্পরূপে দেখাইতেছে। কিন্তু সর্প বলিয়া কোন কিছুই নাই। আদৌ নাই। রজ্জুই মায়া প্রভাবে সর্পরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছিল। ব্রহ্মই জগৎ রূপে বিবর্ত্তিত। মায়াই এইরূপ দেখাইবার কারণ। এই যে ফলে ফুলে, পর্ব্বত সমুদ্রে, চন্দ্র তারকাতে, আকাশ মহাশূন্যে, সর্ব্ব স্থাবর জঙ্গম, সর্ব্ব নর নারী বিজড়িত জগৎ দেখা যাইতেছে ইহা মিথ্যা মায়া-ইন্দ্রজাল তুলিয়াছে মাত্র। যাঁহার উপর এই ইন্দ্রজাল ভাসাইয়াছে তিনিই

আছেন—ইন্দ্রজাল নাই, ইন্দ্রজাল মিথ্যা, ইন্দ্রজাল ভেল্কি মাত্র। ব্রহ্মই আছেন জগৎ নাই।

কেহ কেহ এই দৃষ্টান্তকে ভুল বলেন। তাঁহারা বলেন রজ্জু বলিয়া কিছু আছে আর সর্পও আছে। উভয়ের সাদৃশ্য আছে বলিয়া রজ্জুকে সর্প মত ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু জগৎ বলিয়া যখন কিছুই নাই মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্ম মাত্র থাকেন তখন ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া দেখা হইবে কিরূপে? জগৎ তবে পূর্ব্বে ছিল ও তাঁহার সংস্কারও মহাপ্রলয়ে ছিল তাই না ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব?

আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটি নির্ভুল মত দেখায় কিন্তু যাঁহারা অবিদ্যা কি তাহা আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন অবিদ্যার এমন শক্তি আছে যাহাতে ইনি কিছু দেখা শুনা না থাকিলেও একটা নূতন কিছু গড়িতে পারেন। মানুষের মনে যে সঙ্কল্প উঠে লোকে বলে পূর্ব্বে যাহা দেখা বা শুনা ছিল সেইটি অবলম্বন করিয়াই সঙ্কল্প উঠিতে পারে। শাস্ত্রে বলেন এবং অনুভবেও প্রত্যক্ষ করা যায় যে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সঙ্কল্প সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত সত্য কিন্তু কিছু দেখা শুনা নাই অথচ অবিদ্যা একটা অপূর্ব্ব সঙ্কল্প করিতেও পারেন। এই জন্য মায়ার নাম অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। সঙ্কল্প শব্দটি কৃপ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কৃপ সামর্থ্যে। অবিদ্যা বা মায়ার এমন শক্তি আছে যাহাতে যাহা নাই তাহা ইনি রচনা করিতে পারে। মায়ার এই শক্তি যদি না থাকিত, মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যদি প্রত্যক্ষীভূত না হইত তবে ব্রহ্ম হইতে জগৎ কখনও উঠিতে পারিত না। মায়া না থাকিলে ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন। জগৎ বলিয়া কোন কিছুর সৃষ্টিই হইতেই পারে না।

জগৎ কি ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে জগৎ যাহাই হউক যতদিন জগৎ ভুল না হইবে ততদিন ব্রহ্ম, ভগবান, পরমাত্মার প্রকাশ অনুভবে আসিবে না। দৃশ্য-দর্শন মার্জ্জন না করিলে জগৎ-জড়িত আত্মা সুস্থ হইতে পারিবেন না। অভিমানী আত্মাও ততদিন পর্য্যন্ত অভিমান ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন না। কাজেই যতদিন না জীব দৃশ্য-দর্শনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয় ততদিন কখনও শোক দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে না।

যিনি চৈতন্যে দৃঢ় ধারণা করিতে সমর্থ তাঁহার কাছেই জগৎ নাই। যিনি সমকালে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনায়া-নাশ এবং সঙ্কল্প-ক্ষয় এই জীবনেই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনি এই জীবনেই জীবন্মুক্ত। সকল সাধকের ভাগ্যে ইহা হয় না বলিয়া শুভসঙ্কল্প, শুভকার্য্য লইয়া ভাবনা রাজ্যে প্রথমে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে হয়। কর্ম্মত্যাগ একবারে পারনা শুভকর্ম্ম কর; সঙ্কল্প একবারে ত্যাগ করিতে পারনা শুভ সঙ্কল্প কর, জগৎ একবারে ত্যাগ করিতে পারনা সূক্ষ্ম জগতে মানস-পূজায় ভাবনা-রাজ্যে থাকিতে অভ্যাস কর। ভাবনা-রাজ্যে থাকিতে অভ্যাস যখন পাকা হইবে তখন স্থূল জগৎ ভুল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা জগতও থাকিবে না। থাকিবেন—যিনি আছেন তিনি; থাকিবেন—"আপনি আপনি"; থাকিবেন—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যিনি তিনিই। ইহাই স্বরূপ-বিশ্রান্তি। ইহাই মুক্তি। ইহাই পরমপদে স্থিতি।

অস্তি সর্ব্বগতং শান্তং পরমার্থঘনং শুচি।
অচেত্যচিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশ মাততম্॥ ৯
তৎ সর্ব্বগং সর্ব্বশক্তি সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং স্বয়ং।
যত্র যত্র যথোদেতি তথাস্তে তত্র তত্র বৈ॥ ১০

সর্ব্বগত, শান্ত, পরমার্থঘন, পবিত্র, চেত্যতা শূন্য, চিন্মাত্র শরীর, পরমাকাশই সমন্তাৎ প্রসারিত হইয়া আছেন। এই পরমাকাশ সর্ব্বগ, সর্ব্বশক্তিমান্, ইনিই সর্ব্ব এবং ইনি স্বয়ং সর্ব্বাত্মক। ইনি যে যে স্থানে যেরূপে উদিত হয়েন সেই সেই স্থলে সেইরূপেই অবস্থান করেন; যে পরমাকাশই সকল বস্তুর ভিত্তি সেই ভিত্তিটি বিচিত্র সৃষ্টবস্তু দ্বারা আচ্ছন্ন মত দেখা যায়। যেমন শুভ্র চিত্রপটের ভিত্তিতে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত হইয়া শুভ্র ভিত্তিটি দেখা যায় না ইহাও সেইরূপ। চিত্র না থাকিলে যেমন শুধু চিত্রপটের ভিত্তিটি মাত্র থাকে সেইরূপ মিথ্যা জগচ্চিত্র দূর হইলে ব্রহ্ম 'আপনি আপনি' ভাবে অবস্থান করেন মাত্র।

এই বিশ্বরূপ স্বপ্নপুরে যিনি দ্রষ্টা, মূর্খ লোকে তাঁহাকে যে মুহূর্ত্তে নর বলিয়া জানে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাহার নিকটে নরাকারে অনুভূত হয়েন।

মরণমূর্চ্ছার পরে আবার যে দেহ হয় তাহা কিরূপে হয়? যাঁহাদের বাসনা-ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, যাঁহাদের আর কোন সংস্কার নাই তাঁহাদের আর দেহধারণ করিতে হয় না। কিন্তু যাহাদের বাসনাক্ষয় হয় নাই মরণমূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে চৈতন্য স্বরূপ জীব স্বপ্ন মত কিছু অপনাতে ভাসিতে দেখে। দ্রষ্টার স্বরূপ যে চৈতন্য সেই চৈতন্য স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নাকাশের অন্তরে অবস্থিত। স্বপ্নদ্রষ্টার পূর্ব্ববাসনা অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবে তাহার চৈতন্যটিই বাসনা-আধার চিত্তের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পায় সেই ঐক্যের প্রভাবে চৈতন্য আপনাকে মনুষ্য বলিয়া অনুভব করে। তবেই দেখ আত্ম চৈতন্যটিই সত্য। আর সেইটিই বাসনাধার চিত্তরূপেই ভাসে। তুমি, আমি, তিনি এই সকলই চিত্তের বিকার বা বৃত্তি। চিত্তই যখন বাসনা মাত্র বলিয়া মিথ্যা তখন উহার বিকার সমস্তও মিথ্যা। মিথ্যা হইলেও সত্য সংশ্রবে ইহা সত্যমত বোধ হয়।

আচ্ছা স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা আত্যন্তিক অসত্য বলিলে কি দোষ হয়? আর স্বপ্ন পুরুষও ঐরূপ অসত্য, ইহা বলিলে দোষ কি? জাগ্রৎ পুরুষকে অসত্য বলিতে পারিনা কারণ তাহাতে প্রত্যক্ষ ব্যবহার কার্য্যের বিরোধ হয় এবং কর্ম্ম শাস্ত্র সকলও অপ্রামাণ্য হয় কিন্তু স্বপ্ন পুরুষের বেলায় সে দোষত থাকে না। তবে তাহাকে একবারে অসত্য কেন না বলি?

মূলে সত্য চৈতন্য না থাকিলে কোন কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। কাজেই স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা সত্যের উপরেই ভাসে। মিথ্যা যাহা তাহা সত্য লইয়াই প্রত্যক্ষীভূত হয়। স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মের ন্যায় সত্য নহে কিন্তু ব্রহ্মের উপরে ভাসে বলিয়া ব্রহ্মের সত্যতা ঐ স্বপ্ন কল্পিত মিথ্যায় মিশিয়া মিথ্যাটাকে সত্য করিয়া তুলে।

সৃষ্টির আদিতে স্বয়ম্ভু প্রজাপতি আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহে বিবর্ত্তিত হয়েন। তিনি অনুভবরূপী ও হিরণ্যগর্ভ। তিনি স্বপ্নের ন্যায়। তিনি সংস্কারভূত জ্ঞান সমষ্টিরূপী। এই বিশ্ব তাঁহারই সঙ্কল্প। যিনি নিজে স্বপ্নস্বরূপ তাঁহার সঙ্কল্প-জাত এই বিশ্বও সেই জন্য স্বপ্ন সদৃশ। স্বপ্নও যেমন এই বিশ্বও সেইরূপ; স্বপ্নদৃষ্ট নগর ও নগরবাসী, চৈতন্য অংশে সত্য কিন্তু সঙ্কল্প অংশে মিথ্যা।

আচ্ছা স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি কি বিদ্যমান থাকে? কৈ তাহা দেখা যায়?

স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি জাগ্রত কালেও থাকে। কিন্তু যে ভাবে স্বপ্নকালে থাকে সে ভাবে থাকে না। তাহার যাহা সত্য তাহা সেই সত্যাংশে তদাকারে থাকে। আকাশের মত নির্ম্মল, নির্লিপ্ত দর্শনাধার আত্মচৈতন্যই সত্য। এই সত্যাংশই সর্ব্বদা বিদ্যমান। ইহার মিথ্যাংশেরই অপলাপ হয়।

তুমি জাগ্রদবস্থায় যাহা অনুভব কর তাহাই স্বপ্নাবস্থার অনুভব করিয়াছ ও করিবে।

জাগ্রদ্দৃষ্ট ও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু উভয়ই সমান। জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নে থাকে না স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রতে থাকে না। কাজেই উভয়ই সকল সময়ে থাকে না। তবেই বলিতে হয় যাহা দেখা যায় তাহা যখন সকল কালে থাকে না তখন যাহা দেখা যায় তাহা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া মিথ্যা। কিন্তু যাহার উপরে দৃষ্টবস্তু ভাসে সেই আত্ম-চৈতন্যটি সকল কালেই থাকেন বলিয়া সত্য। অতএব যে কিছু দৃশ্য বস্তু দেখা যায় তাহা সৎ আত্ম-চৈতন্যেই অবস্থিত। যাহাতে অবস্থিত তাহাই এবং সেই সত্যের সত্যতায় মিথ্যা দৃশ্য বস্তু মিথ্যা হইয়াও সত্যমত প্রতীত হয়।

সর্ব্ববেত্তা যিনি তিনি আপন মায়া শক্তির সামর্থ্যে নানারূপে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। এই আত্ম-চৈতন্যকে যিনি দৃষ্টিতরঙ্গের কোলে কোলে দেখেন তিনিই আত্মাকে লাভ করেন।

জ্ঞপ্তি দেবী এইভাবে বিদূরথের বিবেক অঙ্কুর উৎপাদন করিলেন, এবং বলিলেন, রাজন্ আমি লীলার সন্তোষের জন্য তোমাকে এই সমস্ত বলিলাম। এখন তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। লীলা মণ্ডপান্তর্গত কল্পিত জগৎ দেখিতে চাহিয়াছিল। তাহা দেখা হইল এখন আমরা যথাস্থানে গমন করি।

বিদূরথ—আপনাদের দর্শন ত বিফল হইতে পারে না? আপনি বলুন স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর প্রাপ্তির ন্যায় কতদিনে আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া প্রাক্তন-দেহ পাইব? হে মাতঃ আমি আপনার শরণাগত। আপনি প্রসন্না হউন। আমার প্রার্থনা, আমি যে প্রদেশে গমন করিব সেখানে যেন আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারী গমন করিতে পারে।

সরস্বতী। এই যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর পরে তুমি তোমার প্রাক্তন রাজ্য ও শবীভূত দেহ প্রাপ্ত হইবে। এই কুমারী ও মন্ত্রিগণের সহিত সেই প্রাক্তন পুর পাইবে। আমরা এখন যথাস্থানে যাইব।

বিংশ অধ্যায়।

পুরী আক্রমন ও প্রবুদ্ধলীলা।

দেবীর সহিত রাজার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে এক দূত তথায় সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইল। দূত সংবাদ দিল, মহারাজ! প্রলয়ার্ণব সদৃশ উদ্ধত ও দুঃসহ শত্রুদল অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা নগরমধ্যবর্ত্তী প্রাসাদ শিখরে কাষ্ঠরাশি স্থাপন করতঃ পর্ব্বতাকার করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। উত্তম উত্তম পুরী সকল ভস্মসাৎ হইতেছে। চারিদিকে ভীমদর্শন ধূমরাশি উঁথিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন মহাদ্রি সকল গরুড়ের ন্যায় সবেগে আকাশে উৎপতিত হইতেছে।

দূত সংবাদ দিতেছে এমন সময়ে পুর বহির্ভাগে মহা কোলাহল উত্থিত হইল ধনুর টঙ্কার, হস্তির বৃংহিত, অগ্নির শব্দ, পুরবাসিগণের হলহলা শব্দ—কর্ণ জ্বালাকর নিনাদে চারিদিক পরিপূরিত হইল।

সরস্বতী, লীলা, রাজা ও মন্ত্রী বাতায়নছিদ্র দিয়া সেই কোলাহল পূর্ণা বিভীষিকাময়ী পুরী দেখিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণের লুণ্ঠন শব্দ, দস্যুগণের জল্পনা, ঘোরতর কলকল শব্দ চারিদিক ধ্বনিত করিতেছে। দহ্যমান পুরীর ধূমরাশি নভোমণ্ডল ছাইয়া ফেলিতেছে। হতাবশিষ্ট সৈন্য চারিদিকে পলায়ন করিতেছে, কেহ বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে।

রাজা প্রজাগণের ও নাগরিক গণের বিলাপধ্বনি শুনিতেছন—কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে—ইহাই পুনঃ পুনঃ রাজার কর্ণে আসিতেছে। রাজা যুদ্ধার্থে বহির্গত হইবেন এমন সময়ে পূর্ণযৌবনা, শ্বাসোৎকম্পিত-পয়োধরা পরমরূপবতী রাজমহিষী ভয় বিহ্বল চিত্তে বয়স্যা ও দাসিগণের সহিত রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। বিদূরথের মহিষীর নামও লীলা। ইনি সরস্বতীর সহচারিণী লীলার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। রাণীর এক বয়স্যা রাজাকে বলিলেন, দেব! ভূতগণের মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। বায়ুপীড়িতা লতা যেমন মহাদ্রুম আশ্রয় করে

সেইরূপ আমাদের এই দেবী—এই প্রধানা রাজমহিষী আমাদিগের সহিত অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া আপনার নিকটে সমাগতা হইয়াছেন। অন্তঃপুর রক্ষকগণ প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। শত্রুপক্ষের যোধগণ আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্যাধগণ যেমন কুররীগণকে বলপূর্ব্বক ধারণ করে সেইরূপ বলবন্ত শত্রুগণ ক্রন্দনশীলা দেবীগণের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছে; আমাদিগের এই বিপত্তিকালে আপনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা।

রাজা কোপারুণ নেত্রে শৈলগুহা হইতে কেশরীর ন্যায় তথা হইতে বিনির্গত হইলেন। যাইবার সময় দেবীদ্বয়কে বলিয়া গেলেন—দেবীদ্বয় আমি যুদ্ধার্থে গমন করিতেছি। আপনাদের পাদপদ্মের ভ্রমরী স্বরূপা আমার এই ভার্য্যা আপনাদের রক্ষণীয়া। আপনাদিগকে রাখিয়া যাওয়ায় আমার যে গমনাপরাধ তাহা অপনারা ক্ষমা করিবেন।

রাজা বাহির হইয়া গিয়াছেন আর বিদূরথ-ভার্য্যা লীলা প্রবুদ্ধ লীলার নিকটে আগমন করিলেন। লীলা বিস্ময়ে দেখিতেছেন—এই রাজমহিষী আদর্শে প্রতিবিম্বিত তাঁহার প্রথম বয়সের মূর্ত্তি। লীলা সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মা! আমি এ কি দেখিতেছি? আমিই কি ইনি? অথবা ইনিই কি আমি? আর এই মন্ত্রী ও এই সকল বলবাহন সম্পন্ন পৌরযোধগণ? ইহা যেন আমার পূর্ব্ব-রাজ্যস্থিত জনগণ। ইহারা যদি তাহারাই হয় তবে তাহারা এখানে আসিল কিরূপে? দর্পণ প্রতিবিম্বের মত ইহারা যেন সচেতন হইয়া ভিতরে বাহিরে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু ইহারা যদি প্রতিবিম্ব হয় তবে আবার চেতন হইবে কিরূপে?

সরস্বতী ডাকিলেন, "লীলা"!—সেই মূহুর্ত্তে কি অপূর্ব্ব হইল! উভয় লীলাই বিস্মিত। সরস্বতী প্রবুদ্ধ লীলার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, লীলা! চিত্তে যেরূপ সংস্কার থাকে, প্রবুদ্ধ হইলে ঠিক সেইরূপ অনুভূতি জন্মায়। চিৎশক্তির মহিমাও অপূর্ব্ব। স্বপ্নকালে চিত্ত যেমন জাগ্রদনুভূত পদার্থের আকার ধারণ করে সেইরূপ চিৎশক্তিও চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া চিত্তের আকারেই প্রথিত হয়। চিৎটি জ্ঞান আর চিৎশক্তিটি চৈতন্য।

চিত্তে, চিত্ত প্রতিফলিত চৈতন্যে যে আকারের সংস্কার থাকে, প্রবুদ্ধ হইলে

সে সংস্কার সেই আকারেই সমুদিত হয়। তাহাতে দেশের কি কালের দীর্ঘতা অথবা পদার্থের বিচিত্রতা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। আত্ম-চৈতন্য দ্বারা অন্তঃকল্পিত জগৎ এই কারণেই বাহিরে দেখা যায়। যাহা বাহিরে দেখিতেছ তাহা আত্ম-চৈতন্য দ্বারা অন্তরেই কল্পিত।

লীলা। মা! ইহাই সত্য। স্বপ্নে সঙ্কল্প-রচিত পুরী অন্তরে আত্মায় অবস্থিত হইলেও আত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া যেন উহা বাহিরে রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

সরস্বতী। হাঁ তাহাই। অন্তরে উদীয়মান মিথ্যা জগৎ এইজন্য বাহিরে সত্যমত বোধ হয়। আবার অভ্যাসে ইহা দৃঢ় হয়। তোমার ভর্ত্তা তোমার পুরে যেরূপ বাসনাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই মৃত্যু মুহূর্ত্তেও সেই স্থানে তাঁহার সেই সেই ভাব অন্তরে স্ফুরিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর হইতে তিনি আপন অন্তস্থ বাসনার অনুরূপ সৃষ্টি অনুভব করিয়া আসিতেছেন। এই যে মন্ত্রী প্রভৃতি যাহা তুমি দেখিতেছ ইহারা আকার গত সাদৃশ্যে তোমার পূর্ব্ব মন্ত্রীর মত হইলেও ইহারা তাহারাই নহে। ইহারা বিভিন্ন। বলিতে পর ইহারা ত রাজার কল্পনা—রাজার কল্পনা রাজাই অনুভব করিতেছেন ইহা সত্যমত হইবে কিরূপে? অন্যে ইহাদিগকে দেখিবে কিরূপে? সত্যই। ইহারা রাজার চিৎসত্তার সত্যতায় সত্যমত। চিৎ সত্তার সত্যতা ব্যতীত আর কাহারও সত্যতা নাই। চিৎসত্তা ভিন্ন অন্য সমস্তই অসত্য। কাজেই চিৎসত্তাতে যাহা কল্পিত তাহা মিথ্যা। কারণ সে সকল স্বকীয় অজ্ঞানে স্বচৈতন্যে কল্পিত মাত্র। অজ্ঞানে যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় সেইরূপ।

জগৎটাকে যে সৎ ও অসৎ উভয়ই বলা যায় তাহার কারণ এই যে জাগ্রত কালে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট কিছুই থাকেনা সেইরূপ স্বপ্নকালে জাগ্রদ্দৃষ্ট কিছুই থাকেনা। জগৎটা এইরূপে অন্যথা হইয়া যায় বলিয়া সৎ নহে আবার সত্যাংশে অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা অবলম্বনেই ইন্দ্রজাল মত ভাসে বলিয়া ঐ অংশে ইহা সৎ। মহাকল্প আরম্ভকাল হইতে জগৎ ভ্রান্তি চলিয়া আসিতেছে কিন্তু দগ্ধপটের ন্যায় এই অসৎ জগতে আস্থা কি? এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের আবরক মাত্র। আকাশে, পরমাণুর অন্তরে, দ্রব্যের অণুমধ্যে এই জগৎ চৈতন্যের শরীররূপে বিদ্যমান। যেমন অগ্নি আপন ভাবনাবলে আপনাকে উষ্ণ বলিয়া জানেন সেইরূপ চৈতন্যও

ভাবনা বলে এই দৃশ্যজগৎকে আপনার শরীর বলিয়া দেখেন। ফলে সিদ্ধান্ত বাক্য এই যে এই জগৎটা সত্য নহে, মিথ্যাও নহে কিন্তু অনির্ব্বাচ্য। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত রজ্জু-সর্প। যাহা ভ্রান্তিদৃষ্ট তাহা সত্য নহে। যাহা পরীক্ষাদৃষ্ট তাহা অসত্য নহে এই দুই যুক্তিতে বলা যায় জগৎটা অনির্ব্বাচ্য। অর্থাৎ এই জগৎটা পরমাত্মার মত সত্য নহে আবার রজ্জু-সর্পের মত মিথ্যাও নহে। রজ্জু-সর্পও অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ সত্যও নহে মিথ্যাও নহে। সত্য হইলে বাধ হয় না আবার মিথ্যা হইলেও দৃষ্ট হয় না।

জগৎটা সত্য হউক বা অসত্য হউক চিদাকাশ ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে।

জীবের যে ভোগেচ্ছা তাহাই সংসারের উৎপাদক কারণ। বিষয় সত্য হউক বা মিথ্যা হউক তাহার অনুরঞ্জনাই সংসারের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। জীব অগ্রে স্বেচ্ছাকৃত বিষয় অনুভবে অনুরঞ্জিত হয়, পরে সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল পুনরায় অনুভব করে। অনুভবের মহিমাও বিচিত্র। কখন ইহা পূর্ব্বানুভবের অবিকল মূর্ত্তি দেখায়, কখন অসমান, কখন অর্দ্ধসমান অনুভবনীয় উপস্থাপিত করিয়া সেই সকলকে পুনঃ পুনঃ অনুভব করায়। তবেই দেখ—বাসনা যেমন যেমন ভাবে উদয় হয় চিত্তে ভাসমান বস্তুর তেমনি তেমনি দর্শন হয়।

কিন্তু সত্যটি কি ? বিচার চক্ষে দেখ বুঝিবে সমস্ত অনুভবই অসত্য। যে জীবাকাশে তাহারা দৃষ্ট হয় তাহাই সত্য। লীলা! তুমি সাধনা করিয়াছ, তাই তোমার বাসনা সর্ব্বাংশে সমান হইয়া জাগিতেছে। তাই তুমি দেখিতেছ—সেই মন্ত্রী, সেই পুরবাসী তোমার দর্শন পথে রহিয়াছে, ফলতঃ এই সমস্তই জীবাকাশে অবস্থিত, বাহিরে নহে।

সর্ব্বব্যাপী আত্মার স্বরূপটি হইতেছে প্রতিভা বা জ্ঞান। রাজার আত্মাকাশে যেমন সত্যবৎ প্রতিভা বা জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তোমারও আত্মাকাশে সেইরূপ সত্যবৎ প্রতিভা বা জ্ঞান বা অনুভব প্রকাশ পাইতেছে। সেই কারণে তুমি দেখিতেছ সমাগতা লীলা তোমারই অনুরূপা। বৎসে! প্রতিভা সর্ব্বব্যাপী সম্বিৎরূপ নির্ম্মল আকাশে যেরূপে বলিলাম সেইরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।

সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের প্রতিভা অন্তরে প্রবিম্বিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা বাহিরের ন্যায় প্রকটিত হয়। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রতিভার প্রতিবিম্ব জীবরূপ আকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও সমুদিত হয় না। অর্থাৎ জীবই স্বকীয় প্রতিভার স্বসংস্কারের অনুরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। এই মহান্ আকাশ, এতদন্তর্গত ভুবন, ভুবনান্তর্গত ভূমণ্ডল, তদন্তর্গত তুমি, আমি ও রাজা এ সমস্তই প্রতিভাময় অর্থাৎ চিন্মাত্র স্বভাব। যেহেতু চিন্মাত্র স্বভাব সেই জন্য সমস্তই আত্মার স্ফুরণ বিশেষ। লীলে! এ সমুদয়কেই তুমি চিদকাশ বলিয়া জানিবে। জানিলে তুমিও তত্বজ্ঞদিগের ন্যায় পরম শান্ত পরমপদে স্থিতি লাভ করিবে।

একবিংশ অধ্যায়।

সমাগত লীলা ও সরস্বতী।

এই দ্বিতীয়া লীলা রাজা বিদূরথের মহিষী। বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ "রাজা হইব" এই দৃঢ় সঙ্কল্পে পদ্মরাজা হইয়াছিলেন; আর অরুন্ধতী হইয়াছিলেন লীলা রাণী। পদ্মরাজার মৃত্যুতে তাঁহার জীবই মণ্ডপাকাশে অন্যদেহ ধারণ করিয়া হইলেন রাজা বিদূরথ। পদ্মভূপতির সঙ্গ ত্যাগ হইবে না জন্য তাঁহার লীলাই পূর্ব্বে সঙ্কল্প বশে হইয়াছিলেন এই সমাগতা লীলা। প্রথমা লীলারাণী সমাধি সাধনায় স্থূলদেহ ফেলিয়া রাখিয়া দেবী সরস্বতীর সঙ্গে নানাস্থান দেখিতে ছিলেন। দ্বিতীয়া লীলা ইঁহারই প্রতিচ্ছবি।

দ্বিতীয়া লীলা দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিল এবং বিনয় নম্র বচনে বলিতে লাগিল—ভগবতি! আমি যে জ্ঞপ্তি দেবীর অর্চ্চনা করি তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়াছিলেন; স্বপ্নে তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছি আপনার মূর্ত্তিও ঠিক সেইরূপ। মা! আপনি কি তিনি?

সরস্বতী—বৎসে! আমিই তোমার উপাস্যা দেবী।

যোগবাশিষ্ঠ। ৪৫ সর্গ ৩৫৮

লীলা—মা! এই যুদ্ধে আমার ভর্ত্তার কি হইবে? শত্রুরা ত নগরী অগ্নি-সাৎ করিল। রাজপুরী লুণ্ঠন করিল। রাজা কি শত্রুদিগকে দূর করিয়া দিতে পারিবেন?

সরস্বতী। যুদ্ধে তোমার স্বামী বিদূরথ প্রাণত্যাগ করিবেন। করিয়া সেই অন্তঃপুর মণ্ডপে গিয়া পদ্মভূপতির শবীভূত দেহ পুনর্জ্জীবিত করিবেন।

লীলা বড়ই কাতর হইল। সজল নয়নে করযোড়ে বলিতে লাগিল ভগবতি! আমাকে কৃপা করুন।

সরস্বতী—বৎসে। তুমি অনেকদিন আমার উপাসনা করিতেছ। আমি তোমার ভক্তিতে তোমার উপর সদাই প্রসন্ন। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও। সমাগতা লীলা তখন বলিতে লাগিল—আমার ভর্ত্তা এই যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যে শরীরে অবস্থান করিবেন আমি যেন আমার বর্ত্তমান দেহে তাঁহার নিকট যাইতে পারি ও তাঁহার মহিষী রূপেই থাকিতে পাই।

সরস্বতী। পুত্রি! তুমি আমাকে বহুকাল একচিত্তে ধূপ দীপ পুষ্প ও বিবিধ পরিচর্য্যা দ্বারা পূজা করিয়াছ আমি তাহাতেই তুষ্টা হইয়াছি। আমি তোমাকে, তোমার অভিলষিত বরদান করিলাম।

সমাগতা লীলা বর প্রাপ্তে প্রফুল্লা হইল। তখন প্রবুদ্ধ লীলা কিঞ্চিৎ সন্দিহানা ও বিস্মিতা হইল। প্রবুদ্ধ লীলা বলিতে লাগিল—ঈশ্বরি! আপনি ব্রহ্মরূপিণী। যাঁহারা আপনার ন্যায় সত্যসঙ্কল্প তাঁহাদের ইচ্ছা ত অচিরাৎ পূর্ণ হয়। মা! আপনি তবে কি নিমিত্ত আমাকে আমার স্থূল শরীর ত্যাগ করাইয়া এখানে ও গিরিগ্রামে আনিলেন? এই লীলা ত স্বশরীরে ভর্ত্তৃলোকে যাইতে পারিবে।

সরস্বতী।

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিদহং করোমি বরবর্ণিনি।
সর্ব্বং সম্পাদয়ত্যাশু স্বয়ং জীবঃ স্বমীহিতম্॥ ১২

বরবর্ণিনি! আমি কাহারও কিছু করি না। আমি পূর্ণকাম বলিয়া আমার কোন কামনা নাই। জীব যখন কামনা করিয়া আমাতে সমাহিত মন হয় তখন

তাহার ইচ্ছা সে নিজে নিজেই সিদ্ধ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জীবে পূর্ব্ব সংস্কার পরিব্যাপ্ত চিদাত্মরূপিণী জীবশক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই বিদ্যমান শক্তিই তাহাদিগকে ফল প্রদান করে। আমি কেবল সেই চিৎশক্তির প্রকাশ কারিণী, কারণ আমি অধিষ্ঠাত্রী। জীবের চিৎশক্তি উদয়োন্মুখী হইলে আমি তদনুসারে বরপ্রদা হই।

তুমি আরাধনা কালে প্রার্থনা করিতে যেন আমি দেহাভিমান শূন্যা হইয়া উদ্বোধিতা হই। তুমি আমাকে ঐভাবে উদ্বুদ্ধা করিয়াছ বলিয়া তুমিও আমা কর্ত্তৃক অজ্ঞানাবরণ বর্জ্জিত নির্ম্মল স্থিতি প্রবাহে নীতা হইয়াছ। এই লীলা আমাকে যে ভাবে বোধিতা করিয়াছে আমিও সেই ভাবে ইহাকে ফল প্রদান করিতেছি। আরাধনা কালে তোমার মুক্ত হইবার বুদ্ধি ছিল তাই তুমি স্বীয় চিৎশক্তির প্রভাবে তাহাই পাইয়াছ।

যস্য যস্য যথোদেতি স্বচিৎ প্রযত্নং চিরং।
ফলং দদাতি কালেন তস্য তস্য তথা তথা॥ ১৮
তপো বা দেবতা বাপি ভূত্বা স্বৈব চিদন্তথা।
ফলং দদাত্যথ স্বৈরং নভঃফল নিপাত বৎ॥ ১৯

যাহার যাহার যে প্রকার চিৎপ্রযত্ন চিরকাল উদিত হয়, যথাকালে তাহার সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। তপস্যা বল আর দেবতাই বল আপনার চিৎশক্তিই তপস্যা বা দেবতা হইয়া আকাশ পতিত ফলের ন্যায় ফল প্রদান করিয়া থাকে। স্বীয় চিৎপ্রযত্ন ব্যতীত অন্য কেহই ফলদাতা নাই ইহা জানিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

বুঝিতেছ যে ফল পাইতে লোকে ইচ্ছা করে পূর্ব্ব হইতে তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। যদি ফল না হয় তবে জানিও প্রযত্নেই দোষ রহিয়াছে। পুনঃ পুনঃ প্রযত্ন কর অবশ্যই ফল পাইবে।

চিদ্ভাব এব ননু সর্গগতোন্তরাত্মা
যচ্চেততি প্রযততে চ তদৈতি তচ্ছ্রীঃ
রম্যং ত্বরম্যমথবেতি বিচারয়স্ব
যৎ পাবনং তদববুধ্য তদন্তরাস্ব॥ ২১

চিৎভাব অর্থে চিৎসত্তা। চিৎ জ্ঞানেরই নাম। যেখানে চিৎ সেইখানে চিৎশক্তি ; জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান শক্তি সর্ব্বদাই আছে। জ্ঞানবান্ অথচ শক্তিশূন্য ইহা হইতেই পারে না। যত যত দৃষ্টবস্তু দেখিতেছ সমস্ত দৃষ্ট পদার্থের অন্তরাত্মা হইতেছেন নিশ্চয়ই এই চিৎসত্তা।

নন্বিতি নিশ্চয়ে। তদা প্রাক্কালে রম্যং বিহিত অথবা অরম্যং নিষিদ্ধং যৎ কুম্ম-চেততি প্রযততেচ উত্তরকালং তস্যৈব ফলরূপা শ্রীঃ এতি উদেতি ইতি বিচারয়স্ব বিচারেণচ যৎ পাবনং পদং তদববুধ্য তদন্তঃ আস্ব তিষ্ঠ॥

সকল বিশ্ব ভরিয়া দৃষ্ট বস্তু ধরিয়া চিতের মধ্যে চিৎশক্তি আছেই। প্রথমে বিহিত বা নিষিদ্ধ যে কর্ম্মে চিত্তকে ব্যাপারিত করিবে এবং পুনঃ পুনঃ প্রযত্নে যাহাতেই চিৎসত্তাটি উত্থাপিত করিবে উত্তর কালে সেই চিৎভাব, প্রযত্নের অনুরূপ ও ফল স্থানীয় হইয়া উদিত হইবেনই। এইটি বিচার করিয়া যাহা পবিত্র তাহাতেই বুদ্ধিস্থির কর এবং তাহার অন্তরে অবস্থান কর।

রে প্রেম সোহাগিনি উঠ! দেখ কি আশ্চর্য্য স্বরলহরী তোমার শরীর ব্যাপিয়া উঠিয়াছে। চল আমরা রাজার যুদ্ধলীলা দেখি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

যুদ্ধার্থ নির্গমন ও দ্বৈরথ যুদ্ধ।

তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই। তখনও অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাজা বিদূরথ কোপভরে আপন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। দুই লীলা দেবী সরস্বতীর সহিত অন্য পথে রাজার সমস্ত কার্য্য লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

নক্ষত্র পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় রাজা অসংখ্য অমাত্য ও সামন্তবৃন্দে পরিবৃত। রাজা বর্ম্মে ও অস্ত্রশস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সন্নদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যোদ্ধাদিগকে যথাযথ

আদেশ করিলেন এবং মন্ত্রিগণের নিকট ব্যূহ রচনার ও রাজ্যরক্ষার পরামর্শ শ্রবণ করিলেন। রাজা বীরগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রথারোহণ করিলেন।

রাজার যুদ্ধরথ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। মুক্তা মণিমাণিক্য খচিত রথ, পতাকা ·····কে সুশোভিত। প্রচণ্ড বেগশালী আটটি চন্দ্রচন্দ্রিকাতুল্য অশ্ব রথে যোথা। রাজা রথে বসিলেন। সারথি কষাঘাত করিতে না করিতে অশ্বগণ বায়ুর অগ্রে আকাশ চুম্বন করতঃ ধাবমান হইল।

অনন্তর গিরিগহ্বরে মেঘগর্জ্জনের প্রতিধ্বনির মত ভীষণ দুন্দুভি ধ্বনি বাদিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণের কলকলারব, আয়ুধের শব্দ, ধনুকের শব্দ, শরের সীৎকার, কবচের ঝন-ঝনা শব্দ, যুদ্ধাহতগণের কাতর শব্দ, বন্দিগণের রোদন শব্দ—এই সমস্ত যুদ্ধশব্দ যেন ব্রহ্মাণ্ডছিদ্র আপূরিত করিয়া তুলিল।

তখনও অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না কিন্তু দেবীর প্রসাদে লব্ধ দিব্য দৃষ্টি লীলাদ্বয় মাত্র দৃক্ শক্তিসম্পন্ন। দুই লীলার সঙ্গে বিদূরথের এক কন্যাও দেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিল। রাজার আগমনে নগর লুণ্ঠকদিগের রব কতকটা প্রশমিত হইতে লাগিল। ঘোর যুদ্ধে কেহ মরিল, কেহ পলায়ন করিল, কেহ বা লুকাইয়া রহিল। সেই যম-যাত্রায় কত কবন্ধ-শত নটের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল, কত পিশাচ-কন্যা নট-কন্যার অনুকরণ করিতে লাগিল।

তখন পর্য্যন্ত অন্ধকারে যুদ্ধ চলিতেছিল ক্রমে ভগবান রবি যুদ্ধ দেখিবার জন্য যেন উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। তিমির সত্মর পাতালে প্রবেশ করিল আর আকাশ ও পর্ব্বত-কন্দর প্রকাশ প্রাপ্ত হইল। বিদূরথের রাজ্যে লোকের নিদ্রা ছিল না কিন্তু কজ্জল-সমুদ্র নিমগ্না ধরাকে রবি যেমন উদ্ধৃত করিলেন অমনি জগতের জীবপুঞ্জ সচেতন হইল। দেখিতে দেখিতে স্বর্গ-স্খলিত, গলিত-কনক রাশির ন্যায় রবিরশ্মি পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। কনক-দ্রব-সন্নিভ সুন্দর রবিকর শৈলোপরি ও বীর শরীরে নিপতিত হওয়ায় উহা রক্তছটার শোভা বিতরণ করিতে লাগিল।

রণভূমি এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। অন্ধকার সরিয়া গেলে এখন রণস্থল দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অহো! কি ভয়ানক দৃশ্য! শলভ পতনে—মৃত

পতঙ্গের দ্বারা শস্যক্ষেত্র যেরূপ অদৃশ্য হয় সেইরূপ সমর নিপতিত শব সমূহে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন ; কোথাও ইহা বীরগণের ভুজগ সদৃশ ভুজ সমূহে পরিব্যাপ্ত, কোথাও বীরগণের রত্ন কুণ্ডল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, কোথাও রক্তের লোহিত প্রভায় চতুর্দ্দিক সন্ধ্যারাগের ন্যায় অরুণিত, কোথাও সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রাশি রাশি আয়ুধমালা, কোথাও বা মহাবেগ প্রবাহিত রক্তনদীতে রাশি রাশি শব ভাসিয়া যাইতেছে। লীলাদ্বয় দেখিল রাজা বিদূরথের ও সিন্ধুরাজার দীপ্তিশীল দিব্যরথদ্বয় অচলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের নিকটে দাঁড়াইয়াছে ? দেখিতে দেখিতে দ্বৈরথ যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

লীলাদ্বয় জ্ঞপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিল দেবি ! প্রসন্না হউন—বলুন আমাদের ভর্ত্তা কি জন্য যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না ? আমাদের চিত্ত সোৎসুক হইয়াছে, আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন।

সরস্বতী। পুত্রি যুগল ! সিন্ধুরাজ জয়লাভের জন্য বহুদিন আমার আরাধনা করিয়াছে। রাজা বিদূরথ জয় কামনায় আমার ভজনা করেন নাই তিনি মুক্তি কামনায় আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। এই জন্য সিন্ধুরাজের জয় হইবে আর বিদূরথের মুক্তি হইবে।

চিরমারাধিতানেন বিদূরথনৃপারিণা।
অহং পুত্রি জয়ার্থেন ন বিদূরথ ভূভৃতা ॥ ৩
তেনাসাবেব জয়তি জীয়তে চ বিদূরথঃ।
জ্ঞপ্তিরন্তর্গতা সম্বিদেতাং মাং যো যদা যথা ॥ ৪
প্রেরয়ত্যাশু তত্তস্য তদা সম্পাদয়াম্যহম্।
যো যথা প্রেরয়তি মাং তস্য তিষ্ঠামি তৎফলা ॥ ৫
ন স্বভাবোন্যতাং ধত্তে বহ্নে রৌষ্ণ্যমিবৈষ মে।
অনেন মুক্ত এব স্যামহমিত্যস্মি ভাবিতা ॥ ৬
প্রতিভারূপিণী তেন বালে মুক্তোভবিষ্যতি ॥ ৭

হে পুত্রি ! এই বিদূরথ নৃপের শত্রু সিন্ধুপতি জয়লাভের জন্য অনেকদিন আমার আরাধনা করিয়াছেন, বিদূরথ সেরূপ কামনায় আরাধনা করেন নাই। সেই কারণে সিন্ধুরাজ জয়ী ও বিদূরথ পরাজিত হইবেন।

যোগবাশিষ্ঠ। ৪৬ সর্গ। ৩৬৩

আমি সর্ব্ব প্রাণির মনের অন্তর্গত সম্বিৎ—সম্বেদন। যে ব্যক্তি যে প্রকার কামনা করিয়া যে কার্য্যে আমাকে প্রেরণ করে আমি সেই সেই লোককে সেই রূপে ফলদান করি। আমার স্বভাব এই যে আমাকে যে, যে কার্য্যে নিয়োগ করে আমি তাহার সেই কার্য্যের ফলরূপিণী হই। যাহার যাহা স্বভাব কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। অগ্নি কখন আপন উষ্ণতা ত্যাগ করে না। "আমি মুক্ত হইব" বিদূরথ আমাকে এই ভাবনাতেই ভাবিত করিয়াছেন তাই আমি বিদূরথের প্রতিভায় মুক্তিদাত্রী। সিন্ধুরাজা যুদ্ধজয় কামনায় আমাকে বিভাবিত করিয়াছেন তাই আমি তাঁহার জয়দাত্রী হইয়া উদিত হইয়াছি। এই যুদ্ধে বিদূরথ দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার ও দ্বিতীয় লীলার সহিত মুক্ত হইবেন। আর সিন্ধুরাজা এই রাজ্য অধিকার করিবেন।

তখন কিন্তু যুদ্ধ চলিতেছিল; সকলে দেখিল বীরগণে পরিবৃত ঐ রথদ্বয় কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে রথদ্বয় সম্মুখীন হইল তখন নরপতিদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘোদয়ে গর্জ্জনকারী মত্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় রাজদ্বয়ের নারাচ নিক্ষেপের গভীর গর্জ্জন চারিদিক তুমুল করিয়া তুলিল। বিদূরথ দীপ্তবল সিন্ধুরাজকে সম্মুখে পাইয়া কোপে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইলেন। উভয়ের শর নভোমণ্ডলে শতধা সহস্রধা হইতে লাগিল এবং পতনকালে লক্ষাধিক হইতে দেখা গেল। কল্পান্তকালে তারকানিকর যেমন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা আলোড়িত হইয়া গভীর নিনাদে নিপতিত হয় সেইরূপ উভয়ের শর সমূহ মহাশব্দ করিয়া নভোমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল।

রাজমহিষী লীলা বিদূরথের শরনিকর বর্ষণ অবলোকন করিয়া উৎফুল্লা হইয়া বলিতে লাগিলেন মাতঃ ঐ দেখুন আমার ভর্ত্তা জয়লাভ করিতেছেন। সিন্ধুরাজের কথা কি, ইঁহার শরবর্ষণে সুমেরু পর্য্যন্ত চূর্ণ হয়। মানুষ-হৃদয়া লীলা এইরূপ বলিতেছেন আর প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছেন ও হাস্য করিতেছেন এমন সময়ে সিন্ধুরাজ, বিদূরথ নিক্ষিপ্ত সেই শরার্ণব সহসা পান করিল। এই ভীষণ যুদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। সিন্ধুরাজের মোহনাস্ত্রে বিদূরথ ব্যতীত তৎ পক্ষের সকলেই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। বিদূরথ তখন প্রবোধাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আপন জনের মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। এইরূপে সিন্ধুরাজের নাগাস্ত্র

বিদূরথের গরুড়াস্ত্র দ্বারা, গাঢ় অন্ধকারপ্রদ তমঃ অস্ত্র, মার্ত্তণ্ড অস্ত্র দ্বারা, রাক্ষসাস্ত্র, নারায়ণ অস্ত্র দ্বারা, আগ্নেয়াস্ত্র বরুণাস্ত্র দ্বারা, শোষণাস্ত্র পর্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা, বায়ুঅস্ত্র শৈলাস্ত্র দ্বারা, পর্ব্বতাস্ত্র বজ্রাস্ত্র দ্বারা, নিবারিত হইল।

ধনুর্ব্বেদ বেদের উপবেদ। তখনকার যুদ্ধ বিদ্যা ও বেদ হইতে শিক্ষা করিতে হইত। পূর্ব্বে যে সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহারের কথা বলা হইল তৎতৎকালে সৈন্যমণ্ডলে উহাদের কি যে ভয়ঙ্কর ক্রিয়া হয় তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রই বর্ণনা করিয়াছেন। এখনকার দিনে জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার সংবাদ কাগজে পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হই। কিন্তু সেকালের যুদ্ধ আরও ভয়ানক। একটা দৃষ্টান্ত মাত্র আমরা দিতেছি।

বিদূরথের মেঘাস্ত্র নিবারণ জন্য সিন্ধুরাজ বায়ুঅস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মেঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবামাত্রই চারিদিকে তমাল বনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘপংক্তি উদিত হইল। সেই সকল মেঘ হইতে নিরন্তর বৃষ্টিধারা নিপতিত হইয়া সিন্ধুরাজ-নিক্ষিপ্ত হুতাশনকে অতি শীঘ্র গ্রাস করিল। আর চারিদিকে শীকর সম্পৃক্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গাত্রে বিদ্যুৎপুঞ্জ সুবর্ণবর্ণ সর্পের ন্যায় ও সুন্দরী যুবতীর কটাক্ষের ন্যায় ক্রীড়া করিতে দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ মেঘ মণ্ডল দিক্ বিদিক্ প্রপূরিত করিল আর মুষলধারে মহাশব্দে কৃতান্ত-দৃষ্টিসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। এই মেঘাস্ত্রের যুদ্ধে পাতাল তল হইতে অনলের উষ্ণ তাপ সমুত্থিত হইল। আজকাল কার দিনেও বিজ্ঞান-সাহায্যে এইরূপ বাষ্প প্রয়োগ করা হইতেছে। প্রভেদ এই তখন মন্ত্র শক্তিতে এই সমস্ত হইত, এখন স্থলে বিজ্ঞান দ্বারা কতক কতক হইতেছে। আত্মবোধ সমুদিত হইলে যেমন নিরতিশয় আনন্দরসের উদয় হয়, সংসার বাসনা তিরোহিত হয়, সেইরূপ মেঘাস্ত্র যুদ্ধের বাষ্প ক্ষণকাল মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় প্রশমিত হইল। তখন পৃথিবী পঙ্ক পরিপূর্ণ হওয়াতে লোকের চলাচল রহিত হইল। সিন্ধুরাজ তখন সসৈন্যে সিন্ধুসলিলে মগ্ন হইতে ছিলেন। ইহা নিবারণের জন্য তিনি বায়ুঅস্ত্র ত্যাগ করিলেন। বায়ুঅস্ত্র ত্যাগ করিলে বায়ু দ্বারা আকাশ কোটর পরিপূরিত হইল। বায়ুব্যূহ তখন যেন প্রমত্ত হইয়া কল্পান্তকালীন মারুতের ন্যায় ভীষণ নিনাদে নৃত্য করিতে লাগিল। জনগণ সেই প্রবল বায়ু দ্বারা আহত

হইয়া যেন অশনি নিপাতে নিপীড়িতাঙ্গ হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শিলাখণ্ড নিক্ষেপকালে যেমন শব্দ হয় সেইরূপ প্রলয় সমীরণ সদৃশ মহাসমীরণ শব্দ করতঃ প্রচণ্ডবেগে রণস্থলে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নীহার ও ধূলি পরিপূর্ণ বায়ু তখন বনস্থলী কম্পিত করিয়া, বৃক্ষশাখা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া আকাশে পক্ষিবৎ ভ্রামিত করিতে লাগিল। চারিদিকে সৌধ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল ও অস্ত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। নদী যেমন সবেগে জীর্ণ পল্লব বহন করে তাহার ন্যায় বিদূরথেরা রথ সেই ভীম বায়ুবেগে বাহিত হইতে লাগিল।

এই ভাবে তখন যুদ্ধ হইত। বিদূরথ তখন বায়ু অস্ত্র নিবারণের জন্য পর্ব্বতাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে সকল প্রকার শব্দ-হুংকার-নিশ্বাস শব্দ, ডাংকার লুণ্ঠন শব্দ, ঝঙ্কার— অন্যান্য ভীষণ শব্দ ও চিৎকার-উদ্ভট সামরিকগণের শব্দ এই সমস্ত ও অন্যান্য শব্দ শমতা প্রাপ্ত হইল। ইহার পরে বজ্রাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, পিশাচাস্ত্র, রূপিকাস্ত্র, বেতালাস্ত্র, রাক্ষসাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, ইত্যাদির প্রয়োগ ও সংহার হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ যুদ্ধ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন বিদূরথ কেবল আমার অস্ত্র নিবারণ মাত্র করিয়া কালক্ষেপ করিতেছে।

সিন্ধুরাজ এই ভাবিয়া যুদ্ধে কথঞ্চিৎ অবহেলা করিয়াছেন এমন সময়ে বিদূরথ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অস্ত্রে সিন্ধুরাজের রথ শুষ্ক তৃণের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ বারুণাস্ত্র দ্বারা অগ্নি নিবারণ করিয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তখন উভয়ের খড়্গ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অকস্মাৎ বিদূরথ খড়্গ ত্যাগ করিয়া শক্তি গ্রহণ করিলেন। সেই শক্তি ভীষণরবে সমাগত হইয়া সিন্ধুরাজের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল।

যেরূপ স্বীয় কামিনী ভর্ত্তার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করে না সেইরূপ সেই শক্তি সিন্ধুরাজের মৃত্যুসাধন করিল না, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার দেহ হইতে প্রভূত শোণিত ক্ষরণ হইতে লাগিল।

অপ্রবুদ্ধ লীলা বড়ই হর্ষিতা। তিনি দেবীকে বলিতে লাগিলেন দেবি! দেখুন সিন্ধুরাজের বক্ষ হইতে কিরূপ চুলু চুলু শব্দে শোণিত নির্গত হইতেছে। আমার স্বামী জয়লাভ করিলেন।

এমন সময়ে সিন্ধুরাজের জন্য আর এক সুবর্ণময় রথ আনীত হইল। দেবি! দেখুন আমার ভর্ত্তা ঐ রথও মুদ্গরঘাতে চূর্ণ করিলেন। লীলা পর মুহূর্ত্তেই বলিতে লাগিল হায়! কি কষ্ট সিন্ধুরাজ আবার শরবর্ষণ করিতেছে। হায়! হায়! আর্য্যপুত্র এবার ছিন্নধ্বজ, ছিন্নরথ, ছিন্নশর, ছিন্নসারথি, ছিন্নকার্ম্মুক, ছিন্নচর্ম্ম, ছিন্নগাত্র হওয়াতে সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। হা ধিক্! কি কষ্ট! আর্য্যপুত্র ভূতলে পতিত হইলেন। ঐ যে তিনি অতি কষ্টে অন্য রথে আরোহণ করিতেছেন। কিন্তু এ কি! সিন্ধুরাজ দ্রুতবেগে আসিয়া রথারোহণেচ্ছু মহারাজার শিরশ্ছেদ জন্য অস্ত্রাঘাত করিতেছে।

অহো! দেবি একি হইল! আমার ভর্ত্তার আহতশির হইতে পদ্মরাগ সন্নিভ শোণিত নিঃসৃত হইতেছে। ঐ সিন্ধু আবার আমার স্বামীর মৃণাল সদৃশ কোমল জানুদ্বয় ছিন্ন করিবার জন্য খড়্গ দ্বারা আঘাত করিতেছে। হায়! আমি হত হইলাম।

লীলা পরশুছিন্ন লতার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইল। এদিকে সারথি বিদূরথের দেহকে রথ দ্বারা বহন করিতে চেষ্টা করিল। সিন্ধুরাজ সারথিকেও অস্ত্রাঘাত করিল কিন্তু সরস্বতীর প্রভায় সারথি পদ্মরাজার গৃহে শবপ্রায় দেহ আনয়ন করিতে সমর্থ হইল। মশক যেমন জ্বালোদর গর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না সিন্ধুরাজও সেইরূপ পদ্মগৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। বিদূরথের দেহ তখন ভগবতী সরস্বতীর সঙ্কল্পিত কোমলাস্তরণ সমন্বিত সুখমরণ যোগ্য কোমল শয্যায় স্থাপিত হইল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নূতন রাজ্য স্থাপন।

রাজা "হত হইলেন" "হত হইলেন" এই শব্দ দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নগর তখন অরাজকতার এক প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিল। নাগরিকেরা গৃহ সামগ্রী যত দূর পারিল সংগ্রহ করিয়া শকটারোহণে কলত্রাদির সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুর্দ্দমা শত্রুগণ পথিমধ্যে তাহাদের কলত্রাদি কাড়িয়া লইতে লাগিল। লোক সকল পরদ্রব্য লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে নগর অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিল। বিপক্ষীয় জনগণের নৃত্য, জয়লাভ জনিত আনন্দ নিনাদ, আরোহিবিহীন হস্তী, অশ্বের নিনাদ, কবাটোৎপাটনের শব্দ মিলিত হইয়া অতি ভয়প্রদ হইয়া উঠিল। লুব্ধ যোধবৃন্দ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। চোরেরা চুরী আরম্ভ করিল। দুরাত্মারা নারী বধ করিয়া অলঙ্কার অপহরণ করিতে লাগিল। চণ্ডালেরা রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল। পামরগণ রাজভোগ্য অন্নাদি অপহরণ করিয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। হেমহারধারী শিশুগণ বীরগণ কর্ত্তৃক পদ দলিত ও আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। দুরাশয় যুবকেরা অনেক যুবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চৌরগণের হস্তচ্যুত মহামূল্য রত্নরাজি পথে নিপতিত হওয়ায় পথিকের বদন হাস্যপ্রফুল্ল হইল।

সিন্ধু পক্ষীয় রাজগণ ঘোষণা করিলেন অদ্যই সিন্ধুরাজ নূতন রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। তখন অভিষেক দ্রব্য সংগৃহীত হইতে লাগিল, গৃহোপকরণ আনীত হইতে লাগিল, মন্ত্রিগণ শিল্পীদিগকে রাজধানী নির্ম্মাণের আদেশ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজের প্রিয় পাত্রেরা অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিয়া নগরের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজের পুত্র যুবরাজ হইলেন, চারিদিকে ইহা সমুদ্ঘোষিত হইল। শান্তিরক্ষক ভটগণ চোরগণের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বিদূরথের প্রিয় ব্যক্তি সকল গ্রামান্তরে পলায়ন

করিতে লাগিল এবং সে স্থান হইতে তাড়িত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজের সৈন্যগণ রাজ্যস্থিত গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। কোথাও মৃত-বন্ধুগণের রোদন-ধ্বনি, কোথাও জিতশত্রুগণের তূর্য্যধ্বনি, কোথাও হয় হস্তী রথ প্রভৃতির শব্দ, নগর ঐ শব্দে পরিপূরিত হইল। সিন্ধুরাজের জয় এই শব্দে জনগণ ভেরী বাদন করিতে লাগিল। সিন্ধুরাজ নূতন রাজ্যে রাজা হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন
ও
দ্বিতীয়া লীলার স্বামী প্রাপ্তি।

তুমি কি জীবনটাকে একটা ভারি সত্য ভাব?

কে না ভাবে?

বড় বড় কেহই ত ভাবে না।

বড় কারে বল?

তুমি কারে বল?

এই বশিষ্ঠদেব—ব্যাসদেব ইত্যাদিকে।

এ সব সেকেলে বড় লোক। একালে এ সব বড়তে কুলাইবে না।

সত্যের আবার একাল সেকাল আছে নাকি? তুমি বল জীবনটা স্বপ্ন, কিন্তু একালের বড় লোক 'লংফেলো' বলেন—'লাইফ ইজ রিয়েল লাইফ ইজ আর্নেষ্ট'।

তুমি বিলাতী গুরুদের কথা বলিতেছ? সেখানেও যারা সর্ব্ববাদীসম্মত বড়লোক, তাহারাও যাহা সত্য তাহাই বলেন।

কে?

Our life is rounded with a Sleep.

আমাদের জীবন স্বপ্নে পরিবেষ্টিত।

কে বলেন ইহা ?

কেন—শ্রেষ্ঠ বিলাইতি শেক্ষপীয়র।

উনি হয়ত এক জায়গায় বলিতে পারেন। আর কেউ ?

Our life is a Sleep and forgetting.

জীবনটা নিদ্রা ও বিস্মৃতি।

তাইত। একথা কে বলেন ?

Wordsworth.

যাক্। জীবনটা কি সত্য সত্যই স্বপ্ন ?

নিশ্চয়ই। তুমি আমি দীর্ঘ স্বপ্নে পড়িয়া গিয়াছি। আমাদের এ স্বপ্নের বিরাম নাই। এ স্বপ্ন আর ভাঙ্গেই না। তুমি জীবনটাকে স্বপ্ন বলিতে রাজি নও আমি কিন্তু এটাকে পূর্ণ মাত্রায় স্বপ্নের মত অনুভব করিতেছি। দেখ অমন সবল সুস্থ পিতা মাতা, অমন সুন্দর ভ্রাতা ভগিনী, অমন ফুটন্ত ফুলের মত সরস পুত্র কন্যা—ইহারা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গিয়াছে। তাহারাই জানাইয়া দিয়া গিয়াছে এটা স্বপ্ন। আবার যাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি—সুধু বিশ্বাসই কি করি যাঁহাদের জ্ঞানের তুলনায় তেমন জ্ঞানী আর কোথাও পাই না; আর আজ কাল যাঁহারা জ্ঞানের গল্প করেন তাঁহারা যাঁহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির কথা লইয়া মহাজনী করেন—সেই বশিষ্ঠ ব্যাসাদি দেবতাগণ নতমুখে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছেন জীবনটা মহাস্বপ্ন—ইহাদের কথার সহিত যখন জীবন মিলাইয়া দেখি আবার যাঁহারা ইঁহাদের কথা মত চলিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের অনুভবের কথাতেও শুনি জীবন শুধুই স্বপ্ন। ইঁহাদের কথা মানিব না ত আর কোন্ বিষয়াসক্ত সাধনাবর্জ্জিতের কথা মানিব বল ?

আচ্ছা! এখন ত বিদূরথ মরিলেন বা মৃত্যু শয্যায় শুইলেন ? তার পরে কি বলিবে ? ভৃগু সংহিতায় তুমি তোমার তিন জন্মের সংবাদ পাইবে—পূর্ব্ব-জন্মে কি ছিলে—কোন্ অপরাধ করিয়া এই জন্মে এই হইয়াছ আবার এই জন্মের কর্ম্মের ফলে আবার কোথায় যাইবে। সত্য মিথ্যা ৺কাশীধামে একখানি

ভৃগু সংহিতা একজনের কাছে আছে। জন্ম-কুণ্ডলী লইয়া যাও। মিলাইয়া দেখ মিলিবে।

বশিষ্টদেব তিনি জন্মের সংবাদ দিতেছেন। মধ্য জন্ম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। মধ্য জন্মের পূর্ব্বে প্রথম ও শেষে ভাবী জন্ম। বশিষ্ট ব্রাহ্মণ, অরুন্ধতী ব্রাহ্মণী, এই প্রথম জন্ম। দ্বিতীয় জন্মে, পদ্মরাজা ও লীলারাণী। বশিষ্টদেব এখান হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন। আর তৃতীয় জন্মে বিদূরথ ও লীলারাণী। এই তিন জন্মের পরে বিদূরথ ও লীলা কোথায় গেলেন সে সংবাদ দিয়াই বশিষ্টদেব মণ্ডপোপাখ্যান শেষ করিতেছেন।

প্রবুদ্ধ লীলা দেখিতেছেন ভর্ত্তার শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট। ভর্ত্তা মূর্চ্ছিত। তখন তিনি ভগবতী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন অম্বিকে! আমার ভর্ত্তা দেহ-পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সরস্বতী। পুত্রি! রাষ্ট্র বিপ্লব ও মহাড়ম্বর সম্পন্ন যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে জানিও রাষ্ট্র ও মহীতল ইহাদের কিছুই বিনষ্ট হইল না। কেন জান? জগৎটা স্বপ্ন। স্বপ্নাত্মক জগৎ ভাসমান হইলেও ইহার স্থিতি কোথায় বল? অনঘে! তোমার ভর্ত্তা বিদূরথের এই পার্থিব রাজ্য ভূপতি পদ্মের অন্তঃপুরস্থ সেই গৃহাকাশে। আর পদ্মনরপতির ব্রহ্মাণ্ডও আবার বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সেই গৃহাকাশে অবস্থিত।

বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের গৃহের মধ্যস্থিত শবগৃহে এই জগৎ, আবার এই জগন্মধ্যে বিদূরথ ব্রহ্মাণ্ড। তুমি, আমি, এই লীলা বিদূরথ এবং এই সসাগরা মেদিনী এই সমস্ত মিথ্যা হইয়াও সেই গিরিগ্রামবাসী বিপ্রের গৃহাভ্যন্তরস্থ গগনকোষে অবস্থিত।

স্বাত্মৈব কচতি ন্যর্থো ন কচত্যেব বা ক্বচিৎ।
তদ্‌পদং পরমং বিদ্ধি নাশোৎপাদ বিবর্জ্জিতম্॥ ৯ ৫২ সর্গ

আত্মাই ঐ ঐ আকারে কখন বৃথা প্রকাশিত হন, কখন বা অপ্রকাশিত হইয়াই থাকেন। তথাপি যে আত্মা ঐ ঐ রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন তিনিই উৎপত্তি নাশ বর্জ্জিত পরমপদ।

যোগবাশিষ্ঠ। ৫২ সর্গ। ৩৭১

স্বয়ং কচিতমাভাতং শান্তপদমনাময়ং।
কিল মণ্ডপ গেহেন্তঃ স্ব স্বভাবোদিতাত্মনি॥ ১০ ৫২ সর্গ

সেই শান্ত নির্ম্মল পরমপদ আপনিই আপনাতে স্ফুরিত, অপনিই আপনাকে প্রতিভাসিত। সংরূপে ও স্ফুরণরূপে তিনিই আছেন, তিনিই প্রতিভাত হইতেছেন। সংরূপটি তিনি 'আপনি আপনি,' স্ফুরণটি তাঁহার ঝলক—তদবলম্বনে স্থিত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ। ইনিই মণ্ডপগেহাগে স্বীয় চিন্মাত্র স্বভাব দ্বারা আপনাতে আপনি সমুদিত।

বল দেখি সেই মণ্ডপদ্বয়ে ভূতাকাশ ব্যতীত আর কি আছে? ভূতাকাশ আবার শূন্য ব্যতীত আর কি? শূন্যে শূন্যই থাকে; সেখানে জগৎ কোথায়? জগৎ যখন ভূতাকাশেই থাকে না তখন তাহার চিদাকাশে থাকার সম্ভাবনা কোথায়? যদি বল আছে; রজ্জুকে সর্প মত দেখা যাইতেছে; এ থাকা ভ্রান্তিতে। কিন্তু ভ্রমদ্রষ্টা না থাকিলে ভ্রান্তি কোথায়? ভ্রান্তি কাহারই বা হইবে? অতএব ভ্রান্তির বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যাহা আছে তাহা সেই নিত্য পরমপদ। 'ভ্রমদ্রষ্টুরভাবে হি কীদৃশী ভ্রমতা ভ্রমে'? তখন—'নাস্ত্যেব ভ্রম সম্ভাতো বদস্তি তদজং পদম্' ॥ ১২ ॥

তাই বলা হয় হয়।

সর্ব্বং শূন্যাত্ম বিজ্ঞানং মেরু্ব্বাদি গিরি জালকম্।
নেদং কুড্যময়ং কিঞ্চিদ্ যথা স্বপ্নে মহাপুরম্॥ ১৭

এই মেরু এই ভূধর এই সমস্ত দৃশ্য সেই শূন্যরূপী চিদাত্মার স্বরূপ। আকার বিশিষ্ট যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা নাই। ঐ সকলের দৃশ্যতা স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরীর ন্যায় অলীক। স্বপ্নে বড় বড় ঘর, বাড়ী, বাগান, ভূধর, আকাশ, সমুদ্র, নদী সমন্বিত মহাপুরী দেখিতেছ; বাস্তবিক বল উহা কি? স্বপ্নে কণ্ঠ হইতে প্রাদেশ পরিমিত স্থানে—তৎ প্রদেশাবচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্যে লক্ষ লক্ষ ভাসমান পর্ব্বতাদি লোকে দেখে। পরমাণু তুল্য এই মনে লক্ষ লক্ষ জগৎ দেখা যায়; সে সব কদলীত্বকের ন্যায় স্তরে স্তরে অবস্থিত। স্বপ্ন নিম্মিত নগরের ন্যায় জীবভাবের মধ্যে ত্রিজগৎ অবস্থিত। চিদণু—কি না জীবভাবের মধ্যে

ত্রিজগৎ আবার ত্রিজগতে চিদণু আবার চিদণুর মধ্যে এক এক জগৎ উহার অন্ত কোথায়?

লীলে! এই সমস্ত জগতের মধ্যে যে জগতে পদ্মভূপতির শবদেহ অবস্থিত রহিয়াছে তোমার সপত্নী লীলা পূর্ব্বেই তোমার অজ্ঞাতসারে সেখানে গিয়াছে। তুমি দেখিলে তোমার সম্মুখে লীলা মূর্চ্ছিত হইল। যেই মূর্চ্ছা হইল সেই কিন্তু লীলা আপন ভর্ত্তা পদ্মভূপতির নিকটে উপস্থিত হইল।

লীলা! মা! কিপ্রকারে দেহ ধারিণী হইয়া তিনি আমার সপত্নীভাবে সেখানে রহিয়াছেন? মহারাজের জনগণ তাঁহার কি প্রকার রূপ দেখিতেছেন? তাহাকে দেখিয়া তাঁহারা কিই বা বলিতেছেন?

সরস্বতী। লীলা! সত্য কথা কি তাহাত বুঝিতেছ? মনে রাখিও—

তৎপদং পরমং বিদ্ধি নাশোৎপাদ বিবর্জ্জিতম্।
স্বয়ং কচিতমাভাতং শান্তমাদ্যমনাময়ম্॥ ১৪॥ ৫২ সর্গ

দেখ দৃশ্য ভ্রান্তি যখন না থাকে তখন দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই। যখন দ্রষ্টা নাই আর দৃশ্য নাই তখন থাকে কি? যিনি থাকেন তিনিই সেই অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান্ বা সেই পরমপদ। বস্তুতঃ পরমপদ যিনি তিনি উৎপত্তি বিনাশ বর্জ্জিত। তিনি শান্ত, আদ্য, নিরাময় আছেন তথাপি, কখনও জগৎরূপে যেন প্রকাশ প্রাপ্ত হন। এই স্ফুরণটি মিথ্যা। সেই জন্যই বলিতেছি মণ্ডপ গৃহে জনগণ স্ব স্ব ভাবে সমুদিত হইয়া স্ব স্ব ব্যবহারেতেই বিহার করিতেছে। অথচ তাহাতে জগৎ বা সৃষ্টি কিছুই নাই। নাই বলিয়াই বলা যায় জগৎটা যাহা দেখা যাইতেছে তাহা অজ ও আকাশ স্বরূপ। প্রকৃত কথা কি তাহাত দেখিতেছ তবুও যদি পদ্মভূপতির নিকটে লীলাকে লোকে কিরূপে দেখিতেছে শুনিতে চাও ত বলি শ্রবণ কর।

তোমার স্বামী পদ্মনরপতি সেই শবদেহ যে মণ্ডপে অবস্থিত সেই মণ্ডপাকাশে এই পরিদৃশ্যমান জগন্ময়ী ভ্রান্তি দেখিতেছেন। তুমি যখন অপ্রবুদ্ধ ছিলে তখন শোকে কাতর হইয়া আমার নিকট বর চাহিয়াছিলে তোমার স্বামীর জীবাত্মা যেন সেই মণ্ডপাকাশ ছাড়িয়া কোথাও না যান। পদ্মভূপতির জীবাত্মা কিন্তু

মুক্ত হন নাই। কাজেই তাঁহার যে সমস্ত প্রবল বাসনা ছিল তাহা সেই মণ্ডপাকাশেই স্ফুরিত হইতেছে। তাই তিনি ঐ মণ্ডপাকাশেই ভ্রান্তিময়ী জগৎ দর্শন করিতেছেন। বৎসে! এই যে যুদ্ধ তুমি দেখিলে ইহা ভ্রান্তি যুদ্ধ। এই সমস্ত জনও জন নহে। সমস্তই ভ্রান্তি। সমস্তই আত্মার স্বপ্ন। লীলা যে ভূপতি পদ্মের দয়িতা হইয়াছিলেন তাহাও ভ্রান্তির বিলাস। হে বরারোহে! তুমি ও এই দ্বিতীয়া লীলা, তোমরা উভয়েই স্বপ্নসদৃশ। তোমরা যেমন মহারাজ পদ্মের স্বপ্ন তেমনি মহারাজ পদ্ম ও তোমাদের স্বপ্ন। তোমাদের ভর্ত্তার মত আমিও তোমাদের অন্যবিধ স্বপ্ন। "তথৈবাহমপি স্বয়ম্" ॥২৯॥ ৫২ সর্গ॥ ঈদৃশী জগৎ-শোভাকেই দৃশ্য বলে। ফলে "ইহা দৃশ্য নহে" এই অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে দৃশ্যশব্দার্থ থাকে না। যিনি থাকেন তিনি পরিপূর্ণ আত্মা। সেই পরিপূর্ণ আত্মার আশ্রয়ে তুমি স্বামি লীলা ও এই নৃপতি, এই জনাকীর্ণ সংসার এই সব ত্বদীয় ভ্রান্তিরই বিজৃম্ভণ। যে প্রকারে সেই মহাচিতের মিথ্যা কল্পনা হইতে এই সমস্ত উঠিয়াছিল ও উঠিয়াছে, রাজমহিষী লীলাও সেইরূপে সমুৎপন্না হইয়াছিল। তোমার ভর্ত্তা তোমার মনঃকল্পিত আবার তোমার সপত্নী লীলাও তোমার মনঃ কল্পিত ভর্ত্তার মনঃ কল্পিত। স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন ইহাই। যে দিন তোমার ভর্ত্তার চিত্ত লীলা মূর্ত্তির বাসনায় বাসিত হইয়াছিল সেই দিন সেই চমৎকার স্বভাব চৈতন্যাকাশে তোমার ন্যায় আকার বিশিষ্টা এই লীলা দৃশ্যত্বে পরিণতা হইল। বুঝিলে দ্বিতীয়া লীলা তোমার প্রতিকৃতি হইল কিরূপে? ভূপতি পদ্মের চিত্ত তোমাময় হইয়াছিল। তাঁহার মরণ মূর্চ্ছায় তাঁহার আত্মাতে অন্য বাসনা সকল যেমন স্ফুরিত হইল তোমার প্রতিমূর্ত্তি এই দ্বিতীয়া লীলারও সেইরূপ স্ফুরণ হইল। যে দিন তোমার ভর্ত্তার মরণ হয় সেই দিনই তোমার ভর্ত্তা এই বাসনাময়ী তৎপ্রতিবিম্বময়ী লীলাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চিত্ত নিজেকে দেখিল বিদূরথ এবং তোমাকেও পাইল দ্বিতীয়া লীলারূপে।

চিত্ত যখন ভৌতিক ভাব অনুভব করে তখন ভৌতিক ভাবকেই সৎ মনে করে কিন্তু আতিবাহিক ভাবকে—ভাবনাময় ভাবকে কল্পিত জ্ঞান করে। আবার চিত্ত যখন আধিভৌতিক ভাবকে অসৎ মনে করে তখন আতিবাহিক সঙ্কল্পকে সৎরূপে অনুভব করে। এই লীলা বাসনাময়ী হইলেও তোমার ভর্ত্তা ইহাকে

উক্ত কারণে বাসনাময়ী বলিয়া জানিতেন না, সত্য বলিয়া জানিতেন। কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

তোমার ভর্ত্তা মরণমূর্চ্ছান্তে পুনর্জ্জন্মময় ভ্রমে নিপতিত হইয়া এই বাসনাময়ী লীলার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সে লীলা ও তুমি অর্থাৎ সে তোমারই প্রতিবিম্ব। চিদাত্মা আবার সর্ব্বগামী। যিনি চিদাত্মায় স্থিতি লাভ করেন তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বাসনারই স্ফুরণ দেখিবেন। সেইজন্য তুমিও আপনার বাসনাময় শরীরান্তর দেখিয়াছ এবং বাসনাময়ী লীলাও তোমাকে দেখিয়াছে। বুঝিতেছ এ সমস্তই ত্বদীয় বুদ্ধিস্থ বাসনার বিলাস। যখন যেখানে যে বাসনার উদয় হয়, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তখনই সেই ভাবে তদনুরূপ দৃশ্য স্বপ্ন দেখার ন্যায় দেখেন। সর্ব্বব্যাপী আত্মা আবার সর্ব্বশক্তিমান্। কাজেই তাঁহার দেখার প্রভাবে যখন যে শক্তির উদয় হয়, সর্ব্বব্যাপী আত্মা তখনই তাহারই অনুরূপ স্থিতিলাভ করেন ও প্রকাশিত হয়েন।

মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরেই লোকে আপন হৃদয়ে পূর্ব্ব বাসনার উদয়ে অনুভব করে—এই আমাদের দেশ, এই আমাদের পিতা, এই মাতা, এই ধন, এই পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, আমরা বিবাহিত হইয়া অভিন্ন হৃদয় হইয়াছি, এই আমাদের পরিজনবর্গ ইত্যাদি। লীলা! এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন হইতেছে স্বপ্ন। যেমন নিদ্রাবৃত্তির উদ্ভব মাত্রেই জাগ্রৎ বাসনা, কত দেশ, কত দেশান্তরকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করে সেইরূপ মরণমূর্চ্ছার পরেও পূর্ব্ব বাসনার উদয়ে জীব পূর্ব্ব বাসনারূপ সৃষ্টি অনুভব করে। তোমার পূর্ব্ব বাসনা ঐরূপই ছিল তাই তুমি তদনুরূপ দৃশ্য, স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দেখিতেছ।

এই দ্বিতীয়া লীলাও আমার অর্চ্চনা করিয়াছিল এবং আমার নিকট হইতে বর পাইয়াছিল যে ইহার বৈধব্য কখন হইবে না। সেই জন্য এই লীলা ভর্ত্তার অগ্রে দেহত্যাগ করিয়াছে। এখনও সে বালিকা। হে বরাঙ্গনে! তোমরা উভয়েই চৈতন্যের অংশরূপিণী এবং আমিও চেতনার অনুরূপ কুলদেবী। আমি যাহা করিতেছি তাহা করাই আমার স্বভাব।

শ্রবণ কর লীলা সদেহা হইয়াও এখানে আসিল কিরূপে? বিদূরথ ভূপতির মৃত্যুভাব দর্শনে লীলা মূর্চ্ছিতা হইল। তুমি তাহা দেখিয়াছ। তখন লীলার জীব

প্রাণবায়ু সহকারে স্বদীয় মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। অনন্তর লীলা মরণ-মূর্চ্ছান্তে স্বীয় সঙ্কল্পে রচিত বুদ্ধিরূপ আকাশে সেই সেই ভাব অনুভব করিতে লাগিল।

সম্পন্নৈষা হরিণনয়না চন্দ্রবিম্বাননশ্রী—
স্থানেন্মুগ্ধা দয়িতললিতা কান্তমাভোক্তুকামা।
পূর্ব্বস্মৃত্যা সরভসমুখী সংযুতা মণ্ডলান্তঃ
স্বান্তেম্বেবা প্রকৃতিবিভবা পদ্মিনী চোদিতেব ॥ ৫২ ॥ ৫২ সর্গ

প্রবল ভাবনা বশে লীলার পূর্ব্বদেহ স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল। দয়িতের উপভোগ যোগ্য শরীর ধারণ করিয়া এই লীলা রবিকর প্রস্ফুটিতা পদ্মিনীর ন্যায় লাবণ্যভরিত মুখে কান্তকে উপভোগ করিবার জন্য পূর্ব্বস্মৃতি দ্বারা পদ্ম ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে গমন করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মৃত্যুর পরে।

পূর্ব্ব হইতে যে যেমন ভাবনা করিয়া রাখে, মৃত্যুর পরে তাহার সেইরূপ গতি হয়। "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং" প্রাণবিয়োগ কালে যে যেরূপ ভাবনা করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে সে ব্যক্তির আত্মা সেইভাবে ভাবিত হওয়ায় সে ব্যক্তি স্মর্য্যমান্ তদবস্থাই প্রাপ্ত হয়।

অপ্রবুদ্ধ লীলা সরস্বতী দেবীর নিকট বর পাইয়াছিল আবার পতিকেই পাইবে। লীলা প্রবল আসক্তিতে নিরন্তর তাহাই ভাবনা করিয়াছিল। এখন মরণমূর্চ্ছার পরে লীলা পদ্মরাজার ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে গমন করিতেছেন।

লীলার প্রাণবায়ু যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ করিতেছে তখন কিন্তু ভাবনাময়

অন্যদেহ গঠিত হইতেছে। সকল জীবেরই ইহা হয়। অন্যদেহভাব প্রাপ্ত হইয়া লব্ধবরা লীলা পতি প্রাপ্তির জন্য নভোমার্গে চলিয়াছে।

ইতি সঞ্চিন্ত্য সানন্দমুদ্দাম মকরধ্বজা।
পুপ্লুবে পেলবাকারা পক্ষিণীব নভস্তলে॥

লীলা আনন্দে কামাতুরা। "পতি পাইব" এই আনন্দোৎসবে ভাবনাময় লঘু শরীরে পক্ষিণীর ন্যায় লীলা নভস্তল অতিক্রম করিতে লাগিল।

লীলার সঙ্কল্পরূপ মহাদর্পণ হইতে পূর্ব্বেই লীলার কন্যা লীলার গমন পথে অপেক্ষা করিতেছে। নন্দা জ্ঞপ্তিদেবী প্রেরিতা।

লীলা সমীপে আসিল। নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—মা! তুমি ত সুখে আসিয়াছ? আমি তোমার কন্যা। চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমার জন্য এই আকাশ পথে অপেক্ষা করিতেছি।

লীলা নন্দাকে জ্ঞপ্তিদেবী বলিয়া ভ্রম করিল। বলিল—

দেবী! ভর্তুঃ সমীপং মাং নয় নীরজলোচনে।
মহতাং দর্শনং যস্মান্ন কদাচন নিষ্ফলম্॥

দেবি! ভর্ত্ত সমীপে আমাকে লইয়া চল। কমললোচনে! মহতের দর্শন কি কখন নিষ্ফল হয়?

"এহি তত্রৈব গচ্ছাব" কুমারী বলিল—চল আমরা সেইখানেই যাই। কুমারী অগ্রে চলিল আর লীলাও আকাশ পথ দেখিতে দেখিতে পশ্চাতে চলিল। বিধি-নির্দ্ধারিত হস্তরেখা যেমন মানুষের হস্তে আসিয়া উদয় হয় সেইরূপ মাতা ও কন্যা অম্বর কোটর—আকাশ মধ্য প্রাপ্ত হইল।

মেঘ সঞ্চার স্থান অতিক্রম করিয়া তাহারা বায়ুরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল। তথা হইতে সূর্য্যমার্গ এবং সূর্য্যমার্গ অতিক্রম করিয়া তারা-পথ অতিক্রম করিল। ত্বরিত গমনে তাহারা ক্রমে বায়ু ইন্দ্র সুর ও সিদ্ধগণের লোক উল্লঙ্ঘন, করিল পরে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের লোক প্রাপ্ত হইল। ইহারা ব্রহ্মাণ্ডখর্পর পার হইয়া আসিয়াছে। কুম্ভ ভগ্ন না হইলেও তন্মধ্যগত বরফের কণা যেমন কুম্ভের বাহিরে আইসে সেইরূপে সঙ্কল্প-সিদ্ধ লীলা ব্রহ্মাণ্ডখর্পর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িল।

স্বচিত্তমাত্রদেহৈষা স্বসঙ্কল্পস্বভাবজং।
অন্তরে বানুভবতি কিলৈব নাম বিভ্রমম্ ॥ ১১ ॥ ৫৩ সর্গ

আপন আপন চিত্তই জীবের প্রধান দেহ। কিন্তু দেহ হইতে স্বভাবতঃ সঙ্কল্প অজস্র ভাবেই ঝলক দিতেছে। সঙ্কল্প-সম্ভূত বিভ্রম তাহা হইতেই জন্মিতেছে।' লীলা সেই বিভ্রমই অন্তরে অনুভব করিতেছিল। যাওয়া আসা সমস্তই চিত্ত বিভ্রম। যাওয়া আসা মিথ্যা হইলেও ভ্রমে সমস্তই সত্য বলিয়া অনুভূত হয়।

ব্রহ্মাণ্ডখর্পর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের পর পারে আসিয়া লীলা জলাদি সপ্ত আবরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিল। সম্মুখে অপার সীমাশূন্য মহাচিদ্‌গগন। এই মহা চিদাকাশ কত বড় ?

অদৃষ্টপারপর্য্যন্তমতিবেগেন ধাবতা।
সর্ব্বতো গরুড়েনাপি কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৩ ॥

গরুড় শতকোটিকল্প মহাবেগে ধাবিত হইলেও এই চিদাকাশের অন্ত দেখিতে পান না। তাঁহারা মহা চিদ্‌গগনে দেখিলেন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড। এক ব্রহ্মাণ্ডের লোক অপর ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই জানিতে পারেনা। কীট যেমন অলক্ষ্যে বদরি ফল মধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ লীলা কুমারীর সহিত এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিল। সে ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতির ভাস্বর পুরমণ্ডল আছে। লীলা ঐ সকল অতিক্রম করিয়া তত্রস্থ নভোমণ্ডলের মধ্যভাগে শ্রীমান্ পদ্মনরপতির মহীমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন। তখন লীলা রাজধানী দেখিলেন। তাহার ভিতরে লীলার অন্তঃপুর তাহার মধ্যে মণ্ডপ। মণ্ডপে পুষ্পাচ্ছাদিত পদ্মভূতির শবদেহ। লীলা শব পার্শ্বে অবস্থান করিল। লীলা আর কুমারীকে দেখিতে পাইল না। কুমারী মায়ার মত কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে।

লীলা শবরূপী ভর্ত্তার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে আর ভাবিতেছে আমার এই স্বামী সংগ্রামে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া এই বীরলোকে আসিয়াছেন এবং সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। দেবী আমাকে কৃপা করিয়াছেন আমি সশরীরে এই লোকে আসিয়া ভর্ত্তৃশব পাইলাম। আমার কি সৌভাগ্য। আমি ধন্যা!

আমার মত এখানে আর কে আছে ? লীলা তখন চামর লইয়া আকাশ যেমন চন্দ্ররূপ চামরে অবনীমণ্ডল বীজন করে সেইরূপে ভর্ত্তৃশবকে বীজন করিতে লাগিল।

প্রবুদ্ধ লীলা দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল দেবি! এইত সেই পদ্মভূপতি; এই তাঁহার সেই ভৃত্যবর্গ ও সেই দাসীমণ্ডলী। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহারা সমাগতা লীলাকে কিরূপে দেখিবেন ?

দেবী। ইহারা কেহই চিদাকাশের একতা বা পরমাত্মার পূর্ণতা দেখিতেছে না; ইহারা আমাদের প্রভাবও জানে না। ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিভাস ও মহানিয়তির প্রেরণা বশে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অপরিচিত বলিয়া জানিতেছে না। অন্যোন্যমেব পশ্যন্তি মিথঃ সম্প্রতিবিম্বিতাঃ॥২৫॥ স্ব স্ব বুদ্ধিতে [মিথঃ] প্রতিবিম্ববৎ অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া সাক্ষি চিদাকাশের একতা গুণ দ্বারা প্রস্ফুরিত হইয়া ইহারা সকলকে আপন আপন সম্বন্ধ সহ দর্শন করিতেছে। রাজা অনুভব করিতেছেন এই আমার ভার্য্যা, এই আমার সখী, এই আমার মহিষী এই সব আমার ভৃত্য। দেখ লীলা! এই রহস্য তুমি, আমি ও এই দ্বিতীয়া লীলা ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। কিরূপে বুঝিবে? ইহাদের অজ্ঞান আবরণ এখনও উন্মোচন হয় নাই।

লীলা। মা! আপনি বর দিলেন তবুও ললিতবাদিনী লীলা কি জন্য স্থূল শরীরে পতি সমীপে আসিতে পারিল না ?

দেবী। যাহাদের বুদ্ধি এখনও প্রবুদ্ধ হয় নাই যাহারা আপনাদিগকে অস্থূল বলিয়া জানে না তাহারা স্থূল শরীর লইয়া পবিত্র ভাবনাময় লোকে আসিবে কিরূপে ? অন্ধকার কি কখন আলোকে সঙ্গত হইতে পারে ? সত্য কদাচ অসত্যে মিলিতে পারে না; সৃষ্টির আদি হইতে হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক এই নিয়ম—এই অবশ্যম্ভাবী নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বালকের বেতাল বোধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কি নির্ব্বেতাল বুদ্ধি উদিত হইতে পারে ? যতদিন অবিবেক জ্বরের উষ্ণতা থাকে ততদিন কি বিবেক শীতলতা অনুভূত হয় ? "আমি স্থূল দেহশালী আমি কি আকাশে যাইতে পারি" যে এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছে সে কি কখন স্থূল শরীরে আকাশে উত্তমাগতি প্রাপ্ত হয় ? যদি কেহ জ্ঞান বিচারে অথবা পুণ্য

বিশেষ দ্বারা অথবা ইষ্টদেবতার নিকট বর লাভ করিয়া তোমার এই দেহের ন্যায় দেহ পায় তবে সেই পরলোকে আসিতে পারে, অন্য কেহ পারে না। জ্বলন্ত অগ্নিতে শুষ্কপত্র যেমন অতিশীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায় সেইরূপ এই স্থূলদেহ অহঙ্কার বাসনা মাত্রময় আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র বিশীর্ণ হইয়া যায়। বর প্রাপ্ত হইলে বা শাপগ্রস্ত হইলে আর কি হয়? ইহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে ফলনোন্মুখ করে মাত্র। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিলে আর কি ভ্রান্তিদৃষ্ট সর্প তথায় থাকে? সেইরূপ যাহা আত্মাতে নাই কিরূপে তাহা সত্যফল প্রদান করিবে? "এব্যক্তি মরিয়াছে" এই জ্ঞানটি মিথ্যা অনুভব মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিপুষ্ট সংস্কার দ্বারাই ইহার অনুভব হয়। লীলে! হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক সৃষ্টির এই নিয়ম কল্পিত হইয়াছে আমাদের বাসনাদির উপর নির্ভর করিয়া ইহা রচিত হয় নাই। অবিজ্ঞাত তত্ত্বদৃষ্টি অজ্ঞ জনগণের অন্তরেই এই সংসার সমুদিত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রবিম্ব দূরে ভাসমান হইলেও আন্তরভ্রান্তি বশতঃ যেমন ভিতরেই আছে বলিয়া মনে হয় সেইরূপ।

লীলা। মা! প্রথমে আতিবাহিক হইতে পারিলেই ত মানুষ অনেকখানি শক্তি জাগাইতে পারে। সকল শক্তিই আত্মাতে আছে। তথাপি মানুষ পারে না কেন? শক্তি জাগাইতে পারিলে আর আত্মস্থিতি লাভ অসম্ভব কিসে?

দেবী। ভাল করিয়া বলিতেছি—আত্মদর্শন করিতে যদি কেহ চায় তাহার এই বিষয়টি ভাল করিয়া ধারণা করা উচিত। শ্রবণ কর।

আত্মা সর্ব্বশক্তিমান। ইনি সর্ব্বত্র আছেন। জ্ঞান যেখানে চিৎশক্তিও সেইখানে। তবেই হইল শক্তি অব্যক্ত অবস্থায় সর্ব্বত্র আছেন। অব্যক্তাবস্থায় যিনি আছেন তাঁহাকে ব্যক্তাবস্থায় আনিতে হইবে ইহাই কার্য্য।

দৃঢ় বাসনা কর শক্তি ব্যক্তাবস্থায় আসিবেন। দৃঢ় বাসানায় যখন শক্তির উদয় হয় তখন আত্মাশক্তির অনুরূপেই দৃশ্য হন, অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত হন। আত্মা হইতেছেন পিতা আর শক্তি মাতা। মেঘে যেমন বিদ্যুৎ খেলে আত্মাতে তেমনি শক্তি খেলা করেন। এ দেখিতে যদি চাও তবে দৃঢ় বাসনা কর। দৃঢ় বাসনা করিলে আতিবাহিকতা লাভ করিতে আর কি লাগে?

ভাবনা করনা—আমার শক্তি কত? নানা প্রকারের শক্তি আমাতে

আছে। এই শক্তি সমষ্টিও আমি বটে। এই শক্তিগুলি একত্রে অব্যক্ত। ব্যক্তাবস্থার পরিচ্ছিন্ন শক্তি আমি দেখি বটে কিন্তু সমষ্টিশক্তি দেখাই আমার উদ্দেশ্য। সমষ্টি শক্তিতে দৃষ্টি পড়িলে বুঝিতে পারি না আমায় স্বধামে লইয়া যান কিরূপে? জপ ধ্যান ইত্যাদি শক্তির ব্যক্তাবস্থা। কিন্তু শাম্ভবী মুদ্রায় পশ্চাৎ দর্শনে যে জপ করে সেই, যাহার জপ করা হয় তাহাকেই পশ্চাতে আপন শক্তির সীমাশূন্য অবস্থায় দেখে। এ দেখা হয় জ্ঞান-চক্ষে। এই দেখ আর ভাব এইত সেই ধামে পৌঁছিলাম। সেখানে কল্পবৃক্ষ মূলে মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে মা'র মূর্ত্তি কত সুন্দর! শক্তি সেখানে শক্তিমানের দিকে চাহিয়া আছেন। এই সুন্দর দৃশ্য দৃঢ় ভাবনা কর। বাসনা দৃঢ় করিলেই শক্তি ব্যক্ত হইবেন। শক্তি ব্যক্ত হইলে আত্মা বাসনাময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইবেন ইহাও আত্মদর্শনের প্রকার বটে।

সরস্বতী আবার বলিতে লাগিলেন যাহারা তত্ত্বজ্ঞ এবং যোগাভ্যাস জনিত ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই আতিবাহিক লোক প্রাপ্ত হন অন্যে নহে। আধিভৌতিক দেহ মিথ্যা। যাহা মিথ্যা তাহা কিরূপে সত্য আতিবাহিকে স্থিতি লাভ করিবে? ছায়া কি কখন আতপে থাকিতে পারে? এই বিদূরথ মহিষী লীলাও তত্ত্বজ্ঞা ইনিও উৎকৃষ্ট যোগজ ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন সেই কারণে ইনি আতিবাহিক দেহে ভর্তৃ-কল্পিত নগরে যাইতে পারিলেন। অন্যে বিনা সাধনায় আতিবাহিকতা পাইবে কিরূপে?

লীলা এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বিদূরথের মৃতপ্রায় দেহের দিকে চাহিয়া সরস্বতীর কথা শুনিতেছিল। লীলা লক্ষ্য করিলেন বিদূরথ প্রাণপরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। উর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হইতে দেখিয়া লীলা বলিতে লাগিলেন—মা! ঐ দেখুন আমার স্বামী প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। দেবি! বলুন এ অপূর্ব্ব নিয়তি কি? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীব। জীব ভরা এই বিশ্ব। মৃত্তিকা খনন কর কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব মাটীর নিম্নে আবার জীবের শরীরের রক্তবিন্দু লও তাহাতে কত জীব। আবার তাহাদের রস লও জীবের মধ্যে কত জীব আবার তার মধ্যে জীব। অহো! এই জীব রাশির সংখ্যা কে করিতে পারে? আর এই যা কি আশ্চর্য্য! দেহিগণের সুখ দুঃখের ভাব অভাব কি এক অপূর্ব্ব নিয়মে সংঘটিত হইতেছে? মা! কি এই নিয়তি? কি

এই নিয়ম ? জলের শীততা অগ্নির উষ্ণতা পৃথিব্যাদিতে স্থিরতা, কালের ও আকাশের বিদ্যমানতা, তৃণ গুল্ম লতাদির উচ্চ নীচ ধর্ম্ম—এই সব নিয়ম কি ? কূপ কেন শাল তালাদির মত উচ্চ হয় না ? আর কত বলিব ? যা বলুন যাহা মিথ্যা যাহা ইন্দ্রজাল, যাহা মায়িক তাহাতে এত সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলতা কেন দৃষ্ট হয় ? কে এই বিশ্ব নর্ত্তকী ?

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়।

বিশ্বনর্ত্তকী।

"লীলা" সরস্বতী বলিতে আরম্ভ করিলেন "আমিই সেই বিশ্বনর্ত্তকী। আমি কিন্তু যাঁহাকে লইয়া খেলা করি সেই তিনিই পরমপদ, সেই উত্তম পুরুষ। যখন আমি বলি, যে, যেভাবে আমাকে নিযুক্ত করে তাহার তাহাই আমি করিয়া দিয়া থাকি তখন আমি আমার স্বরূপ সেই উত্তম পুরুষে আত্মতত্ত্ব স্থাপন করিয়াই বলি। নিয়ম যাহা তাহা জড়েই থাকে। চৈতন্যে কোন নিয়ম নাই। তিনি সর্ব্বদাই আপনি আপনি। আমি সেই পুরুষকে লইয়াই বিচিত্র রঙ্গে এই জগৎ চিত্র রঞ্জিত করি, বিচিত্র ভঙ্গিতে এই জগন্নাটকের অভিনয় করি। শুনিবে কে এই বিশ্বনর্ত্তকী ? শুনিবে ইঁহার কার্য্য ? শুনিবে ইহার নাম লীলা ? শ্রবণ কর।

কিন্তু যে বিশ্বনর্ত্তকী, যে মায়া মহৎব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া একটি অতি ক্ষুদ্র জীবনকেও নাচাইতে উপেক্ষা করেন না, যাঁহার রঙ্গে এই ত্রিভুবন কোথাও শান্ত ভাবে নাই বল কে সেই মায়ার বর্ণন করিতে পারে ? চৈতন্য-দীপ্তা মায়া সগুণ ব্রহ্মকে লইয়া জীব ভাবে নৃত্য করেন।

এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে এক মাত্র মায়াই নৃত্য করিতেছেন। ভূতল পাতাল

---

৩৮২ যোগবাশিষ্ঠ। ৭৫ সর্গ।

নভস্তল এই নটীর পাদ বিক্ষেপ ভূমি। তারকাপুঞ্জ এই নটীর গাত্রনিঃসৃত স্বেদবিন্দু। এই নটীর গগণরূপ মুখে চন্দ্র সূর্য্য রূপ কুণ্ডল দোদুল্যমান। মেঘ মালা রূপ দশা (পাড়) বিশোভিত নীলাম্বর, ব্রহ্মাণ্ড নাট্যশালার অভিনেত্রীর পরিধেয় বসন। বিবিধ রত্ন-খচিত সপ্তসাগর এই অভিনেত্রীর হস্তবলয়; এই অভিনেত্রী প্রহর দিবস পক্ষরূপ নেত্রকটাক্ষপাতে অম্বরতল উদ্ভাসিত করিতেছে। কুল পর্ব্বত সকল এই অভিনেত্রীর শিরোভূণ কিরীটাদি; কিরীট কখন অবনমিত কখন উন্নমিত হইতেছে। স্বচ্ছ সলিলা ভাগিরথী উঁহার হার যষ্টি। গঙ্গা সলিলে প্রতিবিম্বিভ শশী ঐ হারের চন্দ্রকান্তমণি। সান্ধ্যমেঘ উঁহার করপল্লব, তাহা কখন কখন বাহিরে বিকম্পিত হইতেছে কখন বা তিরোহিত হইতেছে। ভুবনবাসিজনগণ এই অভিনেত্রীর গাত্রভূষণ, তাহা আবার অবিরত ঝনঝনায়িত হওয়ায় ঐ নাট্যশালা মনোহর হইতেছে। বলা হইতেছে এই ব্যোমাত্মক রঙ্গালয়ে নিয়তিরূপিনী নর্ত্তকী নিয়তই জগতের অভিনয় করতঃ নৃত্য করিতেছে। সুখ দুঃখ দশা ঐ নাট্যরঙ্গের নটীর রসভাব পরিস্ফুট করণ। এই সংসার নাটকের অভিনয়ে বিবিধ বিকারভঙ্গীপূর্ণ নিয়তি বিলাস বিষয়ে পরমেশ্বর সর্ব্বদা সাক্ষী হইয়া সর্ব্বত্র একরূপে অবস্থান করিতেছেন। ফলতঃ তিনি এই নটী ও নাটক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রহিয়াছেন।

এই বিশ্বনর্ত্তকীর নৃত্য অনুসরণ করিতে পারে ত্রিভুবনে এমন লোক কেহই নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি করিতে পারে। অপরা প্রকৃতি, ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম সকলকে লইয়া ইঁহার রঙ্গ। কর্ম্মী, বিশ্বাসী, ভক্ত, অর্দ্ধজ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলের উপর ইঁহার সমান অধিকার। জড়প্রকৃতি, চেতন প্রকৃতি সর্ব্বত্রই উঁহার রঙ্গমঞ্চ। আপনিই রঙ্গমঞ্চ, আপনিই অভিনেত্রী, অপনিই দর্শক, আপনিই রঙ্গ। বলা যায় না, ধারণা করা যায় না এ রহস্য কি?

ব্রহ্মে উঠিয়া ব্রহ্মকেই আবরণ করা ইঁহার প্রথম ক্রীড়া। শুধু তাহাই নহে পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে আবরণ করিয়া অন্যরূপে দেখান ইঁহার দ্বিতীয় রঙ্গ। আপনার গুণে সেই রমণীর দর্শন পরমপুরুষকে গুণবান মত করিয়া ইনি আপনি মায়াবিনী বিশ্বনর্ত্তকী আর তিনি মায়াবী বিশ্বনর্ত্তক। নৃত্য করিতে করিতে ইনি আকাশের ন্যায় ভীষণ দেহ ধারণ করিয়া সেই মায়াবী পুরুষের

অর্চ্চনা করেন আর সেই পুরুষও তাঁহার ন্যায় বিশাল শরীরে নৃত্য করেন। আকাশের নৃত্য! অহো ইহা কি? ধারণা করিতে পার?

অব্যক্ত অবস্থাতেও বিশ্ব নর্ত্তকীর রঙ্গের বিরাম নাই। পরমশান্ত পরম পুরুষকে লইয়া কোন এক অব্যক্ত দেশে কোন এক অব্যক্ত বেশে ইনি রমণ করেন। পুরুষ আদি প্রেমিক আর ইনি আদি প্রেমিকা।

ইনিই বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে যুবা শুকদেবের পশ্চাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটাইয়াছেন। জ্ঞানবৃদ্ধ বশিষ্ঠদেবকে পুত্রশোকে অধীর করাইয়া গলদেশে প্রস্তর বাঁধাইয়া প্রাণত্যাগে ছুটাইয়াছিলেন ইনিই। আবার ইনিই ব্রহ্মহত্যা হইবে ভয় দেখাইয়া বিপাশার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আকুল করিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বন্ধনমুক্ত করাইয়াছিলেন। শুভ্রশ্মশ্রু পরমভক্ত নারদকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া তাঁহার গর্ভে বহু সন্তান সন্ততি আবার তাহাদেরও পুত্র কন্যা—এই সব করাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যে পরিবৃতা মৎস্য জননীর ন্যায় রঙ্গ সলিলে ভাসাইয়াছেন, খেলা করাইয়াছেন, আবার জলমগ্ন করিয়া কাঁদাইয়াছেন আবার স্ত্রীবেশ ঘুচাইয়া দাড়ী পরাইয়া, চমৎকারভাবে আপনার মূর্ত্তি আপনাকে দেখাইয়া বলাইতেছেন এ কি অমন সুন্দর কমনীয় রমণী মুখে এই কর্কশ কেশরাশি! গাধী ব্রাহ্মণকে একক্ষণেই চণ্ডাল করিয়া, রাজা করিয়া, অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াইতেছেন আবার রাজা হরিশ্চন্দ্রকে একরাত্রি মধ্যে দ্বাদশ বৎসরের দুঃখ ভোগ করাইতেছেন—কে ইঁহার প্রকাণ্ড কাণ্ড ধরিতে পারে?

যাঁহারা ইঁহার ভক্ত তাহাদিগকেও যখন ইনি ছাড়েন না তখন যাহারা বদ্ধজীব তাহাদের উপরে যে ইঁহার রহস্য বিচিত্র হইবে ইহার আর বিচিত্রতা কি? কাহাকেও রাজ্যেশ্বর করিয়া বিপুল ধনের অধিকারী করিতেছেন; কাহাকেও আবার বৃক্ষতলা সার করাইয়া মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী করিতেছেন আবার কাহাকেও বা সবশূন্য করিয়া আনন্দে গাওয়াইতেছেন।

কেহ সংসারে এসেছে বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্য ধন রে
আমার দরিদ্রেরি ধন দুখানি চরণ
যতনে পরেছি হার রে।

একদণ্ডেই হাস্য, একদণ্ডেই শীতে কম্পমান, পরদণ্ডেই গাত্রদাহ কি এই বিচিত্র রঙ্গ ! সমকালেই এক অঙ্গে শীত অন্য অঙ্গে দাহ ; সমকালেই পুত্রপ্রাপ্তির আনন্দ ও পুত্রহারার কাতর বিলাপ, কোথাও যুদ্ধবিগ্রহের প্রবল লোকক্ষয়ে হাহাকার আর সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের আনন্দ তরঙ্গ। অহো ! কি এই বিচিত্র রঙ্গ ! তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গমঞ্চে এই বিশ্বনর্ত্তকীর অভিনয় কে বর্ণনা করিতে পারে ?

কে এই মায়া ? তিনি নৃত্য করেন কে নিমিত্ত ? যিনি চিদাকাশ শিব তিনিই মহাকাল আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দন শক্তিই এই মহামায়া এই মহাকালী। মায়া তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। পবন ও পবনস্পন্দ যেমন একই পদার্থ উষ্ণতা ও অনল যেমন একই পদার্থ সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দশক্তি সর্ব্বদা এক। তরঙ্গ যেমন জল অথচ স্থির ও অস্থিরের একটা আবরণ আছে সেইরূপ। স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয় সেইরূপ ঐ স্পন্দশক্তি মায়া দ্বারা শিব নামক নির্ম্মল শান্ত চিদাত্মাও লক্ষিত হন। মিথ্যা দ্বারাই সত্যকে লক্ষ্য করা যায়। বড়ই বিচিত্র কথা ! আবার ঐ চিন্মাত্র শান্ত শিবকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্ম বলেন। স্পন্দশক্তি তাঁহারই ইচ্ছা, অনিচ্ছার ইচ্ছা। নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি তিনি স্পন্দশক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া সগুণ ব্রহ্ম। তাও আবার সমকালে। নির্গুণে ইচ্ছা নাই সগুণে আছে। আবার ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দ শক্তিই দৃশ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাকার মানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনা নগর নির্ম্মাণ করে সেইরূপ ঐ নিরাকার শিবের ইচ্ছা এই দৃশ্য প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছে ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থীদিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীব চৈতন্য নামে সৃষ্টির প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ বলিয়া **প্রকৃতি** নামে দৃশ্যাভাসে অনুভূত, উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া **ক্রিয়া** নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বাড়বাগ্নি জ্বালার ন্যায় দৃশ্যমান্ আদিত্যমণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া **শুষ্কা** নাম ধারণ করেন। উৎপল বর্ণ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি **চণ্ডিকা** ; একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া **জয়া** ; সিদ্ধির আশ্রয় বলিয়া **সিদ্ধা** ; সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করেন বলিয়া **বিজয়া জয়ন্তী জয়া** ; বল প্রয়োগে কেহ ইঁহাকে

আঁটিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম **অপরাজিতা**। ইঁহার মহিমা কেহ বর্ণনা করিতে পারেনা বলিয়া ইঁহার নাম **দুর্গা**।

প্রণবের সারাংশ শক্তিও ইনি—এই জন্য ইঁহার নাম **উমা** (উ ম অ) গায়ক অর্থাৎ জপকারীদিগের ইনিই পরমার্থ স্বরূপ বলিয়া ইঁহারই নাম **গায়ত্রী**। সর্ব্ব জগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইঁহার নাম **সাবিত্রী**। স্বর্গ মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টি ধারা ইঁহা হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইঁহার নাম **সরস্বতী**। ইনি সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ নিখিল প্রাণীর হৃদয়ে অনাহত নাদরূপে অকারাদি মাত্রা ত্রিতয়শূন্য শব্দব্রহ্ম নামক প্রণবের নাদভাগের সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন এবং হৃদয় পদ্মের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ছিদ্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত দহর নামক শিবের মস্তকভূষণ ইন্দুরূপা ইন্দুকলা বলিয়াও ইনি **উমা**।

আর্য্যগণ ইঁহারই পূজা করিতেন। আর্য্যবংশধরগণ এই বিচিত্র জড় প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ভাবে ইঁহার আগমন লক্ষ্য করিয়া শরৎকালে ইঁহাকে **দুর্গা** ভাবিয়া পূজা করিতেন এখনও করেন চিরদিন করিবেন। অমাবস্যায় ইঁহাকেই **কালী** ভাবিয়া পূজা করিতেন করেন করিবেন। তুমিও যথাকালে শ্রীপঞ্চমীতে আমার পূজা করিয়া আমাকে পাইয়াছ। বুঝিলে চিৎ ও চিৎশক্তিজড়িত আমি তোমার ইষ্টদেবী কিরূপে ? বুঝিতেছ বিশ্বনর্ত্তকী কে ? বুঝিতেছ মায়িক ব্যাপারেও এত সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা কেন ?

আবার শ্রবণ কর। মহাপ্রলয়ে যখন জলস্থল অম্বরতল, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি-তারকা—সমস্ত পদার্থ অস্তগত হইবে তখন অনন্ত আকাশ স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই থাকিবেন। তুমি যেমন স্বপ্নে আকাশ গমনাদি অনুভব কর সেইরূপ ব্রহ্মও চিৎস্বরূপতা প্রযুক্ত "আমি তেজঃ কণা" এইরূপ অনুভব করেন, চেত্যতা প্রাপ্ত হন। চৈতন্য দীপ্ত প্রকাশমান সূক্ষ্মভূতই তেজঃকণ।

তেজঃ কণাসৌ স্থূলত্বমাত্মনাত্মনি বিন্দতি।
অসত্যমেব সত্যাভং ব্রহ্মাণ্ডং তদিদং স্মৃতম্ ॥ ১১

তেজঃকণভূত এই আত্মা—আত্মা হইতে ভিন্নরূপে কল্পিতহেতু জলাদি আত্মরূপ

বিশিষ্ট সেই অনাখ্যাতে কল্পনাবলে অন্তঃ স্থূলত্ব লাভ করেন। তাহাও যেমন স্থূল সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড অসত্য হইলেও সত্যাভরূপে প্রকাশিত হয়।

তত্রান্তর্ব্রহ্ম তদ্বেত্তি ব্রহ্মাহমিত্যথ।
মনোরাজ্যং স কুরুতে স্বাত্মৈবং তদিদং জগৎ॥ ১২

তত্র ব্রহ্মাণ্ডেঽন্তঃস্থিতং হিরণ্যগর্ভাখ্যং তদ্ব্রহ্ম সহসিদ্ধং চতুষ্টয়মিতি প্রাগুক্ত স্মৃতেরন্তর্মুখাংশেন ব্রহ্মাহমিতি বেত্তি বাহ্যবাসনাদূষিতাংশেনৈবং প্রাণিকর্ম্মানুগুণ-সৃষ্টিসঙ্কল্পরূপেণ মনোরাজ্যঞ্চকুরুতে।

সেই পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কল্প হইতে জন্মিল। উর্ণনাভ যেমন স্বরচিত তন্তুজালের মধ্যে অবস্থান করে সেইরূপ সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থিত হিরণ্যগর্ভাখ্য-ব্রহ্ম একদিকে পূর্ব্বানুভূত আপন স্বরূপের স্মৃতি প্রভাবে "আমি ব্রহ্ম" ইহা অনুভব করেন আবার অন্যদিকে বাহ্যবাসনা দূষিতাংশের দ্বারা সমষ্টিভূত প্রাণি-গণের ফলনুন্মুখ কর্ম্ম সমস্ত দর্শন করেন তজ্জন্য তাঁহার মনে যে সৃষ্টিসঙ্কল্প অলোচিত হয় তদ্দ্বারা মনোরাজ্য সৃষ্টি করেন। সেই সত্যসঙ্কল্প পুরুষের মনোরাজ্যই এই জগৎ।

তস্মিন্ প্রথমতঃ সর্গে যা যথা যত্র সম্বিদঃ।
কচিতাস্তাস্তথা তত্র স্থিতা অদ্যাপি নিশ্চলাঃ॥ ১৩

সম্বিদঃ সঙ্কল্পবৃত্তয়ো যা যথা যাদৃশনিয়মা নিয়মরূপাঃ কচিতা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের যে সঙ্কল্পবৃত্তি তাহা সৃষ্টির প্রারম্ভে যে নিয়মে স্ফুরিত হইয়াছিল এবং তদনুসারে যে নিয়মে যাহা প্রকাশিত হইয়া ছিল আজও তাহা সেই নিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই জন্য মায়িক জগতে এত নিয়ম, এত সুশৃঙ্খলা। এখন বুঝিতেছ?

সৎ যথা স্ফুরিতং চিত্তং তত্তথা হ্যাশ্বচিদ্ভবেৎ।
স্বয়মেবানিয়মতস্তত্তৎ স্যান্নেহ কিঞ্চন॥ ১৪

বাসনাময় মনের যে বাসনা তাহা অতি বিচিত্রভাবে সর্ব্বদা স্ফুরিত হইতেছে।

যখন যে সঙ্কল্প উদয় হইতেছে তখনই আত্ম চৈতন্যেরও তদনুরূপ বিকর্ত্ত হওয়া স্বাভাবিক। স্বচ্ছ উপাধি বিধান করাই আত্মচৈতন্যের স্বভাব। সেই জন্য কিছুই অনিয়ম মত হইতে পারে না। বুঝিতেছ জগতের কোন কার্য্য অনিয়মিত রূপে সম্পন্ন হয় না কেন? মায়াশবলিত ব্রহ্মে অনাদি নিয়তরূপে স্থিত এই বিশ্বের যে আবির্ভাব তাহা হইতেই সৃষ্টির নিয়তিসিদ্ধি হইতেছে। কটক কুণ্ডল পিণ্ডত্বাদি আকার ত্যাগ করিয়া, সুবর্ণ কখন কি অবস্থান করে? ঐ সমস্ত রূপ ও আকার যে সুবর্ণের অন্তর্ভূত, সুবর্ণ উহা ত্যাগ করিবে কিরূপে? সেইজন্য বলা হয় ব্রহ্মের মায়া গ্রহণ ব্যাপারে যখন সকল বস্তু মায়ার মধ্যেই আছে তখন সকল বস্তুই পরমাত্মায় অবস্থান করিতেছে। জগতের কোন বস্তু সেই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে সৃষ্টির আরম্ভে যাহা যে স্বভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি সেই স্বভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সূর্য্য একভাবেই উদিত হইতেছেন; বায়ু, জল, অগ্নি একরূপেই কার্য্য করিতেছে; পৃথিবী একভাবেই বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন করিতেছে ও করিবে। কারণ বিশ্ববিধাতা কখন স্বীয় স্বাভাবিক সত্ত্বা পরিত্যাগ করেন না। সেইজন্য নিয়তির বিনাশ নাই। এই ব্যোমরূপী পৃথিব্যাদি সৃষ্টির আদিতে যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, ঐ মহানিয়তি দ্বারা সেই সকল বস্তু সেইরূপেই অবস্থিত রহিয়াছে। লীলা তুমি যে রাজা বিদূরথের মরণ ব্যাপার সম্বন্ধেও নির্দ্ধারিত কোন নিয়ম আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে এখন কি বুঝিতেছ যে জীবন নিয়তি ও মরণ নিয়তিরও পূর্ব্বোক্ত কারণে কোন প্রকার বিপর্য্যয় হয় না? পূর্ব্বোক্ত স্বভাব বশতঃ প্রাণিগণ জীবন মরণ ও স্থিতি প্রভৃতি অনুভব করে কখন তাহার অন্যথা হয় না। কিন্তু বিশ্বনর্ত্তকীর এই যে সমস্ত নিয়ম তাহা পরমার্থতঃ কি?

জগদাদাবনুৎপন্নং যচ্চেদমনুভূয়তে।
তৎ সম্বিদ্ব্যোমকচনং স্বপ্নস্ত্রী সুরতং যথা॥ ২০

জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। এই যাহা অনুভূত হইতেছে তাহা স্বপ্নস্ত্রী সুরতের মত মিথ্যা। তাহা চিদাকাশের বিকাশ বা আত্ম চৈতন্যের স্বভাবজাত ঝলক মাত্র। তাই বলিতেছি বাস্তবপক্ষে অসত্য হইলেও বিশ্ব যে বর্ণিত প্রকারে

অবস্থিতি করিতেছে ও অনুভব হইতেছে ঐ স্থিতি ও অনুভব স্বীকার স্বভাবেরই মহিমা।

সৎরূপে ও স্ফুরণরূপে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। সৎটিতে স্থিতিই হইতেছে স্বরূপ বিশ্রান্তি আর স্ফুরণরূপে দেখাই জগৎভাবে দেখা—উপাধি জড়িত করিয়া আত্ম চৈতন্যকে দেখা। সৃষ্টির আদিতে প্রস্ফুরণশীল সম্বিদ্ বা আত্ম চৈতন্য যে যে প্রকারে আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সেই প্রকারে অদ্যাপিও অবিপর্য্যস্তভাবে আছেন; এই অবিপর্য্যস্তভাব শাস্ত্রীয় ভাষায় নিয়তি।

সেই চিদাকাশই সৃষ্টির আদিতে ব্যোম সম্বিদ্ গ্রহণ করায় ব্যোমত্ব প্রাপ্ত হন; কালসম্বিৎ স্বীকার করায় কালত্ব প্রাপ্ত হন, জলসম্বিৎ প্রাপ্ত হওয়ায় জলভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরুষ যেমন স্বপ্নে আপনাতেই জল দর্শন করে, চিৎশক্তিও সেইরূপে আপনাতে আকাশাদি ভাব দর্শন করেন। বিশ্বনর্ত্তকী মায়ার এতই কুশলতা ও এতই চমৎকারিতা যে যাহা নাই তাহাই আছে বলিয়া দেখায়। আকাশত্ব, জলত্ব, পৃথিবীত্ব, অগ্নিত্ব, বায়ুত্ব এই সমস্তই অসৎ।

বেত্ত্যন্তঃ স্বপ্ন সঙ্কল্পধ্যানেম্বিব চিতিঃ স্বয়ম্॥ ১৬

অসৎ হইলেও চিতি স্বয়ং স্বপ্নের ন্যায় সঙ্কল্পধ্যানে ঐ সকলের অবস্থান স্বীয় অন্তরে অনুভব করেন। চিৎ চমৎকারিণী মায়া আপন চাতুর্য্যবশে অসত্যকেও সত্যরূপে দেখাইতেছেন।

এই সমস্ত জটিল আত্মতত্ত্ব কি উপন্যাসে থাকা উচিত?

তবে কি থাকিবে? ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের কথা? ক্ষণিক চিত্তবিনোদন কি জীবিত উদ্দেশ্য? ইহাতে কোন্ পথে জীব চলে তাহা কি দেখিবে না? ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের কার্য্য মরণের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষ যে অমর হইতে চায়। মানুষকে অমরত্বের কথাই শুনান উচিত। এই জন্যই না এই জীবন?

লীলা বড় আগ্রহে ভগবতী সরস্বতীর কথা শুনিতেছিল। লীলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—মা! কি অপূর্ব্ব কথা তুমি আমায় শুনাইতেছ। আবার বল জীবগণ মরণান্তে স্ব স্ব কর্ম্মের ফল কিরূপভাবে অনুভব করে। মা! জীবগণের

মরণ বৃত্তান্ত আবার বল। মা! দেখ আমার স্বামী মরিতেছেন। বল মরণ দুঃখ কিরূপ? বল তৎকালে সুখ কিছু আছে বা নাই। আবার বল মরণের পর কি হয়?

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

মরণ বৃত্তান্ত।

লীলা! প্রথমে জীবের আয়ুর পরিমাণ শ্রবণ কর। সৃষ্টির আরম্ভকালে এই নিয়তি বা নিয়ম সঞ্জাত হইয়াছিল যে মানবগণ কৃতযুগে বা সত্যযুগে চারিশত বৎসর জীবিত থাকিবে; ত্রেতায় তিনশত বৎসর; দ্বাপরে দুই শত বৎসর এবং কলিযুগে মানুষের পরমায়ু এক শত বৎসর। এই নিয়তির আবার অবান্তরনিয়তি আছে। কি কারণে আয়ুর ন্যূনাতিরেক হয় তাহা শ্রবণ কর।

> দেশ কাল ক্রিয়াদ্রব্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী কর্ম্মণাম্।
> ন্যূনত্বে চাধিকত্বে চ নৃণাং কারণমায়ুষঃ॥ ২৯
>
> স্বকর্ম্ম ধর্ম্মে হ্রসতি হ্রসত্যায়ু নৃণামিহ।
> বৃদ্ধে বৃদ্ধিমুপায়াতি সমমেব ভবেৎ সমে॥ ৩০

মানুষের আয়ু যে হ্রাস হয় বা বৃদ্ধি পায় তাহার কারণ যে দেশে মানুষ জন্মিয়াছে, যে কালে মানুষ জন্মিয়াছে, যে যে কর্ম্ম মানুষ করে এবং শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যে যে দ্রব্য মানুষ ব্যবহার করে—এই সমস্ত ব্যাপার। স্বধর্ম্মের ও স্ব স্ব আচর্ত্তব্য কর্ম্মের হ্রাস হইলে আয়ুর হ্রাস হয়, বৃদ্ধি হইলে আয়ুর বৃদ্ধি হয় এবং সমভাবে থাকিলে আয়ুও সমভাবে থাকে অর্থাৎ যে যুগের যে আয়ু সেই আয়ু ভোগ হয়। বাল্যকালে মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম করিলে বাল্যাবস্থাতেই মৃত্যু ঘটে, যৌবনে শুক্রক্ষয়াদি মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মে তরুণ বয়সেই মৃত্যু ঘটে এবং বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মে বার্দ্ধক্যেই

---

৩৯০ যোগবাশিষ্ঠ। ৫৪ সর্গ শেষার্দ্ধ।

মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি শাস্ত্র শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করে সেই শ্রীমান্ ব্যক্তি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু প্রাপ্ত হয়। আয়ু-পরিসমাপ্ত হইলে মানুষ অন্তিম দশায় স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে মর্ম্মচ্ছেদ বেদনা অনুভব করে। সমস্ত নাড়ী হইতে প্রাণসকলের হৃদয়দেশে উপসংহার কালে সহস্রবৃশ্চিকদংশন বেদনা সম দুঃখ অনুভূত হয় এ কথা সকল পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে।

এখন শ্রবণ কর মরণদুঃখ কি সকলের সমান অথবা কাহার কাহারও সুখ হয়। মরণের পরে কি সকলেরই এক প্রকার গতি হয় অথবা যোগিগণের গতি অন্যরূপ হয় তাহাও বলিতেছি প্রণিধান কর।

ত্রিবিধাঃ পুরুষাঃ সন্তি দেহস্যান্তে মুমূর্ষবঃ।
মূর্খোথ ধারণাভ্যাসী যুক্তিমান্ পুরুষস্তথা॥ ৩৫

অভ্যস্য ধারণানিষ্ঠো দেহং ত্যক্ত্বা যথাসুখম্।
প্রয়াতি ধারণাভ্যাসী যুক্তিযুক্ত স্তথৈব চ॥ ৩৬

ধারণা যস্য নাভ্যাসং প্রাপ্তা নৈব চ যুক্তিমান্।
মূর্খঃ স্বমৃতিকালেসৌ দুঃখ মেত্যবশাশয়ঃ॥ ৩৭

মনুষ্য তিন প্রকার। মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্। মরণশীল মানুষের মধ্যে অভ্যাস বলে যাহারা ধারণাভ্যাসী এবং যাঁহারা যুক্তিমান্ তাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া যথাসুখে গমন করেন। মরণকালে তাঁহাদের কোন প্রকার দুঃখ হয় না।

ধারণাভ্যাসী বলে তাঁহাকে যিনি প্রাণকে এবং মনকে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র ইহাদের কোন এক দেশে স্থাপন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন তিনিই।

যুক্তিমান্ বলে তাঁহাকে যিনি স্বেচ্ছায় প্রাণকে উৎক্রমণ করিয়া পরকায় প্রবেশ অভ্যাস করেন এবং আপনার অভিমত লোক প্রাপ্তির মার্গভূত নাড়ী দ্বারা বাহির হইতে ও প্রবেশ করিতে যে যোগ কৌশল আবশ্যক তাহার অভ্যাস করিয়াছেন তিনিই।

এস্থলে ইহাও বলা হইতেছে যে যাঁহারা বিশ্বাসী ও শাস্ত্রমত ক্রিয়াশীল ভক্ত তাঁহারা অবশ্যই ধারণাভ্যাসী।

কিন্তু যিনি না বুদ্ধিমান্ না ধারণাভ্যাসী তিনিই মূর্খ। বিষয়াসক্ত মূর্খেরা মৃত্যুকালে নিতান্ত অসহায় হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। নানাবিধ বিষয় বাসনায় অভিভূত বলিয়া ইহারা মরণ সময়ে নিতান্ত দীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং ছিন্ন কুসুমের ন্যায় দেখিতে দেখিতে শুষ্ক হইয়া যায়। যাহারা শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্ম করে না, যাহাদের বুদ্ধি অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে কলুষিত হয়, যাহারা স্বেচ্ছাচারী, যখন যাহা মনে হয় তাহা অশাস্ত্রীয় হইলেও শাস্ত্রের নিষেধ না মানিয়া করিয়া ফেলে, যাহারা নিরন্তর অসৎসঙ্গে কালযাপন করে তাহারা মৃত্যুকালে অগ্নি পতিত ব্যক্তির ন্যায় অন্তর্দ্দাহ অনুভব করে। বিষয়াসক্ত অবিবেকীগণ মৃত্যুকালে ঘর্ঘরকণ্ঠ এবং দৃষ্টি ও বর্ণের বৈরূপ্য প্রাপ্ত হয়। তাহারা নিতান্ত দীন হীন হইয়া দশদিক আলোকশূন্য ও অন্ধকারময় দেখে, দিবাভাগে তারকার উদয় দেখে, দিঙ্মণ্ডল গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন দেখে, নভোমণ্ডল শ্যামীকৃত দেখে। মর্ম্মবেদনায় কাতর হয় বলিয়া ইহাদের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হয়, ইহারা পৃথিবীকে আকাশের ন্যায় দেখে এবং আকাশকে পৃথিবীর ন্যায় দর্শন করে। তাহাদের চক্ষে দিঙ্মণ্ডল সমুদ্রের আবর্ত্তের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে থাকে। তাহারা মৃত্যুকালে অনুভব করে কে যেন জোর করিয়া তাহাদিগকে কখন শূন্যে লইয়া যাইতেছে, আবার পরক্ষণেই অন্ধকার কূপে ফেলিয়া দিতেছে। ইহারা কখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়, কখন বা প্রস্তর মধ্যে প্রবেশিত অনুভব করে। দুঃখ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করে কিন্তু বাক্যের জড়তা বশতঃ অন্তর্দ্দাহের কথা কিছুই বলিতে পারে না; হৃদয় যেন ছিন্ন হইয়া যায়। কখন বাত্যাগৃহীত তৃণখণ্ডের ন্যায় আকাশে উৎপতিত হয় কখন আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়, কখন দ্রুতভাবে রথে সমারূঢ় মনে করে কখন বা আপনাকে তুষারের ন্যায় গমনোন্মুখ মনে করে।

মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেনা কিন্তু যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে অপর মূর্খকে যেন সাবধান করিয়া দিয়া যায়। অহো! বিষয়াসক্ত মূর্খ ঈশ্বর চিন্তাবিহীন জনগণের মরণ যাতনা কতই ভয়ানক। যখন মরিতেছে তখন বন্ধু বান্ধবের অস্পৃশ্য হইয়া আপনাকে কখন ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত, কখন ক্ষেপণযন্ত্রে ভ্রামিত, কখন বায়ুযন্ত্রে অবস্থিত, কখন ভ্রমযন্ত্রে রজ্জুদ্বারা ভ্রামিত, কখন জলাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত, কখন শস্ত্রযন্ত্রে অর্পিত, কখন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা তৃণের ন্যায় পরিচালিত,

কখন জলরাশি দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অর্ণবে পতিত, কখন বা অনন্ত আকাশে, কখন বা গর্ত্তে কখন বা চক্রাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহারা ঐকালে সমুদ্র ও পৃথিবীর বিপর্য্যয় দশা অনুভব করে, পৃথিবীকে সমুদ্র দেখে ও সমুদ্রকে পৃথিবী দেখে; দেখিয়া ইহারা কতই ভীত হয়। কখন মনে করে যেন উর্দ্ধ হইতে অনবরত নিম্নে পতিত হইতেছে আবার একটু চেতনা যখন হয় তখন দেখে যেন অনবরত উর্দ্ধে উৎপতিত হইতেছে। শ্বাস নিশ্বাস গর্জ্জন শুনিয়া ব্যাকুল হয় এবং ইন্দ্রিয়-সমূহে ব্রণের মত ব্যথা অনুভব করে।

আর মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃষ্টি? দিবাকর অস্তমিত হইলে দিঙ্মণ্ডল যেমন শ্যামলবর্ণ হয় সেইরূপ ইহাদের চক্ষু আলোক হীন হইয়া মলিন হইয়া যায়। স্মৃতিলোপ হওয়ায় ইহারা কিছুই জানিতে পারে না। মনের কল্পনা সামর্থ্য থাকেনা, বিবেক থাকে না। ইহারা উৎকট মূর্চ্ছায় অভিভূত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্তব্ধীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের ঈষন্মূর্চ্ছাবস্থা। পরে শ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে ইহারা প্রগাঢ় মোহে একবারে জ্ঞানশূন্য হয়। মোহ, পূর্ব্ব সংস্কার, ভ্রান্তি—এইসকল পরিপুষ্ট হওয়ায় জীব অল্প কালের জন্য জড় পাষাণের ন্যায় অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে।

লীলা। মা! দেহের এই যে অষ্টঅঙ্গ মস্তক, হস্ত, পদ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, চক্ষু, কর্ণ এই সমস্ত থাকিতেও কি নিমিত্ত জীব মোহমূর্চ্ছা, ব্যথা, ভ্রান্তি, ব্যাধি ও চৈতন্য হীনতা দ্বারা আক্রান্ত হয়?

সরস্বতী। ক্রিয়াশক্তি প্রধান পরমেশ্বর এই বক্ষ্যমানরূপ সঙ্কল্প লক্ষণ কল্প বিধান করিয়াছেন যে বাল্যে, যৌবনে, বৃদ্ধত্বে অথবা জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ সময়ে আমা হইতে অভিন্ন যে জীব তাহার এই দুঃখ আসিবেই। সত্য সত্য দুঃখাদি নাই। এ সমস্তই কল্পনা মাত্র। সত্য সঙ্কল্প শ্রীভগবানের ঐ সঙ্কল্প-স্বভাবকেও নিয়তি বলে। আপন সঙ্কল্পের স্বভাব হইতে জাত চিত্ত-পরিকল্পিত তরঙ্গুল্মবৎ চিত্তবিজৃম্ভিত দুঃখ আপনি আসিয়া জীব উপাধিতে প্রবেশ করে এবং দুঃখ ভোগ করায়।

এখন শ্রবণ কর কিরূপে দুঃখটা ভোগ হয়। জীবগণের দেহস্থিত নাড়ী সকল মৃত্যুকালে প্রতপ্ত পিত্তাদিরস পূরিত হওয়ায় সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা

ভুক্তান্ন পানাদির রস অসমানরূপে গ্রহণ করে। সমান বায়ু তখন আপনার সমীকরণ কার্য্য আর করিতে পারে না। যখন বায়ু নাড়ীপথে প্রবিষ্ট হইয়া আর নির্গত না হয় এবং নির্গত হইয়া আর দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে না পারে তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে বন্ধ হয়। নাড়ীর কার্য্য বন্ধ হওয়ায় চক্ষু প্রভৃতি নিঃস্পন্দ হয় এবং তজ্জন্য জ্ঞানের অস্ফুট সংস্কার মাত্র ভিতরে স্মৃতিতে থাকে অন্য সমস্ত ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান লুপ্ত হয়। অপান বায়ু যখন আর দেহে প্রবেশ করে না (প্রশ্বাসে প্রাণবায়ু নাসিকাগ্র হইতে যে পর্য্যন্ত গিয়া লয় পায় সেইস্থানে অপান বায়ুর উদয় হয়) এবং প্রাণবায়ুও মুখ নাসিকা দ্বারা আর নির্গত হয় না তখন নাড়ীস্পন্দন রহিত হয় এই সময়ে লোকে বলে "মরিয়াছে"। "আমি জন্মিব" "আমি এইকালে মরিব" এই চিৎসঙ্কল্পরূপ নিয়তিই মৃত্যুর কারণ। "আমি অমুক দেশে, অমুক প্রকারে, অমুক হইয়া জন্মিব" ইহাই হইল চিৎসঙ্কল্প। সঙ্কল্প আদি সৃষ্টিকালে ফুটিয়া ছিল। সঙ্কল্প মায়াশক্তির অবিনাশী স্বভাব। মায়ার এই স্বভাবের নাশ নাই এবং নিয়তির নিয়ম, ভঙ্গ হইবারও নহে। এই স্বভাবরূপ সম্বিদ্ হইতেই জন্ম মরণ হইতেছে। যতদিন না মুক্তি হয় ততদিন জনন মরণের নিবৃত্তিও নাই। নদীর জল যেমন কোন সময়ে আবর্ত্তযুক্ত, কখন কলুষিত, কখন নির্ম্মল, কখন স্থির, সেইরূপ জীবচৈতন্যও কখন সাধনাদ্বারা নির্ম্মল হয় আবার কখন প্রকৃতির ধর্ম্ম দ্বারা রাগদ্বেষ কলুষিত হয়। যেমন দূর্ব্বাদি দীর্ঘ লতার মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি দেখা যায় সেইরূপ অজ্ঞানী চেতন সত্তার মধ্যে অর্থাৎ জীব চৈতন্যে জন্ম ও মৃত্যুরূপ গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ন জায়তে ন ম্রিয়তে চেতনঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
স্বপ্নসম্ভ্রমবদ্ভ্রান্তমেতৎ পশ্যতি কেবলম্॥ ৬৭

পুরুষশ্চেতনামাত্রং স কদাচিন্ন পশ্যতি।
চেতন ব্যতিরিক্তত্বে বদান্যৎ কিংপুমান ভবেৎ॥ ৬৮

কোহন্য যাবন্মৃতং ব্রূহি চেতনাং কস্য কিং কথম্।
ম্রিয়ন্তে দেহলক্ষাণি চেতনং স্থিতমক্ষয়ম্॥ ৬৯

প্রতি দেহে যে চৈতন্য এক এপক্ষে শ্রৌত প্রমাণ পাওয়া যায়। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় ইত্যাদি। চৈতন্য যদি একই হইলেন—আর যদি বল চৈতন্য মরেন তবে একের মরণে সকলের মরণ হয় না কেন? যে হেতু একের মরণে সকলে মরে না সেই হেতু পুরুষের মরণ হয় না। দেহই মরে; ইহাও পুরুষের কল্পনা মাত্র।

মরা বাঁচা, বাসনার বৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন জীবের বাস্তব জন্ম বা বাস্তব মৃত্যু হয় না। জীব কেবল স্ব স্ব বাসনার অনুরূপ স্বকল্পিত গর্ত্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হয় মাত্র। দৃঢ় বিচার কর; পুনঃ পুনঃ বিচার কর; করিয়া ঠিক কর দৃশ্য বস্তুর দর্শন বা অবস্থান অত্যন্ত অসম্ভব। এই বোধ যদি উদিত করিতে পার তবে দেখিবে সকল বাসনার বিনাশ হইয়াছে। বাসনার বিনাশ হইলে তখন আর দৃশ্য যে সত্য অথবা দৃশ্য দর্শন সত্য এ ভ্রম থাকিবে না। জীব গুরূপদেশে শ্রবণ মনাদি দ্বারা এবং অভ্যাস বৈরাগ্যাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই ভ্রান্তি সমুদিত জগৎ প্রপঞ্চকে অনুদিত মনে করিতে সমর্থ হয়। তখন তিনি দ্বৈত বাসনা বিহীন হইয়া ভবভয় হইতে মুক্ত হয়েন। বিমুক্ত আত্মস্বরূপই সত্য অন্য কিছুই সত্য নহে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

জনন মরণ।

প্রবুদ্ধ লীলা।

সথৈব জন্তুর্ম্রিয়তে জায়তে চ যথা পুনঃ।
তন্মে কথায় দেবেশি! পুনর্ব্বোধবিবৃদ্ধয়ে ॥১

দেবি! জন্তুগণ যেরূপে মরে আবার জন্মে আমার বোধ বৃদ্ধির জন্য পুনর্ব্বার তাহা বলুন।

সরস্বতী! মরণটা কি পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি আবার বলি শ্রবণ কর। স্মরণ রাখ আত্ম চৈতন্যের মরণ নাই জন্মও নাই। মরে এই দেহটা। আবার পরে বুঝিবে স্থূল দেহ বলিয়াও কোন কিছু নাই। ভাবনাময় বা আতিবাহিক দেহই আছে। ইহা আত্ম চৈতন্যের সঙ্কল্প জাত। আত্মচৈতন্যের যেমন যেমন ভাবনা উঠে অতিবাহিক দেহের উপরে সেই সেই কালে তেমন তেমন একটা আধিভৌতিক বা স্থূল ভাব যেমন জাগে। স্থূল দেহের মরণে কি হয় দেখ। প্রথমে নাড়ী ছাড়িয়া যায় তাহার পরে প্রাণবায়ুর প্রশান্তি হয়। বায়ুর স্বভাবই হইতেছে স্পন্দন। স্পন্দন দ্বারাই বায়ুর অস্তিত্ব বুঝা যায়। প্রাণবায়ু যখন আর স্বকীয় চলন স্বভাবে থাকে না তখন মৃতদেহে চেতনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। চেতনার অভিব্যঞ্জক যাহা কিছু তাহা থাকে না বলিয়া মনে হয় চেতনা বিনষ্ট হইয়াছে। চেতনা কিন্তু নিত্য বস্তু। তাঁহার উৎপত্তিও নাই নাশও নাই এবং চেতনা উদিত বা দৃশ্যও হন না। স্থাবর জঙ্গম আকাশ শৈল সর্ব্বত্রই চেতনা রহিয়াছে। শরীরে প্রাণবায়ুর রোধ হইলে স্পন্দনাদি থাকে না। সেই স্পন্দনশূন্য অবস্থার নাম মরণ। প্রাণ স্পন্দন না থাকিলে শরীর যে জড় সেই জড়ই থাকে। প্রাণ গেলেই শরীর শব হয়। প্রাণবায়ু যখন মহাবায়ুতে লীন হয় আর দেহটা শবরূপে পড়িয়া থাকে তখন জীব-চেতনা বাসনাসহ পরমাত্মভাবে অবস্থান করে। শ্রুতি বলেন "অথাস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজ পরস্যাং দেবতায়ামিতি"।

লীলা। জীব চৈতন্য যদি স্বাত্মতত্ত্বে অবস্থান করেন তবে ত তিনি মুক্ত হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান।

সরস্বতী। জীব-চেতনা বাসনাসহ পরমাত্মায় মিশে এই না, বলিতেছি? ঘটটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ঘটাকাশে ঘটের একটা সংস্কার ছায়া ছায়ামত যেন আছে জীব চেতনার বাসনা ঐরূপ বস্তু। এই যে বাসনা ইহাই পুনর্জ্জন্মের বীজ এইটি জীবের উপাধি। অর্থাৎ উপাধি দ্বারা পরমাত্মা যেন খণ্ডমত হইয়া জীবভাব ধারণ করেন। ইহা মিথ্যা। বস্তুত জীবই ব্রহ্ম। বাসনা বশেই জীব চেতনা স্বস্থানে থাকিয়াই মনে করেন পরলোকে যাইতেছি, দুঃখ সুখ ভোগ করিতেছি ইত্যাদি।

লীলা। চেতনার জনন মরণ নাই। আর জীব যখন চেতনাই তখন জীবেরও জনন মরণ নাই। চৈতন্য স্বরূপ জীবে কোন প্রকার সুখ দুঃখ নাই ক্ষুধা পিপাসা নাই, শোক মোহ নাই জন্ম মৃত্যু নাই। তথাপি জীব ষড়োর্ম্মি বিক্ষুব্ধ হইয়া এই সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না কেন?

সরস্বতী। ক্ষুধা পিপাসা প্রাণের; জীব চৈতন্য প্রাণ নহে; শোক মোহ মনের; জীব চৈতন্য কিন্তু মন নহে; জন্ম মৃত্যু দেহের; জীব চৈতন্য কিন্তু দেহও নহে। মরণ মূর্চ্ছাপরে জীব যখন আতিবাহিকতা বা ভাবনাময় শরীর প্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্বে পূর্ব্বে অজ্ঞানে যে সমস্ত বাসনা করিয়াছিল অর্থাৎ অজ্ঞানে বহুবার সেই যে বলিত না খাইলে, না নিদ্রা গেলে, না বিশ্রাম করিলে মরিয়া যাইব, মরণ মূর্চ্ছার পরে এই সমস্ত সংস্কার থাকে। মরণ মূর্চ্ছায় প্রাণ ত মহাপ্রাণে মিশিয়াছে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকিবে কোথায়? কিন্তু ঐ যে জন্ম জন্মান্তরের দৃঢ় অজ্ঞান সেই দৃঢ় অজ্ঞানই জীবের বাসনা পুঞ্জের স্থান হয়। ভাবনাময় দেহে থাকিয়াও জীব মনে করে আজ কত দিন খাইতে পাইলাম না হায় কি কষ্ট! হায় পিপাসায় প্রাণ যাইতেছে। অহো! এ দুঃখের শেষ নাই। জীব মিছামিছি এই দুঃখ ভোগ করে। আবার কত বাসনা সে করিয়াছিল সেই বসনাসমূহ তাহাকে আবার দেহ ধারণ করায়, করাইয়া শত শত ক্লেশে নিপাতিত করে।

লীলা। আচ্ছা এই যে জীব-চৈতন্যের পরলোক গমন ইহা কি?

সরস্বতী। নামরূপাত্মক উপাধির সহিত একীভাব বা সদৃশপ্রাপ্তিই আত্মার

ইহলোক বা পরলোক গমনের প্রতি হেতু। নচেৎ যিনি সর্ব্বব্যাপী যিনি অখণ্ড তিনি আবার যাইবেন কোথায়? আর ইহাও জানিয়াছ যে নামরূপাত্মক উপাধির সহিত আত্মার একীভাব বা সাদৃশ্য ইহা ভ্রান্তি মাত্র।

আত্মা নামরূপের সমান হইয়া ইহলোক পরলোকে সঞ্চারণ করেন ইহাও যা আত্মা ধ্যান করেন ইহাও তাই। যেহেতু আত্মা "ধ্যায়তীব" অর্থাৎ যেন ধ্যান বা চিন্তা করিতেছেন ইহা বলিলে কি বুঝায়? বুঝায় এই যে আত্মা স্বীয় চৈতন্য-স্বরূপ জ্যোতি দ্বারা ধ্যানক্রিয়াবতী বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতে যাইয়া নিজেই বুদ্ধির সমান হইয়া যেন ধ্যানই করেন বলিয়া প্রতীত হয়। বুঝিতেছ আত্মা যেন ধ্যান করিতেছেন "ধ্যায়তীব" আরও আত্মা "লেলায়তীব" ইহাও যেমন ভ্রম আত্মা ইহ পরলোকে গমন করেন ইহাও সেইরূপ ভ্রম মাত্র।

লীলা। বুদ্ধির সহিত সমান হইলে আত্মা বিচরণ করেন ইহা আবার বল।

সরস্বতী। আত্মা যখন স্বপ্নরূপী হন তখন বুদ্ধির সহিত সমান হন। বুদ্ধি যে যে রূপ প্রাপ্ত হয় আত্মাও ঠিক সেই সেই রূপ যেন প্রাপ্ত হন। যে সময়ে এই বুদ্ধি স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রাবৃত্তি লাভ করে, এবং যে সময়ে বুদ্ধি জাগরিত থাকে তখন আত্মাও স্বপ্ন দেখেন ও জাগরিত থাকেন। অত্মার স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তি ভ্রম মাত্র। এই জন্য বলা হয় আত্মা স্বপ্ন হইয়া অর্থাৎ আত্মা স্বপ্নাকার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশ করতঃ স্বয়ং স্বপ্নবৃত্তির আকার প্রাপ্ত হয়েন। ফলতঃ ইহা যেমন মিথ্যা আত্মার ইহলোক পরলোক ভ্রমণ সেইরূপ মিথ্যা। বেশ করিয়া মনে রাখ চৈতন্যময় আত্মার জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ্য ক্রিয়ারূপিপ্রাণপ্রধান সূক্ষ্ম শরীর গমন করিলে মনে হয় তদুপহিত আত্মাও যেন গমন করিতেছেন বস্তুতঃ আত্মার গমন অসম্ভব।

অমরিষ্যন্নবৈ চিত্তমেকস্মিন্নেব তন্মৃতে।
অভবিষ্যৎ সর্ব্বভাবমৃতিরেকমৃতাবিহ॥ ৭০

বাসনা মাত্র বৈচিত্র্যাং যজ্জীবোনুভবেৎ স্বয়ম্।
তস্যৈব জীবমরণে নামনী পরিকল্পিতে॥ ৭১

এবং ন কশ্চিন্ ম্রিয়তে জায়তে ন চ কশ্চন।
বাসনাবর্ত্তগর্ত্তেষু জীবোলুঠতি কেবলম্॥ ৭২

অত্যন্তাসম্ভবাদেব দৃশ্যস্যাসৌ চ বাসনা।
নাস্ত্যেবেতি বিচারেণ দৃঢ়ভ্যাতৈব নশ্যতি॥ ৭৩

অনুদিতমুদিতং জগৎ প্রবন্ধম্
ভব ভয়তোভ্যাসনৈর্ব্বিলোক্য সম্যক্।
অশমমুদিত বাসনো হি জীবো
ভবতি বিমুক্ত ইতীহ সত্যবস্তু॥ ৭৪

বল দেখি যে চৈতন্যকে পুরুষ বলা হয় সেই চেতন পুরুষের জন্মটা কি মরণটাই বা কি? আর এই জগৎ? জগৎটা স্বপ্ন সম্ভ্রমবৎ ভ্রান্তি মাত্র। সম্ভ্রম বলে সম্যক্ ভ্রমকে। ইহা উহা যাহা দেখ শোন তাহা ত অবিদ্যা বা অজ্ঞান কৃত। কাজেই স্বপ্ন ভ্রমের মত ভ্রান্তিই সব। পরমার্থ দর্শনে একবার দেখনা—ভ্রম কিনা বুঝিবে। পুরুষ ত চেতনা মাত্র। তিনি কখনও মরেন না। বল চেতন ছাড়া আর কাহাকে তুমি পুরুষ বলিতে পার? চেতন ব্যতিরিক্ত এই পুরুষ ইতি পক্ষে অন্যৎ কিং দেহঃ পুরুষোভবেদুত প্রাণ উতেন্দ্রিয়াণি কিং বা মনঃ উত বুদ্ধিরুতাহঙ্কারচিত্তে উত তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা উতাহবিদ্যা। সর্ব্বেষ্বপি পক্ষেষু জড়ৈঃ পুরুষ-কার্য্য-প্রকাশাধীন—সর্ব্ব ব্যাবহারা নির্ব্বাহাৎ পরিশেষাচ্চেতন-মাত্রমেব পুরুষ ইতি পক্ষঃস্থিত ইত্যর্থঃ।

চেতন ব্যতিরিক্ত অন্য কাহাকেও যদি পুরুষ বল তবে সেই অন্য কে? দেহটা কি পুরুষ বা প্রাণ বা ইন্দ্রিয় সকল কিম্বা মন কিম্বা বুদ্ধি বা অহঙ্কার বা চিত্ত অথবা তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অথবা অবিদ্যা? যে পক্ষেই ধর দেখিবে জড়ের দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার নির্ব্বাহ হয় তাহারা কিন্তু পুরুষের দ্বারা প্রকাশ হইতেছে। জড়ের সমস্ত কার্য্যকে পুরুষ প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। কাজেই সব বাদ দিলে যিনি থাকেন তিনিই পুরুষ।

আজ পর্য্যন্ত এই অনাদি সংসারে "চেতন মরেন" ইহা কি কেহ দেখিয়াছে? লক্ষ লক্ষ দেহই মরে কিন্তু চৈতন্য অক্ষয়রূপে অবস্থিত। চেতনা যাহা তাহা শরীর মরণের সাক্ষ্যদাত্রী; চেতন মরণের সাক্ষ্যদাত্রী কে? মরণটা কি? বিনাশের নাম কি মরণ? কি দেহান্তর প্রাপ্তির নাম মরণ? যদি বিনাশকে মরণ বল তবে চৈতন্য

আপনি মরিতেছেন বা অন্যে ইহাকে বিনাশ করিতেছে উভয়ই অসম্ভব। দেহান্তরকে যদি মরণ বল তবে চৈতন্যই অন্যদেহ প্রাপ্ত হয়েন। এ পক্ষেও চেতনই অমর। প্রতি দেহে চেতনা ভিন্ন ভিন্ন যদি বল তাহার প্রমাণ কি আছে বল? অন্যপক্ষে আত্মার গমন অসম্ভব। ঘটরূপ উপাধির গমনে যেমন বলা হয় ঘটাকাশ গমন করিতেছে সেইরূপ উপাধির গমনেই আত্মার গমন স্বীকার করা হইতেছে। লোকোপকারিণী শ্রুতির মত আমিও বলিতেছি হে জীব! মরণমূর্চ্ছা অতিশয় ক্লেশকর; স্মৃতি লোপ হইয়া যাওয়া বড়ই ভীষণ। এই ভয়ানক সংসার দশা আর যাহাতে ভোগ করিতে না হয় তজ্জন্য হে জীব! তুমি পুরুষার্থ সাধন বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় হও। জীব! তুমি সাবধান হও। জীব তুমি ভাবিয়া দেখ একদিন নিদারুণ সন্তাপকর জ্বরাদি রোগ দ্বারা তুমি আক্রান্ত হইবে তখন জঠরাগ্নির বৈষম্য বশতঃ ভুক্ত অন্নাদি তুমি জীর্ণ করিতে পারিবে না। অন্নরস অপরিপুষ্ট এই দেহ তখন শীর্ণ হইয়া যাইবে। অতিশয় ভারাক্রান্ত শকট যেমন শব্দ করিয়া গমন করে সেইরূপ তুমিও অতিশয় কৃশ হইলে তোমার দেহপিণ্ডে ঊর্দ্ধশ্বাশ লক্ষিত হইবে। তবেই দেখ জরা দ্বারা অভিভব, জ্বরাদি দ্বারা সাতিশয় পীড়া এবং কৃশত্ব প্রাপ্তি—এই সমস্ত অনর্থ শরীরধারীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। শরীর অভিমান সত্ত্বে ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তি নাই।

লীলা। মা! এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াত জীবের দেহান্তর গ্রহণে কোন ক্ষমতাই ত থাকে না কারণ জীবের কার্য্য নির্ব্বাহক দেহ ইন্দ্রিয়াদি ত তখন কিছুই নাই—সমস্তই ত তখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাজার নিমিত্ত ভৃত্যগণ যেমন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাখে মৃত জীবের ভৃত্য স্থানীয় ত এমন কেহই নাই যে জীবের নিমিত্ত একটি বাসোপযোগী শরীর নির্ম্মাণ করিয়া জীবের আগমন অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে? তবে ইহার অন্য শরীর পরিগ্রহ হয় কিরূপে?

সরস্বতী। জীবগণ আপন আপন কর্ম্মফল ভোগের জন্য এই দৃশ্যমান জগৎ প্রাপ্ত হয় আবার স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ভোগের জন্যই এক দেহ ছাড়িয়া ইহা অন্যদেহ পাইতে চেষ্টা করে। জীবের কর্ম্ম প্রযুক্ত স্বয়ং জগৎটাই কর্ম্মফল ভোগের উপযুক্ত সাধন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহার আগমনের অপেক্ষা করে।

শ্রুতি বলেন "কৃতং লোকং পুরুষোঽভিজায়তে"; পুরুষ দেহ ত্যাগ করিয়া স্ব কর্ম্ম প্রেরিত পঞ্চভূত দ্বারা বিনির্ম্মিত দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। শরীর নির্ম্মাতা ভূত সকল এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক আদিত্যাদি দেবতা সকল পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ সাধন দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া এই আমাদের কর্ত্তা ভোক্তা আত্মা এই আসিতেছেন এইভাবে জীবের প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করে। গর্ভে দেহ কতিপয় মাসের হইলে তবে জীবের তথায় আগমন হয়।

লীলা। আর এক কথা মনে উঠিল। দেহত্যাগ সময়ে জীব কোন পথ দিয়া বাহির হয়? সকলেই কি এক পথ দিয়া বাহির হয়?

সরস্বতী। সকলে এক পথে দেহ ছাড়ে না। যাহার আদিত্য লোক প্রাপ্তি হেতু জ্ঞান বা কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে তাহার জীব চক্ষু দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়। যদি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কারণ জ্ঞান বা কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে তবে জীব মস্তক বা ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়। জীবের যেরূপ জ্ঞান বা কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে তদনুসারে অন্যান্য শরীরাবয়ব দ্বারা জীব নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে।

আত্মা যে সময় পরলোক প্রস্থানের জন্য উৎক্রমণ করিতে থাকেন সেই সময়ে রাজার সর্ব্বাধিকারী মন্ত্রীর ন্যায় আত্মার সর্ব্বাধিকারী প্রাণও আত্মার পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে; আবার সেই প্রাণকে উৎক্রান্ত দেখিয়া বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রান্ত হয়। এখানে যে ইন্দ্রিয় প্রধান তাহার পশ্চাৎ অন্য অন্য ইন্দ্রিয় গমন করে শ্রুতি ইহা লক্ষ্য করিয়াই "পশ্চাৎ" কথা ব্যবহার করিয়াছেন পৌর্ব্বাপর্য্য বা ক্রমিক গমন শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। স্বপ্নাবস্থার মত মরণ সময়ে আত্মা স্বকৃত কর্ম্মানুসারে সংস্কাররূপ বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হন সত্য কিন্তু আত্মার স্বাধীনতা তখন কিছুই থাকে না। যদি থাকিত তবে জীব কৃতার্থ হইতে পারিত কিন্তু সেই ভয়ানক মৃত্যু সময়ে জীবের নিজের প্রভুতা কিছুই থাকে না সেই জন্যই জীবের ভীষণ দুঃখ হয়।

ফলে জীব জনম ভরিয়া যে সমস্ত কর্ম্ম সাতিশয় যত্ন, প্রবল আসক্তি ও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সম্পাদন করে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ঘোরতর মৃত্যু যাতনায় সামান্য সংস্কার সমস্তই ভুলিয়া যায় কেবল দৃঢ়তর আসক্তি সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলের সংস্কার নিচয়ই তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। অন্তঃকরণের সংস্কার

রূপ বিজ্ঞানের অনুগ্রহেই জীব তখন জ্ঞানবান হয়। এবং সেই বিজ্ঞান লইয়াই জীব গন্তব্যস্থানে গমন করে।

লীলা! জীবের কতই সাবধান হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক বিচার করিয়া দেখ! পরলোক ভীরু ব্যক্তি সেই ভয়ঙ্কর প্রাণপ্রয়াণ সময়ে উত্তম গতি লাভ জন্য শ্রদ্ধাসহকারে পূর্ব্ব হইতেই চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ ধর্ম্মের পুনঃ পুনঃ সেবা করিবে, অধিক কি যেরূপে পারে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপে পুণ্য সঞ্চয়ে সচেষ্ট হইবে, ইহাই আর্য্য শাস্ত্রের একমাত্র উপদেশ। সে সময়ে জীব নিতান্ত পরাধীন—সে সময়ে কোন সদানুষ্ঠান নিতান্ত অসম্ভব—কারণ পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মানুসারে নীয়মান জীবের তখন আর কোন বিষয়েই অধিকার থাকে না।

লীলা। মা! তুমি পূর্ব্বে বলিলে জীব শকটের ন্যায় ভারাক্রান্ত হয় সেই জন্য গুরু ভার ন্যস্ত শকটের ন্যায় শব্দ করিয়া গমন করে। আচ্ছা পরলোক গমনে প্রস্থিত এই জীব পথে কি আহার পায়? আর পরলোকে যাইয়াই বা কি ভক্ষণ করে?

সরস্বতী। শ্রুতি বলেন তং বিদ্যা কর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্ব প্রজ্ঞাচ। ২

বৃহদারণ্যক ৪র্থ ব্রাহ্মণ। ৪র্থ অধ্যায়।

বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞা অর্থাৎ অতীত কর্ম্মানুভব জনিত বাসনা ইহারাই পরলোক প্রস্থিত জীবের অনুগমন করে।

বিদ্যা বলে বিহিত অবিহিত প্রতিষিদ্ধ অপ্রতিষিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাকে। কর্ম্ম বলে বিহিত অবিহিত প্রতিষিদ্ধ অপ্রতিষিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকে আর পূর্ব্ব প্রজ্ঞা হইতেছে পূর্ব্বানুভূত নষ্ট জ্ঞানের যে সংস্কার তাহাই। বিহিত বিদ্যার বিষয় হইতেছে আমি কি, জগৎ কি, অথবা আত্মা কি, দেহ কি, এই বিচার। অবিহিতা বিদ্যার বিষয় হইতেইছে ঘট পটাদি লৌকিক বস্তু বিষয়া। প্রতিষিদ্ধ বিদ্যা হইতেছে নগ্নস্ত্রী দর্শনরূপা এবং অপ্রতিষিদ্ধা বিদ্যা হইতেছে পথে পতিত তৃণাদি বিষয়ে বিদ্যা বা জ্ঞান। বিহিত কর্ম্ম হইতেছে যাগ যজ্ঞাদি; অবিহিত কর্ম্ম হইতেছে পরস্ত্রী সংসর্গ জনিত; প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতেছে ব্রহ্মহত্যাদি আর অপ্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতেছে নেত্র পক্ষের বিক্ষেপাদি।

পূর্ব্ব প্রজ্ঞা বা পূর্ব্ববাসনা বা পূর্ব্ব সংস্কার জীবের অনুসরণ করে নতুবা

কোন কর্ম্মফল ভোগ হইতে পারে না। যে বিষয়টি অভ্যস্থ না থাকে সেই বিষয়ে কখনই ইন্দ্রিয়গণের কুশলতা সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বানুভব জনিত সংস্কার দ্বারা শিক্ষিত ইন্দ্রিয়গণ এই জন্মের অভ্যাস বিনা, সহজেই কর্ম্ম সম্পাদন করে। দেখাও যায় সহজেই কেহ কেহ চিত্র আঁকে গান বাজনা শিখিয়া ফেলে আবার কাহারও বা অতি সহজসাধ্য কর্ম্মেও সম্পূর্ণ অপারগতা। কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা, নিয়ম ভোগ সম্বন্ধেও তাই। কোন প্রকার ভোগে একজনের বিশেষ আসক্তি অন্যের আবার তাহাতেই বিরক্তি। এ সমস্তই এজন্য জন্মান্তরীণ অনুভব ফল।

সার কথা এই যে পূর্ব্ব প্রজ্ঞা বা সংস্কার ব্যতীত কিছুই জীবের প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

এখন পরলোক প্রস্থিত জীবের ভক্ষ্য কি উহার উত্তর হইতেছে বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞা এই তিনটিই শকটস্থিত সম্ভার স্থানীয় এবং পরলোক গমনের পথে ভক্ষ্য।

লীলা! জীবের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখ। দেহত্যাগ হইয়া গেল কিন্তু পূর্ব্বে অত্যন্ত আসক্তির সহিত যাহা যাহা করিয়াছে তাহার সংস্কার আত্মাতে রহিয়া গিয়াছে। এ সমস্ত সংস্কার আবার কত সূক্ষ্ম তাহা দেখ। একটু নিদ্রা কম হইলে আবার ঘুমাইতে যাও ইহা কি? আত্মার ত নিদ্রা নাই। অজ্ঞানে তুমি আচ্ছন্ন বলিয়া ভাব নিদ্রা না হইলে তুমি মরিবে। আত্মার আহার নাই—তুমি অজ্ঞানে ভাব আহার বিনা মরিয়া যাইব। ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এগুলি আত্মার নাই কিন্তু মোহাচ্ছন্ন তুমি সর্ব্বদাই এই গুলিতে কষ্ট পাও। কত দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে দেখ। মরিবার কালে দেহত ছাড়িয়াছ; প্রাণ ত মহাপ্রাণে মিশিয়াছে তবে বল দেখি ক্ষুধা পিপাসা, জরা মৃত্যু ভয় কোথায় থাকে? এইগুলি পূর্ব্বে তীব্রভাবে অভ্যাস করিয়া গিয়াছ বলিয়া তোমার কিছুই দরকার নাই তথাপি তুমি সংস্কারবশে ভাবিতেছ, হায়! পিপাসায় প্রাণ গেল কেহই এই যমালয়ের পথে জল দিল না—হায়! ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে। অহো! পূর্ব্ব সংস্কারের কি বিচিত্র যন্ত্রণাপ্রদ ক্ষমতা!

জীব! ভাবিয়া দেখ এই সমস্ত অজ্ঞান ত মূল অজ্ঞান। ইহার হস্ত হইতে

পরিত্রাণ পাইতে হইলে তোমাকে আহারের সময়, নিদ্রার সময়, বিহারের সময়, রোগের সময়, শোকের সময় সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে বা মনে করাইয়া দিতে হইবে, আহা! অসঙ্গ আমি কাহারও সহিত ত আমার সঙ্গ হয় না—এই ভুল আহার নিদ্রা, জরা মরণ, শোক মোহ আর কতদিন আমাকে আচ্ছন্ন করিবে?

মূল অজ্ঞানের উপরেও মানুষ নগ্ন পরস্ত্রী দর্শন, ঘট পট নক্ষত্র বিচার, পরস্ত্রী সংসর্গ, ব্রহ্মহত্যা, জীবহত্যা, কামের শত শত কার্য্য, ক্রোধের সহস্র সহস্র ব্যাপার, লোভের কোটি কোটি কার্য্য করিতেছে। বল ইহাদের গতি কিরূপে লাগিবে?

শ্রুতি তাই বলিতেছেন প্রত্যেক মনুষ্যই একাগ্রচিত্তে শুভ বিদ্যা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে কদাচ তদ্বিপরীত নহে।

যদি নিষিদ্ধ আচরণ কর তবে পূর্ব্ব অশুভ বাসনাবশে নরক নিবাসী প্রেতাদির শরীর প্রাপ্ত হইবে। শুধু বাসনা আছে বলিয়া কোন বস্তু দর্শন করিয়া ভাবিবে আমার ইহা নাই, আমার ইহা আছে, এইরূপ ভাব অভাবের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অশেষ দুঃখ পাইবে।

লীলা। মা! মৃত জীবের অসহায় অবস্থা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প হয়। মা! বলুন জীবের এই জীবনের কর্ম্ম কিরূপ হইলে জীব উদ্ধার পাইবে?

সরস্বতী। লীলা! জীব শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নিত্যকর্ম্ম সর্ব্বদা অভ্যাস করুক! শুধু ঈশ্বর চিন্তা, পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে হইবে না। শুধু জপ, ধ্যান, আত্মবিচারে ঠিক ঠিক কোন অবস্থা লাভ করিতে জীব সমর্থ হইবে না। জপ, ধ্যান, আত্ম-বিচার এইগুলি তত্ত্বাভ্যাসের কর্ম্ম বটে কিন্তু এই মুখ্য কর্ম্মের সঙ্গে সমকালে জীবকে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের কার্য্যও অভ্যাস করিতে হইবে।

লীলা। মা! সমকালে তত্ত্বাভ্যাসের জন্য এবং বাসনা ক্ষয়ের জন্য ও মনো-নাশের জন্য জীব কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে?

সরস্বতী। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কামনা বা ভোগেচ্ছা নাশের জন্য সমস্ত কাম্য বিষয়ের দোষ দর্শন বিশেষরূপে অভ্যাস করুক। চৈতন্য ভিন্ন জগতের সমস্ত বস্তুই ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা—ইহার অভ্যাস করিতে পারিলে কামনা নিবৃত্ত হইবে। আহার নিদ্রাও মিথ্যা, অজ্ঞানপ্রসূত—ইহাও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। চৈতন্যের জরা মরণ নাই, কাজেই আমি অসঙ্গ আত্মা, আমার স্বরূপ বিশ্রান্তি ভিন্ন

অঙ্গ কোন অভিলাষ উঠিতেই দিবে না। কামনা নিবৃত্তি হইলেই চিত্ত প্রসন্ন, নিরাবিল ও শান্ত হইবে। তখন জীব অকামময় হইবে।

দোষদর্শনে বাসনাক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীব মনোনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। চক্ষু, কর্ণ ও বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে ভিতরে চৈতন্যময় ইষ্টদেবতা স্বরূপ অখণ্ড আত্মাতে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে শাম্ভবীমুদ্রায় দর্শন করিতে করিতে চক্ষু বাহিরে চাহিয়া থাকিলেও আর বাহিরে কিছুই দেখিবে না, শুধু ভিতরে আত্মদর্শনে নিবিষ্ট থাকিবে। কর্ণ ভিতরে ইষ্ট নামের শব্দ শুনিতে শুনিতে বাহিরের শব্দ আর শুনিবে না এবং মন ভিতরে জীবন্ত দেবতার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আর পূর্ব্বপ্রজ্ঞা জনিত কোন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিবে না। এইরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয় যখন চেতন প্রভুর সঙ্গ করিতে শিখিবে তখন মন আত্মসংস্থ হইয়া সর্ব্ব চিন্তা ও কামনা শূন্য হইয়া লয় হইয়া যাইবে। এইরূপে নিত্য কর্ম্মে তত্ত্বাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ অভ্যাস করুক তবেই মানুষের সকল পাথেয় সংগ্রহ হইল।

লীলা। মা! সংক্ষেপে বলুন মানুষ ব্যবহারিক জগতে কি প্রকারে শুভকর্ম্ম দ্বারা অশুভ বিনাশ করিবে।

সরস্বতী। শ্রুতি বলেন দান না করা, ক্রোধ করা, অশ্রদ্ধা করা এবং অসত্য আচরণ করা এইগুলি প্রধান প্রধান অপুণ্য কর্ম্ম। এইগুলি এই জীবনে নিবৃত্ত কর। শ্রুতি বলেন—

"দানেনাদানং অক্রোধেন ক্রোধং শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধাং এবং সত্যেনানৃতং"।

ব্রহ্মার্পণত্বেন যদ্দীয়তে তদ্দানম্। তদন্যৎ দেহভার্য্যা পুত্রাদ্যর্থং যৎ ব্যয়ীক্রিয়তে তৎ অদানম্।

ভাবনা বাক্য ও কার্য্য ব্রহ্মে অর্পণ করুক। ইহা ভিতরের দান আর বাহিরেও অতিথি, দরিদ্র ইত্যাদিকে যাহা দান করিবে তাঁহাতেই উঁহাদের ভিতরে যে চেতন পুরুষ আছেন তাঁহার সেবার জন্য বস্তু দিতেছি ইহা নিরন্তর মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। পুত্র কন্যা স্ত্রী ইত্যাদির জন্য যাহা ব্যয় হয় তাহাতেও সেই চৈতন্য পুরুষের সেবা করিতেছি যদি ইহার ভুল হয় তবে তাহা অদান। ভার্য্যা পুত্র ইত্যাদিতে সমষ্টিভাবে যিনি আছেন সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষই

আমার খণ্ড চৈতন্য অবলম্বনে দাঁড়াইয়া আছেন। আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ। আহারাদি কর্ম্মে, পরোপকারাদি কর্ম্মে সেই হিরণ্যগর্ভকে স্মরণ করিয়া সেবা করিতে অভ্যাস কর তবেই ব্রহ্মার্পণ হইবে।

এইরূপে অক্রোধ বা ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় কর। প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই ক্রোধের মূর্ত্তি। চেতন যিনি তিনিই অক্রোধ বা ক্ষমা। আমি চেতন—সর্ব্বদা ইহা স্মরণে ক্ষমা অভ্যাস হইয়া যাইবে কারণ যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায় যাহা অনুভব করা যায় তাহা সমস্তই প্রকৃতি—এই জন্য ক্রোধমূর্ত্তি। চৈতন্যকে নিত্য স্মরণ করিতে করিতে প্রকৃতিকে অনাস্থা করিতে পারিলেই অক্রোধ বা ক্ষমা দ্বারা ক্রোধ জয় হইল।

এইরূপে শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধা সেতু পার হও। চেতন পুরুষ পরমাত্মাই আছেন। তাঁহাতেই আমার প্রয়োজন, অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই সর্ব্বদা ইহা মনে রাখ। যে পুরুষ আমাকে সবই দিতেছেন সেই দেবতাকে নিজের মধ্যে চৈতন্যভাবে আমি পাইয়াছি আমার খণ্ডচৈতন্যই আত্মা। আত্মাই সেই দেবতা। এই আস্তিক্য বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধা সেতু পার হও।

আবার সত্যস্বরূপ চৈতন্যকে প্রাপ্ত হইয়া জড় বা অচেতন বা এই দেহ ও মন বিশিষ্ট অসত্যরূপ সেতু পার হও। বুঝিতেছ পুণ্য কর্ম্ম কি? এইগুলি অভ্যাস করিয়া ফেলুক তবেই জীবের আর কোন ভাবনা থাকিবে না।

লীলা। মা! দেহত্যাগের পর প্রেতত্ব কখন হয় ও কিরূপে হয় এবং প্রেতত্ব কি এক প্রকার বা বহু প্রকার তাহাই এখন বলুন।

সরস্বতী। মৃত্যুর পরে এই দেহাভিমান ত্যাগ হইয়া গেলেই লোকে বলে জীব প্রেত হইল বা মৃত হইল। যে প্রকার বায়ুতে সুগন্ধ থাকে সেই প্রকারে চেতনে জীব-বাসনা বিদ্যমান থাকে। জীব যে সময়ে পূর্ব্বদেহাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহাদি অনুভবে প্রবৃত্ত হয় সেই সময়ে সে আপনিই আপনাতে আপনার বাসনানুরূপ কল্পিত পরলোক ও সে লোকের ভোগ্যাদি দেখিতে পায়। সেই জীব আবার সেই লোকান্তরে তজ্জন্মের সংস্কারে আসক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই মৃতিমূর্চ্ছা অনুভব করতঃ অন্য শরীর অনুভব করিয়া থাকে। এই সীমাশূন্য আকাশ, এই বিপুলা পৃথিবী, এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পূর্ণ কোটি

কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই সঙ্কল্প মায়ার আত্মাতে চিত্রিত রহিয়াছে। মৃত পুরুষের আত্মাতেও এই সমস্ত আকাশে মেঘের খেলার মত দৃষ্ট হয় অন্য লোকে তাহা দেখে না। অন্য লোকে গৃহাকাশই দেখে। একের সঙ্কল্প অন্যে দেখিবে কিরূপে?

আর ঐ যে প্রেতের প্রকার ভেদ জানিতে চাহিতেছ তাহা বলি শ্রবণ কর।

পাপের তারতম্য অনুসারে প্রেত ছয় প্রকার। সামান্য পাপী, মধ্যপাপী, স্থূলপাপী, সামান্য ধার্ম্মিক, মধ্যম ধার্ম্মিক, এবং উত্তম ধর্ম্মবান্। এই ছয় প্রকারের মধ্যে আরও দুই তিন প্রকার দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাদিগকেও ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

পাপীগণের মধ্যে কোন কোন মহাপাতকী একবৎসর ধরিয়া মরণমূর্চ্ছায় জড় অবস্থায় থাকে। বলিতে পার পাষাণের মত জড়ভাবে থাকায় আর দুঃখ কি? সত্য। ঐ অবস্থায় দুঃখ অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন তাহাদের মূর্চ্ছা ভাঙ্গে তখন তাহারা বাসনার জঠরে অবস্থান করতঃ নিরতিশয় নরক দুঃখ অনুভব করে আবার শত শত যোনি প্রাপ্ত হইয়া দুঃসহ যাতনা ভোগ করে। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভোগাবসানে কদাচিৎ কাহারও সংসার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়।

আবার কোন কোন পাতকী মরণমূর্চ্ছার পরক্ষণেই হৃদয়ে জড়দুঃখ সমাবিষ্ট বৃক্ষাদি ভাব অনুভব করে। পরে বাসনানুরূপ দুঃখ ভোগ করতঃ নরক ভোগান্তে দীর্ঘকালের পর আবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে।

লোকে মনে ভাবিতে পারে স্বর্গনরকাদি যখন সঙ্কল্প তখন ত এ সব নাই। তবে সে জন্য ভাবনা কি? সত্যই। সঙ্কল্প ছাড়িতে পারিলেই ত দুঃখ থাকেনা। আহার, নিদ্রা, জনন মরণ, শোক মোহ এ সমস্তই ত সঙ্কল্প। কারণ তুমি আমি সবাই ত চেতন। চৈতন্য ত নিঃসঙ্গ। চৈতন্যের সহিত আর কাহার ত সঙ্গ হয় না। তবে রে জীব! তুমি এই জন্যেই বা দুঃখ পাও কেন? বাসনা ত সত্য নহে। বাসনাটা ছাড়িয়া দাওনা এই মুহূর্ত্তেই তুমি পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবে। পার কি ছাড়িতে? তাহা পার না। কাজেই ভাবিও না যে নরক যাতনা ইত্যাদি একটা ভয় দেখান মাত্র। এরূপ আত্মপ্রতারণা করিয়া আরও পাপের মাত্রা বাড়াইও না।

ষড়বিধ প্রেতের মধ্যে যাহারা মধ্যপাপী তাহারা মরণমূর্চ্ছার পর কিছুকাল

জড়ভাবে থাকিয়া পরে চৈতন্য লাভ করে; করিয়া পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ক্লেশ অনুভব করে। যাহাদের মেরুদণ্ড সোজা নয় তাহরাই তির্য্যগ্। গবাদি অশ্বাদি পশু নিঃশব্দে কত যাতনা ভোগ করে তাহাত প্রত্যক্ষ করিতেছ? বল তথাপি তুমি পাপ ভয়ে ভীত হও না কেন? বল কোন্ যোনিতে তুমি পড়িবে? এখন পাপ নিবৃত্তির চেষ্টা কর।

আবার যাহারা সামান্য পাপী তাহারা মৃত হইয়াই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের ন্যায় মনুষ্য দেহ অনুভব করে। করিয়া জন্ম মৃত্যু ও ভোগ্যাদি স্মরণ করে।

যাহারা মহাপুণ্যশীল তাহারা মরণমোহের পর বিদ্যাধরীগণের অন্তঃপুর অনুভব করে। সেখানে নানা সুখ ভোগ করিয়া মনুষ্যলোকে শ্রীমানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে।

যাহারা মধ্যম ধার্ম্মিক তাহারা মৃত্যুর পরে ওষধি প্রধান স্থানে—সুন্দর নন্দন কাননে কিন্নর হইয়া জন্মে। তত্রস্থ ফল ভোগ করিয়া পরে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে।

এইভাবে স্ব স্ব জ্ঞান কর্ম্মের যে সংস্কার সেই সংস্কারের অনুরূপ গতি জীব প্রাপ্ত হয়। বুঝিতেছ মরণমূর্চ্ছার পরে যখন চেতনা লাভ হয় তখন জীব আপন সঙ্কল্প মধ্যে ভবিষ্যৎ দেহ ও ভোগ্যাদি স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করিতে থাকে। পরে তদনুরূপ স্থান ও দেহাদি লাভ করিয়া পরিপুষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হয়।

লীলা। মা! বলুন মরণের পর, পরে পরে জীবের কোন্ কোন্ অবস্থা হয়?

সরস্বতী। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরে জীব মনে করে আমি মরিয়াছি। পরে দাহকার্য্যের পর পুত্রাদি দ্বারা পিণ্ড প্রদানাদি কার্য্য শেষ হইলে অনুভব করে আমার শরীর হইয়াছে। তৎপরে যমালয়ে গমন করিতেছি অনুভব করে। আর অনুভব করে বিকৃতদর্শন যমদূতগণ পাশবন্ধনে তাহাকে যমের নিকটে লইয়া যাইতেছে। পুত্রাদি তাহার যে মাসিক শ্রাদ্ধ করে তাহাই তাহার পাথেয়। মাসিক শ্রাদ্ধের দ্বারা তর্পিত হইয়া তাহারা এক বৎসরে যমালয় প্রাপ্ত হয়।

উত্তম পুণ্যবান্ প্রেতগণ স্বীয় উত্তম কর্ম্মের ফলে পথি মধ্যে সুন্দর উদ্যান ও সুন্দর বিমান সকল অনুভব করে কিন্তু মহাপাতকীগণ স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে হিম তপ্ত বালুকা, কণ্টকগর্ত্ত, শস্ত্রসঙ্কুল অরণ্য দর্শন করে। মধ্যম পুণ্যশীলেরা

এই আমার সুখপ্রদ পন্থা, এই স্নিগ্ধছায়া তরু সম্পন্ন বাপিকা—ইহা দেখিতে দেখিতে যমালয়ে গমন করে। তাহারা অনুভব করে এই যম, এই চিত্রগুপ্ত আমার বিচার করিতেছেন।

মরণের পরে সকলের অনুভব একরূপ হয় না। কর্ম্মানুসারে যাহার যেরূপ প্রতীতি উৎপন্ন হয় সে তদনুরূপ সংসারগতি অনুভব করে এবং পরে জন্মাদি প্রাপ্ত হয়। সকলকেই কিন্তু সংসার সত্য ইহা অনুভব করিতে হয়। যদি ইহাদের স্বরূপ দৃষ্টি থাকিত যদি এই জীবনে ইহারা আমি কে, জগৎ কি, বিচার করিত তবে ইহারা বুঝিত একমাত্র অদ্বয় অমূর্ত্ত আত্মাই প্রবুদ্ধ আছেন—দেশ কাল ক্রিয়া আকার বিশিষ্ট দৃশ্য অর্থাৎ এই জগৎপ্রপঞ্চ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এক বৎসরের পর যমালয় প্রাপ্ত হইয়া ইহারা অনুভব করে "এই যমরাজ আমাকে স্বকর্ম্ম ফলভোগের আদেশ করিলেন" "আমি এখন যমালয় হইতে স্বর্গে বা নরকে চলিলাম" "আমি সুখে স্বর্গ ভোগ করিতেছি" "আমি দুঃখে নরক ভোগ করিতেছি" "আমি যমরাজের আজ্ঞায় স্বর্গ ও নরক ভোগের উপযুক্ত যোনি প্রাপ্ত হইলাম" "এই আমি আবার পৃথিবীতে আসিতেছি"। এই পর্য্যন্ত অনুভবের পরেই জীব মেঘনির্ম্মুক্ত জলের সহিত পৃথিবীতে আইসে এবং শস্যমধ্যে প্রবেশ করে। তখন "আমি ব্রীহ্যাদিগত হইলাম" "আমি অঙ্কুরস্থ হইলাম" "আমি ফলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি" পৃথিবীতে আসিয়া জীব এ সকল ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ বোধশক্তি তখন লুপ্তপ্রায় থাকে। ঐ সকলের স্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও উত্তরকালীন মনুষ্য শরীরে শ্রুতি পুরাণাদি শ্রবণজনিত বোধ প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত ক্রমে স্মরণ করিতে পারে।

লীলা। ব্রীহ্যাদিতে অবস্থানকালে বোধ লুপ্ত থাকে কেন?

সরস্বতী। ইন্দ্রিয়গণ তখন পর্য্যন্ত লুপ্ত বা মূর্চ্ছিত কাজেই জীব শস্যাদির মধ্যে অবস্থান বুঝিতে পারে না। তৎপরে ভুক্তান্ন পান দ্বারা পিতৃশরীরে আইসে এবং রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। সেই রেত মাতার শরীরে গিয়া গর্ভভাব প্রাপ্ত করে। তখন সেই গর্ভ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সাধু বা অসাধু বালকরূপে প্রসূত হয়। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হয় আবার জরা আসিয়া আক্রমণ করে। আবার মরণমূর্চ্ছা। আবার পিণ্ডাদি প্রাপ্তে ভোগদেহ ধরিয়া এক বৎসরে যমলোক পায়।

মরণের পরে পিণ্ডদানাদি দ্বারা যে দেহ হয় সে দেহ অস্থি চর্ম্মময় স্থূলদেহ নহে তাহা ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ।

শুনিলে জীবের সংসার ভ্রমণ? পুনঃ পুনঃ যোনি ভ্রমণে জীব অসংখ্য ভ্রম পরম্পরাই অনুভব করে। আকাশরূপী জীব যতদিন না মুক্ত হয় ততদিন চিদাকাশে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ভাবনাময় পরিবর্ত্তন অনুভব করে।

লীলা। দেবি! বলুন জীবচৈতন্য ত ব্রহ্মচৈতন্যই। ব্রহ্মে ত কোন ভ্রম নাই।

আদিসর্গে যথা দেবি ভ্রমএষ প্রবর্ত্ততে।
তথা কথয় মে ভূয়ঃ প্রসাদাদ্বোধবৃদ্ধয়ে॥ ৪৪।

মা! আদি সৃষ্টিতে কিরূপে ভ্রম আসিল তাহাই আমার বোধবৃদ্ধির জন্য আবার বলুন।

সরস্বতী। আচ্ছা, ভ্রমটা কি প্রথমে তাহাই দেখ। তার পরে দেখিও ভ্রম কার ও ভ্রম কোথায় থাকে।

এই যে শৈলদ্রুম পৃথ্বী ও নভ—এই যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ইহা পরমার্থঘন। সর্ব্বাত্মা যিনি তাঁহাকে অলম্বন করিয়া ইহারা ভাসিবার মত দেখাইতেছে। স্বপ্নে যেমন মনঃসঙ্কল্প দ্বারা আত্মাতে কত কি ভাসে সেইরূপ। মন যাহাই হউক না কেন এবং মনঃসঙ্কল্প যাহাই হউক না কেন যতক্ষণ আত্মাকে ভাসমান বস্তু বলিয়া বোধ না হয় ততক্ষণ ভ্রম কোথায়? একখণ্ড রজ্জু পড়িয়া আছে। তাহার উপরে আলোক ভাসিল। সেই আলোক ক্রমে ক্ষীণালোক হইল। এখন ক্ষীণালোকে রজ্জুকে রজ্জুমত দেখা গেল না। দেখা গেল যেন সর্প। এখন যে দেখিল সে ক্ষীণালোক হেতু রজ্জুকে সর্পভ্রম করিল। তবেত যে ইহা দেখিল ভ্রম তাহারই হইল। ব্রহ্ম চিরদিন ব্রহ্মই অছেন। তাঁহার তেজ যাহা তাহা দ্বারা তিনি একদেশে তেজোমণ্ডিত ঈশ্বর-চৈতন্যরূপে ভাসিলেন। ঐই যে তেজ ইহা সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা। কাজেই এখনও এই তোজোমণ্ডিত চেতন্যের কোন আকার হইল না। অখণ্ড তুরীয় চৈতন্য ঈশ্বর-চৈতন্যরূপে ভাসিলেও ইঁহার সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থার ভিতরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। কাজেই তখন পর্য্যন্ত তিনি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ভাবি ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে পরিবেষ্টন

করিয়া রহিলেন। ক্রমে গুণসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিল। ভাবনাময় মূর্ত্তি ধরিয়া ঈশ্বরই আদি প্রজাপতি হইলেন।

ব্রহ্মের উপরে কোন কিছু ভাসা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক ব্রহ্মরজ্জু কিন্তু আপনাকে কখনও সর্প বোধ করেন না। কারণ বিনা অজ্ঞানে এ ভ্রম হইতেই পারে না। পূর্ণজ্ঞানে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। সূচির শত পত্র ভেদের মত অবুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টি যখন ছড়াইয়া পড়িল, ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব মত যাহা তাহা যখন মায়ার গর্ভে আসিয়া প্রতিফলিত হইলেন, তখন সেই প্রতিবিম্ব মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া হইলেন—ঈশ্বর চৈতন্য। তখনও অনুভূতির কেহ রহিল না। কারণ তখনও মায়ার পূর্ণ ব্যাপকরূপে তিনি রহিলেন। তখনও তিনি মায়ার সহিত এক হইয়াই রহিলেন। এই অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান এক বলিয়া কেহ কাহারও দ্রষ্টাও নহেন, কেহ কাহারও দৃশ্যও নহেন। কাজেই ভ্রম এখন পর্য্যন্ত নাই। পরে প্রথম প্রজাপতি যিনি হইলেন তিনি সমষ্টি আদি জীব। তিনি আপনাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র বোধ করিলেন। ইনি সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু করিতে পারিলেন না। ঈশ্বর-নিঃসৃত দৈববাণী সাহায্যে ইনি তপস্যা করিলেন। এই তপস্যা জ্ঞানময় তপস্যা। এই তপস্যার ফলে তিনি দেখিলেন চিৎ অংশে তিনিই ঋত ও সত্য—তিনিই ব্রহ্ম—কিন্তু মায়িক অচিৎ অংশে তিনি ভাবী ব্রহ্মাণ্ড সমূহের দ্রষ্টা। তখন তিনি সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা করিয়া জীব-চৈতন্য ও জড় জগৎ সমস্তই দেখিলেন। ব্রহ্মার মধ্যে ভ্রমশূন্য ভাব ও ভ্রমভাব থাকিলেও উভয়ই তাঁহার আয়ত্বাধীন। তিনিই সমষ্টি জীব। কিন্তু ব্যষ্টি জীবত্ব যখন আসিল তখন ব্যষ্টি জীবের আর ব্রহ্মভাব আয়ত্বে থাকিল না। শুধু জীবভাব যাহা তাহা অজ্ঞানেই ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখিতে লাগিল। শাস্ত্র এই জন্য বলিতেছেন অজ্ঞান কোথাও নাই। তথাপি যে রজ্জুকে সর্পমত ভ্রম করিল, সেই দেখিল সর্প দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমত রজ্জু বোধ রহিল না। শাস্ত্র যখন বলিলেন, ব্রহ্মই জগৎরূপ বিবর্ত্তিত। যখন বলিলেন, সর্পটা নাই রজ্জুই সর্প রূপে দেখা যাইতেছে। ব্রহ্মই জগৎরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব ইহা বিশ্বাস করিয়াও ভ্রম-জগৎ মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। অজ্ঞানের প্রভাব বিনা সাধনায় তিরোহিত হইল না। এখন বুঝিতেছ আদি ভ্রম কি ? আদি ভ্রম কাহার ?

যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ শেষার্দ্ধ। ৪১:

আবার শ্রবণ কর।

> পরমার্থ ঘনং শৈলাঃ পরমার্থঘনং দ্রুমাঃ।
> পরমার্থ ঘনং পৃথ্বী পরমার্থ ঘনং নভঃ॥ ৪৫
> সর্ব্বাত্মকত্বাৎ স যতো যথোদেতি চিদীশ্বরঃ।
> পরমাকাশ শুদ্ধাত্মা তত্র তত্র ভবেৎ তথা॥ ৪৬
> সর্গাদৌ স্বপ্ন পুরুষ ন্যায়েনাদি প্রজাপতিঃ।
> যথাস্ফুটং প্রকচতিস্তথাদ্যাপি স্থিতা স্থিতিঃ॥

পর্ব্বত সকল পরমার্থঘন, বৃক্ষ সকল পরমার্থঘন, পৃথিবী পরমার্থঘন, আকাশ পরমার্থঘন। সেই চিৎ বা জ্ঞানরূপী ঈশ্বর, সেই পরমাকাশরূপী বিশুদ্ধ আত্মা—যেহেতু তিনি সর্ব্ববস্তুর অধিষ্ঠান স্বরূপ, সেই হেতু তিনি আমাদের দৃষ্টিতে—তাঁহার নিজের দৃষ্টিতে নহে—আমাদের দৃষ্টিতে আমরা যেমন যেমন তাঁহাকে উদয় হইতে দেখি তিনিও সেইরূপেই বিবর্ত্তিত হয়েন। আমাদের দৃষ্টিতে যখন দেখি আকাশ, তিনি তখন যেন আকাশরূপেই বিবর্ত্তিত হয়েন। আদি প্রজাপতি সৃষ্টির আদিতে স্বপ্ন পুরুষের মত যেমন যেমন সঙ্কল্প করেন সেইরূপেই আপনাকে বিবর্ত্তিত করেন। যেরূপ ভাবে যাহা যাহা তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সেই সমস্ত বস্তু অদ্যাপি সেইরূপেই বিদ্যমান আছে।

> প্রথমোসৌ প্রতিস্পন্দঃ পদার্থানাং হি বিম্বকম্।
> প্রতিবিম্বিতমেতস্মাৎ যত্তদদ্যাপি সংস্থিতম্॥ ৪৮

মায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থা-সমন্বিত ঈশ্বর-চৈতন্য মায়ার সহিত এক হইয়াই থাকেন এইজন্য কেহ তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া পূজা করে কেহ তাঁহাকেই প্রকৃতি বলিয়াও পূজা করে। ফলে তিনি প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই। কিন্তু এই সাম্যাবস্থার ভিতরে বৈষম্যের বীজ আছে। চেতনের সান্নিধ্যে গুণ-ক্ষোভ হইবেই। মায়া যিনি, তিনি অব্যক্ত। গুণ-ক্ষোভে তিনি সঙ্কল্পময়ী। এই সঙ্কল্প রূপ ধরিয়াই ঈশ্বর হয়েন প্রজাপতি। এই জগতের আদি রূপ হইল সঙ্কল্পময়। সাঙ্কল্পিক জগৎসত্তা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎসত্তা ভিন্ন, যদি ইহা বল তবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই সাঙ্কল্পিক জগৎ সত্তার প্রতিবিম্ব বলিয়া মিথ্যা। ঈশ্বরের

প্রতিবিম্ব প্রজাপতি। প্রজাপতির শরীর সঙ্কল্পময় জগৎ। সঙ্কল্প দেহধারী প্রজাপতি হইতে যাহা কিছু বিবর্ত্তিত হইয়াছে সে সমস্তই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

মায়ার স্পন্দন যাহা তাহা স্থূল দেহের মধ্যে আসিয়া যখন প্রাণ বায়ুরূপে দেহকে পরিস্পন্দিত করে, অর্থাৎ দেহস্থিত যে সমস্ত যন্ত্র সেই যন্ত্র মধ্যে আসিয়া বায়ু যখন কার্য্য করিতে থাকে তখন যন্ত্রগত বায়ুর কার্য্যে দেহ স্পন্দিত হয়। যে সমস্ত বস্তু বায়ুদ্বারা এইরূপে পরিস্পন্দিত হয় তাহারা জঙ্গম। কিন্তু যাহারা নিস্পন্দ তাহারা স্থাবর। অঙ্গ পরিস্পন্দ যাহাদের হয় তাহারাই জীব। কিন্তু চেতনা ভিতরে থাকিলেও যাহারা নিস্পন্দ বা নিশ্চেষ্ট তাহারাই পাদপাদি।

এই চিদাকাশ স্বরূপ ঈশ্বর-চৈতন্য প্রকৃতি বা বুদ্ধি উপাধিতে অবচ্ছিন্ন হইয়া অথবা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যখন খণ্ডমত হয়েন তখন সেই অংশ-উপাধি ধারণ করিয়াই তিনি জীব বিভাগ করেন, সেই অংশই সম্বিৎ চেতন হয়েন। জীব ভিন্ন অন্য স্থানে সেই চৈতন্য অচেতন মত থাকেন।

চিদাকাশের বুদ্ধি দ্বার দিয়া যে স্থূলে প্রবেশ তাহাই জীবের নব শরীর রূপ পুরপ্রাপ্তি।

এখন দেখ জীবের বাহ্যজ্ঞান কিরূপে প্রকাশিত হয়। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরিপূর্ণ নির্গুণ ব্রহ্ম কোন কিছু সৃষ্ট বস্তু না পাইলে আত্ম প্রকাশ করেন না। সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ কোথায় হইবে? তিনি যখন মায়ার সহিত মিলিত হয়েন, তখন তিনি ঈশ্বর-চৈতন্য নাম ধারণ করেন। ঈশ্বর-চৈতন্য জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের মত। মহাকাশের মধ্য হইতে যেমন সূর্য্যের উদয় দেখা যায় সেইরূপ দহরাকাশস্থিত হৃদ্‌পুণ্ডরীকের ভিতরে জীব-চৈতন্য অবস্থিত। সুষুপ্তিতে জীব-সূর্য্য হৃদ্‌পুণ্ডরীকে অবস্থান করেন। আবার সুষুপ্ত জীব যখন স্বপ্নমত ভাসেন তখন জীব-সূর্য্য আপন রশ্মি দ্বারা কণ্ঠপদ্মে আগমন করেন। এই খানে আসিয়া তিনি স্বপ্ন ব্যাপারে সূক্ষ্ম জগৎ অনুভব করেন। পরে সেই সূর্য্য রশ্মি যখন অক্ষিগোলক পর্য্যন্ত আগমন করে তখন জীব-চৈতন্য সেই অক্ষিদ্বারে আগমন করিয়া বাহ্য বিষয় প্রকাশিত করেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বয়ং চেতন নহে।

তবেই দেখ চিৎ সঙ্কল্পই সর্ব্ব আকার ধারণ করেন। শূন্যাকার চিৎসঙ্কল্পই আকাশ; ভূম্যাকার চিৎসঙ্কল্পই ভূমি, জলশক্তিসম্পন্ন চিৎসঙ্কল্পই জল। তিনিই জঙ্গম সঙ্কল্প করিয়া জঙ্গম এবং স্থাবর সঙ্কল্প দ্বারা স্থাবর। চিতের শক্তিই এই চিৎ সঙ্কল্প। এই চিৎশক্তিই এইরূপে বৃক্ষ শিলা ইত্যাদি মূর্ত্তিধারণ করেন। ফলে চিৎশক্তি যখন যেরূপে পরিস্ফুরিত হয়, যখন যে সঙ্কল্প চিৎ করেন তখন তিনি সেইরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। সত্তা-সামান্য যদি ধর অর্থাৎ অস্তিতার দিকে যদি লক্ষ্য কর, তখন তবে স্থুল আর সূক্ষ্ম ইহাদের ভেদ কোথায় বল। যেটাকে স্থুল দেহ বল তাহাইত সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ। রজ্জু যেমন সর্পমত দেখা যায় সেইরূপ আতিবাহিকটাই স্থূল রূপে দেখা যায়। এ দেখাও অজ্ঞানে। পৃথক জড় ও পৃথক চেতন কোথায়? আদি সৃষ্টি হইতে জড়ের সহিত চেতনের সত্তা-সামান্যের অর্থাৎ অস্তিতার অভেদ।

নতু জাত্যং পৃথক্কিঞ্চিদস্তি নাপি ন চেতনম্।
নাত্র ভেদোঽস্তি সর্গাদৌ সত্তা-সামান্যকেন চ ॥ ৫৭

তবেই এখন দেখ একমাত্র চেতনই পরিপূর্ণ ভাবে সর্ব্বত্র অবস্থিত। জীব ভাবটি পর্য্যন্ত অবিদ্যা কল্পিত। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবই অবিদ্যা বশে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু-কেই শৈল, দ্রুম, ভূমি ও আকাশ রূপে দেখিতেছে। ভ্রমটা কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর—পরমার্থতঃ ভ্রম বলিয়া কিছুই নাই, সৃষ্টি বলিয়া কিছুই নাই। তথাপি যখন সৃষ্টি বলিয়া কিছু আছে বল তখন যিনি সৃষ্টি দেখিতেছেন তিনি ভ্রমেই ব্রহ্মকে সৃষ্টিরূপে দেখিতেছেন। এই বৃক্ষ, এই শৈল, এই দেহ ইহারা মায়ার কল্পনা। প্রত্যেক সম্বিদে এই কল্পনা যখন অধ্যস্ত হয়, অবিদ্যাধ্যস্ত বুদ্ধিকৃত কল্পনা বশেই সেই এককেই ইহা, তাহা, উহা রূপে দেখায় মাত্র। আত্মচৈতন্যের প্রথম উপাধিই বুদ্ধি। স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ আত্ম সম্বিদই স্বপ্রভায় প্রকাশিত বুদ্ধির সহিত যখন এক হওয়ার মত হয়েন তখন সেই বুদ্ধিই বিকার ভেদে কীট পতঙ্গাদি নাম ধরিয়া বিরাজ করেন। বস্তুতঃ ইহা, উহা, তাহা ইত্যাদি পদার্থ বলিয়া কিছুই নাই। যেমন কেহ জানাইয়া না দিলে উত্তর সমুদ্রতীরবাসী জনগণ দক্ষিণ সমুদ্র তীরবাসীদিগের স্থিতি জানেনা সেইরূপ এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম যাহা দেখা যায়

সম্বিদ্ ব্যতীত ইহাদের সত্তার স্ফুরণ হয় না। আরও দেখ মানুষের একটা চিত্ত আছে তাহা সকলেই জানে। এই চিত্তের স্পন্দন যাহা তাহাই আমরা যাহা দেখি তাহা। সমষ্টি চিত্ত-স্পন্দন-কল্পনাই এই জগৎ। মহাপ্রলয়ে মায়ার অন্তরে বিলীন সর্ব্বাত্মক সর্ব্বগত এই সমষ্টি চিত্ত ইহাই হইতেছে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের সূক্ষ্মাবস্থা। পুনঃ সৃষ্টির পারম্ভে ইহা প্রত্যক চৈতন্যনামক চিদাকাশ দ্বারা যেরূপে ও যে ভাবে চেতিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি সেইরূপে ও সেইভাবে চেতিত বা অনুভূত হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টি সময়ে যাহা স্পন্দনাত্মা বায়ুরূপে অনুভূত হইয়াছিল এখনও তাহা বায়ুরূপে বিদ্যমান আছে। এইরূপ আকাশ, জল, ইত্যাদি। এই চিত্ত সর্ব্বগামী, ইহাই সর্ব্বত্র অবস্থিত। শরীর বায়ুর স্পন্দন ও নিস্পন্দ ভাব জন্য ইহাই স্থাবর জঙ্গম এই দুই ভাব ধরিয়াছে। বায়ুর স্পন্দন স্থাবরে নাই, জঙ্গমে আছে।

সূর্য্যের কিরণের মত সম্বিদের কিরণে এই ভ্রমময় বিশ্ব আদি সৃষ্টিতে যে ভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল সেই প্রস্ফুরণ এখনও চলিতেছে। লীলা! দৃশ্য বিশ্ব-চিত্তস্পন্দন কল্পনা বলিয়া মিথ্যা হইলেও যে জন্য সত্য মত অনুভূত হয় তাহা তোমাকে বলিলাম।

এখন এদিকে দেখ রাজা বিদূরথ মরণোন্মুখ হইয়াছেন। ঐ দেখ এই দেহ ছাড়িয়া তিনি পুষ্পমালা সমাচ্ছাদিত শবীভূত তোমার সেই ভর্ত্তা পদ্মনৃপতির হৃদ্‌পদ্মে যাইবার উপক্রম করিতেছেন।

লীলা। দেবি! চলুন কোন্ পথ দিয়া ইনি গমন করেন আমরা গিয়া তাহাই দেখি।

সরস্বতী। এই চিন্ময় জীব অন্তরস্থ বাসনাময় দেহ ও পথ অবলম্বন করিয়াই যাইতেছেন। ভাবিতেছেন আমি দূরস্থ অপর লোকে যাইতেছি। এস আমরাও ঐ পথ দিয়া গমন করি।

একোনবিংশ অধ্যায়।

পদ্ম-মন্দির ও বিদূরথ-জীব।

পদ্মনৃপতির মনোহর মন্দির পুষ্পসম্ভারে সমাকীর্ণ। মন্দির বসন্তকালীন শোভায় শোভান্বিত। রাজকার্য্য সংরম্ভযুক্ত রাজধানীতে এই সুন্দর মন্দির। মন্দিরের মধ্যে মন্দারকুসুম মাল্য সমাচ্ছাদিত পদ্মভূপতির শব দেহ। শবের শিরোভাগে জলপূর্ণ মঙ্গল ঘট। মন্দিরের গবাক্ষ সকল এবং মন্দিরের দ্বার অনাবৃত। ক্ষীণদীপালোকে মন্দিরের নির্ম্মল ভিত্তি শ্যামল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে সংসুপ্ত জনগণের শ্বাস নিঃসরণ শব্দ সমভাবে নির্গত হইতেছে। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন এই মন্দির পুরন্দর-মন্দিরকে তিরস্কৃত করিয়াছে। ইহা ব্রহ্মার অধিষ্ঠানভূত পদ্মমুকুলান্তর্গত চারু শোভাকে নির্জ্জিত করিতেছে। এই ইন্দুকান্তি সদৃশ মনোহর মন্দির এখন মূকবৎ অবস্থিত।

ওদিকে রাজা বিদূরথ সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। তাঁহার চক্ষু স্পন্দনরহিত, অধর রাগহীন, শরীর শুষ্ক, মুখ শুষ্কপত্রের ন্যায় আভাহীন ও পাণ্ডুরবর্ণ। প্রাণবায়ু ভৃঙ্গকুজনের ন্যায় ধ্বনি করিয়া দেহ ছাড়িতেছে। রাজা মরণ মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া মনে করিতেছেন তিনি অন্ধকূপে যেন নিমগ্ন। রাজা এখন অচেতন। প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তির ন্যায় তিনি নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়াছেন। সমুদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তিশূন্য ও অন্তর্লীন। রাজার প্রাণবায়ু অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে রাজশরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়াছে। পক্ষী যেমন অন্তরীক্ষে উড্ডীন হয়, নিজ বাসবৃক্ষে যাইবার জন্য রাজার জীব সেইরূপে নভোগত হইল। লীলা ও সরস্বতী দিব্য দৃষ্টিতে রাজার প্রাণময়ী জীব সম্বিদ্‌কে দেখিতে পাইলেন। বায়ুতে যেমন পুষ্পগন্ধ মিশিয়া থাকে সেইরূপ সেই জীব সম্বিদ্ নিতান্ত সূক্ষ্ম আকাশে মিশিয়া চলিতেছে। ঐ জীব বাসনানুরূপ দূর দূরান্তরে আকাশ পথে গমন করিতে লাগিল। বাতলগ্না গন্ধ-কলাকে যেমন ভ্রমরীযুগল অনুসরণ করে সেইরূপ সেই রমণীদ্বয় রাজার জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বায়ুবাহিত জীবসম্বিদের মরণমূর্চ্ছা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বপ্নাবস্থায় লোকে যেমন কত কি দেখে রাজাও সেইরূপে দেখিলেন যেন কতকগুলি যমদূত তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে, দেখিলেন বন্ধুপ্রদত্ত পিণ্ডাদি দ্বারা তাঁহার দেহ হইল। দক্ষিণ দিকে যমপুরী। জীবগণের কৃত কর্ম্মের বিচারস্থান উহা। শত সহস্র জীবে যমপুরী পরিপূর্ণ। রাজা ঐ স্থানে আনীত হইলে যমরাজ চিত্রগুপ্তকে রাজার কর্ম্মানুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। লীলা! এই কর্ম্মানুসন্ধানের কথা চিন্তা করিলে কোন্ সংসারী জীব ভীত হয় না? আর কোন্ সংসারী জীবই বা নিজ দুষ্কৃতি ক্ষয়ের জন্য নিত্য ক্ষমা প্রার্থনা ও যজ্ঞ-দান-তপস্যা অবলম্বনে সুকৃতি সঞ্চয়ে যত্নবান হয় না? যাহারা এতটুকুও করে না তাহারা পশু হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। চিত্রগুপ্ত রাজার কর্ম্মানুসন্ধান করিয়া দেখিলেন রাজার পাপ নাই। বলিলেন—রাজা প্রতিদিন লোভাদি দোষরহিত হইয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান আর ভাবনা, বাক্য ও লৌকিক কর্ম্ম করিবার সময় তিনি শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহাকে লইয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। বিশেষতঃ ভগবতী সরস্বতীর বরে তিনি সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। ইহার শবীভূত পূর্ব্ব দেহ এখনও তাঁহার গৃহমণ্ডপে পুষ্পাচ্ছাদিত রহিয়াছে। যমরাজ তখনই যমদূতগণকে বিদূরথ-জীবকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। লীলা ও সরস্বতী যমভবনের বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ক্ষেপণী যন্ত্র হইতে উপলখণ্ড পরিত্যাগের ন্যায় যমদূত কর্ত্তৃক বিদূরথ-জীব পরিত্যক্ত হইবা মাত্র রাজা নভ-পথে চলিলেন আর উঁহারাও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সকলে তখন নভোমণ্ডল উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লোকান্তর অতিক্রম করিয়া সে জগৎ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে অন্য এক জগৎ। ইহাও পার হইয়া তাঁহারা ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্কল্পরূপিণী সেই দুই রমণী রাজার সহিত তখন পদ্মরাজভবন প্রাপ্ত হইলেন। তাহার মধ্যে লীলার অন্তঃপুরমণ্ডপ। বাতলেখা যেমন অম্বুজে প্রবেশ করে, রবিকর যেমন অম্ভোজে প্রবেশ করে, সুরভি যেমন পবনে প্রবেশ করে সেইরূপে তাঁহারা মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

লীলা। অপ্রবুদ্ধ লীলাকে কুমারী কন্যা ত পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল কিন্তু বিদূরথ-জীব পদ্মভূপতির শবমণ্ডপ চিনিয়া আসিলেন কিরূপে?

সরস্বতী। বিদূরথ-জীবের অন্তঃস্থ বাসনায় পদ্মশরীরের অভিমান বিদ্যমান

ছিল। এই জন্য তাঁহার বুদ্ধিতে পথের জ্ঞান প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। তাই তিনি পরিচিত প্রদেশে গমনের ন্যায় শবগৃহে আসিলেন। কে না জানে সজীব বটবীজ মৃত্তিকাদি সহকারী কারণ প্রাপ্ত হইলে আপনাকে অঙ্কুরিত বটবৃক্ষ ভাবে অবলোকন করে? বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তীব্র বাসনা করিলেন রাজ্যভোগ করিব। তিনি পদ্মভূপতি হইলেন। রাজা হইয়া রাজ্যভোগ করিয়াও তাঁহার ভোগবাসনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পদ্মরাজার এই অবস্থাতে দেহান্ত হইল। তখনও কিন্তু বাসনা পূর্ণ হইল না। পূর্ব্বশরীর বাসনা-অনপগতই থাকিল। কাজেই সেই ভোগবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিদূরথ দেহ ধারণ করিতে হইল। লীলা! তুমি কিন্তু বাসনা করিলে যেন পদ্মভূপতির জীব তোমার মণ্ডপগৃহ ত্যাগ না করে; যেন ইহা আবার এই পদ্মদেহ প্রাপ্ত হয়। বিদূরথ-দেহে সেই বাসনাও প্রবল রহিল। বিদূরথ দেহে বশিষ্ঠব্রাহ্মণ দেহের রাজ্যভোগ বাসনা ক্ষয় হইবা মাত্র পদ্মদেহ-প্রবেশ বাসনা জাগিল। তাই রাজা এই দেহে আসিলেন। তাই বলিতেছি যেমন বটবীজ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত আপনার অন্তঃস্থ বটবৃক্ষকে যথাকালে ও কারণ সংযোগে পরিপুষ্ট দেখে সেইরূপ জীবের উপাধি স্বরূপ সূক্ষ্মতন অন্তঃকরণে অসংখ্য ভ্রান্তি নির্ম্মিত সূক্ষ্ম জগত অবস্থিত থাকে। উদ্বোধক কারণ প্রাপ্ত হইয়া যখন উহার কোন একটি পরিপুষ্ট হয় তখনই সে তাহা অনুভব করে। বীজের স্বীয় হৃদয়ে অঙ্কুর অনুভবের ন্যায় চিৎকণা জীবও আপন হৃদয়ে বা বুদ্ধিতে সংস্কারীভূত ত্রৈলোক্য অনুভব করে। প্রবাসী যেমন আপনার দুরদেশস্থ বাসস্থান মনোমধ্যে দর্শন করে সেইরূপ জীবও শত শত জন্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও স্বকীয় বাসনায় অবস্থিত ইষ্টানিষ্ট সকল সত্য মত দর্শন করে। তবেই দেখ বাসনা জিনিষটা কত আপদের মূল। পূর্ব্বশরীর বাসনা ভোগের জন্য এই দেহধারণ করা হইয়াছে। সে বাসনা ভোগ হইবেই। যদি এই জন্মে আবার বাসনা বৃদ্ধির কর্ম্ম কর তবে কত বার দেহ ধারণ করিতে হইবে তাহা কে জানে? বিশেষ প্রত্যেক দেহান্তে যমলোকে যাইতে হইবে সেখানে এই দেহের কর্ম্মোনুসন্ধান করা হইবে। পূর্ব্ব দেহে যাহা করা হইয়াছিল, ভোগ ক্ষয়ে তাহার অন্ত হইবে আবার এই জন্মের বাসনা জুটিল। বল কত দিনে ভোগ-ক্ষয় শেষ করিবে? সেই জন্য দুঃখী জীবকে বলি সমকালে তত্ত্বাভ্যাসরূপ জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার অভ্যাস করুক, সঙ্গে সঙ্গে

---

৪১৮ যোগবাশিষ্ঠ ৫৬ সর্গ।

সুকৃতি সঞ্চয়ের জন্য দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করুক আর নিত্য বাসনা ক্ষয়ের জন্য প্রতি ভোগ্য বস্তু, এমন কি প্রতি ভোগ্য দেহ এবং মনও যে দোষ-দুষ্ট তাহা বিচার করুক। ফলে বাসনা ক্ষয়, মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস এক সঙ্গে প্রত্যহ সাধনা করুক। আর এই জন্মে যে সমস্ত পাপ কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত দুরিত ক্ষয়ের জন্য প্রত্যহ ইষ্টদেবের নিকট প্রর্থনা করুক। কখন কখনও পাপকার্য্য সমস্ত স্মরণ করিয়া মনে মনে যমালয়ের দণ্ড সমূহও বাসনাতে ভোগ করুক। ইহা করিতে পারিলে আর তাহাকে সংসার-দুঃখ-ভোগের জন্য দেহ ধারণ করিতে হইবে না।

লীলা। যে সমস্ত জীব পিণ্ড প্রাপ্ত হয় না, সংসারে যাহাদের পিণ্ড দিবার কেহ থাকে না অথবা পুত্রাদি যাহারা থাকে তাহারা যদি নাস্তিক্য বুদ্ধিবশতঃ কুসংস্কার ভাবিয়া পিণ্ডাদি না দেয় তবে সেই সব জীবের কোন্ গতি লাভ হয়?

সরস্বতী। পুত্রাদি সন্তানেরা পিণ্ডাদি প্রদান করুক বা না করুক প্রেতের বুদ্ধিতে যদি এই বাসনা উদিত হয় যে "আমি পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি" তাহা হইলে সেই বাসনাই তাহার শরীর সম্পাদন করে। শাস্ত্র বলেন—যথা শাস্ত্র পিণ্ডাদি দানে মৃত ব্যক্তির পিণ্ড প্রাপ্তির বাসনা উদিত হয়। চিত্ত যেরূপ, জীবও তদাকৃতি হয়। কি জীবিত কি মৃত কোথাও এই নিয়মের অন্যথা হয় না।

"চিত্তমেব হি সংসারঃ তচ্চ যত্নেন শোধয়েৎ।" ঋষি বাক্য ইহা। পিণ্ডবিহীন জনও "আমি সপিণ্ড হইয়াছি" এই বোধ দ্বারা সপিণ্ড অর্থাৎ ভোগ-দেহ-সম্পন্ন হয়। আবার "আমি নিষ্পিণ্ড" এই সম্বিদ্ দ্বারা সপিণ্ড ব্যক্তিও নিষ্পিণ্ড হয়। ভাবনাই সব। যেমন ভাবনা দ্বারা বিষ অমৃত হয়, অসত্যও সত্য হয় সেইরূপ পদার্থও ভাবনা দ্বারা তত্তৎভাবে সমুৎপাদিত হয়। যোগী জন ভাবনা দ্বারা এক পদার্থকে অন্য পদার্থ করিতে পারেন। কিন্তু কারণের উদ্রেক ব্যতীত কোন ভাবনা উদিত হয় না। কোন পদার্থ বিনা কারণে উদিত হয় নাই। একমাত্র ব্রহ্ম-চৈতন্যই নিত্যোদিত। বিশুদ্ধ চিৎপদার্থই বাসনার ন্যায় ও স্বপ্নের ন্যায় কার্য্য কারণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াই ভ্রান্তি দ্বারা জগদাকারে প্রকাশিত হইতেছে। যাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে তাহার পিণ্ডাদির আবশ্যক নাই। যাহার অজ্ঞান যায় নাই তাহার আছে।

যোগবাশিষ্ঠ। ৫৬ সর্গ। ৪১৭।

লীলা। প্রেত যদি ধর্ম্ম বিহীন হয় তবে কি বন্ধুবর্গের প্রেতোদ্দেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব নিষ্ফল হয়? যে প্রেত জানে "আমার ধর্ম্ম নাই", সেই বাসনা-সমন্বিত প্রেতের উদ্দেশে তদ্বন্ধুগণ যদি উগ্র বাসনা দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন তবে কি প্রেতের বাসনা পরাভূত করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মকারী প্রেতবন্ধুর বাসনা বলবতী হইবে না?

সরস্বতী। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা প্রেতবন্ধুগণের যে বাসনা সমুদিত হয় সে বাসনা প্রেত-বাসনা অপেক্ষা প্রবল। কারণ শাস্ত্রানুসারী ফলজনক কার্য্য লৌকিক কার্য্য অপেক্ষা বলবান। পুত্রাদির ধর্ম্মদান বাসনা দ্বারা প্রেতের "আমি ধার্ম্মিক" এই বাসনা জন্মে। বন্ধুর বাসনা দ্বারাও প্রেতের বাসনার উদ্রেক হয়। কিন্তু বেদবিদ্বেষ্টা নাস্তিক পাষণ্ড-মতি মৃত ব্যক্তির কুবাসনা এত প্রবল হয় যে তাহার নিকট বন্ধুর বাসনা অতি দুর্ব্বল। তাই বলিতেছি যত্নপূর্ব্বক শুভাভ্যাসই করিবে অশুভ চিন্তা করিয়া নাস্তিক পাষণ্ড হইবে না।

দেশ কাল পাত্র দ্বারা বাসনার উদয় হয়। যদি জিজ্ঞাসা কর—সৃষ্টির আদিতে ত দেশ কাল থাকে না তবে আদি বাসনা কোথা হইতে জন্মে? কিরূপে ও কোথা হইতে প্রথম সৃষ্টির কারণীভূত বাসনার উদয় হইয়াছিল? এই যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা ত বাসনারই কার্য্য এবং এই সকল দেশ কালাদি সহকারী কারণ দ্বারা উদিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির আদিতে সহকারী কারণ না থাকায় বাসনার অবস্থান সঙ্গত হইতে পারে না, ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, ইহার উত্তর তোমাকে পরে জানাইব। ইহা জানিলেই সব জানার শেষ হইবে। এজন্য এখন বলিলাম না।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দুই জনে পদ্মনৃপতির মন্দির অবলোকন করিলেন এবং তথায় অপ্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

লীলাদ্বয়ের দেহ।

প্রবুদ্ধ লীলা দেখিলেন যে অপ্রবুদ্ধ লীলা অবিকল পূর্ব্বদৃষ্ট আকারে সেই বেশে, সেই দেহে, সেই চরিত্রে, সেই বস্ত্রে এবং সেইরূপ রূপে, গুণে, বয়সে, ভূষণে ও সৌন্দর্য্যে পদ্মভূপতির শব গৃহে আসীনা। শব পার্শ্বে বসিয়া লীলা চামর হস্তে নৃপতি পদ্মের শব-শরীর বীজন করিতেছে। মনে হয় যেন আকাশ-ভূষণ নবীন শশধর ধরাতলে উদিত হইয়াছেন। লীলা ঠিক পূর্ব্বের মত, কেবল বিশেষ এই যে তিনি বিদূরথ-ভবন ত্যাগ করিয়া পদ্ম-ভবনে রহিয়াছেন। মনোহারিণী লীলা বাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া মৌনভাবে রহিয়াছেন। ইঁহার অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ হইতে স্নিগ্ধ শুভ্র নির্ম্মল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। মনে হয় যেন কোন বিকসিত কুসুমিতা লতিকা বনস্থলীতে সুষমা বিতরণ করিতেছে। লীলা যখন যে-দিকে নেত্র পরিচালন করিতেছে সেই দিকেই যেন মালতী উৎপল বর্ষিত হইতেছে। লীলার অঙ্গ-লাবণ্যে যেন ক্ষণে ক্ষণে কত কত চন্দ্রমা উঠিতেছে। লীলার দৃষ্টি ভর্ত্তার উপর স্থাপিত, যেন লীলা নিপুণা হইয়া কি দেখিতেছে। মুখশশী ম্লান সুতরাং ম্লানচন্দ্র নিশার ন্যায় অল্পান্ধকার বিশিষ্ট।

প্রবুদ্ধ লীলা দেবী সত্যসঙ্কল্প বলিয়া লীলাকে দেখিলেন কিন্তু দ্বিতীয়া লীলা এখনও সত্যসঙ্কল্প নহেন বলিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না।

প্রবুদ্ধ লীলাত পদ্মভবনে দেহ রাখিয়া ধ্যানস্থা হইয়াছিলেন এবং তৎপরে বিদূরথ ভবনে গিয়াছিলেন। বিদূরথ ভবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অপ্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিলেন! তাঁহার দেহ কোথায় গেল?

লীলা এই প্রশ্ন করিলে দেবী বলিতে লাগিলেন—যে দুই দাসী তোমার দেহ রক্ষা করিতেছিল তাহারা ঐ দেখ নিদ্রা যাইতেছে। তুমি সমাধি-লীনা হইলে তোমার দেহ পঞ্চদশ দিবসের পর ক্লিন্ন হইল এবং দেহের জলীয় ভাগ বাষ্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তোমার নির্জ্জীব দেহ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া ছিল। ইহা

তখন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন ও হিমানীর ন্যায় শীতল হইয়া ছিল। মন্ত্রিগণ তোমার দেহ পচিতেছে দেখিয়া তাহা চিতায় নিক্ষেপ এবং দগ্ধ করিল। তুমি মরিয়াছ ভাবিয়া রাজ্যের লোক তোমার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ ভাবিয়া এতদিন দেহ কোথায় গেল অনুসন্ধান কর নাই। ইহা স্বাভাবিক। কারণ দেহ কি সত্য বস্তু যে তাহার অনুসন্ধান হইবে? লোকের দেহ-জ্ঞানটা মরুভূমিতে জল বুদ্ধির ন্যায় ভ্রান্তিমূলক। তোমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে বলিয়া তুমি তোমার পরিত্যক্ত শরীর অন্বেষণ কর নাই। যাহা নাই তাহার আবার অন্বেষণ কি? এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আত্মা—এই রহস্য যে জানিয়াছে তাহার আবার দেহাদি কোথায়? যাহা কিছু চারিধারে দেখিতেছ তাহাই চিন্মাত্র বপুঃ ব্রহ্ম। তোমার ব্রহ্মবোধ যেমন যেমন পরিপক্ক হইল তেমন তেমন তোমার দেহবোধও বিগলিত হইল। তুমি এখন যে অতিবাহিক দেহে আপনার পরিকল্পিত দৃশ্য দেখিতেছ অর্থাৎ সমস্তই মনঃকল্পিত এই যে দেখিতেছ তাহা অন্যে জানিবে কিরূপে? তোমার জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে এই সমস্ত ভূম্যাদি নামে সত্যবৎ প্রতীয়মান হইত। তোমার এখনকার আধ্যাত্মিকভাব পূর্ব্বকার আধি-ভৌতিক ভ্রান্তিতে বিদ্যমান ছিল। শব্দ বল আর অর্থই বল কোন কিছুই বাস্তবিক নাই। সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অসত্য। আতিবাহিকের উপর "আমি আধিভৌতিক" এই ভ্রম দূরীভূত হইলে তখন আর আধ্যাত্মিক আধিভৌতিকের বিচার থাকে না। স্বপ্নে যে পুরুষের "আমি মৃগ" এই ভাবনা জাগে, যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে ততক্ষণ সে কি আপনার মৃগত্ব পরীক্ষার জন্য অন্য মৃগ অন্বেষণ করে? যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হইলে সর্পজ্ঞানটা ভ্রান্তি এইরূপ বোধ উদিত হয়, তেমনি ভ্রান্তজনের জগৎভ্রম দূর হইলেই যাহা সত্য তাহাই জ্ঞানে স্ফুরিত হয়।

এই সমস্ত আধিভৌতিক প্রপঞ্চ অপ্রবুদ্ধ জীবের মনঃকল্পিত। অজ্ঞ মানুষ স্বপ্ন দেখার মত জগৎ-স্থৌল্য দর্শন করে। বালক যেমন নৌকা বিঘূর্ণনে ভ্রমণ অনুভব করে সেইরূপ প্রত্যেক অজ্ঞ জীব দেহান্তর প্রাপ্তি অনুভব করে। আত্ম-জ্ঞান হইলে আধিভৌতিক দেহ বাধিত হয়। যোগিদিগের দেহ আতিবাহিক।

লীলা। যোগিদেহের আধিভৌতিকত্ব যদি নাই তবে সেই দেহপুরস্থ জীব স্বরূপ-প্রাপ্ত অথবা মৃত হইলে আতিবাহিকতা-প্রাপ্ত-দেহ লোকে যে দেখে ইহা কিরূপ? যদি বলা যায় আতিবাহিক দেহ লোকে দেখিতে পায়না তবে ইহা যে মুক্তিকাল পর্য্যন্ত থাকে ইহা কিরূপ?

সরস্বতী। পূর্ব্ব দেহের বিনাশ না হইলেও আতিবাহিক দেহে দেহান্তর ধারণ করা যায়। স্বপ্নাবস্থায় দেহটা ত বিনষ্ট হয় না। অথচ অন্য দেহ লোকে ধরে এবং মনেও করে "আমার পূর্ব্ব দেহ বিনষ্ট হইয়াছে।"

যোগিগণ প্রারব্ধ ভোগের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক নানাদেহ কল্পনা করেন এবং ঐ দেহ ধারণ করিয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া লয়েন। এখানে তাঁহাদের পূর্ব্বদেহ থাকে। স্বপ্নে পূর্ব্বদেহ থাকা সত্ত্বেও আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহে এক মৃগাদিভাব ত্যাগ করিয়া অপর মনুষ্যাদিভাব কল্পনা করা যায়, তখন পূর্ব্বদেহটাত শেষ হয় না অথচ আতিবাহিকতায় যাহা ধরা যায় তাহা অনিত্য।

যোগিদিগের মরণ দ্বিবিধ। (১) প্রারব্ধভোগের জন্য ঐচ্ছিক মরণ। ইহাতে যোগিগণ নানা দেহ ধারণ করেন। (২) সমস্ত প্রারব্ধক্ষয়ে বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্তি। প্রথম মরণে পূর্ব্বদেহ রাখিয়াও তাঁহারা দেহান্তরের কল্পনা করেন আর দ্বিতীয় মরণে দেহের আত্যন্তিক অভাব হয়।

ঐ যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে আতিবাহিক দেহ ত অদৃশ্য তবে লোকে তাহা কিরূপে দেখে তাহার উত্তরে আমি বলি সূর্য্যের আলোকে হিমকণা এবং শরতের আকাশে শুভ্র মেঘ যেমন দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ অদৃশ্য সেইরূপ যোগিদেহ দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক তাহা অদৃশ্য। শরৎকালে কিঞ্চিৎ কালের জন্য মেঘাস্তিত্ব দর্শনের ভ্রম হয়।

কোন কোন যোগী "শরীর অদৃশ্য হউক" এই সঙ্কল্প করিবামাত্র দেহকে এত শীঘ্র অদৃশ্য করিতে পারেন যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক অন্য যোগীও তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না। পক্ষীরা যেমন উড়িতে উড়িতে আকাশে অদৃশ্য হয় সেইরূপ। মানুষ যে তাঁহাদের দেহ দেখে তাহা তাঁহাদের সত্য সঙ্কল্পতার প্রভাব। তাঁহারা ইচ্ছা করেন "লোকে আমাকে এইরূপে দেখুক" এই জন্য লোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়। কেহ কেহ যে দেখে এবং বলে "এই যোগী

মৃত” “ইনি জীবিত” এইরূপে যে যোগিদেহ দর্শন সে কেবল দর্শকের বাসনানুরূপ ভ্রান্তি। “অতএব হি প্রাক্ বিদেহ মুক্তস্যাপি শুকস্য পরীক্ষিত সভায়াং পুনর্দ্দশনং ভাগবতোপদেশাদিকঞ্চ ন বিরুদ্ধত ইতি বোধ্যম্”। শুক-দেহ পূর্ব্বে বিদেহ মুক্ত হইয়াও যে পরীক্ষিত সভায় দর্শন দিয়াছিলেন এবং ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন ইহা দর্শকগণের পক্ষে অসম্ভব নহে। জ্ঞানোদয়কালেই যোগিগণের দেহ বাধ হইয়া যায় বলিয়া জীবদ্দশাতেও তাহা না দেখিয়া যে দেহ আছে এই বোধ, ইহা ভ্রান্তি মাত্র। বস্তুতঃ যোগিদেহ কোন কালে আধিভৌতিক নহে। সর্পজ্ঞান বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুজ্ঞান সমুদিত হয় তেমনি ভ্রান্ত জনগণের জ্ঞানোদয় হইলে পূর্ব্বের দেহ-দর্শন ভ্রম বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। জ্ঞান হইলেই মানুষ বুঝিতে পারে, দেহই বা কি তাহার বিদ্যমানতাই বা কোথায় এবং তাহার নাশই বা কি? যাহা ছিল তাহাই আছে কেবল অবোধতাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

> কো দেহঃ কস্য বা সত্তা কস্য নাশঃ কথং কুতঃ।
> স্থিতং তদেব যদভূদবোধঃ কেবলং গতঃ ॥ ২৭ ॥

লীলা। আধিভৌতিক দেহটাই কি যোগের বলে আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়?

সরস্বতী। “আতিবাহিক এবাস্তি নাস্ত্যেবেহাধিভৌতিকঃ”। আতিবাহিক দেহই আছে আধিভৌতিক নাই। অধ্যাস বশে আতিবাহিকে আধিভৌতিকী মতির উদয় হয় যেমন রজ্জুতে সর্পের উদয় হয় সেইরূপ। আবার অধ্যাসের উপশম হইলে যে আতিবাহিক সেই আতিবাহিকই থাকে। আতিবাহিকজ্ঞান জন্মিলে এই দেহে গুরুত্ব কাঠিন্য ইত্যাদি বোধ থাকেই না, যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে স্বপ্নদৃষ্ট নগরের কাঠিন্যাদি থাকে না সেইরূপ। স্বপ্নকালে ইহা স্বপ্ন এইরূপ জ্ঞান হইলে যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় সেইরূপ আতিবাহিক বোধ উদিত হইলেই আধিভৌতিকের বাধ হয় এবং আধিভৌতিকের বাধ হইলে যোগিদিগের দেহ তুলার ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হয়। লোকে যেমন স্বপ্নে আমি স্থূল নহি আমি ভারি নহি, ইচ্ছা করিলে আকাশে বেড়াইতে পারি, এই জ্ঞান হওয়ায় স্বপ্নে আকাশ ভ্রমণ করে, যোগিগণও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয়ে সত্য সত্য আকাশ-গমনে সক্ষম হয়েন।

দীর্ঘকাল এইরূপে থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের স্থূলদেহের কোন সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। স্থূল দেহটা শবের মত পড়িয়াই থাকুক বা ভস্মীভূতই হউক, তাঁহারা আতিবাহিক দেহেই থাকিয়া যান। প্রবোধের আতিশয্য দ্বারা যোগিগণ জীবিত অবস্থাতেই ঐ প্রকার সূক্ষ্মদেহলাভে সমর্থ হন। "আমি সঙ্কল্পাত্মা স্থূল নহি" এই স্মৃতির উদয়ে তাঁহাদের স্থূলদেহও আকাশ ভ্রমণ যোগ্য হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় স্থূল ভ্রান্তি নিরন্তর উঠিতেছে বটে কিন্তু সত্য সত্যই কি রজ্জু স্থূল সর্পত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাত হয় না। পরন্তু ভ্রম বিনষ্ট হইলে সর্প আর থাকে না। আধিভৌতিক যখন নাই তখন ভ্রম সমুদিত হউক বা না হউক আতিবাহিক আতিবাহিকই থাকে। ইহার বাস্তব অন্যথা হয় না বলিয়াই স্থূলদেহে আকাশ ভ্রমণ অসম্ভব নহে।

এই দুই লীলাকে কি পদ্মভবনের লোকেরা দেখিতে পাইতেছিল?

না! প্রবুদ্ধ লীলার দেহকে তাহারা পূর্ব্বেই অগ্নিসাৎ করিয়াছে বলিয়া যদি আবার তাঁহাকে সশরীরে দেখে তবে তাঁহাকে পরলোক হইতে সমাগতা ভাবিয়া চমকিয়া উঠিবে। সেই জন্য ইঁহারা সকলের অদৃশ্য হইয়াই ছিলেন।

আচ্ছা যদি প্রবুদ্ধ লীলা সত্যসঙ্কল্পবশে ইহারা আমাদিগকে দর্শন করুক এইরূপ বলিত তবে দুই লীলাকে দেখিয়া পুরবাসীগণ কি ভাবিত?

ভাবিত ইনিই রাজমহিষী আর ইনি ইঁহার বয়স্যা; কোন এক স্থানে মহারাজ্ঞী এই সখী পাইয়া থাকিবেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পশুরা কোন কিছু দেখিলেই, যেমন মনে আসে সেইরূপ কার্য্য করে। অবিবেকী মানবও দৃষ্টানুসারে ব্যবহারিক কার্য্য করে। যেরূপে হউক একটা কিছু করিয়া মনকে প্রবোধ দেয় ইহাই সম্ভব। যথার্থ বিচার যাহা তাহা পশুতুল্য অজ্ঞানগণের অন্তরে প্রবেশ করে না, লোষ্ট্র বৃক্ষাদিতে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করেনা অপিচ তাহা বৃক্ষে লাগিয়া যেমন বিশীর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ। অজ্ঞানীর শরীর কাম, কর্ম্ম ও বাসনা প্রকৃত বিচার হীনতার জন্য একভাবেই থাকে। যদি ইহা এই দীর্ঘ সংসার রোগের একমাত্র ঔষধ স্বরূপ বিচারকে অবলম্বন করিতে পারে তবে জাগরিত হইলে যেমন স্বপ্নে শরীর কোথায় যায় জানা যায় না সেইরূপ

বিচার দ্বারা তত্ত্ববোধ জন্মিলে আধিভৌতিক ভাব যে কোথায় পলায়ন করে তাহা জানা যায় না।

শুনিবে "স্বপ্নশিখরী প্রবোধে কেব গচ্ছতি"—শুনিবে স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত জাগরণে কোথায় যায় ?

স্পন্দন যেমন বায়ুতে লীন হয় তেমনি স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত বা সঙ্কল্পদৃষ্ট শিখরী সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্যে মিলিত হইয়া থাকে। যেমন অস্পন্দ বায়ুতে সস্পন্দ বায়ু প্রবেশ করে অর্থাৎ স্থির বায়ুতে ঝটিকা বায়ু প্রবেশ করে সেইরূপ বাস্তব অস্তিত্বশূন্য স্বপ্ন পদার্থ নির্ম্মল স্বভাব সম্বিদে প্রবেশ করে। একমাত্র সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্যই নানা প্রকার পদার্থের আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে। যেমন স্থির জল তরঙ্গ আকারে প্রস্ফুরিত হয়, যেমন মনের সত্তা সঙ্কল্প আকারে প্রস্ফুরিত হয় সেইরূপ। এইটি যখন না হয়, মনের সঙ্কল্প যখন না উঠে, সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্য যখন 'ইহা উহা তাহা' রূপ বস্তু আকারে প্রস্ফুরিত না হয় তখনই সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্যের স্বভাব সুলভ অদ্বয়তা বা স্বরূপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তরঙ্গ ও জল যেমন অভিন্ন, বায়ু ও স্পন্দন যেমন অভিন্ন তেমনি স্বপ্নবিষয়ও সম্বিদের সহিত অভিন্ন। সম্বিদের সহিত স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর বাস্তব পার্থক্য কোন কালে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপলব্ধ হয় নাই, হইবেও না। সম্বিদ্ বা আত্মচৈতন্য নানা আকারের বস্তু হইতে ভিন্ন এই বোধটির নাম অজ্ঞান আর এই অজ্ঞানই সংসার। সম্বিদ্ই উক্ত অজ্ঞানের আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া সংসারাখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু স্বাপ্ন সৃষ্টিটা কি ? অস্পন্দ ব্রহ্ম হইতে যে সস্পন্দ জগৎসৃষ্টি, ইহা হইবে কিরূপে ? বীজ হইতে অঙ্কুর সৃষ্টি যে হয় তাহার একটা সহকারী কারণ থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি যে হইবে, তাহার সহকারী কারণ কি ? মানুষের মধ্যেও যাহা কিছু ঘটে তাহার একটা সহকারী কারণ থাকে। রাজা পরীক্ষিতের ভাগবত-শ্রবণে যে মুক্তি হইল তাহার সহকারী কারণ শমীক মুনির গলদেশে মৃত সর্প জড়ান। সর্ব্বত্রই এই। তাই বলা হইতেছে এক্ষেত্রে সহকারী কারণ কোথায় ? সহকারী কারণ না থাকায় অদ্বৈত হইতে দ্বৈতভাব যাহা দেখা যায় তাহা পণ্ডদ্বৈত বা অলীক। কাজেই স্বপ্নদৃষ্টিও অলীক। সহকারী কারণ না থাকায় স্থির আত্মচৈতন্য হইতে অস্থির স্বপ্ন-বিবর্ত্ত বা বাসনা-বিবর্ত্ত উঠিতেই

পারে না। তোমার পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তর—আদি বাসনা কোথা হইতে উঠে ইহার উত্তরের আভাস এখানে দেওয়া হইল। তত্ত্ব কথাটি বুঝিয়া রাখ আর সমস্তই বুঝিতে পারিবে। প্রথমেই ধারণা কর—ধারণার অভ্যাস কর পরিদৃশ্যমান যাহা দেখিতেছ তাহা সম্বিদের বা আত্মচৈতন্যেরই বিবর্ত্ত। প্রথমে ইহা নিশ্চয় করা কঠিন বলিয়া, ভাবনা কর স্থির শান্ত জল যেমন তরঙ্গ আকারে দেখা যায় সেইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যই নানাবিধ বস্তুর আকারে দেখা যাইতেছে। তাহার পরে আরও সূক্ষ্মে আসিয়া ভাবনা কর রজ্জুকে যেমন সর্পাকারে দেখা যায় সেইরূপ সম্বিদকেই দৃশ্যাকারে দেখা যাইতেছে অথবা আত্মচৈতন্যকে স্বপ্নাকারে দেখা যাইতেছে, কিন্তু রজ্জুই যেমন আছে—সর্প আদৌ নাই আর সর্পটা পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের সংস্কার-কল্পনা হইলেও রজ্জু যেমন কোনকালে যথার্থ সর্প হইয়া যায় না সেইরূপ আত্মচৈতন্য বাসনাকারে স্পন্দিত হইলেও চৈতন্য কখন বাসনা হইয়া যায় না। বাসনাটি মিথ্যাই। এইজন্য স্বপ্ন পর্ব্বতটা মিথ্যাই। ইহা আদৌ নাই। আবার স্বপ্ন যেমন অসৎ, জাগ্রৎটাও সেইরূপ অসৎ। এবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না।

আবার ভাল করিয়া ধারণা কর। স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি সহকারী কারণের অভাবহেতু অসৎ। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি অসৎ সেইরূপ সৃষ্টির আদিতে একমাত্র অজ্ঞানোপহিত হিরণ্যগর্ভ সম্বিদের অতিরিক্ত অন্য কোন সহকারী কারণ না থাকায় তদদ্ভূত সৃষ্টিও অসৎ। "যদ্যপীদানীং সহকার্য্যাদয়ঃ সন্তি তথাপ্যাদিসর্গে অজ্ঞানোপহিত হিরণ্যগর্ভসম্বিদতিরিক্তং নাস্তীতি স্বপ্নসাম্যমেবেত্যর্থঃ" তাই বলা হইল—

যথা স্বপ্নস্তথা জাগ্রদিদং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
স্বপ্নে পুরমসত্তাতি সর্গাদৌ ভাত্যসজ্জগৎ ॥ ৫০ ॥

স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতাদি কোনও ক্রমে সত্য নহে। একমাত্র সম্বিদই নিত্য সত্য। আর যদি বল স্বরূপটি ঢাকা পড়িলে সম্বিদ বা আত্মচৈতন্যই প্রপঞ্চকে নিজের উপরে ভাসাইতে শক্য হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ সম্বিদের সত্তার কখন ব্যভিচার হয় না। কাজেই সম্বিদ ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা সর্ব্বথা অসত্য। যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্নপর্ব্বতাদি তৎক্ষণাৎ নাস্তিতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নাই

হইয়া যায়; সেইরূপ শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক বা ক্রম অনুসারেই হউক তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা এই আধিভৌতিক জগৎ শূন্য হইয়া যায়। নিকটস্থ লোকেরা যে দেখে "এই ব্যক্তি মরিল—বা এই ব্যক্তি উড়িতেছে"—এই যে ইহারা দেখে তাহার কারণ ইহারা স্ব স্বরূপ জানে না বলিয়া আধিভৌতিকটাই সত্য ইহা নিশ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ স্বস্বরূপানভিজ্ঞ আধিভৌতিকাভিমানী বলিয়াই ইহারা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া দেখে। তাই বলা হইতেছে জগৎদর্শনটা বা দেহাভিমানটা মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে এবং মোহের প্রেরণায় ঘটে। এই ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টি ভ্রমটা স্বপ্নানুভূতির ন্যায় নিঃস্বরূপ।

স্বপ্নানুভূতয় ইমা মরণান্তবোধে,
ভ্রান্ত্যেতরভ্রমদৃশঃ স্ফুটসর্গভাসঃ।
ভান্ত্যাতিবাহিক শরীরগতাঃ সমস্তা
মিথ্যোদিতা মৃগনদীসরণ ক্রমেণ॥ ৫৫॥

মূর্খ নরনারী ধারণাভ্যাস এবং বিচারের অভাবে অনাদিভ্রম প্রবাহে নিপতিত থাকে। ইহারাও কিন্তু মরণমূর্চ্ছার পূর্ব্বক্ষণে আতিবাহিক দেহ পায়। চিরদিন ভ্রমপ্রবাহে হাবুডুবু খাইতে অভ্যাস করিয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহারা ভ্রান্তিক্রমে ভবিষ্যৎ ভোগের উপযুক্ত সৃষ্টির ছায়া অনুভব করে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে সেই প্রতিভাসই বা ছায়াই দৃঢ় হইতে থাকে। তাহারা যাহা অনুভব করে তাহা তাহাদের মনের মধ্যেই দেখে। কিন্তু ভ্রান্তির মহিমায় অন্তঃস্থ সমস্তকেই তাহারা বহিঃস্থ বিবেচনা করিয়া তাহাদেরই অনুসরণ করে। মৃগতৃষ্ণিকার প্রবাহানুসরণ যেমন, অজ্ঞ জীবের বিষয় করা সেইরূপ।

একত্রিংশ অধ্যায়।

পুনর্জ্জীবন।

লীলা!

কি মা!

সরস্বতী প্রিয়তমা লীলাকে অন্যদিকে আকর্ষণ করিলেন। বলিলেন লীলা! ঐ দেখ বিদুরথ জীব পদ্মভূপতির শবদেহে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিতেছে। আমি উহাকে অবরুদ্ধ করিলাম। এস আমরা একটু সত্য সঙ্কল্পতার খেলা করি। সঙ্কল্প দ্বারাই সকল কার্য্য রোধ করা যায়। মনের স্পন্দন যেমন রোধ করা যায়, ইহাও সেইরূপে হয়।

আজ একত্রিংশ দিবস। আজ আমরা এই মন্দিরাকাশ পাইলাম। তুমি যে দিন সমাধিলীনা হও তাহার পরে ত্রিংশ দিবস অতিবাহিত হইয়াছে। তোমার পূর্ব্বদেহ ইহারা অগ্নিসাৎ করিয়াছে। আমার ইচ্ছায় এখানকার দাস দাসীগণ এখনও নিদ্রিত। এস আমরা অপ্রবুদ্ধ লীলাকে একটু চমৎকৃত করি।

দেবী তখন সঙ্কল্প করিলেন অপ্রবুদ্ধ লীলা আমাদিগকে দর্শন করুক।

লীলা কি অপূর্ব্ব দেখিতেছে। দেখিতেছে পদ্মরাজার মণ্ডপের অভ্যন্তরভাগ অকস্মাৎ কি এক শীতল তেজঃপুঞ্জে ভাস্বর হইয়া গেল। চঞ্চল নয়না লীলা দেখিতেছে 'চাঁদ ছানা' দ্রবশীতল প্রভাময়ী দুইটি রমণীমূর্ত্তি বড় প্রদীপ্তভাবে তাহার পুরোভাগে প্রকাশিত হইল। মরি মরি কি অঙ্গপ্রভা! ইঁহাদের অঙ্গ-প্রভায় গৃহভিত্তি সুবর্ণদ্রব দ্বারা যেন লিপ্ত হইয়া গেল। লীলা অপূর্ব্ব আলোকে গৃহ আলোকিত দেখিয়া সম্মুখে জ্ঞপ্তি দেবী ও প্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিতে পাইল। "উত্থায় সম্ভ্রমবতী তয়োঃ পাদেষু সা পতৎ।" সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া অপ্রবুদ্ধ লীলা তাঁহাদের চরণকমলে প্রণাম করিল। লীলা বলিতে লাগিল—হে আমার জীবন-প্রদায়িণী দেবীদ্বয়! আপনারা আমার কল্যাণের জন্যই আসিয়াছেন সন্দেহ নাই আপনাদের জয় হউক। আমি আপনাদের মার্গশোধিনী—পরিচারিকা হইয়াই অগ্রে এইখানে আসিয়াছি। তখন মানিনী মত্তযৌবনা সেই দুই রমণীকে লীলা

যথাযোগ্য উচ্চ আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলেন, মনে হইল সুমেরু শিখরে যেন দুইটি লতা শোভা পাইল। জ্ঞপ্তি দেবী তখন লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন্ পথ দিয়া কি দেখিতে দেখিতে এখানে আসিয়াছ? কি প্রকারেই বা এখানে আসিলে?

বিদূরথ-লীলা বলিতে লাগিল—দেবি! ভর্ত্তার সেই অবস্থা দেখিয়া আমি দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রকলার ন্যায় কল্পান্ত জ্বালায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা হইলাম। তখন আমার সম বিষম জ্ঞান ছিল না। তরল পক্ষ্মান্তর্গত লোচন নিমীলিত হইয়া গিয়াছিল। পরে মরণমূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। জাগরিত হইয়া দেখিলাম আমি গগনোদয়ে আপ্লুতা। দেখিতে দেখিতে ভূতাকাশে বায়ুরথে আরোহন করিলাম। গন্ধ লেখার মত আমি তখন এখানে বায়ুকর্ত্তৃক আনীত হইয়া দেখিলাম এই গৃহ আমার নায়ক দ্বারা অলঙ্কৃত। দেখিলাম নির্জ্জন এই স্থান—প্রজ্বলিত দীপমালায় সুশোভিত এবং মহামূল্য শয্যায় অলঙ্কৃত। পুষ্পবনে বসন্তের মত কুসুম গুণ্ঠাঙ্গ আমার এই পতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম ইনি সংগ্রাম সংরম্ভ দ্বারা শ্রমার্ত্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। দেবেশ্বরি! আমি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। তারপরেই দেখিলাম আপনারা আসিয়াছেন। হে সদনুগ্রহকারিণি! আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই বলিলাম।

জ্ঞপ্তি দেবী তখন হাসিতে হাসিতে লীলাদ্বয়কে সম্বোধন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—হে হংসগামিনী ললিতলোচনা লীলাদ্বয় এখন আমি শব-শয্যা হইতে নৃপতিকে উত্থাপিত করিব। এই বলিয়া জ্ঞপ্তি দেবী পূর্ব্ব সঙ্কল্প দ্বারা নিরুদ্ধ রাজার জীবকে মুক্ত করিয়া দিলেন। সেই জীব বায়ুর মত অদৃশ্য ও রাগাদি বাসনা পল্লবিত বলিয়া লতার মত হেলিয়া দুলিয়া শবের নাসিকার নিকটে গমন করিল। বায়ুর বংশরন্ধ্র প্রবেশের ন্যায় ঐ জীব তখন নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। পদ্মরাজা তখন সমুদ্রের আপন গর্ভে শত শত রত্নধারণের ন্যায় শত শত বাসনা অন্তরে উদিত হইতে দেখিলেন। বৃষ্টিপ্রতিবন্ধে ম্লানপদ্ম যেমন সুবৃষ্টিতে আবার হাসিয়া উঠে জীব প্রবেশে পদ্মনৃপতির মুখপদ্মে সেইরূপ কান্তি দেখা দিল।

ক্রমাদঙ্গানি সর্ব্বাণি সরসাণি চকাশিরে।
তস্য পুষ্পাকর ইব লতাজালানি ভূভৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

ক্রমে রাজার সমস্ত অঙ্গ সরস হইয়া বসন্তকালে লতাজাল যেরূপ শোভা পায় সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুখমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের কান্তি দেখা গেল। সকল অঙ্গ স্ফুরিত হইল, বসন্তে পল্লব উদ্গমের ন্যায় সকল অঙ্গ ভরিত হইয়া উঠিল। রাজা ধীরে ধীরে তখন চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন, মনে হইতেছে সর্ব্বভুবনাত্মা বিরাট যেন আপন নেত্রভূত চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। রাজা বৃদ্ধিমান বিন্ধ্যাদ্রির মত উল্লাসপ্রাপ্ত দেহে উত্থিত হইলেন। মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন "এখানে কে আছে?" "উবাচ—কঃ স্থিত ইতি ঘনগম্ভীর নিঃস্বনম্।"

উভয় লীলা তখন নিকটে আসিল, বলিল কি করিতে হইবে আদেশ করুন। "প্রোবাচাদিশ্যতামিতি।"

রাজা দেখিতেছেন উভয়েই একরূপ। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? ইনিই বা কে? তোমরা কোথা হইতে আসিলে? "কা ত্বং কেয়ং কুতশ্চেয়ং ইত্যাহ স বিলোকয়ন্।" অপ্রবুদ্ধ লীলার আজ কত আনন্দ। আর প্রবুদ্ধ লীলা? লীলাকারিণী স্বরূপে থাকিয়াও কত লীলা যেন করিতে চায়। রাজার বাক্য শুনিয়া রাজাকে লইয়া লীলা করিবার জন্য যেন প্রবুদ্ধ লীলা আরও নিকটে আসিল ও কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, প্রভো! আমিই আপনার সেই পূর্ব্বমহিষী লীলা। আপনার প্রাক্তনী সহধর্ম্মিণী আমি। বাক্যের সহিত অর্থের চিরমিলনের মত আমি আপনার সহিত চিরমিলিতা। আর এই যে আর এক লীলা দেখিতেছেন—

ইয়ং লীলা দ্বিতীয়া তে মহিলা হেলয়া ময়া।
উপার্জ্জিতা ত্বদর্থেন প্রতিবিম্বময়ী শুভা ॥ ৪৭ ॥

আমি ইহাকে বিনা আয়াসে উপার্জ্জন করিয়াছি। ইনি আমারই প্রতিবিম্বময়ী। আপনার জন্যই ইহাকে অর্জ্জন করিয়াছি।

শিরোভাগোপবিষ্টেয়ং পাহি হৈম মহাসনে।
এষা সরস্বতী দেবী ত্রৈলোক্য জননী শিবা ॥ ৪৮ ॥

আর ঐ যে শিরোভাগে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা—ইনি ত্রৈলোক্য জননী মঙ্গলময়ী সরস্বতী। বহুপুণ্যফলে আমরা দেবীকে সাক্ষাতে পাইয়াছি। ইনিই আমাদিগকে পরলোক হইতে আনিয়াছেন।

রাজীবলোচন রাজা ইহা শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। গলদেশ হইতে লম্বমান মালা দুলিয়া উঠিল। রাজা সরস্বতীর চরণযুগলে পতিত হইলেন। আর বলিলেন—

সরস্বতি! নমস্তভ্যং দেবি সর্ব্বহিতপ্রদে!
প্রযচ্ছ বরদে মেধাং দীর্ঘমায়ুর্ধনানি চ ॥ ৫১ ॥

মা সরস্বতি! তোমাকে প্রণাম করি। দেবি! তুমি সর্ব্বজনের মঙ্গল করিয়া থাক। মা আমাকে এই বর দাও যেন আমার শ্রুতির পরমার্থ ধারণাবতী বুদ্ধি হয়, দীর্ঘ আয়ু হয়, আর ঐশ্বর্য্য হয়।

জ্ঞপ্তি দেবী তখন বড় আদরে স্বীয় হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন, পুত্র আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিলাম।

সর্ব্বাপদঃ সকল দুষ্কৃত দৃষ্টয়শ্চ
গচ্ছন্তু বঃ শমমনন্ত সুখানি সম্যক্।
আয়ান্তু নিত্যমুদিতা জনতা ভবন্তু
রাষ্ট্রে স্থিরাশ্চ বিলসন্তু সদৈব লক্ষ্যঃ ॥ ৫৩ ॥

তোমার সমস্ত আপদ আর সমস্ত পাপবুদ্ধি বিনাশ প্রাপ্ত হউক। তোমার অনন্ত অভ্যুদয় সুখ আসুক। তোমার এই রাজ্যে জনসমূহ সর্ব্বদা আনন্দে থাকুক। তোমার রাজলক্ষ্মী নিশ্চলা হউক এবং সর্ব্বদা তোমার ভবনে ইনি বিলাস করুন।

লীলা সত্যসঙ্কল্পা। লীলার পূর্ব্বদেহ ছিল না। লীলা এতক্ষণ ভাবনাময় দেহে ছিল। এখন লীলা সঙ্কল্প বলে স্থূলদেহ রচনা করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়া লীলা প্রবুদ্ধ লীলার মানসী প্রতিমা হইলেও সরস্বতীর বরে স্থূলেই পদ্মমণ্ডপে আসিয়াছিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

জীবন্মুক্তি।

সরস্বতী অন্তর্দ্ধান করিলেন। প্রভাত আসিল। সরোবরে পদ্মসমূহ বিকশিত হইল আর সংসার সরোবরে জনসমূহ প্রবুদ্ধ হইল।

পদ্মরাজা স্বীয় মহিষী লীলাকে আনন্দভরে বক্ষে ধারণ করিলেন, আর লীলাও মৃত পতিকে পুনরায় জীবিত পাইয়া পুনঃ পুনঃ মহানন্দে আলিঙ্গন করিল।

সাবিত্রী ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া সত্যবানকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল এই লীলাও এই ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া পদ্মরাজাকে জন্মান্তর হইতে ফিরাইয়া আনিল। শুধু তাহাই নহে—জীবন্মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্তি প্রদান করিল।

লীলা দেবী সরস্বতীর উপাসনা করিয়া ইষ্ট দেবতার সাহায্যে জীবন সার্থক করিয়াছিল। উৎপত্তির লীলা এইরূপই হইবে। কিন্তু ইহার অন্যদিক বাকী রহিল। সেথানে উপাসনা দ্বারা না হইয়া আত্মবিচার দ্বারা হইবে। সময় মিলিলে বাকীটি শেষ করা যাইবে।

রাজা রাণীর মিলন হইল। রাজভবন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। জনগণ আনন্দে মত্ত। সর্ব্বত্র বাদ্যগেয় রব মুখরিত। যেথানে সেথানে জয়মঙ্গল পুণ্যবাক্য উচ্চারিত হইতে লাগিল আর রাজ্য ঘোষ ঘুজ্যুম ঘর্ঘর হইয়া উঠিল। রাজবাটী হৃষ্টপুষ্টজনে পূর্ণ, প্রাঙ্গনভূমি রাজলোকাবৃত হইল। সিদ্ধবিদ্যাধরোন্মুক্ত পুষ্পবর্ষণে রাজপ্রাসাদ রমণীয় হইয়া উঠিল। উপর হইতে হইতেছে পুষ্পবর্ষণ আর নীচে ধ্বনৎ মৃদঙ্গ মুরজ কাহলা শঙ্খ দুন্দুভি দ্বারা সর্ব্বত্র মুখরিত। হস্তিগণ আনন্দে শুণ্ড উত্তোলন করিয়া উৎকট শব্দ করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ উত্তাল তাণ্ডবে প্রাঙ্গনভূমি উল্লসিত করিতে লাগিল। সামন্ত রাজগণের আনীত উপঢৌকন সকল পরস্পর সঙ্ঘটিত হইয়া ভূমিপতিত হইতে লাগিল। প্রচুর ঔৎসবিক পুষ্প সম্ভার আসিতে লাগিল। পুষ্পবাহী জনগণের সঞ্চারে রাজ সদন পরমশোভা ধারণ করিল। চারিদিকে মঙ্গলপুষ্প, লাজ, মুক্তাদি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

মনে হইল যেন পৃথিবীকে কেহ ক্ষৌমাম্বর পরাইয়া দিতেছে। তাণ্ডবিণীগণের নৃত্যকালে কর সঞ্চালন আকাশে কত কত মৃণাল রক্তপদ্ম শোভিত সরোবর সৃজন করিতে লাগিল। অতিহৃষ্ট স্ত্রীগণের গ্রীবাদেশ বিলাস সঞ্চালিত হওয়ায় তাহাদের কর্ণের রত্নকুণ্ডল দুলিয়া দুলিয়া অপূর্ব্ব শোভা ছড়াইতে লাগিল। অবিরত পাদ সম্পাতে বৃক্ষচ্যুত কুসুমরাজি মর্দ্দিত হওয়ায় রাজপথ পুষ্পরস কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। শারদ মেঘের মত বিস্তৃত ও পট্টবস্ত্র বিনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ প্রাঙ্গণ ভূমি অলঙ্কৃত করিতেছে আর কত কত স্ত্রীলোক সেখানে বিচরণ করিতেছে। তাঁহাদের বদন কমল দৃষ্টে মনে হইতে লাগিল যেন লক্ষ লক্ষ চন্দ্র পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে।

রাজা ও রাণী উভয়েই পরলোক হইতে আগমন করিয়াছেন এই বাক্য গাথার ন্যায় মুখে মুখে দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

ভূপতি পদ্ম আপন মরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজা তখন চতুঃসাগর জলে স্নান করিলেন। অনন্তর অমরগণ যেমন অমরেন্দ্রকে অভি-ষেক করেন, সেইরূপে ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য রাজগণ সমবেত হইয়া সেই রাজার অভিষেক করিলেন। অবশেষে লীলা দ্বিতীয়া লীলা ও রাজা পদ্ম সরস্বতীর কৃপায় জীবন্মুক্ত হইলেন এবং সুধাময় আপন আপন প্রাক্তন্ বৃত্তান্ত বলিয়া বলিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহারাজ পদ্ম স্বীয় পৌরুষে এবং সরস্বতীর বরে ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিলেন। জ্ঞপ্তিদেবী প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি লীলাদ্বয় সঙ্গে বহু বর্ষ রাজ্যভোগ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় ইহারা শেষে বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

সম্পূর্ণ।

লীলার উপসংহার।

"জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে"
অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ"

আমরা শ্রীগীতাতে পাই "আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা জরা মরণ হইতে মুক্তিলাভের যত্ন করে" "আমি তাহাদিগকে মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দিয়া থাকি"। শ্রীভগবানের এই আশ্বাসবাণী কোন্ সাধকের প্রাণে আশ্বাস ঢালিয়া না দেয়? শ্রীগীতায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবান্, লীলা উপন্যাসে তিনিই জ্ঞপ্তিদেবী শ্রীসরস্বতী। লীলা ইঁহারই সাধনা করিয়া আতিবাহিক দেহ পাইয়াছিল, সত্যসঙ্কল্পময়ী হইয়াছিল, পরলোকে ভ্রমণ করিয়াছিল, আর মৃত স্বামীকে আবার বাঁচাইয়া আনিয়াছিল। লীলা কুলবধূর আদর্শ। লীলা স্বামীকে জীবন্মুক্তি দিয়াছিল। আপনি জীবন্মুক্ত হইয়াছিল! ইহা অপেক্ষা স্ত্রীজনের উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে? সাবিত্রীর মত এই লীলা। সতী স্ত্রী সব ছাড়িতে পারে এ আদর্শ ছাড়িতে পারে না। এই আদর্শ হৃদয়ে তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। বুঝি এই সাধনার ও সময় আসিয়াছে।

জীবন লইয়া কি হইবে যদি এই জীবন আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের ব্যাপারে নিত্য ব্যথা পায়? মানুষের জীবনে সাধনা করিবার সমস্ত উপাদান আছে। যদি জীবন সাধনা শূন্য হয় তবে সেই জীবনে সুখ কোথায়? ক্ষণিক চিত্ত বিনোদনের জন্য সংসার করায় সুখ কি? সংসার যে জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহে নিরন্তর হাহাকার করিতেছে ইহা কে না দেখিতেছে? যদি মানুষ এই ষড়োর্ম্মি পার হইতেই না পারিল তবে মানুষ কার কি উপকার করিল? যদি মানুষ সংসার দুঃখ অতিক্রম করিয়া অন্যকে তাহাই করাইতে না পারিল, যদি হাহাকার দূর করিবার উপায় জানিয়া, সাধনা করিয়া সেই সাধনা প্রচার করিয়া না গেল তবে জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইল কৈ? বাহিরের ক্ষণিক তৃপ্তিতে কার কবে মনের শান্তি আসিয়াছে? বাহিরের সুখের আমদানীতে কার কবে প্রাণ জুড়াইয়াছে? কার কবে স্ত্রী পুত্র স্বজন বিয়োগ ভয় গিয়াছে? কার কবে নিত্য আনন্দে স্থিতি লাভ হইয়াছে?

লীলা শোক কি জানিয়াছিল, শোক শান্তির জন্য সাধনা করিয়াছিল এবং সিদ্ধি লাভ ও করিয়াছিল। লীলা বিয়োগাত্মক নহে মিলনাত্মক। শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হওয়া, শ্রীভগবানের সহিত মিশ্রিত হওয়া আবার শ্রীভবগানত্বে স্থিতি লাভ করিয়া, সেই স্থিতি আয়ত্ত করিয়া সংসারের উৎকট হাহাকারে অবিচলিত থাকিয়া অন্যকে সেই পথ দেখান এইত মানুষের ব্রত। এই জীবন্মুক্তির জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

ভগবান্ বশিষ্টদেব লীলাতে ইহাই দেখাইয়াছেন—জীবন্মুক্তি লাভ করিতে হইলে কি করা আবশ্যক লীলা তাহারই পুস্তক। ভগবৎ লীলাও জীবন্মুক্তি সুখ আস্বাদন জন্য। এই লীলা কখন পুরাতন হইতে পারে না। একবার পড়িয়াই লীলা পড়া কখন শেষ হইবে না। যতদিন জীবন্মুক্তি না হয়, যতদিন "তুল্য নিন্দা স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টং যেন কেন চিৎ" না হয় ততদিন লীলা পড়াও থাকিবে লীলায় সাধনাও করিতে হইবে।

জীবন্মুক্তির সাধনা কি, স্বরূপ বিশ্রান্তির কার্য্য কি, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তবে এক কথায় এই বলা যায় সেই চেতন, সর্ব্বব্যাপী, জগদাকারে দণ্ডায়মান পুরুষকে দেখিয়া দেখিয়া মন যখন দৃশ্য বস্তুর সহিত সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ ত্যাগ করে, যখন শেষে আর দৃশ্য বলিয়া কিছুই দেখেনা, যাহা দেখে তাহাকে চৈতন্যরূপেই দেখে; দেহ, মন, সংসার, বিশ্ব সবই চৈতন্যরূপে ভাসিয়া উঠে; যে সাধনায় ইহা হয় তাহাই স্বরূপ বিশ্রান্তির সাধনা।

যখন গুরু শোকভারে নিষ্পেষিত হও তখন ভাল করিয়া দেখ দেখি কিসে জুড়াইতে পার? অসত্য যাহা তাহাই শোকের কারণ আর সত্য ভিন্ন অসত্যের প্রহার সহ্য করিতে কে সমর্থ?

সত্য কি? চৈতন্যই সত্য। চৈতন্য ভিন্ন অচৈতন্যের ভয় কি দূর হয়? চেতন লইয়া চেতন হইয়া থাক কোন ভয় আর থাকিবেনা। তখন অচেতন আর কিছুই দেখিবেও না।

সাগর বক্ষে তরঙ্গ ভাঙ্গে ভাসে। গতির তলে থাকে স্থিতি। রূপের তলে থাকে স্বরূপ। নামরূপের নীচে থাকেন সর্ব্বব্যাপী নামী। নামীর রূপ নাই। তথাপি জগতের সব রূপই সেই অরূপের রূপ। পরম শান্ত চৈতন্য সমুদ্র, ভাবনা চক্ষে দেখিতে দেখিতে যখন অশান্ত তরঙ্গ আর দেখিবেনা, রজ্জু ভাবিতে ভাবিতে যখন সর্প আদৌ আর ভাসেনা দেখিবে তখন হইবে চিরতরে দুঃখশান্তি রূপ স্বরূপ

বিশ্রান্তি। লীলা ইহাই দেখিয়াছিল, ইহাই আয়ত্ব করিয়া স্বপ্ন জাগ্রত সুষুপ্তিতে খেলা করিয়াছিল অথচ একবারও তুরীয় হইতে বিচ্যুত হয় নাই। লীলা তাই পরলোক কোথায় ইহা দেখিয়াছিল; মৃত্যু কার হয়, মরিবার পরে লোকে কোথায় যায়, কি করে, সব জানিয়াছিল। আতিবাহিকতা লাভ করিয়া সত্যসঙ্কল্প হইয়াছিল। জীবন ত ইহারই জন্য।

আর কিছুই নাই তুমিই আছ। মায়ার লীলাই লীলা। সরস্বতী—সহচরী লীলা মায়ার লীলা অতিক্রম করিয়া, মায়ার লীলা আয়ত্ব করিয়া, লীলা দেখিয়াছিল। তুমি আমি যদি ভগবান বশিষ্ট দেবের কৃপায় লীলা ছাড়িয়া লীলা দেখি, লীলার মত হই তবেই ত স্বরূপে থাকিয়াও নিত্যলীলা আয়ত্ব করিতে পারিব। এস লীলাকে প্রণাম করিয়া আমরা লীলার স্বরূপে আমাদের লীলা মিশাই। ইহারই জন্য এই উপন্যাস। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।